THE

HISTORY

OF THE

SANSKRIT LITERATURE.

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।

প্রথম ভাগ।

শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য এম্‌, এ, বি, এল্‌

প্রণীত।

"No one who wishes to acquire a thorough knowledge of Greek and Latin or any other Indo-European languages, no one who takes an interest in the philosophy and the historical growth of human speech, no one who desires to study the history of that branch of mankind to which we ourselves belong, and to discover in the first germs of the language, religion, and mythology of our fore-fathers, the wisdom of Him who is not the God of the Jews only,—can, for the future, dispense with some knowledge of the language and ancient literature of India."

Prof. Maxmuller's "*History of Ancient Sanskrit Literature.*"

ঢাকা

আরমাণীটোলা, আদর্শ-যন্ত্রে

শ্রীলছমন বসাক দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮৮৮। ২৫ আং।

মূল্য দেড় টাকা মাত্র।

2127

যং মাতাপিতরৌ ক্লেশং সহেতে সম্ভবে নৃণাং।
ন তস্য নিষ্কৃতিঃ শক্যা কর্ত্তুং বর্ষশতৈরপি ॥ ২২৭
তয়োর্নিত্যং প্রিয়ং কুর্য্যাৎ আচার্য্যস্য চ সর্ব্বদা।
তেষ্বেব ত্রিষু তুষ্টেষু, তপঃ সর্ব্বং সমাপ্যতে ॥ ২২৮
ত্রিষ্বেতেষ্বিতি কৃত্যং হি পুরুষস্য সমাপ্যতে।
এষ ধর্ম্মঃ পরঃ সাক্ষাৎ, উপধর্ম্মোঽন্য উচ্যতে ॥ ২৩৭
(মনুসংহিতা, ২অ)

উৎসর্গ।

ভক্তিভাজন স্বর্গীয় জনক ব্রজনাথ ভট্টাচার্য্য

ও

স্নেহময়ী জননী শ্রীযুক্তা ব্রহ্মময়ী দেবীর

পরম পবিত্র নামে

এই সামান্য গ্রন্থ

গ্রন্থকার কর্ত্তৃক

উৎসর্গীকৃত হইল।

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা
ভূমিকা	।৶০-৸৴০
বেদ ও সংস্কৃতভাষার শ্রেষ্ঠত্ব	১-৩
ইউরোপে বেদচর্চ্চা ও বৈদিকগ্রন্থের প্রচার	৪-১৩
আদিম আর্য্যজাতির বিভিন্ন দেশে অভিযান	৯-১২
হিন্দুদিগের ভারতবর্ষে আগমন	১৩-১৪
বর্ত্তমান গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়	১৫
বৈদিক সংহিতা ভাগ	১৬-৮৮
ত্রয়ীবিদ্যার উৎপত্তি ও অথর্ব্ববেদ হইতে তাহার পার্থক্য ...	১৬-১৮
ঋক্‌সংহিতার শ্রেষ্ঠত্ব ও বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনত্ব ...	১৯-২০
ঋষিগণই বেদমন্ত্রের রচক ও সংগ্রাহক	২১-২৩
যাগানুষ্ঠানের বাহুল্যহেতু পুরোহিতের শ্রেণীবিভাগ ...	২৩-২৪
বেদসংহিতার ভাগ ও বিভিন্ন ভাগের প্রকৃতি	২৫
বিভিন্ন সংহিতার সূক্ত ও মন্ত্র সংখ্যা	২৬-২৭
বৈদিক ঋত্বিক্‌গণের বিশেষ বিবরণ	২৭-৩২
ঋত্বিক্‌সম্প্রদায়ের পরস্পর বিদ্বেষ	৩২-৩৩
বেদের অধ্যেতা, উদ্দেশ্য ও প্রামাণিকত্ব	৩৪-৩৬
প্রত্যহানুষ্ঠেয় পঞ্চ মহাযজ্ঞ ও ব্রহ্ম-যজ্ঞ (স্বাধ্যায় অধ্যয়ন) ...	৩৬-৪৬
বেদ ও বেদাধ্যেতা ব্রহ্মচারীর প্রশংসা ও মাহাত্ম্য ...	৪৭-৫৪
বেদোৎপত্তির বিভিন্ন বিবরণ	৫৪-৫৯
বেদের বিভাগবিষয়ক পৌরাণিক বিবরণ এবং বিভিন্ন সংহিতার পরস্পর পার্থক্য	৫৯-৭৫
বেদসংহিতা সমূহের শাখাভেদের বিবরণ	৭৬-৮২
শাখা, চরণ ও পরিষদের পরস্পর বিভিন্নতা	৮৩-৮৭
বৈদিক সাহিত্যের আনুমানিক রচনা ও সঙ্কলন কাল ...	৮৮
আরণ্যক	৮৯-১২৭
আরণ্যকের স্বরূপ ও সংখ্যা	৮৯-৯২
আরণ্যকের রচয়িতাগণ ও রচনা কাল	৯২-৯৪
জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধীয় বিভিন্ন বিবরণ	৯৪-১১৪
প্রাচীন ভারতীয় স্ত্রীজাতি সম্বন্ধে ইউরোপীয় মতের প্রতিবাদ	১০৬-১০৭
বৈদিক কবিত্বপূর্ণ বিবরণের উত্তরকালে কাল্পনিক উপাখ্যানে পরিণতির দৃষ্টান্ত	১০৮-১১১
বেদের অধ্যয়ন নিয়ম ও অনধ্যায়	১১৪-১২৭
বেদের ব্রাহ্মণভাগ	১৩৭-১৬৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
ব্রাহ্মণভাগের প্রতিপাদ্য বিষয়	১২৭-১৩০
ব্রাহ্মণের বেদসংহিতা ভেদে বিভাগ	১৩১
বিভিন্ন বেদীয় ব্রাহ্মণ	১৩১-১৩
একবেদীয় বিভিন্ন শাখার ব্রাহ্মণ	১৩২-১৩৩
প্রাচীন ও নব্য ব্রাহ্মণের বিভিন্নতা	১৩৩-১৩৪
ব্রাহ্মণভাগে মন্ত্রভাগের তাৎপর্য্য বিকৃতি ও তাহার কারণ ...	১৩৪-১৩৭
ব্রাহ্মণ রচনার আনুমানিক কাল	১৩৮
প্রলয়ের জলপ্লাবন ও মনুর আখ্যায়িকা	১৩৯-১৪২
শুনঃশেফের প্রসিদ্ধ উপাখ্যান	১৪২-১৫২
চারিযুগের উল্লেখ ও কাল পরিমাণ	১৫২-১৫৩
ব্রাহ্মণের উল্লেখ ও তাহার ক্ষমতা	১৫৬-১৫৭
ঋগ্‌বেদীয় আপ্রীসূক্ত	১৫৮
প্রাচীন ভারতে নরবলির অনুষ্ঠান	১৬২-১৬৪
ঋষি বিশ্বামিত্র	১৬৬
উপনিষদ্	১৬৭-২২৮
উপনিষদের প্রতিপাদ্য বিষয় ও শ্রেষ্ঠত্ব	১৬৭-১৭১
বৈদিক একেশ্বরবাদ	১৭১-২০০
বিশ্বকর্ম্মা, পুরুষ, প্রাণ, হিরণ্যগর্ভ, স্কম্ভ, ব্রহ্ম, কাল ও প্রজাপতি	১৭৪-১৯৭
সদসৎ সৃষ্টির বিবরণ	১৮৪-১৮৬
বৈদিক দেবগণের সংখ্যা	১৯০-১৯২
বৈদিক ও উপনিষদিক একেশ্বর বাদের পরস্পর তুলনা ...	২০০-২০৪
মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদ	২০২-২০৪
বিভিন্ন উপনিষদের পরস্পর বিরুদ্ধ মত	২০৫
উপনিষদের রচক ঋষিগণ	২০৬
কর্ম্মকাণ্ড ও জ্ঞানকাণ্ডের ফলের তারতম্য	২০৭-২০৮
উপনিষদের বর্ণনীয় মোক্ষলাভ	২০৯-২১০
উপনিষদে বেদের নিন্দা	২১১-২১৩
পুরাণে বেদের নিন্দা	২১৪
বৈদিক, আর্ষ, কাব্য ও কৃত্রিম উপনিষদ্	২১৪-২১৫
চতুর্ব্বেদীয় উপনিষদের নাম ও সংখ্যা	২১৬-২২৬
মুসলমানজাতির মধ্যে সংস্কৃতের চর্চ্চা	২১৯-২২১
বিষয়ভেদে উপনিষদের শ্রেণীবিভাগ	২২৩-২২৬
উপনিষদের ফলশ্রুতি ও অধ্যাপনা নিয়ম	২২৬-২২৭
ভ্রমসংশোধনী	৴০-।৵০

ভুমিকা।

ভারতভূমি সর্ব্ববিধ রত্নের প্রসবিত্রী। ভারতবর্ষ জগতের প্রদর্শনাগার বলিয়া, ভূমণ্ডলে সুপ্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষ প্রকৃতির প্রিয়তম নিকেতন। প্রকৃতি দেবীর বিভিন্ন ভীমকান্ত মূর্ত্তির একত্র সমাবেশ, ভারতে পূর্ণরূপে বিকাশিত দৃষ্ট হয়। কি গগনস্পর্শী উত্তুঙ্গশৃঙ্গসমন্বিত হিমধবলিত পর্ব্বতমালা, কি উত্তাল তরঙ্গময় ভীতিজনক নীলবর্ণসলিলপূর্ণ সমুদ্র, কি বহুদূরপ্রবাহিনী আবর্ত্তময়ী সুবিস্তীর্ণা স্রোতস্বতী, কি বালুকারাশিপূর্ণ বিভীষিকার সাক্ষাৎ প্রতিকৃতি মরুভূমি, কি ভীষণহিংস্রকশ্বাপদসঙ্কুল জনমানববিহীন গহন অরণ্যানী, কি সৌধমালাপরিশোভিত কোলাহলপূর্ণ সুন্দর নগরী, কি নানাবিধ সুরসফল-পুষ্পবিভূষিত নয়নতৃপ্তিকর সুরম্য উপবন, কি লতিকাপরিবেষ্টিত সুমধুর পক্ষিরবনিনাদিত সুবিশাল বৃক্ষরাজি, কি শ্যামলশস্যপরিশোভিত কৃষকের যত্নপরিরক্ষিত শস্যক্ষেত্র, কি যোগমগ্ন তাপসের শান্তিরসাস্পদ তপোবন,— ভারতবর্ষে কোন দৃশ্যেরই অভাব নাই। ভারত বিভিন্নভাষাভাষী বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী বিভিন্ন জাতীয় লোকের আবাসভূমি। ভারতবর্ষ ভিন্ন ভূমণ্ডলের কুত্রাপি জাতি, ধর্ম্ম, ভাষা, বর্ণ, স্বভাব, ও আচার গত সম্পূর্ণ বৈসাদৃশ্যের এইরূপ একত্র সন্নিবেশ পরিলক্ষিত হয় না। সংক্ষেপে, ভারতবর্ষকে ক্ষুদ্রায়তন পৃথিবী বলিলেও, অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না।

ভারত যেমন প্রাগুক্ত মনোমুগ্ধকর নৈসর্গিক দৃশ্যাদিতে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এক সময়ে ধন এবং জ্ঞান রত্নেও ভারত সেইরূপ শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্টিত ছিল। মহামূল্য ধনরত্নের প্রসবিত্রী বলিয়া মিসরীয়, ফিনিসীয়, ইহুদী, গ্রীক্, রোম্যান্, আরব, ও চৈনিক প্রভৃতি নানা প্রাচীন বৈদেশিক জাতি বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আগমন করিয়া, ভারতের ধনে স্ব স্ব ধনাগার পরিপূর্ণ করিতেন। ভারতের অতুল ঐশ্বর্য্য প্রাপ্তির দুরাশায় বিমোহিত হইয়া, নানা-জাতীয় নানাদেশীয় দিগ্বিজয়ীগণ ভারতকে স্বীয় করতল গত করিতে বিভিন্ন সময়ে প্রয়াসী হইয়াছেন, এবং নিদারুণ উৎপীড়নে নিরীহ ভারতবাসীকে উত্যক্ত, উৎপীড়িত, ও ভয়সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিতেন। বিধর্ম্মী ও বিজাতীয়

বৈদেশিক দস্যুদলের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে ভারতবর্ষ বিধ্বস্ত, বিপর্য্যস্ত ও পরপদানত হয়, এবং ভারতের অতুলনীয় ধনরাশি বারংবার বিলুণ্ঠিত হয়। বহুসংখ্যক বৈদেশিক পরিব্রাজক বিভিন্ন সময়ে চক্ষু কর্ণের বিসংবাদ ভঞ্জনার্থ ভারতে আগমন পুরঃসর, স্ব স্ব দেশীয় ভাষায় ভারতের যশোগীতি সংগ্রথিত করিয়া, ভারতের মনোমুগ্ধকর প্রতিকৃতি জগতের সমক্ষে উপস্থাপনা পূর্ব্বক, স্ব স্ব উদারতা ও মহানুভাবতার উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীনভারত যেমন ধনরত্নে জগতে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ ছিল, জ্ঞানরত্নে ও সেই-রূপ অতুলনীয় ছিল। যখন পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ অসভ্য আমমাংশভোজী অরণ্যাচারী মনুষ্য দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল,—সেই সময়ে ভারত সভ্যতার উচ্চতম শিখরদেশে অধিষ্টিত থাকিয়া, স্বীয় সৌভাগ্যপ্রভায় জগতকে মুগ্ধ ও পুলকিত করিতেছিল। যখন সমস্ত জগৎ ঘোরতম অজ্ঞানান্ধকারে সমাচ্ছন্ন ছিল, যখন জ্ঞানও সভ্যতার ক্ষীণালোকও ইউরোপাদি মহাদেশে শনৈঃ শনৈঃ পাদবিক্ষেপে প্রসৃত হইতেছিল না,—সেই সময়ে ভারত বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান ও সভ্যতার পূর্ণ আলোকে জগৎকে আলোকিত করিয়া, অবিনশ্বর গৌরবমহিমায় সবিশেষ গৌরবান্বিত হইয়াছিল। কি ধর্ম্ম, কি বিজ্ঞান, কি দর্শন, কি গণিত, কি জ্যোতিষ, কি ভৈষজ্যতত্ত্ব, কি কাব্য, কি পুরাণ, কি শিল্প, কি বাণিজ্য, কি ভাষা, কি সাহিত্য,—সর্ব্ববিধ বিষয়েই ভারত জগতের শীর্ষস্থানীয় ছিল। ভারতের বিজ্ঞান ও সভ্যতা আরবদিগের দ্বারা ইউরোপে নীত হইয়া, ইউ-রোপকে জ্ঞান ও সভ্যতার দেদীপ্যমান আলোকে সমুজ্জ্বল করিয়াছে। খৃষ্টীয় দশম হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ভারতের শিষ্যস্থানীয় আরব, উপ-দেষ্টার বরণীয় পদে অধিষ্টিত থাকিয়া, ইউরোপে বিদ্যা ও জ্ঞানের সুবিমল জ্যোতি বিকীরণ পূর্ব্বক, ইউরোপকে সমুদ্ভাসিত করিয়াছে।

ভারতের সর্ব্ববিধবিষয়ক অভ্যুদয় যেরূপ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন, সেই পরিমাণে তাহার প্রাচীনকালীয় আখ্যানময় ইতিহাস বিদ্যমান নাই। বিভিন্ন প্রদেশীয় রাজন্যবর্গের ধারাবাহিক বংশাবলী ও কীর্ত্তিকলাপ, এবং তদীয় আবির্ভাবকালাদির বিনির্ণায়ক, বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের প্রবেশদ্বারস্বরূপ, সর্ব্বাঙ্গসুন্দর আখ্যানময় প্রাচীন ইতিহাস—কেবল ভারতবর্ষের কেন, গ্রীস্, রোম, মিসর, ফিনিসিয়া, এসিরিয়া, বেবিলন, পার্থিয়া, পারস্ত ও চীন প্রভৃতি কোন দেশেরই সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে বিদ্যমান নাই। কাল্পনিক উপন্যাস ও জন-

শ্রুতি,সকল দেশেই অতি প্রাচীনকালীয় অতীতসাক্ষী ইতিহাসের বরণীয় পদে সমাসীন রহিয়াছে। কিন্তু যে ইতিহাস অতীতের একমাত্র বর্ষীয়ান্ অপক্ষপাতী সাক্ষী,—যে ইতিহাস প্রকৃতপ্রস্তাবে সমাজের অভ্রান্ত উপদেষ্টা ও পরিচালক,—যে ইতিহাস মানবজীবনের ও মানবসমাজের যথাযথ প্রতিকৃতি অঙ্কিত করিয়া, সমাজের আবির্ভাব, উন্নতি ও অবনতি যথোচিত কারণ নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অভ্রান্ত-রূপে প্রদর্শন করে,—যে ইতিহাস সুনিপুণ শিল্পবিদের সুকৌশলবিচিত্রিত চিত্রফলকের ন্যায় সমাজের যথার্থ তত্ত্ব সুস্পষ্টরূপে প্রকটন করে,—সুবিমল স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় যাহাতে সমাজের যথাযথ প্রতিকৃতি প্রতিভাসিত হয়,—সেই বৈজ্ঞানিক ইতিহাসের যথোপযুক্ত উপকরণ প্রচুররূপে সংস্কৃত সাহিত্যে বিদ্যমান রহিয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যে ভারতীয় আর্য্যজাতির জাতীয় জীবন, জাতীয় ইতিহাস, জাতীয় চরিত্র, জাতীয় ধর্ম্ম, জাতীয় জ্ঞান ও বিদ্যা বুদ্ধি, জাতীয় রীতিনীতি,ও জাতীয় সভ্যতা স্বর্ণাক্ষরে সুস্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। ভারত ভাগ্যে কোন্ সময়ে যে দ্বিতীয় নাইবুর, গ্রোট্, গিবন্, বা প্রেস্কট্ আবির্ভূত হইয়া, এই সকল বহুমূল্য ঐতিহাসিক তত্ত্ব একত্র সংগৃহীত করিয়া, জগৎকে প্রদর্শন পুরঃসর বিমোহিত করিবে, তাহা ভগবান্ জানেন।

যে আর্য্যজাতি অতুল সাহস, বিক্রম, তেজস্বিতা, ও মনস্বিতা প্রভাবে ভূমণ্ডলে অক্ষয় কীর্ত্তি লাভ করিয়া গিয়াছেন,—যে আর্য্যজাতি একদা পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ববিধ বিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জাতি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন,—যে আর্য্যজাতি জ্ঞানও সভ্যতার বিমল আলোকে জগৎকে উদ্ভাসিত করিয়া, জগতের শিক্ষাগুরুর বহুসম্মানার্হ বরণীয় পদে অধিরূঢ় ছিলেন,—যে আর্য্য-জাতির গৌরব প্রভাবে ভারতবর্ষ জগতের ইতিহাসের শীর্ষস্থানে বিরাজমান রহিয়াছেন,—যে আর্য্যজাতির বংশধর বলিয়া আমরা পরপদদলিত হইয়াও অদ্যাপি সভ্যসমাজে সসম্মানে পরিগৃহীত হইতেছি,—সেই জগদ্‌গুরু আর্য্য-জাতির পবিত্র কীর্ত্তিপূর্ণ ইতিহাস আজ অদৃষ্টচক্রের আবর্ত্তনে কীর্ত্তিবিলো-পকারী করাল কালের বিস্মৃতি-কবলে নিহিত। ব্যাস, বাল্মীকি, কালিদাস প্রভৃতি যে দেশের কবি,—পাণিনি, পতঞ্জলি প্রভৃতি যে দেশের বৈয়াকরণ,—কপিল, কণাদ ও গোতম প্রভৃতি যে দেশের দার্শনিক,—চরক, সুশ্রুতাদি যে দেশের চিকিৎসক,—মনু, নারদ,বৃহস্পতি, রঘুনন্দন প্রভৃতি যে দেশের ধর্ম্মোপ-দেষ্টা,—আর্য্যভট্ট পরাশরাদি যে দেশের জোতির্ব্বিৎ,—বুদ্ধ,শঙ্করাচার্য্য, চৈতন্য

প্রভৃতি যে দেশের ধর্ম্ম প্রচারক,—মল্লিনাথ, সায়নাচার্য্যাদি যে দেশের ভাষ্যকার,—অমরসিংহ, মহেশ্বর প্রভৃতি যে দেশের কোষকার,—সেই ভারতের বিলুপ্তপ্রায় গৌরবের উদ্ধার সাধনার্থ অতীতসাক্ষী ইতিহাসের আশ্রয় অবলম্বন করিতে, নিশ্চেষ্ট, নিষ্ক্রিয়, পরপদানত ভারতবাসী আর্য্যসন্তানের প্রবৃত্তি ও উৎসাহ জন্মিতেছে না। যে জাতি পূর্ব্বপুরুষদিগের কীর্ত্তিকলাপের যথাযোগ্য আদর ও সম্মান করিতে জানে না, যে জাতি আত্মগৌরব ও আত্মাভিমানের মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হয় না,—সে জাতির অভ্যুদয় সুদূরপরাহত, সে জাতির পতন ও পরপদানতি অবশ্যম্ভাবী। এই নিমিত্তই বিধাতা ভারতভাগ্যে এবংবিধ দশাবিপর্য্যয়, অদৃষ্ট নেমির এইরূপ নিদারুণ পরিবর্ত্তন—লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, এবং স্বাধীনতার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বিদ্যা, বুদ্ধি, জ্ঞান, ধর্ম্ম, কীর্ত্তি, গরিমা,—সমস্ত বিলুপ্ত করিয়াছেন। যে ভারতের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া, ইউরোপাদি সুসভ্য দেশের ইয়ত্তী শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে,—সেই ভারত এক্ষণে জ্ঞানের জন্য ইউরোপের সমীপে ভিক্ষাপ্রার্থী, সেই সুবিজ্ঞ ভারত এক্ষণে সূত্রসঞ্চালিত ক্রীড়া পুত্তলীর ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন জড়ভাবাপন্ন, সেই ভারত এক্ষণে হিতাহিতবোধশূন্য চিত্তে ইউরোপের অনুকরণে ব্যতিব্যস্ত।

অমৃতলাভের আশয়ে আজ ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গ বদ্ধপরিকর হইয়া ভারতের অতুলনীয় গৌরবের নিদানভূত সংস্কৃতসাহিত্য-সিন্ধু মন্থন করিতেছেন,—আজ ভারতের অতীত জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডার ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের অবিচলিত যত্ন, অদম্য উৎসাহ ও দৃঢ়তর অধ্যবসায়ে, জীবনীশক্তিরহিত, নিমীলিতনেত্র ও মোহনিদ্রাশায়িত ভারতবাসীর সম্মুখে উপস্থাপিত রহিয়াছে, ভারতবাসী নিশ্চেষ্টভাবে তাহা বিস্ময়চকিত হৃদয়ে চাহিয়া দেখিতেছে। ভারতের ভূতপূর্ব্ব গৌরবমহিমার প্রসঙ্গ স্ব স্ব দেশে মুক্তকণ্ঠে প্রচার পুরঃসর, ইউরোপের মনস্বী পণ্ডিতবর্গ কৃতার্থম্মন্য হইতেছেন। মৃতসঞ্জীবনী বিদ্যাপ্রভাবে বিলুপ্তপ্রায় সংস্কৃতসাহিত্যকে পুনর্জ্জীবিত করিয়া, ভারতের নির্জ্জীব ও নিস্পন্দ দেহে মৃদুমন্দবেগে তাঁহারা জীবনীশক্তির তড়িতালোক সঞ্চালিত করিতেছেন, এবং ভারতের পূর্ব্বতন অপূর্ব্ব কীর্ত্তিকলাপ দ্বারে দ্বারে বিঘোষিত করিয়া, মোহনিদ্রায় চিরাভিভূত ভারতবাসীকে উদ্বোধিত ও সচেষ্টিত করিতেছেন। পুরাতত্ত্বানুসন্ধায়ী শাস্ত্রজ্ঞ ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগকে শত শত ধন্যবাদ। আমরা তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তি, তর্ক,

বিচার শক্তি ও গবেষণার প্রভাবে, ভারতের অনেক অপরিজ্ঞেয়কল্প বিষয় পরিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হইতেছি।

সংস্কৃতসাহিত্যের ন্যায় অনন্ত রত্নরাজি পরিপূর্ণ সাহিত্য জগতে দুর্ল্লভ। দেবভাষা সংস্কৃতের ন্যায় মধুরভাষা পৃথিবীর কুত্রাপি বিদ্যমান নাই। সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃতসাহিত্য জগতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। সংস্কৃত-সাহিত্যের অক্ষয় ভাণ্ডারে কি কি অমূল্য রত্নরাজি সন্নিবিষ্ট আছে, তাহা কিয়ৎপরিমাণে প্রদর্শন করা, প্রস্তাবিত গ্রন্থ প্রণয়নের প্রধানতম উদ্দেশ্য। ঈদৃশ অতি গুরুতর কার্য্যে সংগ্রাহকের ন্যায় অনভিজ্ঞ জ্ঞানবিহীনের হস্ত-ক্ষেপ করা, অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা বলিয়া পরিগণিত হইলেও, ভরসা করি সহৃদয় সুবিজ্ঞ বঙ্গবাসী তাহা সরলহৃদয়ে ও উদারমনে মার্জ্জনা করিয়া, গ্রন্থকারকে উৎসাহ প্রদান পূর্ব্বক অনুগৃহীত করিবেন। সুবিশাল সংস্কৃতসাহিত্য ও কল্পতরুসদৃশ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি, যদি এতদ্দ্বারা স্বদেশীয় ভ্রাতৃবৃন্দের দৃষ্টি অণু-মাত্রও আকর্ষিত হয়, গ্রন্থকারের অতি অস্ফুট ক্ষীণস্বর প্রতিধ্বনি মাত্রে পর্য্যবসিত না হইয়া, যদি তাঁহাদের শ্রুতিবিবরে প্রবেশাধিকার লাভে কিঞ্চি-ন্মাত্রও সমর্থ হয়,—তাহা হইলে কৃতার্থও শ্রমসফল বোধ করিব।

পূর্ব্ববর্ত্তী সংস্কৃতবিৎ গ্রন্থকার ও প্রবন্ধরচক গণের পদ অনুসরণ পূর্ব্বক, নানাবিধ সংস্কৃত, ইংরেজী ও বাঙ্গলা গ্রন্থাদি অবলম্বনে, অতিপ্রাচীন বৈদিক কাল হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত সংস্কৃত সাহিত্যের ধারাবাহিক ইতি-হাস, যথাসাধ্য প্রকটিত করা প্রস্তাবিত গ্রন্থের উদ্দেশ্য। ইহাতে ভার-তীয় আর্য্যগণের আচার, ব্যবহার, রীতি, নীতি, ধর্ম্মোন্নতি, ধর্ম্মানুষ্ঠান, দেবোপাখ্যান, গৃহধর্ম্ম, জাতিধর্ম্ম, রাজধর্ম্ম, সামাজিক অবস্থা, কৃষিকার্য্য, শিল্পকার্য্য, ব্যবসায়, বাণিজ্য,—অন্যান্য জাতির সহিত ধর্ম্ম, আচার ও ভাষাগত সাদৃশ্য প্রভৃতি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ সন্নিবিষ্ট হইবে। এই গ্রন্থে বৈদিক, পৌরাণিক, তান্ত্রিক ও আধুনিক কালীয় (সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক, উপ-নিষদ্, কল্পসূত্র শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, প্রাতিশাখ্যসূত্র, শিক্ষা, নিরুক্ত, অনুক্রমণী, পরিশিষ্ট, পদ্ধতি, মহাপুরাণ, উপপুরাণ, তন্ত্রশাস্ত্র. ভক্তিশাস্ত্র, স্মৃতিশাস্ত্র, ইতিহাস, জীবন চরিত, শিল্পশাস্ত্র, সঙ্গীতশাস্ত্র, কামশাস্ত্র, বৈদ্যক-শাস্ত্র, জ্যোতিষশাস্ত্র, গণিতশাস্ত্র, দর্শনশাস্ত্র, যুদ্ধশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র, কাব্যশাস্ত্র, নাটক, উপাখ্যান, ছন্দঃ, অলঙ্কার, ব্যাকরণ, অভিধান প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ক)

গ্রন্থাবলী ও গ্রন্থকারগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইবে। বিভিন্ন পুরাতত্ত্ববিৎগণের মত সঙ্কলন পূর্ব্বক, গ্রন্থকারদিগের আবির্ভাব কাল নির্ণয়ের সাধ্যানুরূপ চেষ্টা করা হইবে। ভগবান্ সংগ্রাহকের এই সুমহৎ অভিপ্রায় বাগাড়ম্বরে পরিণত না করিয়া, কার্য্যতঃ কতদূর সুসিদ্ধ করিবেন, তাহা তিনিই জানেন। এই যৎসামান্য দীন হীন ব্যক্তি দ্বারা তিনি এই গুরুতর কার্য্য নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন করাইবেন কি না, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন ! তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥

ভগবদ্গীতা

সংস্কৃতসাহিত্যের ইতিহাসের প্রথমভাগে বৈদিকসংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের স্থূল স্থূল সাধারণ বিবরণ অবতরণিকারূপে সন্নিবিষ্ট হইল। ইহার যদি কিছু গুণ পরিলক্ষিত হয়, তাহা সম্পূর্ণরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী স্বদেশীয় ও বৈদেশিক মনীষী গ্রন্থকারবর্গের প্রাপ্য,—ইহাতে যত দোষরাশি দৃষ্ট হইবে, তজ্জন্য সংগ্রাহক নিজে সর্ব্বাংশে দায়ী। পূর্ব্বতন পণ্ডিতবর্গের প্রদর্শিত পথ অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে বলিয়া, তাঁহাদের উদ্দেশে ও সমীপে গ্রন্থকার হৃদয়ের গভীর কৃতজ্ঞতা অব্যক্তভাষায় প্রকাশ পূর্ব্বক কৃতার্থম্মন্য বোধ করিতেছে। গ্রন্থকারের অজ্ঞতা ও অপারগতা বশতঃ যদি তাঁহাদের প্রদর্শিত যুক্তি ও মত যথোচিতরূপে পরিব্যক্ত না হইয়া থাকে, তাহা হইলে বর্ত্তমান গ্রন্থপ্রণেতা অসঙ্কুচিতচিত্তে তাঁহাদিগের নিকট আত্মকৃত অপরাধ ক্ষালনার্থ ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছে। নিম্নলিখিত গ্রন্থকার ও গ্রন্থের নিকট সংগ্রাহক সবিশেষ ঋণী বলিয়া, চিরকৃতজ্ঞ রহিল।

ENGLISH BOOKS.

Prof. Max Müller's "History of Ancient Sanskrit Literature" (1860.)

Prof. Weber's "History of Indian Literature" (1878.)

Dr. Muir's "Original Sanskrit Texts on the origin and History of the People of India, their religion and institutions," in 5 volumes (1858-70.)

Dr. Roth's "History of the Literature of the Veda" (1847-48.)

Dr. Rajendra Lal Mitra's "Notices of Sanskrit Manuscripts," in 21 parts (1871-87.)

The "Centenary Review" of the Researches of the Asiatic Society of Bengal, 1784-1883 (1885.)

Mrs. Manning's "Ancient and Mediæval India," in 2 volumes (1869.)

Sir H. Elliot's "Bibliographical Index to the Historians of Mahommedan India" (1850.)

T. W. Beal's "Oriental Biographical Dictionary" (1881.)

Dr. Smith's "Dictionary of Greek and Roman Antiquities," (1869.)

"Encyclopædia" Americana in 13 volumes (1830.)

বাঙ্গালা গ্রন্থ।

শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত সঙ্কলিত সটীক "ঋগ্‌বেদসংহিতা" (১৮৮৫-৮৭)

" রজনী কান্ত গুপ্ত প্রণীত "পাণিনি, কাত্যায়ন ও পতঞ্জলি" (১৮৭৬)

" প্রফুল্ল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় কৃত "বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত" (১৮৭৬) এবং "গ্রীক ও হিন্দু" (১২৯১)

" রামগতি ন্যায়রত্ন রচিত "বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব" (১৮৭৩)

স্বর্গীয় অক্ষয় কুমার দত্ত প্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়," দুই ভাগ (১২৭৭-৮৯)

" রামদাস সেন প্রণীত "ঐতিহাসিক রহস্য," তিন ভাগ (১২৮১-৮৫)

শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ রায় সংগৃহীত "ভারতকোষ" (১২৮৭)

মাসিক পত্রিকা।

নবজীবন (১২৯৩), প্রচার (১২৯১-৯২), বেদব্যাস (১২৯৪), নব্যভারত (১২৯৪), মহাবিদ্যা (১২৯২)

সংস্কৃত গ্রন্থ।

বিষ্ণুপুরাণ, ভগবদ্‌গীতা ও মনুসংহিতা (সটীক)।

স্বর্গীয় রমানাথ সরস্বতী প্রকাশিত সানুবাদ "ঋগ্‌বেদ সংহিতা (১২৮৪)

শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত তৈত্তিরীয় আরণ্যক (১৮৭২), ঐতরেয় আরণ্যক (১৮৭৬), এবং গোপথ ব্রাহ্মণ (১৮৭২)

" ভুবনচন্দ্র বসাক প্রকাশিত "মুক্তিকা উপনিষৎ"

" জীবানন্দ বিদ্যাসাগর প্রকাশিত "ধর্ম্মশাস্ত্রসংগ্রহ" (১৮৭৬)

" প্রতাপ চন্দ্র রায় প্রকাশিত "মহাভারত" (১৮৮২-৮৮), এবং "রামায়ণ" (১২৮৮-৯২)

যাঁহারা উৎসাহ বাক্যদানে, কি উল্লিখিত গ্রন্থাদি প্রদানে, কি এই পুস্তকের মুদ্রাঙ্কনে, কি অগ্রিম মূল্য প্রদান ও সংগ্রহে—যে কোন রূপে গ্রন্থকারকে সাহায্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদান করি-

তেছি। তাঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া ভূমিকার কলেবর বৃদ্ধি করা নিষ্প্রয়োজন।

প্রায় পাঁচমাসে এই গ্রন্থ মুদ্রাযন্ত্র হইতে বাহির হইল বলিয়া, অগ্রিম মূল্যদাতা গ্রাহকবর্গের নিকট নিতান্ত লজ্জিত আছি। শীঘ্র শীঘ্র মুদ্রাঙ্কন কার্য্য পরিসমাপ্তির জন্য, ইহার ১-১১ ফর্ম্মা ঢাকা ঈশান যন্ত্রে, ও অবশিষ্ট আদর্শ যন্ত্রে প্রায় এক সময়ে মুদ্রিত করিতে আরম্ভ করিয়াও, দৈববিড়ম্বনায় ইহার প্রকাশে বিলম্ব ঘটিল। সহৃদয় গ্রাহক ও পাঠক বর্গ গ্রন্থকারের অনিচ্ছাসম্ভূত এই ত্রুটি দয়া করিয়া যেন মার্জ্জনা করেন।

সবিশেষ যত্নসহকারে গ্রন্থকার স্বয়ং বর্ণ ও চিহ্ন যোজনা ঘটিত যাবতীয় অশুদ্ধি পুনঃ পুনঃ সংশোধন করিয়া দিলেও, মুদ্রাযন্ত্রের ভূতের উপদ্রবে এই গ্রন্থে যে সকল বর্ণগত অশুদ্ধি ঘটিয়াছে, তাহা "ভ্রমসংশোধনী" নামে গ্রন্থের শেষভাগে সংযোজিত হইল।

লেখকের গ্রন্থ লিখন ব্যাপারে এই প্রথম উদ্যম। এই গ্রন্থে রাশি রাশি অজ্ঞতা ও অনিচ্ছা সম্ভূত ভ্রমপ্রমাদ ও দোষ থাকা অসম্ভব নহে। অন্ধকারময় পুরাতত্ত্ববিষয়ক গবেষণায় প্রকৃত তত্ত্ব উন্নয়নে অনভিজ্ঞ লেখকের পদে পদে ভ্রান্ত ও দিশাহারা হওয়া বিচিত্র নহে। বিষয়ের কাঠিন্য ও গুরুত্ব, এবং লেখকের অনভিজ্ঞতা বিবেচনা করিয়া, সুবিজ্ঞ ও সহৃদয় উদারমনা পাঠক ও সমালোচকগণ গ্রন্থকারের ভ্রম প্রদর্শন করিয়া দিলে, গ্রন্থকার নিতান্ত উপকৃত ও অনুগৃহীত বোধ করিবে।

ইহার দ্বিতীয়ভাগও প্রস্তুত প্রায়। বঙ্গীয় পাঠকবর্গের উৎসাহ ও অনুগ্রহ লাভ করিতে পারিলে, অতি সত্বরই তাহা প্রকাশিত করিতে ইচ্ছা রহিল; নতুবা এই পর্য্যন্তই শেষ। বঙ্গীয় লেখক ও পাঠক সমাজে প্রবন্ধ লেখকের ইহাই প্রথম ও শেষ উপস্থিতি কি না, তাহা স্বদেশহিতৈষী বিদ্যা ও ধর্ম্ম অনুরাগী মহানুভব ব্যক্তিবর্গের প্রদত্ত দয়া ও উৎসাহের প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করিতেছে।

যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি, তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতং।
ত্বয়া কৃতং তু, ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন॥

ঢাকা, জজ আদালত।
২৮শে শ্রাবণ, ১২৯৫ সন।

বিনয়াবনত
শ্রীত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্য্য।

সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস।

—⁂—

বৈদিক সাহিত্য।

বেদ হিন্দুশাস্ত্র-সমূহের শিরোভূষণ। বেদ সমুদয় হিন্দুশাস্ত্র অপেক্ষা প্রাচীন এবং আর সকল শাস্ত্রের একমাত্র আকর বলিয়া প্রসিদ্ধ *। ইহা হিন্দুদিগের সর্ব্বপ্রধান প্রামাণিক ধর্ম্মগ্রন্থ। সমুদয় হিন্দুধর্ম্মরূপ বিশাল অট্টালিকা বেদরূপ ভিত্তির উপর সুদৃঢ়ভাবে সংস্থাপিত। বেদই সমস্ত হিন্দুধর্ম্মের আদিম মূল †। বেদ ভিন্ন ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যগণের ধর্ম্ম, সামাজিক রীতি নীতি, আচার ব্যবহার, বিজ্ঞান, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব,

---

* Every one acquainted with Indian Literature, must have observed how impossible it is to open any book on Indian subjects without being thrown back upon an earlier authority, which is generally acknowledged by the Indians as the basis of all their knowledge, whether sacred or profane. This earlier authority, which we find alluded to in theological and philosophical works, as well as in poetry, in codes of law, in astronomical, grammatical, metrical and lexicographic compositions,—is called by one comprehensive name, the Veda

(Prof Max Muller's *History of Ancient Sanskrit Literature*, p. 2)

† So great an influence has the Vedic age (the historical period to which we are justified in referring the formation of the sacred texts) exercised upon all succeeding periods of Indian history, so closely is every branch of literature connected with Vedic traditions, so deeply have the religious and moral ideas of that primitive era taken root in the mind of the Indian nation, so minutely has almost every private and public act of Indian life been regulated by old traditionary precepts, that it is impossible to find the right point of view for judging of Indian religion, morals, and literature without a knowledge of the literary remains of the Vedic age.

(Prof. Max Muller's *History of Ancient Sanscrit Literature.*)

সভ্যতা ও সাহিত্য পরিজ্ঞানের অন্য উপায় বিদ্যমান নাই। কারণ আর্য্য গণের সমস্ত শাস্ত্রই বেদমূলক। বেদ হিন্দুমাত্রের—সভ্যজাতি মাত্রেরই অতি মাননীয় ও পরম পূজনীয় ধর্ম্মগ্রন্থ। হিন্দুগণ বেদকে ঈশ্বর প্রণীত নিত্য, সত্য, অভ্রান্ত ও অপৌরুষেয় বলিয়া বিশ্বাস করিয়া থাকেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় ভাগে ইহার সবিস্তারিত সমালোচনা প্রদত্ত হইবে। বেদ পৃথিবীর সভ্যতম জাতির প্রাচীনতম ধারাবাহিক ইতিহাস। বেদ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত হইয়াছে বলিয়াই, সংস্কৃত ভাষা সভ্য জগতে মাধুর্য্যময়ী বর্ষীয়সী দেব-ভাষা বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। "সংস্কৃত ভাষা আর্য্য ভাষা সকলের জ্যেষ্ঠা ভগিনী। সংস্কৃত ভাষা না জানিলে কি ইংরাজী, কি ফরাসী, কি ল্যাটিন বা গ্রীক, কি জার্ম্মেন বা ইতালীয় কোন ভাষার উৎপত্তি বুঝা যায় না। আর্য্য-ভাষাসমূহের মৌলিক অর্থ গ্রহণ করিতে হইলে সংস্কৃত জানা আবশ্যক। এই জন্যই ইউরোপে সংস্কৃত ভাষার অদ্য এরূপ সমাদর। সংস্কৃত ভাষা যেরূপ আর্য্য ভাষা সমূহের জ্যেষ্ঠা ভগিনী, এবং সকল ভাষার মৌলিক অর্থ বুঝাইয়া দেয়, ঋগ্-বেদ সেইরূপ সকল আর্য্যধর্ম্ম-প্রণালী গুলির জ্যেষ্ঠা ভগিনী, সকল প্রকার আর্য্য-গণের বিশ্বাস ও দেব দেবীর উপাখ্যানের মৌলিক অর্থ বুঝাইয়া দেয়"। * ঋগ্-বেদ অপেক্ষা প্রাচীনতম গ্রন্থ পৃথিবীর কোনও জাতির ভাষায় বিদ্যমান নাই। কিন্তু কি পরিতাপের বিষয়, বেদ আমাদের দেশে নামমাত্রে প্রায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। যাহা আমাদের অতীত গৌরব ও মহিমার জাজ্জ্বল্যমান সাক্ষী, যাহা পৃথিবীর সভ্যতা ও ধর্ম্মপ্রণালীর একমাত্র পথপ্রদর্শক,—আমাদের সেই জাতীয় মহারত্ন আমরা চিনি না। যে বেদ সমস্ত হিন্দু ধর্ম্মের আদি প্রস্রবণ, যে বেদ না জানিলে পূর্ব্বে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব বিলুপ্ত হইত, যে বেদ পূর্ব্বে অষ্টচত্বারিংশৎ, ষট্ ত্রিংশৎ, অষ্টাদশ বা দ্বাদশ বর্ষ কাল গুরুকুলে বাস করিয়া ব্রহ্মচারীগণ অভিনিবিষ্ট চিত্তে অধ্যয়ন করিত, সেই বেদ সম্বন্ধে আমরা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, সেই বেদ আমাদের নিকট আকাশ-কুসুম সদৃশ।

---

* (নবজীবনের দ্বিতীয় ভাগে মাননীয় সুপ্রসিদ্ধ লেখক ও ঋগবেদের বঙ্গানুবাদক শ্রীযুক্ত বাবু রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের "ঋগ্ বেদের দেবগণ" শীর্ষক প্রবন্ধাবলীর প্রথম প্রস্তাব।)

রমেশ বাবু তদুল্লিখিত পূর্ব্বোক্ত বাক্যের নিম্নলিখিত উদাহরণ প্রদর্শন

আমাদের যে অমূল্য পৈত্রিক সম্পত্তি সংরক্ষণে আমরা উদাসীন, তাহা পাশ্চাত্য প্রত্নতত্ত্ববিৎ ধীশক্তিসম্পন্ন পণ্ডিতগণের নিকট অতি আদরের ধন।

করিয়াছেন। "ইংরেজীতে রাজাকে King বলে, ফরাসিরা roy বলে। কিন্তু King বা roy শব্দের আদিম মৌলিক অর্থ কি? ইউরোপের সমস্ত ভাষা অধ্যয়ন করিয়া বিশেষ আলোচনা করিলেও এ প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। King—(সংস্কৃত) জনক, জন্মদাতা, —(সংস্কৃত) রাজন্—যিনি বিরাজ করেন বা প্রকৃতি রঞ্জন করেন। সমাজ সুশৃঙ্খলায় রাখিবার জন্য প্রথম আর্য্যগণ যে এক এক জন প্রধান যোদ্ধার অধীনে বাস করিতেন, তাঁহাদের এই দুইটী গুণ দেখিয়া তাঁহাদের নাম দিয়াছিলেন। সে যোদ্ধাগণ জন্মদাতার ন্যায় প্রজাকে পালন ও রঞ্জন করেন, এবং সমাজের মধ্যে শিরোরত্নরূপে অবস্থিতি করেন—সেইজন্য আমরা তাঁহাদিগকে অদ্যাবধি জনক বা রাজা, King বা roy বলিয়া সম্বোধন করি। এ শিক্ষা আমরা কেবল মাত্র সংস্কৃত ভাষা হইতে পাই। আর্য্য জগতের প্রাচীন বা আধুনিক অন্য সমস্ত ভাষা অধ্যয়ন করিলেও এ শিক্ষা পাই না। Father, mother, daughter প্রভৃতি শব্দের মৌলিক অর্থ কেবল সংস্কৃতেই পাওয়া যায়, তাহা স্কুলের ছাত্রেরাও জানেন। Star (সংস্কৃত, স্তৃ=ছড়ান) আকাশে যাহা ছড়াইয়া আছে। Friend (প্রীণাতি=প্রীত করা)—যে প্রীত করে। Feather (পৎ—পতন বা উড্ডীয়মান হওয়া)=পত্র=যাহাদ্বারা উড্ডীয়মান হওয়া যায়। Fume (ধূ=কম্পিত হওয়া)—ধূম=যাহা কম্পিত হইয়া উঠে। Deity (দিব্—উজ্জ্বল হওয়া বা আলোক দান করা)=যিনি আলোকস্বরূপ, তিনিই ঈশ্বর।"

"যিনি ঋগ্‌বেদের আকাশ দেব "দ্যৌ", তিনিই গ্রীকদিগের Zeus, লাটিনদিগের Jupiter, এঙ্গলো সেক্‌সন্‌দিগের Tiw এবং জার্ম্মেণদিগের Zio। যিনি ঋগ্‌বেদের বরুণ (আবরণকারী আকাশ) তিনিই গ্রীকদিগের Uranos। ঋগ্‌বেদের অগ্নি, লাটিনদিগের Ignis এবং শ্লাবদিগের Ogni। ঋগ্‌বেদের মিত্র, ইরানীয়দিগের মিথ্র। ঋগ্‌বেদের পর্জ্জন্য (বৃষ্টিদাতা), লিথুনীয়দিগের Parjanya। ঋগবেদের সূর্য্য, ইরাণীয়দিগের খোরসেদ্, লাটিনদিগের Sol এবং গ্রীকদিগের Helios।"

খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বী ইউরোপ ও আমেরিকায় তাহার সম্মাননা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। বেদের অধ্যয়ন, প্রচার, অনুশীলন ও গবেষণাদ্বারা তাঁহারা সভ্য-জগতে খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। বেদচর্চ্চায় তাঁহারা তাঁহাদের সুদীর্ঘ জীবন অতি আহ্লাদের সহিত অতিবাহিত করিতেছেন। ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের প্রযত্নেই বিলুপ্ত প্রায় বেদশাস্ত্রের উদ্ধার সাধন হইয়াছে। বিলুপ্ত ও বিনষ্টপ্রায় বেদ ও সংস্কৃতসাহিত্যকে মহানুভব ইউরোপীয় পণ্ডিতগণই মৃতসঞ্জীবন মুদ্রাযন্ত্রে অধিরূঢ় ও অঙ্কিত করিয়া অমরত্ব প্রদান করিয়াছেন।

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে Sir William Jones মহা কবি কালিদাসের রস-ময়ী লেখনীর মুখ-বিনির্গত সংস্কৃত অভিজ্ঞানশকুন্তলা নামক সুবিখ্যাত নাটকের ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশ করেন। ইতিপুর্ব্বে ইউরোপ সংস্কৃত সাহিত্যের অস্তিত্ববিষয়েই অনভিজ্ঞ ছিল। শকুন্তলার ইংরেজী অনুবাদ প্রকাশের পর হইতেই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের দৃষ্টি সংস্কৃত সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শকুন্তলার মাধুর্য্যে জার্ম্মেণীর অদ্বিতীয় কবি Goethe (গেটে) এবং সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক ও দার্শনিক Herder একান্ত মোহিত হন *। অনুবাদ পাঠেই ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এত মুগ্ধ হন, মূল গ্রন্থ পাঠ করিলে না জানি তাঁহারা কত আনন্দিত হইতেন। যতদিন সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের সহিত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণের পরিচয় না হইয়াছিল, ততদিন

---

* "Wilt thou the blossoms of Spring and the fruits that are later in season?

Wilt thou have charms and delights, wilt thou have strength and support?

Wilt thou with one short word encompass the earth and the heaven?
All is said, if I name only, Sakuntalâ! thee."
(Goethe)

"Do you not wish with me, that in stead of these endless religious books of the Vedas, Upavedas, and Upângas, they would give us the more useful and more agreeable works of the Indians, and especially their best poetry of every kind? It is here the mind and character of a nation is best brought to life before us, and I gladly admit, that I have received a truer and more real notion of the manner of thinking among the ancient Indians from this one Sakuntalâ, than from all their Upanekats and Bhagavedama (Bhâgvata-purâna)."
(Herder)

ঔপমিতিক শব্দবিদ্যার অবয়ব-সংস্থানও সম্পন্ন হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমরা এই মৃতসঞ্জীবনী শব্দবিদ্যার প্রভাবে ও মাহাত্ম্যে আদিম আর্য্যকুলের অপবিজ্ঞেয়কল্প পুরাতত্ত্বের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় প্রাপ্ত হইয়াছি *।

বেদ সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানিতে পারিয়াছি, তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গেরই প্রসাদে ও অনুগ্রহে †। এজন্য তাঁহাদিগকে আমাদের শত শত ধন্যবাদ দেওয়া উচিত। তাঁহাদিগের নিন্দাবাদে জিহ্বা কর্ণ পরিতৃপ্ত ও হস্ত কলুষিত না করিয়া, আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা তাঁহাদিগকে প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য। স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির গৌরব বর্দ্ধনার্থ বিভিন্নদেশবাসী বিদেশীয় সংস্কৃতানুরাগী পণ্ডিতবর্গের নানাবিধ ভ্রান্ত ও একদেশদর্শী মত দর্শন পুরঃসর

* "Full seventy years (it was written in 1859) have passed since Sir William Jones published his t anslation of Sakuntalâ, a work which may fairly be considered as the starting-point of Sanscrit philology. The first appearance of this beautiful specimen of dramatic art created at the time a sensation throughout Europe, and the most rapturous praise was bestowed upon it by men of high authority in matters of taste. At the same time the attention of the historian, the philologist, and the philosopher was roused to the fact that a complete literature had been preserved in India, which promised to open a new leaf in the ancient history of mankind, and deserved to become the object of serious study. And although the enthusiasm with which works like Sakuntala were at first received by all who took an interest in literary curiosities could scarcely be expected to last,—the real and scientific interest excited by the language, the literature, the philosophy and the antiquities of India has lasted, and has been increasing ever since.—But there is a circumstance which has retarded the progress of Sanskrit philology. Not only have general conclusions been drawn from the most scanty materials, but the most questionable and spurious authorities have been employed without the least historical investigation or the exercise of that critical ingenuity, which Indian literature requires more than any other."

(Prof. Maxmuller's *History of Ancient Sanskrit Literature*, p. 1-2)

† ইউরোপীয়দিগের মধ্যে Roberto de Nobilius নামক মান্দ্রাজ অঞ্চলবাসী জেসুইট সম্প্রদায়স্থ সুপ্রসিদ্ধ খৃষ্টীয়ান ধর্ম্মযাজক হিন্দুধর্ম্ম শিক্ষা করিতে অভিলাষী হইয়া বেদ সংগ্রহ করিতে সর্ব্ব প্রথম প্রয়াসী হন। মান্দ্রাজ প্রদেশীয় কোন সুচতুর পণ্ডিত একখানি কৃত্রিম যজুর্ব্বেদ (Ezur Vedam) প্রণয়ন

তাঁহাদের প্রতি যথোচিত সম্মানলা প্রদর্শন না করিয়া তৎপরিবর্ত্তে তাঁহাদের প্রকৃত কীর্ত্তির অপলাপ ও অপযশ রটনা কথনই উচিত নহে। সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলনে জীবন যাপন-রূপ মহাপাপের এই কি তাঁহাদের প্রায়শ্চিত্ত?

পুরঃসর তাঁহাকে উপহার দিয়া প্রতারিত করেন। (Asiatic Researches, XIV.p.1-59)। ফরাসী লেখক চূড়ামণি সুবিখ্যাত ভল্টেয়ার উহা প্রাপ্ত হইয়া ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে মহা আনন্দের সহিত তাহা ফ্রান্সের রাজকীয় পুস্তকালয়ে প্রেরণ করেন। তদনন্তর সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত সুপ্রসিদ্ধ Colebrooke সাহেবও লুপ্ত প্রায় বেদশাস্ত্র সংগ্রহ করিতে চেষ্টা করেন। আচারভ্রষ্ট ম্লেচ্ছকে বেদের ন্যায় পবিত্রতম ধর্ম্মগ্রন্থ প্রদান অন্যায় বলিয়া, জনৈক মহারাষ্ট্রীয় শাস্ত্রী তাঁহাকে বৈদিক ছন্দে দেব দেবীর স্তুতি পূর্ণ একখানি গ্রন্থ প্রদান পূর্ব্বক প্রবঞ্চিত করিয়াছিল। ম্লেচ্ছ বলিয়া ইঁহাদের উভয়েরই বেদ সংগ্রহের চেষ্টা বিফল হয়।

মুসলমানগণ হিন্দুধর্ম্ম গ্রন্থের সবিশেষ বিদ্বেষী হইলেও,দিল্লীশ্বরের চিরানুগত জয়পুরের রাজার কথনও কোন অনিষ্ট করে নাই ভাবিয়া কর্ণেল Polier (পোলিয়ার) চতুর্ব্বেদের প্রতিলিপি প্রাপ্তির জন্য জয়পুরের মহারাজা প্রতাপ সিংহের নিকট রাজচিকিৎসক ডন পিদ্রো ডি সিলভার দ্বারা একপত্র প্রেরণ করেন। তদনুসারে এক বৎসর মধ্যে ব্রাহ্মণ দ্বারা চতুর্ব্বেদের প্রতিলিপি প্রস্তুত করাইয়া, মহারাজা প্রতাপ সিংহ প্রাগুক্ত কর্ণেল সাহেবকে উহা প্রদান করেন। তদানীন্তন সুবিখ্যাত বেদবিৎ পণ্ডিত রাজা আনন্দরাম কর্ত্তৃক পারসী ভাষায় চারি ভাগের স্বতন্ত্র সূচীপত্র লিখিত হয়। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে কর্ণেল পোলিয়ার এইরূপে চারি বেদ সংগ্রহ করিয়া, ব্রিটিস্ মিউজিয়াম নামক সুপ্রসিদ্ধ চিত্রশালিকায় উহা প্রেরণ করেন। এইরূপে ইউরোপে মহাত্মা কর্ণেল পোলিয়ারকর্ত্তৃক সর্ব্বপ্রথমে বেদ নীত হইয়া,ইউরোপীয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতবর্গের ভাবী প্রসিদ্ধি লাভের সূত্রপাত করে। এই ব্রিটিস্ মিউজিয়ামেই সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও ধর্ম্ম-প্রবর্ত্তক রাজা রামমোহন রায় Rosen সাহেবকে ঋগ্বেদের প্রতিলিপি লইতে দেখিয়া বিস্মিত হন।

(বাবু রামদাস সেন প্রণীত ঐতিহাসিক রহস্য, প্রথম ভাগ)

প্রথিত আছে ১৬৭৭খৃষ্টাব্দে মার্সেল সাহেব (Mr.Marshall) ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম সংস্কৃতে ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। ১৭৯০খৃষ্টাব্দে রোম নগরে পাদ্রি

আশৈশব সংস্কৃত চর্চ্চায় যাঁহাদের জীবন অতিবাহিত হইতেছে, আমাদের নিকট এই কি তাঁহাদের সমুচিত পুরস্কার? ইচ্ছা পূর্ব্বক কি কেহ জনসমাজে ভ্রান্তমত প্রচার দ্বারা স্বকীয় পাণ্ডিত্য বিলোপের চেষ্টা পায়? যথোচিত

পাওলিনো (Paolino) ভ্রমপূর্ণ এক সংস্কৃত ব্যাকরণ প্রকাশ করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সবাসী পণ্ডিতবর পেঁরো সাহেব ফরাসী ও লাটিন ভাষায় পারসী ভাষা হইতে ঔপনেখৎ [সংস্কৃত উপনিষদ্] অনুবাদ করেন। ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত কোলব্রুক সাহেব বেদ বিষয়ে সর্ব্বপ্রথম প্রবন্ধ প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি ঋগ্‌বেদের সংক্ষিপ্তসার সঙ্কলন করিয়া ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যে বৈদিক গবেষণার সূত্রপাত করেন। ১৮২২ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা ফ্রান্সিস্ এলিস্ সাহেব খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ফরাসীদেশীয় সুপ্রসিদ্ধ জেসুইট মিশনারি Robert de Nobilis সাহেবের সংগৃহীত অধুনাতন কৃত্রিম বেদ চতুষ্টয়ের (Rik, Ezour, Cham, and Odorba Veda) সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করেন। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে মহাত্মা রোজেন লণ্ডন নগরে মূল ঋগবেদের কিয়দংশ প্রকাশ করেন। ১৮৩৮ খৃষ্টাব্দে উক্ত মহাত্মার মরণের পর তৎকৃত ল্যাটিন অনুবাদ সহ ঋগ্‌বেদের প্রথম অষ্টক প্রচারিত হয়। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে বোম্বে নগরে খৃষ্টীয় ধর্ম্মযাজক ষ্টিভেন্‌সন্ সাহেব ঋগ্‌বেদের প্রথম মণ্ডলের পঞ্চত্রিংশৎ সূক্ত পর্য্যন্ত প্রকাশকরেন। ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে জর্ম্মনীর অন্তর্গত ষ্ট্যাটগার্ট নগরে সংস্কৃতজ্ঞ রোথ্ সাহেব বৈদিক সাহিত্যের বিবরণ ও ইতিহাস সম্বন্ধে যে পুস্তিকা প্রণয়ন করেন, ১৮৪৭ ও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে তাহার দ্বিতীয়াংশ ডাক্তার মিউর কর্ত্তৃক ইংরেজীতে অনুবাদিত হইয়া কলিকাতা এসিয়াটিক সভার মাসিক পত্রিকার দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বিজ্ঞবর লিড্‌লে সাহেবের লিখিত প্রস্তাব অনুসারে উক্ত সভায় ইংরেজি অনুবাদ সহ বেদাদি ভারতীয় গ্রন্থাবলী (Bibliotheca Indica) প্রকাশ করিবার প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে পরিগৃহীত হয়। তদনুসারে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ডাক্তর রোয়ার সাহেব সায়নাচার্য্যের ভাষ্য সহ প্রথম অষ্টকের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় ইংরেজী অনুবাদ সহ প্রকাশ করিয়া, ইণ্ডইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থসাহায্যে অধ্যাপক মক্ষমূলার সভাষ্য অধ্যাপক উইলসনের অনুবাদ সহ সমগ্র ঋগবেদ প্রকাশ করিতেছেন শুনিয়া, তাহা হইতে বিরত হন।

সম্মাননা পুরঃসর ইউরোপীয় পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের ভ্রম পাইলে তাহা সংশোধন করিয়া তাঁহাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনই আমাদের সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

১৮৪৯-৭৫খৃষ্টাব্দে সুবিস্তীর্ণ উপক্রমণিকা ও শব্দসূচী সহ উহা ছয় খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে। ১৮৫৬-৫৯ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মেনীর অন্তর্গত লিপ্‌জিক্ নগরীতে অধ্যাপক মক্ষমূলার সংহিতা ও পদ পাঠ অনুসারে প্রথম মণ্ডলের মূল প্রকাশ করেন। ১৮৭৩খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরীতে পূর্ব্বোক্ত পাঠদ্বয় সহ তিনি সমস্ত ঋগ্ সংহিতার মূল প্রচারিত করেন। ১৮৭৭ খ্রীষ্টীয়াব্দে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ বাহির হইয়াছে। ১৮৬১—৬৩ খ্রীষ্টীয়াব্দে অধ্যাপক অফ্রেট্ (Aufrecht) রোম্যান অক্ষরে সমগ্র ঋগ্‌সংহিতার মূল সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত অধ্যাপক ওয়েবার (Weber) সম্পাদিত "ভারতীয় পুরাতত্ত্বালোচনা" (Indische studien) নামক পত্রিকার ষষ্ঠ ও সপ্তম খণ্ডে প্রকাশ করিয়া, ১৮৭৭ খ্রীষ্টীয়াব্দে জার্ম্মেনীর অন্তর্গত বন্ নগরে স্বরচিত অনুক্রমণিকা ও সূচীর সহিত তাহা স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে বাহির করিয়াছেন। ফরাসী দেশীয় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত ল্যাংলোয়া (M. Langlois) ১৮৪৮-৫১ খৃষ্টাব্দে সমগ্র ঋগ্‌সংহিতা সর্ব্বপ্রথম ইউরোপীয় ভাষান্তরে (ফরাসী ভাষায়) অনুবাদিত করেন। অধ্যাপক হোরেস্ হেমেন্ উইল্‌সনের (H. H. Wilson) কৃত ঋগ্‌বেদের ইংরেজী অনুবাদের প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৫০ ১৮৫৪ ও ১৮৫৭খ্রীষ্টীয়াব্দে প্রকাশিত হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতবরের মৃত্যুর পর কলিকাতা সংস্কৃত কালেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ অধ্যাপক কাউয়েল (Cowell)সাহেবের সম্পাদকতায় অনুবাদের অবশিষ্ট তিনখণ্ডও বাহির হইয়াছে। ১৮৬০-৬৮ খ্রীষ্টীয়াব্দে সংস্কৃতজ্ঞ বেন্‌ফে(Benfey)সাহেব তৎসম্পাদিত Orient and Occidentনামক পত্রিকায় ঋগ্‌বেদীয় প্রথম মণ্ডলের ১১৮ সূক্তের পর্য্যন্ত জার্ম্মেণ অনুবাদ প্রকাশ করেন। ১৮৭৬খ্রীষ্টীয়াব্দে জার্ম্মেণীর প্রেগ্ নগরে Alfred Ludwig ও ১৮৭৬—৭৭খ্রীষ্টীয়াব্দে লিপজিক্ নগরে Hermann Grassmann সমস্ত ঋক্‌সংহিতা জার্ম্মেণ ভাষায় অনুবাদিত করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৫৩—৭৫ খ্রীষ্টীয়াব্দে রুষিয়ার রাজধানী সেণ্টপিটার্সবর্গ নগরীতে সাত ভাগে সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত রোথ ও বোথলিং (Roth and Bohtlingk) কর্ত্তৃক প্রকাশিত সুবিস্তীর্ণ সংস্কৃত-জার্ম্মেণ অভিধানের বৈদিক শব্দসমূহের অর্থ

ইহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক বহুল অখণ্ডনীয় প্রমাণ প্রয়োগ পুরঃসর প্রতিপাদিত হইয়াছে যে হিন্দুগণ ভারতবর্ষের আদিম নিবাসী নহেন। তাঁহারা মানবকুলের সূতীগৃহ স্বরূপ মধ্য এসিয়ার অন্তর্গত বেলুর্তাগ্ ও মুস্তাগ্ পর্ব্বতের পশ্চিমপার্শ্বস্থ বাল্ক (ব্যাক্‌ট্রিয়া) প্রদেশে বা তৎসন্নিহিত ভূভাগে আমু নদীর প্রস্রবণ সন্নিহিত হিমাবৃত উচ্চতর ভূমিতে আধুনিক

অধ্যাপক রোথ্ কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও লিখিত হইয়াছে। ১৮৪৮—৫২ খ্রীষ্টীয়াব্দে ডাক্তার রোথ্ গটিঞ্জেন্ নগরে স্বপ্রণীত টীকা টিপ্পনী সহ যাস্কাচার্য্য প্রণীত নিরুক্ত সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করেন। ১৮৬৩ খ্রীষ্টীয়াব্দে বোম্বে নগরে সংস্কৃতবিৎ মার্টিন হোগ্ (Dr. Haug) সাহেব উপক্রমণিকা ও ইংরেজী অনুবাদ সহ রোম্যান অক্ষরে ঋগ্‌বেদীয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মূল দুইভাগে প্রকাশ করিয়াছেন।

১৮৬৪—৬৫খৃষ্টীয়াব্দে জার্ম্মেণ অনুবাদ সহ ঋগ্‌বেদীয় আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের অনুবাদ ও মূল Stenzler সাহেব এবং Hermann Oldenberg শাংখ্যায়ন গৃহ্যসূত্র সটীক ও সানুবাদ পূর্ব্বোল্লিখিত Indische Studien পত্রিকায় প্রকাশ করেন। ফরাসী পণ্ডিত Regnier পারিস্ নগরে ১৮৫৭—৫৮ খৃষ্টীয়াব্দে সানুবাদ সটীক ঋগ্‌বেদীয় শৌনক প্রাতিশাখ্য প্রকাশ করেন। ১৮৫৬—৬৯ খৃষ্টীয়াব্দে জার্ম্মেণ অনুবাদ সহ লিপজিক্ নগরে অধ্যাপক মক্ষমূলার ও (Maxmuller) ইহার ভিন্ন সংস্করণ বাহির করেন। ১৮৫৪ খৃষ্টীয়াব্দে বার্লিন নগরে W. Pertsch সাহেব কর্ত্তৃক ঋগ্‌বেদীয় উপলেখা নামক পরিশিষ্ট গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ১৮৬৩ খ্রীষ্টীয়াব্দে অধ্যাপক বেবার বার্লিন নগরে স্বরচিত জার্ম্মেণ টীকা সহ রোম্যান অক্ষরে Indische Studien পত্রিকায় পিঙ্গলাচার্য্যপ্রণীত ছন্দঃসূত্র প্রচার করেন। ১৮৫৮ খ্রীষ্টীয়াব্দে পাণিনীয় শিক্ষা উক্ত পত্রিকায় Prof Weberকর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টীয়াব্দে উক্ত পত্রিকায় স্বরচিত টীকা ও সোমাকরের ভাষ্য সহ লগধের জ্যোতিষবেদাঙ্গ বেবার প্রকাশ করেন। কাত্যায়ন প্রণীত ঋগ্‌বেদীয় সর্ব্বানুক্রমণীর সারাংশ Maxmuller তৎসম্পাদিত ঋগ্‌সংহিতার ষষ্ঠ খণ্ডের ৬২—৭১ পৃষ্ঠায় প্রদর্শন করিয়াছেন। Rudolf Meyer বার্লিনে ঋগ্‌বিধান ও বৃহদ্দেবতা নামক ঋগ্‌বেদীয় পরিশিষ্টদ্বয় স্বরচিত উপক্রমণিকা সহ ১৮৭৭ খ্রীষ্টীয়াব্দে প্রকাশ করিয়াছেন। সংস্কৃতবিৎ ডাক্তার হল সাহেব (Dr. Fitz Edward Hall)

ইংরেজ, ফরাসী, জার্ম্মেন, ইটালীয়, গ্রীক ও পারসীক প্রভৃতি জাতির পূর্ব্বপুরুষদিগের সহিত একত্র অবস্থিতি করিতেন। কোন অপরিজ্ঞাত কারণে ঐ আদিম আর্য্যজাতি, একান্নভুক্ত পরিবারের কালক্রমে বহু পরিবারে পৃথগন্ন হইয়া বিভক্ত হওয়ার ন্যায়, ঐতিহাসিক সময়ের বহুপূর্ব্বে স্বকীয় পৈত্রিক আবাস-ভূমি পরিত্যাগপূর্ব্বক নানাদিগে প্রস্থান করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নানা জাতিতে

ঋগ্‌সংহিতার রাবণভাষ্যের কিয়দংশ ১৮৬২ সনের কলিকাতা এসিয়াটিক সভার পত্রিকায় প্রকাশ করেন।

১৮৬৮ খ্রীষ্টীয়াব্দে বার্লিন্ নগরে Goldschmidt সাহেব সামবেদীয় নৈগেয়শাখায় প্রচলিত সামবেদের ঋষি ও দেবতাবিষয়ক আরণ্যকসংহিতা নামে প্রসিদ্ধ অনুক্রমণীদ্বয় রোম্যান অক্ষরে প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৪২ খ্রীষ্টীয়াব্দে রাণায়ণীয় শাখায় প্রচলিত সামবেদ সংহিতার মূল, ইংরেজী অনুবাদ সহ বোম্বে নগরে খৃষ্টধর্ম্ম যাজক ষ্টিভেনসন্ (Stevenson) ও জার্ম্মেণ অনুবাদ সহ গটিঞ্জেন্ নগরে ১৮৪৮ খ্রীষ্টীয়াব্দে অধ্যাপক বেন্‌ফে প্রকাশ করিয়াছেন। ১৮৫৯ খ্রীষ্টীয়াব্দে জার্ম্মেণ অনুবাদ সহ সামবেদের ষড়্‌বিংশ ব্রাহ্মণের অন্তর্গত অদ্ভুত ব্রাহ্মণ Prof Weber কর্ত্তৃক প্রচারিত হয়। ১৮৭৩ খ্রীষ্টীয়াব্দে সায়নাচার্য্যের ভাষ্য সহ বংশ ও সামবিধান ব্রাহ্মণ, ১৮৭৬ খ্রীষ্টীয়াব্দে আর্ষেয় ব্রাহ্মণ এবং ১৮৭৭ খ্রীষ্টীয়াব্দে সংহিতোপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ডাক্তর বার্নেল (Dr. Burnell) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত মেঙ্গেলোর নগরে প্রকাশ করেন। ইতিপূর্ব্বে ওয়েবার বংশ-ব্রাহ্মণ প্রকাশ করিয়াছিলেন।

১৮৫৪ খৃষ্টীয়াব্দে ডাক্তার রোয়ার্ কলিকাতা এসিয়াটিক্ সভার সাহায্যে তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুর্ব্বেদী সংহিতা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। তৎপর কাউয়েল্ সাহেবের প্রতি তাহার সম্পাদকতা ভার সমর্পিত হয়। কাউয়েল্ সাহেব স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে পণ্ডিতবর রামনারায়ণ বিদ্যারত্ন এবং উক্ত পণ্ডিত মহাশয়ের মৃত্যুর পর সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক পূজ্যপাদ পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয় তাহা প্রকাশ করিয়া আসিতেছেন। ১৮৭১—৭২ খৃষ্টীয়াব্দে অধ্যাপক ওয়েবার কর্ত্তৃক রোম্যান অক্ষরে তৈত্তিরীয় সংহিতার মূল প্রকাশিত হয়। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ দ্বয়ের মূল জার্ম্মেণ অনুবাদসহ ওয়েবার সাহেবকর্ত্তৃক তৎসম্পাদিত "ভারতীয় গবেষণা" নামক

পরিণত হইয়াছেন। এই আদিম আর্য্যজাতির একদল প্রথমতঃ পশ্চিমোত্তরদিকে যাত্রা করিয়া গ্রীস্, ইতালী, জার্ম্মেণী প্রভৃতি ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন স্থানে স্ব স্ব বাসস্থল মনোনীত করিয়া বসতি করেন। তদনন্তর অপর দল দক্ষিণাভিমুখে আগমন পূর্ব্বক পারস্য ও ভারতবর্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হন। ভারতবর্ষ নিবাসী আর্য্যবংশীয়গণ হিন্দু (সিন্ধুতীরবাসী) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার যথাযথ বিবরণ অতঃপর প্রদত্ত হইবে।

পত্রিকায় প্রকাশিত হওয়ার পর, ডাক্তার রোয়ার্ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত ভাষ্য ও ইংরেজী অনুবাদ সহ তাহা কলিকাতায় প্রকাশ করেন। ১৮৬২—৭০ খৃষ্টীয়াব্দে কলিকাতায় এসিয়াটিক সভার সাহায্যে কাউয়েল্ সাহেব কর্তৃক কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় মৈত্রী উপনিষদ্ প্রকাশিত হয়। ১৮৬৮ খৃষ্টীয়াব্দে ডাক্তার বুলার আপস্তম্ব ধর্ম্মসূত্র প্রচারিত করেন। ১৮৭১ খ্রীষ্টীয়াব্দে অধ্যাপক হুইট্নী কর্তৃক সটীক ও সানুবাদ তৈত্তিরীয় প্রাতিশাখ্যসূত্র জার্ণেল্ অব্ আমেরিকান ওরিয়েণ্টেল্ সোসায়িটি পত্রিকার নবম খণ্ডে প্রকাশিত হয়। ১৮৬১ খ্রীষ্টীয়াব্দে কুমারিলা ভট্টের ভাষ্য সহ কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় মানবকল্পসূত্র লণ্ডন নগরে অধ্যাপক গোল্ড্ষ্টুকার "পাণিনিবিচার" সহ প্রকাশ করেন।

১৮৪৯—৫২ খ্রীষ্টীয়াব্দে ওয়েবার সাহেব কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই উভয় শাখায় প্রচলিত বাজসনেয়ী শুক্লযজুঃ সংহিতা মহীধরের ভাষ্য সহ রোম্যান অক্ষরে বার্লিন্ নগরে প্রকাশ করেন। ১৮৭০—৭৪ খ্রীষ্টীয়াব্দে বেস্মার রাজা গিরিপ্রসাদ বর্ম্মণ মহীধরের ভাষ্যের হিন্দি অনুবাদ সহ বাজসনেয়ী সংহিতা প্রচারিত করেন। কাণ্বসংহিতার চত্বারিংশৎ অধ্যায় ঈশোপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ। ইহা কলিকাতায় শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ও ইংরেজী অনুবাদ সহ রোয়ার্ সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ওয়েবার সাহেব কর্তৃক শুক্লযজুর্ব্বেদের সুপ্রসিদ্ধ শতপথ ব্রাহ্মণ রোম্যান অক্ষরে বার্লিন নগরে প্রকাশিত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশ কাণ্ডের শেষ ছয় অধ্যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ নামে বিখ্যাত। ইহার মূল ওয়েবার সাহেব এবং পোলি সাহেব কর্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংরেজী অনুবাদ ও শঙ্করাচার্য্যের প্রণীত ভাষ্য আনন্দগিরিকৃত তট্টীকা সহ ইহা রোয়ার্ সাহেব কর্তৃক কলিকাতায় মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় প্রবরাধ্যায় ও চরণব্যূহ নামক পরিশিষ্ট

ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ অপরাপর আর্য্যবংশীয় লোক অপেক্ষায় পারসীক দিগের সহিত অধিক কাল একত্র সংসৃষ্ট ও অবস্থিত ছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের মধ্যে শোচনীয় বিরোধ ও বিসম্বাদ সংঘটিত হইলে, হিন্দু ও পারসীক আর্য্যগণ পরস্পর স্বতন্ত্র হইয়া পড়িলেন। হিন্দুগণ হইতে পৃথক্ হইয়া পারসীক আর্য্যবংশীয়গণ নানা দেশে ও জনপদে ভ্রমণ ও অবস্থান করিয়া পারস্যে গমন

গ্রন্থদ্বয় এবং কাত্যায়ন প্রণীত প্রাতিশাখ্যসূত্র বার্লিন নগরে অধ্যাপক ওয়েয়ার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। ১৮৭৬ খ্রীষ্টীয়াব্দে ষ্টেন্‌জ্‌লার শুক্লযজুর্ব্বেদীয় পারস্কার গৃহ্যসূত্র প্রকাশ করেন। ওয়েবার ও অফ্রেট্ সাহেব কর্ত্তৃক অথর্ব্ব বেদসংহিতার কিয়দংশের মূল ও জার্ম্মেণ অনুবাদ "ভারতীয় গবেষণা" পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। ১৮৫৫—৫৬ খ্রীষ্টীয়াব্দে অধ্যাপক রোথ্ ও হুইট্নি কর্ত্তৃক রোম্যান অক্ষরে সমুদয় অথর্ব্বসংহিতার মূল প্রচারিত হইয়াছে। ১৮৬২ ও ১৮৭২ খ্রীষ্টীয়াব্দে আমেরিকান্ ওরিয়েণ্টেল সোসাইটি পত্রিকায় অথর্ব্ব বেদের শৌনকীয় চতুরধ্যায়িকা নামক প্রতিশাখ্যসূত্র প্রকাশিত হয়।

১৭৯৫ খ্রীষ্টীয়াব্দে ফরাসী দেশীয় পারস্য ভাষাবিৎ পণ্ডিত পেরোঁ সাহেব প্রায় পঞ্চাশৎ খানি উপনিষদ্, মোগল সম্রাট সাহজাহান-তনয় মহামতি সুলতান মহম্মদদারা কর্ত্তৃক ১৬৫৭ খ্রীষ্টীয়াব্দে সম্পাদিত পারস্য অনুবাদ অবলম্বন করিয়া উহার ঔপনেখৎ নাম দিয়া ফরাসি ও ল্যাটিন্ ভাষায় অনুবাদ করেন। অযোধ্যার নবাব সুজাউদ্দৌলার রাজসভায় ফরাসী রেজিডেণ্ট জেণ্টিল সাহেব প্রাগুক্ত পারস্য অনুবাদের এক খণ্ড প্রতিলিপি প্রাপ্ত হন। ১৭৭৫ খ্রীষ্টীয়াব্দে উক্ত পারস্য অনুবাদ বার্ণিয়ার সাহেব কর্ত্তৃক বঙ্গদেশ হইতে ফ্রান্স দেশে আনীত হয়। ১৭৯৫ খ্রীষ্টীয়াব্দে পেঁরো উহা ফরাসী ও ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদ করেন।

ঈশ, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ছান্দোগ্য উপনিষদ্ কলিকাতায় রোয়ার্ সাহেব কর্ত্তৃক শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্য ও আনন্দগিরির টীকা সহ প্রচারিত হয়। ওয়েবার সাহেব তৎসম্পাদিত "ভারতীয় গবেষণা" পত্রিকায় গর্ভ, আত্মা, পরমহংস, ব্রহ্মবিদ্যা, হংসনাদ, ক্ষুরিকা, নাদবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, যোগশিক্ষা, যোগতত্ত্ব, চূলিকা, তেজোবিন্দু, মহা, নৃসিংহতাপনী, রামতাপনী, কৈবল্য, এবং অথর্ব্বশির উপনিষদের মূল

গবেষ

পূর্ব্বক পারসীক নাম ধারণ করিলেন। হিন্দুগণ সিন্ধুনদ অতিক্রম পুরঃসর সিন্ধুর পঞ্চশাখাবিধৌত পবিত্র পঞ্চনদ প্রদেশে বাস করিতে থাকেন। তাঁহারা বংশ বিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে কালক্রমে ভারতবর্ষের পূর্ব্ব ও দক্ষিণ ভাগে ক্রমশ অগ্রসর হইয়া অত্রত্য অসভ্য আদিম নিবাসীদিগকে নির্জ্জিত ও নির্ব্বাসিত করিয়া তাহাদিগের উপর অবিসংবাদিত প্রভুত্ব সংস্থাপন পূর্ব্বক বিজয়পতাকার সহিত হিন্দুধর্ম্মের পবিত্র পতাকা উড্ডীয়মান করিতে লাগিলেন।

"তাঁহারা কি শুভক্ষণেই সিন্ধুনদের পূর্ব্ব পারে পদার্পণ করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয়েরা উত্তর কালে যে অত্যুন্নত অতি দুর্লভ গৌরবপদে অধিরোহণ করেন, ঐ দিনেই তাহা অনুসূচিত হয়। যে উজ্জয়িনী-জনিতা (কালিদাসের) কবিতাবল্লীর মধুময় কুসুম বিকশিত হইয়া দিগন্ত পর্য্যন্ত আমোদিত রাখিয়াছে, তদীয় বীজ ঐ দিনেই ভারতভূমিতে সমাহিত হয়। যে পরমার্থ বিমিশ্রিত বিদ্যাবলী (দর্শনশাস্ত্র) জলদানুবিদ্ধ পৌর্ণমাসী রজনীর ন্যায় মানবীয় মনের একটি অপরূপ রূপ প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছে, তাহারও নিদান ঐ দিনেই ভারতবর্ষ মধ্যে সমানীত হয়। যে ইন্দ্রজালবৎ অদ্ভুত বিদ্যা (জ্যোতিষ) অবলীলাক্রমে দ্যুলোকের সংবাদ ভূলোকে আনয়ন করিয়া, সূর্য্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্রাদির—ভূত ভবিষ্যৎ, বর্ত্তমান এই ত্রিকালের—ইতিহাস এক কালেই বর্ণন করিতেছে, এবং জাহ্নবীজলপবিত্র পাটলিপুত্র ও শিপ্রাসলিল

ও জার্ম্মেন অনুবাদ প্রকাশ করেন। বোম্বে নগরে ভান্সকেনেডি সাহেব কর্ত্তৃক আর একখানি অথর্ব্বশির অনুবাদিত হয়।

১৭৫৯ খ্রীষ্টীয়াব্দে অধ্যাপক মক্ষমূলার "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস" লণ্ডনে, ও ১৮৫২ খ্রীষ্টীয়াব্দে বার্লিনে "ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাস" ওয়েবার সাহেব, প্রথম প্রকাশিত করিয়াছেন। ১৮৫৮—৭০ খ্রীষ্টীয়াব্দে ডাক্তার মিউর বৈদিক ও পৌরাণিক নানাবিধ গ্রন্থ হইতে বিভিন্নবিষয়ক মূল একত্র সংগৃহীত ও অনুবাদিত করিয়া পাঁচ খণ্ডে তাহা সমাপ্ত পূর্ব্বক স্বীয় গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

এতদ্ভিন্ন নানাবিধ পুরাতত্ত্ব বিষয়ক পত্রিকায় ইউরোপীয় ও আমেরিকার সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের লিখিত বৈদিক সাহিত্য বিষয়ে কত প্রবন্ধ আছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

সুস্নিগ্ধ অবন্তিকায় অতি বিস্তৃত রশ্মিজাল বিকীর্ণ করিয়া অবনীমণ্ডল উজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে,—তাহার আদিম সূত্র ঐ দিনেই ভারতভূমে পাতিত হয় * । আরোগ্যরূপ অমূল্য রত্নের আকরস্বরূপ যে আয়ুঃপ্রদ শুভকর শাস্ত্র (বৈদ্যক) আবহমান কাল স্বদেশীয় ও ভিন্নদেশীয় অসংখ্য লোকের রোগজীর্ণ বিবর্ণ মুখমণ্ডলকে স্বাস্থ্য গুণে প্রসন্ন ও প্রফুল্ল করিয়া তুলিয়াছে, এবং কোটি কোটি জনের উৎপৎস্যমান শোকসন্তাপ ও পতনোন্মুখ বৈধব্যবিপদের একান্ত প্রতিবিধান করিয়া আসিয়াছে, ও অদ্যাপি যে অমৃতময় শাস্ত্রকে ঔষধ বিশেষের শক্তিযোগে কখন কখন প্রভাববতী ইউরোপীয় চিকিৎসাকেও অতিক্রম করিতে দেখা যায়, তাহারও মূল ঐ দিনেই ভারত-ক্ষেত্রে সংরোপিত হয়। যে শৌর্য্য, বীর্য্য ও পরাক্রম প্রভাবে ভারতবর্ষীয় আদিম নিবাসী যাবতীয় জাতি বিজিত হইয়া গহন ও গিরিগুহায় আশ্রয় লইয়াছে, এবং সে দিনেও যে শৌর্য্যাগ্নির একটি স্ফুলিঙ্গ শূর-শেখর শিখ জাতির হৃদয়-চুল্লা হইতে উত্থিত হইয়া (চিলিনওয়ালার রণক্ষেত্রে) অত্যদ্ভুত অনলক্রীড়া প্রদর্শন করিয়াছে, ঐ দিনেই তাহা এই আর্য্যভূমিতে অবতারিত হয়। মহাবল পরাক্রান্ত বীর্য্যবন্ত পূর্ব্ব পুরুষেরা এক হস্তে হল-যন্ত্র অপর হস্তে রণ-শস্ত্র গ্রহণ পূর্ব্বক পুত্র কলত্র দৌহিত্রাদির অগ্রণী হইয়া, উৎসাহিত ও অশঙ্কিত মনে, স্নেহ-পালিত গোধন সঙ্গে ভারতবর্ষে প্রবেশ করিতেছেন—ইহা স্মরণ ও চিন্তন করা কি অপরিসীম আনন্দেরই বিষয়! ইচ্ছা হয় তাঁহাদের আগমন-পদবীতে আম্রশাখা-সমন্বিত সলিলপূর্ণ কলসাবলী সংস্থাপন করিয়া রাখি, এবং সমুচিত মঙ্গলাচরণ সমাধান পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে প্রীতি প্রফুল্ল হৃদয়ে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনি, ও সেই পূজ্যপাদ পিতৃ পুরুষদিগের পদাম্বুরজঃ গ্রহণ করিয়া কলেবর পবিত্র করিতে থাকি"। †

যে সময় হিন্দুগণ ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়া উপনিবেশ সংস্থাপন করিতে লাগিলেন, সেই সময় হইতে তাঁহাদের জাতীয় ধর্ম্ম, সাহিত্য ও সভ্যতার

---

* জ্যোতির্ব্বিদকেশরী বরাহমিহির উজ্জয়িনী নগরে শকাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে ও আর্য্যভট্ট সেই সময়ে পাটলিপুত্র নগরে প্রাদুর্ভূত হন।

† বঙ্গীয় লেখকচূড়ামণি পণ্ডিতবর অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ের" উপক্রমণিকা, ৪৫-৫৩ পৃষ্ঠা।

ইতিহাস বেদ, স্মৃতি, পুরাণ ও তন্ত্রাদি গ্রন্থে তাঁহারা আপনারাই স্পষ্টরূপে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। যথাসাধ্য সেই ইতিহাস ইংরেজী, সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় বিরচিত নানাবিধ গ্রন্থ হইতে সংগৃহীত করিয়া লিপিবদ্ধ করাই বর্ত্তমান পুস্তকের একমাত্র উদ্দেশ্য। মঙ্গলময় পরমেশ্বর ভারতের অতীত গৌরব কীর্ত্তনে আমাদের সহায় হইয়া, যথা সময়ে প্রারব্ধ গ্রন্থের পরিসমাপ্তি বিধান পুরঃসর আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুন। প্রবাদ আছে যে দুস্তর সাগর লঙ্ঘনে নিতান্ত ক্ষুদ্র প্রাণী কাঠবিড়াল ও সূর্য্যবংশাবতংশ মহারাজ রামচন্দ্রের সহায়তা করিয়াছিল। বর্ত্তমানগ্রন্থ প্রণেতা ও সংগ্রাহক স্বীয় বিদ্যাবুদ্ধি হীনতা ও অযোগ্যতা সম্পূর্ণ রূপে অবগত আছে। বাঙ্গলা ভাষায় এরূপ একখানি গ্রন্থের বিশেষ অভাব থাকা স্বত্তেও পূজ্যপাদ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ন্যায় কোন সুযোগ্য ও সুপণ্ডিত ব্যক্তি এপর্য্যন্ত ইহাতে হস্তক্ষেপ করিতেছেন না দেখিয়া, এই অতি দুরূহ ও অতি দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। যদি ইহাদ্বারা বিশাল সংস্কৃত সাহিত্য ও কল্পতরুসদৃশ হিন্দুধর্ম্মের প্রতি সুশিক্ষিত বঙ্গবাসীর অনুরাগ অণুমাত্রও বর্দ্ধিত হয়, তবে শ্রম সফল বোধ করিব। বাঙ্গালী পাঠকবর্গ তাঁহার এই অমার্জ্জনীয় ধৃষ্টতা যেন অনুগ্রহ পূর্ব্বক ক্ষমা করেন, তাঁহাদের নিকট গ্রন্থকারের কৃতাঞ্জলিপুটে এই সানুনয় প্রার্থনা।

মন্দঃ কবিযশঃপ্রার্থী গমিষ্যাম্যুপহাস্যতাম্।
প্রাংশুলভ্যে ফলে লোভাদুদ্বাহুরিব বামনঃ॥
ক্ব সূর্য্যপ্রভবো বংশঃ, ক্ব চাল্পবিষয়া মতিঃ।
তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরং॥
অথবা কৃত-বাগ্দ্বারে বংশেহস্মিন্ পূর্ব্বসূরিভিঃ।
মণৌ বজ্র-সমুৎকীর্ণে সূত্রস্যেবাস্তি মে গতিঃ॥
(রঘুবংশ, ১।২-৪ শ্লোক)

* ভারতবর্ষের পুরাতত্ত্ব, এমন কি সমস্ত পৃথিবীর সভ্যজাতির আদিম ধারাবাহিক ইতিহাস, যাহা কোন ভাষার সাহিত্যে বিদ্যমান নাই, তাহা বৈদিক সাহিত্যে সন্নিবিষ্ট আছে *। আমরা এই প্রথমভাগে বৈদিকসাহিত্যের অন্তর্গত

* According to my conviction, no more essential service could be rendered to the history of the ancient East, perhaps to the whole of ancient history, than to make known and exactly investigate the Vedic writings (Dr. Roth).

গ্রন্থাবলীর স্থূল স্থূল বিবরণ প্রদান পূর্ব্বক, দ্বিতীয় ভাগে যথাসাধ্য তাহার বিশেষ বিবরণ সন্নিবদ্ধ করিতে চেষ্টা করিব।

(বেদসংহিতা)

বেদ হিন্দুশাস্ত্রের শিরোভাগে অবস্থিত। বেদের অপর নাম স্বাধ্যায় ও ছন্দ*। বেদ ত্রয়ীবিদ্যা নামে প্রাচীন ও আধুনিক বহুবিধ গ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে। ঋগ্বেদ, ঐতরেয়, কৌষিতকী এবং শতপথ ব্রাহ্মণ, ছান্দোগ্য উপনিষদ্, মনু-সংহিতা, রামায়ণ, মহাভারত, বিষ্ণুপুরাণ, অমরকোষ ও ভাগবতপুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বেদ ত্রয়ীবিদ্যা নামেই অভিহিত। ইহা হইতে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে ঋক্, যজুঃ, সাম এই তিন ভাগে বেদ বিভক্ত হওয়ার বহুকাল পরে অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অথর্ব্ব বেদ সঙ্কলিত হইয়া বেদ সংহিতার মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছিল। ঋক, যজুঃ, সাম বেদ যাগযজ্ঞনির্ব্বাহার্থ প্রয়োজিত হয় বলিয়া এই বেদত্রয়ই ত্রয়ী নামে পৃথক্ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ যাগযজ্ঞের উপযোগী নহে। ইহা কেবল যাগাদির অনুপযোগী অভিচারাদি সাংসারিক বিষয় সম্পাদনে প্রযুক্ত হয়। এই জন্যই ইহা ত্রয়ীবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া পরিগণিত হয় নাই †।

* অধ্যাপক মক্ষমূলার স্বপ্রণীত "প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে" বেদসংহিতার অন্তর্গত প্রাচীনতম শ্লোক সমূহকে ছন্দঃ এবং তদপেক্ষা অপ্রাচীন অবশিষ্ট শ্লোক গুলিকে মন্ত্র আখ্যায় অভিহিত করিয়াছেন। এই শব্দদ্বয়ের এরূপ প্রয়োগ বৈদিক সাহিত্যের কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। বেদের সংহিতা ভাগ মন্ত্র নামে প্রসিদ্ধ। ঋগ্বেদীয় দশম মণ্ডলের নবতিতম সূক্ত পুরুষসূক্ত নামে সুবিখ্যাত। তাহার দশম ঋকে যযুর্ব্বেদের পদ্যময় ভাগ ছন্দঃ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের অন্তর্গত শ্লোক গুলি নিম্নোদ্ধৃত পদ্যময় বাক্যে ছন্দ নামে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।
উচ্ছিষ্টাজ্জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবি দেবা দিবি শ্রিতঃ॥

পাণিনি প্রণীত ব্যাকরণসূত্রে ছন্দ শব্দের মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই উভয় অর্থই দৃষ্ট হয়। অধ্যাপক মক্ষমূলারের মতে সংস্কৃত ছন্দ (=মূল বেদ), ও আবস্তিক জেন্দ (=অনুবাদ) শব্দ অভিন্ন।

† অথর্ব্ববেদস্ত চতুর্থবেদত্বেঽপি প্রায়েণ অভিচারাদ্যর্থত্বাৎ যজ্ঞবিদ্যায়ামনু-পযোগাচ্চ অনির্দ্দেশঃ। তথাহি ঋগ্বেদেনৈব হৌত্রং কুর্ব্বন্, যজুর্ব্বেদেন

অথর্ব্ব সংহিতার কিয়দংশ সমধিক প্রাচীন বটে। ইহার পদ্যময় অনেক ভাগের ভাষা ও তাৎপর্য্য পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে, সেই সেই অংশকে ঋগ্‌বেদ সংহিতা অপেক্ষা অত্যন্ত আধুনিক বলিয়া প্রতীতি হয়। ইহার কোন কোন অংশ (রোথ্‌ সাহেবের মতে প্রায় এক তৃতীয়াংশ, হুইট্‌নি সাহেবের মতে এক ষষ্ঠাংশ) ঋগ্‌বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক দশম মণ্ডল হইতে গৃহীত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদ বিরচিত ও সংগৃহীত হওয়ার বহুকাল পরে উহা প্রামাণিক বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং চতুর্থবেদ রূপে ত্রয়ীবিদ্যার সহিত একাসনে অধিষ্ঠিত হয়।

[১] ঋগ্‌বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত পুরুষসূক্ত নামক সুপ্রসিদ্ধ নবতিতম সূক্তের নবমঋকে অথর্ব্ববেদের কোন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না।

"তস্মাদ্‌ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচাঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্‌, যজুস্তস্মাদজায়ত॥"

সেই সার্ব্বভৌমিক যজ্ঞ হইতে ঋক্‌, সাম, এবং যজুর্ব্বেদের পদ্যময় (ছন্দঃ) ও গদ্যময় ভাগ উৎপন্ন হইয়াছিল।

আধ্বর্য্যবং, সামবেদেন উদ্‌গাত্রং,—যদেব 'ত্রৈয্যা বিদ্যায়ৈ সূক্তত্বেন ব্রহ্মত্বং' ইতিশ্রুতে ত্রয়ীসম্পাদ্যত্বং যজ্ঞানাং জায়তে।

(কুল্লূকভট্ট কৃত মনুসংহিতার মন্বর্থমুক্তাবলী টীকা)

প্রস্থানভেদ নামক গ্রন্থপ্রণেতা পণ্ডিতচূড়ামণি মধুসূদন সরস্বতী মনুসংহিতার সুপ্রসিদ্ধ টিকাকার কুল্লূকভট্টের ন্যায় শান্তি, পুষ্টি ও অভিচারাদি কার্য্যে অথর্ব্ব বেদীয় মন্ত্র প্রযুক্ত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

"স চ (বেদঃ) প্রয়োগত্রয়েণ যজ্ঞনির্ব্বাহার্থং ঋক্‌-যজুঃ-সাম-ভেদেন ভিন্নঃ। —অথর্ব্ববেদস্তু যজ্ঞানুপযুক্তঃ শান্তিপৌষ্টিকাভিচারাদিকর্ম্মপ্রতিপাদকত্বেন অত্যন্তবিলক্ষণ এব।"

পক্ষান্তরে কুমারিলা ভট্ট বলেন—

শান্তিপুষ্ট্যভিচারার্থা হ্যেকব্রহ্মর্ত্বিগাশ্রিতাঃ।
ক্রিয়াস্তত্র প্রমীয়ন্তেঽত্রাপ্যেবাত্মীয়গোচরাঃ॥

কিন্তু ঋগ্‌বেদের নানা স্থলে অথর্ব্বণ ঋষির নাম দৃষ্টিগোচর হয়*।

[২] ছান্দোগ্য উপনিষদের নিম্নোদ্ধৃত অংশে ঋগ্‌-যজুঃসামবেদত্রয়ের সহিত অথর্ব্ববেদের নামোল্লেখ দৃষ্ট হয় না। ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণেও বেদোৎপত্তির এবংবিধ বিবরণ দেখা যায়।

"প্রজাপতি র্লোকান্ অভ্যতপৎ। তেষাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহৎ। অগ্নিং পৃথিব্যা, বায়ুমন্তরীক্ষাদ্, আদিত্যং দিবঃ। স এতাস্তিস্রো দেবতা অভ্যতপৎ। তাসাং তপ্যমানানাং রসান্ প্রাবৃহৎ। অগ্নে র্ঋচো, বায়োর্যজূংষি, সাম আদিত্যাৎ। স এতাং ত্রয়ীং বিদ্যাং অভ্যতপৎ। তস্যা স্তপ্যমানায়া রসান্ প্রাবৃহৎ। ভূরিতি ঋগ্‌ভ্যো,ভুবরিতি যজুর্ভ্যঃ, স্বরিতি সামভ্যঃ।"

প্রজাপতি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তির বিষয় মনে মনে চিন্তা করিলেন। মানসিক চিন্তার বিষয়ীভূত লোকবর্গ হইতে তাহাদের মূলীভূত রস নিষ্কাশন করিলেন। ভূলোক হইতে অগ্নি, বায়ুর অধিষ্ঠান অন্তরীক্ষ হইতে বায়ু, আকাশ হইতে সূর্য্য গৃহীত হইল। এই বেদত্রয়ের মূলীভূত পদার্থ সৃষ্টির অভিলাষ করিয়া,তাহাদিগ হইতে ঋগ্‌, যজুঃ ও সামবেদ সৃজন করিলেন। পুনরায় বেদত্রয়ের মূলানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, তাহা হইতে যথাক্রমে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ প্রকাশ করিলেন।

[৩] ছান্দোগ্যোপনিষদ্ হইতে প্রাগুক্ত বিবরণ গ্রহণ পূর্ব্বক ভগবান মনু নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন।

অগ্নি-বায়ু-রবিভ্যস্তু ত্রয়ং ব্রহ্ম সনাতনং।
দুদোহ যজ্ঞসিদ্ধ্যর্থং ঋগ্‌-যজুঃসামলক্ষণং॥ (১। ২৩ শ্লোক)

---

*ঋক্‌ সংহিতার ১।৮০। ১৬, ১। ৮৩। ৫,৬। ১৬।১৩ (=সামসংহিতা, ১। ৯ =বাজসনেয়ীসংহিতা,১১।৩২), ৫। ১৬। ১৪, ১০। ২১। ৫, ১০। ৯২। ১০ ঋকে অথর্ব্ব ঋষি আর্য্যগণের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম অগ্নি উৎপাদন করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অথর্ব্ব অতি প্রাচীন ঋষি। তিনিই সর্ব্বপ্রথম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন।

যজ্ঞৈরথর্ব্বা প্রথমঃ প্রথস্ততে। (১। ৮৩। ৫)
ইমং তু ত্যমথর্ব্ববদগ্নিং মথন্তি বেধসঃ। (৬। ১৬। ১৩)

যাস্কের পূর্ব্বতন নিঘণ্টুতে এবং তাঁহার কৃত নিরুক্তে আঙ্গিরস ও আথর্ব্বণিক শব্দ দৃষ্ট হয়।

বৈদিক সংহিতাভাগের ভাব, ভাষা, তাৎপর্য্য, রচনাপ্রণালী ও ব্যাকরণ-ঘটিত বৈলক্ষণ্য বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টরূপে ইহা প্রতীত হয় যে, সংস্কৃত ভাষায়—জগতের বিভিন্ন জাতি ও দেশের কোনও ভাষায়—বৈদিক সংহিতা গুলির তুল্য আর কোনও প্রাচীন পুস্তক নাই। এই অতি পুরাতন সংস্কৃত সাহিত্যের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋগ্বেদ সংহিতা। ইহা মনুষ্য জাতির প্রথম গ্রন্থ, মানবীয় সভ্যতার একমাত্র প্রথম নিদর্শন, মনুষ্য জাতির প্রাচীনতম ইতিহাস ও ধর্ম্মবিশ্বাসের প্রথম পথপ্রদর্শক,—অতএব মনুষ্যমাত্রেরই আদরণীয়। মানব-জাতির যে সময়ের ইতিহাস অবনীমণ্ডলের কুত্রাপি প্রাপ্ত হওয়া যায় না, যে সময়ের চিন্তা, ধর্ম্ম, বিশ্বাস, সভ্যতা, উপাসনাপদ্ধতি, দেবোপাখ্যান, সামাজিক রীতি ও নীতি, আচার, ব্যবহার, আশা, ভরসা ও হৃদয়ের ভাব কালের অনন্ত স্রোতের গর্ভে বিলীন হইয়াছে, যে সময়ের ইতিহাস উদ্ধারের অন্য উপায় বিদ্যমান নাই, সেই স্মরণাতীত কালের ইতিহাস সুপ্রণালীবদ্ধরূপে ঋক্‌সংহিতায় স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। এই নিমিত্তই সভ্যজগতের সর্ব্বত্র পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে ঋক্‌বেদসংহিতার এতদূর সম্মাননা ও সমাদর*।

* The *Veda* has a two-fold interest : it belongs to the history of the world, and to the history of India. In the history of the world, the *Veda* fills a gap which no literary work in any other language could fill. It carries us back to times of which we have no records any where, and gives us the very words of a generation of men, of whom otherwise we could form but the vaguest estimate by means of conjectures and inferences. As long as man continues to take an interest in the history of his race, and as long as we collect in libraries and museums the relics of former ages, the first place in that long row of books which contains the records of the Aryan branch of mankind, belong for ever to the *Rig Veda*, the most ancient of books in the library of mankind, which is more ancient than the *Zendavesta* and Homer (940-850 B. C.).

Prof. Max Muller's *History of Ancient Sanskrit Literature*, p. 63

মনুষ্যজাতি যখন সভ্যতার প্রথম শিক্ষা লাভ করিতেছিল, যখন তাহারা হৃদয়ের উল্লাসে বা ভয়ে সূর্য্যের অনন্ত প্রভা, ঊষার রক্তিমচ্ছটা, ঝড়ের প্রবল বেগ, বৃষ্টির হিতকর জল, আকাশের বিচিত্র সৌন্দর্য্য প্রভৃতি প্রকৃতির অনন্ত গৌরব দেখিয়া দেবতা বোধে তাঁহারই উপাসনা করিত, যখন কৃষিকার্য্য, বস্ত্রবয়ন নৌকা বাহন প্রভৃতি সভ্য ব্যবসায় শিক্ষা করিয়া অসভ্য বর্ব্বরদিগেরকাল

জ্যোতিষিক প্রমাণ অবলম্বন পূর্ব্বক সংস্কৃতবিৎ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনুমান করেন যে ভারতীয় বৈদিক সাহিত্য সুপ্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক খৃষ্টের জন্মের অষ্টাবিংশতি কি অন্ততঃ ত্রয়োবিংশতি শত বর্ষ পূর্ব্বে বিরচিত হইতে আরব্ধ হয়। এই গণনা অনুসারে সংস্কৃত সাহিত্যের বয়স প্রায় পঞ্চসহস্র বৎসর বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। পৃথিবীর সাহিত্যের ইতিহাসে ভারতীয় সংস্কৃত সাহিত্য প্রাচীনত্বে নিঃসংশয় সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। পুরাকালীয় সুসভ্য মেক্সিকো, পেরু বা মিসর দেশবাসীদিগের চিত্রময় লিপি, অথবা প্রাচীন ক্যালডিক্ ও এসিরিয়গণের সাহিত্য প্রাচীনত্ব ও গুরুত্ব বিষয়ে কখনই ভারতীয় সাহিত্যের সমকক্ষ বলিয়া স্পর্দ্ধা করিতে পারে না। তৎপরবর্ত্তী হিব্রু, গ্রীক্ ও রোমক সাহিত্য সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় একান্ত আধুনিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও অতিবাদ দোষে দূষিত হইতে হয় না। একমাত্র চৈনিক সভ্যতা ও সাহিত্য ভারতীয় আর্য্য সভ্যতা ও সাহিত্যের সহিত কিয়ৎপরিমাণে প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রদর্শন করিতে পারে। অপর কোন জাতীয় সাহিত্যেরই এই অধিকার নাই।

সমগ্র বৈদিক সাহিত্য এক সময়ে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত হয় নাই। বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপও এক সময়ে আর্য্যসমাজে প্রচলিত বা প্রচারিত হয় নাই। বেদ, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। বেদের মন্ত্রভাগই সংহিতা নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিত। মন্ত্রসমূহ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আর্য্যপল্লীতে ভিন্ন ভিন্ন ঋষিগণকর্ত্তৃক পৃথক্ পৃথক্ রূপে রচিত হইয়া, কালক্রমে মন্ত্রপ্রণেতা ঋষি বা আরাধ্যমান দেবতার স্তুতি অনুসারে একত্র সংগৃহীত হইতে থাকে। বিভিন্ন গোত্রজ ও কুলোৎপন্ন আর্য্য ঋষিগণের দ্বারা পুরুষ পরম্পরায় বৈদিক সূক্ত ও মন্ত্র সমূহ বিরচিত ও সংগৃহীত হইয়াছে, সন্দেহ নাই। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রতিভাশালী কবিগণ যে সকল মন্ত্র রচনা করেন, তাহা তাঁহাদের কৃতিমান সুযোগ্য বংশধরগণের অলৌকিক স্মৃতিশক্তির বলে সযত্নে পরিরক্ষিত হইতে থাকে। তাঁহাদের বিরচিত নূতন নূতন সূক্তের সংযোগে

চারিদিকে পরিবেষ্টিত ও আক্রান্ত হইয়া আত্মরক্ষার জন্য তাহারা অহরহ যুদ্ধ করিত, তখন তাহারা কিরূপ চিন্তা করিত, কিরূপ আশা ভরসা করিত, কিরূপ বিশ্বাস ও উপাসনা করিত,—তাহাই আমরা ঋগ্বেদে দেখিতে পাই।

(নবজীবন দ্বিতীয়ভাগে রমেশ বাবুর ঋগ্বেদের দেবগণ)

পূর্ব্বপ্রণীত সূক্তগুলি পরিবর্দ্ধিত হইয়া কালক্রমে এক এক কুল ও গোত্রে বহুতর সূক্ত ও মন্ত্র বিরচিত হয় *। বহুশতাব্দী ব্যাপিয়া এই মন্ত্র রচনাকার্য্য চলিতে থাকে। নানা ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ভক্তিপ্রবণ হৃদয়ে ঋষিগণ স্তুতিগর্ভ সুমধুর ছন্দোময়ী পদাবলী উদ্গীরণ পুরঃসর স্ব স্ব অভীষ্ট দেবতার আরাধনার্থ বহুসংখ্যক সূক্ত রচনায় ব্যাপৃত থাকেন। এই সূক্তরচনায় আর্য্যসমাজের কতিপয়

* ঋক্ সংহিতার নানা স্থানে নূতন ও পুরাতন মন্ত্র ও স্তুতির বিষয় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। মন্ত্র রচয়িতা ঋষিগণ তাঁহাদের স্ব স্ব আভির্ভাব কাল অনুসারে প্রাচীন ও নবীন এই শ্রেণীদ্বয়ে বিভক্ত হইয়াছিলেন।

অগ্নিঃ পূর্ব্বেভি ঋষিভিরীড্যো নূতনৈরুত।
স দেবান্ এহ বক্ষতি॥ (১।১।২)
যে চিদ্ধি ত্বামৃষয়ঃ পূর্ব্ব উত যে জুহুরে॥ (১।৪৮।১৪)
সনায়তে গোতম ইন্দ্র নব্যমতক্ষদ্ ব্রহ্ম হরিযোজনায়॥ (১।৬২।১৩)
যঃ স্তোমেভি র্ব্বৃধে পূর্ব্ব্যেভি র্যো মধ্যমেভিরুত নূতনেভিঃ॥ (৩।৩২।১৩)
যঃ পূর্ব্ব্যাভিরুত নূতনাভি গীর্ভি র্বাবৃধে গৃণতামৃষীণাম্॥ (৬।৪৪।১৩)
যে চ পূর্ব্বে ঋষয়ো যে চ নূত্না ইন্দ্র ব্রহ্মাণি জনয়ন্ত বিপ্রাঃ॥ (৭।২২।৯)
স্তোমংতে ইন্দ্র বিমদা অজীজনং অপূর্ব্ব্যং পুরুতমং সুদানবে॥ (১০।২৩।৬)
ইমৌ তু পক্ষাবজরৌ পতত্রিণৌ, যাভ্যাং রক্ষাংস্যপহংস্যগ্নে।
তাভ্যাং পতেম সুকৃতামু লোকং, যত্র ঋষয়ো জগ্মুঃ প্রথমাঃ পুরাণাঃ॥
(বাজসনেয়ী সংহিতা, ১৮।৫২)

ঋক্ সংহিতায় মন্ত্র প্রণেতা ঋষিগণ কবি, মেধাবী, বিপ্র, বিপশ্চিৎ, ব্রহ্মকৃৎ বেধা, মুনি প্রভৃতি নামে অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহাদের রচিত স্তুতিগর্ভ মন্ত্র ঋক্, সাম, যজুঃ, অর্ক, উকথম, মন্মন, মতি, মনীষা, সুমতি, ধী, ধীতি, ধিষণা, স্তোম, স্তুতি, সুষ্টুতি, প্রশস্তি, শংস, গির্, বাক্, বাচ, ব্রহ্ম, নীথ, নিবিদ্ প্রভৃতি নামে আখ্যাত হইয়াছে। ঋষিগণ মন্ত্ররাশির জনয়িতা, কর্ত্তা ও তক্ষণকারী (উৎপাদক) বলিয়া নানা স্থলে বর্ণিত হইয়াছেন। ঋষি শব্দ দৃশ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে। যিনি ঈশ্বর কর্ত্তৃক অনুপ্রাণিত হইয়া দেবানুগ্রহে মন্ত্র সমূহ দর্শন করেন, তিনিই মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি নামের বাচ্য।

প্রাচীন ঋষিবংশ সমধিক নৈপুণ্য ও প্রাবীণ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। তন্মধ্যে মনু, অঙ্গিরা, ভৃগু, বশিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, অথর্বা, অত্রি, কণ্ব, গৌতম ও দধ্যঙ্ সবিশেষ

ঋষির্দর্শনাৎ। স্তোমান্ দদর্শেতি ঔপমন্যবঃ। তদ্ যদ্ এনাংস্তপস্যমানান্ ব্রহ্ম স্বয়ম্ভু অভ্যানর্ষৎ, ত ঋষয়োঽভবন্। তদ্ ঋষীনাং ঋষিত্বমিতি বিজ্ঞায়তে।
(নিরুক্ত, ২।১১)

অর্থেপ্সব ঋষয়ো দেবতাশ্ছন্দোভিরভ্যধাবন্।
(ঋগ্বেদানুক্রমণী।)

যৎকাম ঋষির্যস্যাং দেবতায়াং অর্থপত্যমিচ্ছন্ স্তুতিং প্রযুংক্তে, তদ্দৈবতঃ স মন্ত্রো ভবতি।

(নিরুক্ত, ৮।১)

পরোক্ষকৃতাঃ প্রত্যক্ষকৃতাশ্চ মন্ত্রা ভূয়িষ্ঠা অল্পশ আধ্যাত্মিকাঃ। অথাপি স্তুতিরেব ভবতি, ন আশীর্বাদঃ। "ইন্দ্রস্য নু বীর্য্যানি প্রবোচম্" (১।৩২।১) ইতি যথা এতস্মিন্ সূক্তে। অথাপি আশীরেব, ন স্তুতিঃ। "সুচক্ষা অহমক্ষিভ্যাং ভূয়াসং" ইতি। তদেতদ্ বহুলং আধ্বর্য্যবে যজ্ঞেষু চ মন্ত্রেষু চ। অথাপি শপথাভিশাপৌ "অদ্য মূরীয়" (৭।১০৪।১৫) ইত্যাদি। অথাপি কস্যচিদ্ ভাবস্য আচিখ্যাসা। "ন মৃত্যুরাসীদ্"(১০।১২৯।২) ইত্যাদি। অথাপি পরিদেবনা কস্মাচ্চিদ্ ভাবাৎ। "সুদেবো অদ্য প্রপতেদ্" (১০।৯৫।১৪) ইত্যাদি। অথাপি নিন্দাপ্রশংসে। "কেবলাঘো ভবতি" (১০।১১৭।৬) ইত্যাদি। এবং অক্ষসূক্তে (১০।৩৪।১৩) দ্যূতনিন্দা চ কৃষিপ্রশংসা চ। এবমুচ্চাবচৈরভিপ্রায়ৈ ঋষীনাং মন্ত্রদৃষ্টয়ো ভবন্তি।

(নিরুক্ত, ৮।৩)

ঋষিগণ কি কি বিভিন্ন ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া ঋক্‌সংহিতার মন্ত্র রচনা করিয়া গিয়াছেন, নিরুক্তকার আচার্য্য যাস্ক উদাহরণ সহ তাহা এস্থলে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্তুতি, আশীর্ব্বাদ, শপথ, অভিশাপ, কোন বিশেষ অবস্থার বর্ণনা, পরিদেবনা (খেদোক্তি) নিন্দা ও প্রশংসা প্রভৃতি সূক্তরচয়িতা ঋষিগণের মানসিক অভিপ্রায় তদ্ রচিত সূক্ত পাঠে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। যজমান প্রত্যক্ষে ও পরোক্ষে অবস্থিত দেবতার স্তুতি গানের কোন স্থলেই স্বকীয় বিশেষত্ব প্রদর্শনে প্রয়াসী হন নাই।

প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই কয়েকটী ঋষিবংশ ভারতবর্ষের প্রথম আর্য্য উপনিবেশে যাগযজ্ঞ ও অগ্নিহোমাদি অনুষ্ঠান এবং মন্ত্র রচনা দ্বারা অতিশয় বিখ্যাত হইয়া উঠেন। এই সকল পুত্রকলত্র পরিবেষ্টিত সংসারী ঋষিগণ অহরহ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানে ও শাস্ত্রানুশীলনে নিরত ছিলেন তাঁহাদের রচিত মন্ত্র ও অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি পুরুষানুক্রমে সেই সেই বংশে প্রচলিত থাকিয়া বংশবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিতায়তন হইয়া উঠে। বহু-কুলোৎপন্ন অনেকানেক মনস্বী কবির বিরচিত সেই সকল মন্ত্র বহু কাল পরে একত্র সংগৃহীত হইয়া বেদ নামে পরিচিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছে। *

ঋক্‌সংহিতার যজ্ঞপদ্ধতি অতি সরল ও আড়ম্বর শূন্য। সেই অতি প্রাচীন সময়ে যজমানদিগের গৃহে গৃহপতি স্বয়ং অথবা মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিক্ (পূজক) যজ্ঞ-গৃহস্থিত বেদীর উপরিভাগে বিস্তৃত কুশের উপরি প্রত্যহ যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। প্রজ্বালিত অগ্নিতে যজ্ঞীয় হব্য (ঘৃত) সমর্পিত হইত। ঋত্বিক্‌গণ যথোচিত রূপে মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক বিভিন্ন দেব দেবীর স্তুতি ও অর্চনা করিয়া আজ্যাহুতি প্রদান পুরঃসর যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান সমাধা করিতেন। যজ্ঞীয় পাত্রে সোমরস সজ্জিত থাকিত। ভূমিতে বিস্তারিত কুশাসনের উপর সেই রস অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশে তৎপ্রীতি সম্পাদনার্থ সেচন করা হইত।

কা[illegible] যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান ও আড়ম্বর বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিক্‌দিগের সংখ্যা ও ক্ষমতার বৃদ্ধি সংঘটিত হইল। ঋত্বিক্ সম্প্রদায় ব্রাহ্মণ জাতিতে স্বতন্ত্ররূপে পরিণত হইলেন। ঋক্‌সংহিতায় সংগৃহীত মন্ত্র গুলি রূপান্তরিত হইয়া অন্যান্য বেদের মন্ত্র রূপে পরিগণিত হইতে লাগিল। অবশেষে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মন্ত্র গুলি বিভিন্ন শ্রেণীস্থ ঋত্বিক্‌গণের ব্যবহারার্থ একত্রিত হইয়া এক বেদ হইতে ভিন্ন ভিন্ন বেদ সঙ্কলিত হইল। হোতা ঋত্বিক্‌দিগের জন্য ঋগ্‌বেদ সংহিতা †, উদগাতা

---

* সর্ব্বকালঃ সর্ব্বদেশেষু প্রতিচরণমবিভাগেন এবৈকো মন্ত্ররাশি র্বেদ ইত্যুচ্যতে।

(বেদভাষ্যকার উবট ভট্ট)

† সংহিতা শব্দের "সংগ্রহ" অর্থে প্রয়োগ আরণ্যক ও সূত্র গ্রন্থে প্রথমত দৃষ্ট হয়। ব্রাহ্মণগ্রন্থে সংহিতার পরিবর্ত্তে বেদ, স্বাধ্যায়, ত্রয়ীবিদ্যা, ঋক্, সাম,

মণ্ডলের সোমযাগ ও সোমস্তুতিতে পরিদৃষ্ট হয়। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার প্রায় অর্দ্ধেক ঋক্‌সংহিতায় পাওয়া গিয়াছে। অথর্ব্বসংহিতার পদ্যময় ভাগের একষষ্ঠাংশ ঋক্‌সংহিতার অপেক্ষাকৃত আধুনিক দশমমণ্ডলে বিদ্যমান আছে*।

ঋক্‌সংহিতায় ১০টী মণ্ডল, ৮৫টী অনুবাক্, ১০১৭টী সূক্ত, ১০৫৮০টী ঋক্, এবং ১৫৩৮২৬টী শব্দ বর্ত্তমান আছে। সামসংহিতায় যে ১৮১০টী সাম আছে, তাহার ২৬১টী সাম পুনরুক্তি মাত্র। ইহার ছন্দার্চ্চিক নামক পূর্ব্বভাগে ৬টী প্রপাঠক ও ৫৮৫টী সাম, এবং উত্তরার্চ্চিকা নামে উত্তরভাগে ৯টী প্রপাঠক ও ১২২৫টী সাম দৃষ্ট হয়। প্রাগুক্ত আর্চ্চিকা দ্বয় ভিন্ন চারিটী গান গ্রন্থ সাম বেদে সংযোজিত আছে। তাহার গ্রামগেয়গানে ১৭, আরণ্যগানে ৬, উহ্য গানে ২৩, এবং উহ্যগানে ৬টী প্রপাঠক দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয় সংহিতায় ৭ অষ্টক ৪৪প্রশ্ন, ৬৫১ অনুবাক্ ও ২১৯৮টী কাণ্ডিকা বিদ্যমান আছে। বাজসনেয়ী সংহিতায় ৪০ অধ্যায়, ৩০৩ অনুবাক্, ১৯৭৫টী কাণ্ডিকা দেখিতে পাওয়া যায়। মহর্ষি পাণিনির তিরোভাবের পর সুপ্রসিদ্ধ বার্ত্তিককার কাত্যায়নের আবির্ভাব কালে তৈত্তিরীয় সংহিতার অনুরূপ এই বাজসনেয়ী সংহিতা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক বিরচিত হয়। অথর্ব্ব সংহিতায় ২০ কাণ্ড, ৩৮ প্রপাঠক, ৯০ অনুবাক্ ৭৬০ পর্য্যায় (সূক্ত), এবং ৬০০০টী অথর্ব্বণ (শ্লোক) দৃষ্ট হয়।†

---

* মন্ত্রকাণ্ডেষ্বপি যজুর্ব্বেদগতেষু তত্র তত্র অধ্বর্য্যুনা প্রযোজ্যা ঋচো বহব আম্নাতাঃ। সাম্নাং তু সর্ব্বেষাং ঋগাশ্রিতত্বং প্রসিদ্ধং। আথর্ব্বনিকৈরপি স্বকীয়-সংহিতায়াং ঋচ এব বাহুল্যেন ধীয়ন্তে (ঋগ্‌বেদীয় বেদার্থ-প্রকাশ)

† যজুর্ব্বেদীয় চরণব্যূহ গ্রন্থ মতে ঋগ্‌বেদীয় ঋক্‌সংখ্যা (পারায়ণ) ১০৫৮০। সামসংহিতায় ৮০১৪টী সাম মন্ত্র, তৈত্তিরীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণে ১৮০০০ যজুর্মন্ত্র, বাজসনেয়ী সংহিতায় ৩৮০০ ও শতপথ ব্রাহ্মণে ১৪২০০টী মন্ত্র এবং অথর্ব্ব সংহিতায় ১০০ প্রপাঠক ও ১২৩০০ অথর্ব্বমন্ত্র বিদ্যমান আছে।

ঋচাং দশসহস্রাণি, ঋচাং পঞ্চ শতানি চ।
ঋচাং অশীতিঃ পাদশ্চ, তৎ পারায়ণমুচ্যতে॥
অষ্টৌ সাম সহস্রাণি, সামানি চ চতুর্দ্দশঃ।
উহ্যানি সরহস্যানি, এষ সামগণঃ স্মৃতঃ॥

বৈদিক ঋত্বিক্‌গণ।

ইতিপূর্ব্বে চারিশ্রেণীর ঋত্বিকের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। ঋত্বিক্‌ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ এই যে যিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিজের বা অপরের মঙ্গলোদ্দেশে যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করেন। কালক্রমে যজ্ঞীয় আড়ম্বর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ঋত্বিক্‌-গণের ক্ষমতা ও সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়া, তাঁহারা আর্য্যসমাজের শীর্ষস্থানীয় স্বতন্ত্র এক শ্রেণীতে পরিণত হন। প্রথমত আর্য্য সমাজে যজমান স্বয়ংই কাষ্ঠঘর্ষ-ণোৎপন্ন প্রজ্বলিত দীপ্তিমান অগ্নিতে স্বাভীষ্ট সিদ্ধির নিমিত্ত পবিত্র আজ্যাহুতি প্রদান করিতেন। ঋত্বিক্‌ নিয়োগ ব্যয়সাধ্য ব্যাপার বলিয়া তাহা ধনী গণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল। পরে কালক্রমে তাহা সম্পাদনের ভার মন্ত্রজ্ঞ ঋত্বিক্‌ (পুরোহিত) গণের প্রতি সমর্পিত হইয়া তাঁহাদের প্রভাব ও মাহাত্ম্য সবিশেষ পরিবর্দ্ধিত করিয়া তোলে। হোতা (বহ্বৃচ) পুরোহিতগণের ব্যবহারার্থ ঋক্‌বেদ সংহিতা নির্দ্দিষ্ট হয়। উদ্গাতা (ছন্দোগ) ও অধ্বর্য্যু ঋত্বিক্‌দিগের নিমিত্ত যথাক্রমে সাম ও যজুর্ব্বেদ সংহিতা সঙ্কলিত হয়।* এই বিভিন্ন শ্রেণীর পুরোহিত

অষ্টাদশ সহস্রানি মন্ত্রব্রাহ্মণয়োঃ সহ।
যজূংষি যত্র পঠ্যন্তে, স যজুর্ব্বেদ উচ্যতে॥
দ্বে সহস্রে শতন্যূন মন্ত্রা বাজসনেয়কে।
তাবন্ত্যান্যেন সংখ্যাতং বালখিল্যং সশুক্রিয়ং।
ব্রাহ্মণস্য সমাখ্যাতং প্রোক্তমানাচ্চতুর্গুণং॥
দ্বাদশানাং সহস্রানি মন্ত্রাণাং ত্রিশতানি চ।
গোপথং ব্রাহ্মণং বেদেঽথর্ব্বণে শতপাঠকং॥
(চরণব্যূহ)

এই চরণব্যূহ নামক পরিশিষ্টগ্রন্থে বৈদিক চরণ ও শাখা সমূহের বিভিন্ন নামাবলী বিস্তৃতরূপে প্রদত্ত হইয়াছে। ইহা মহর্ষি শৌনক প্রণীত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

চরণব্যূহঃ। চরণা শাখা সূত্রানি চ। ব্যূহো বিরেচ্য ভেদঃ।

* মহর্ষি আপস্তম্বের যজ্ঞপরিভাষাসূত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে—
স (যজ্ঞঃ) ত্রিভির্বেদৈ র্বিধীয়তে।১।
ঋগ্‌বেদ-যজুর্ব্বেদ-সামবেদৈঃ।২।

গণের যথাযথ কর্ত্তব্য ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট হয়। বহ্বৃচদিগের কর্ত্তব্য কার্য্য ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণে, উদ্গাতাদিগের করণীয় অনুষ্ঠান তাণ্ড্য ব্রাহ্মণে এবং অধ্বর্য্যুগণের কর্ত্তব্যক্রিয়া তৈত্তিরীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণে সঙ্কলিত হয়।

আর্য্য সমাজে যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠান আর্য্যমহর্ষিগণের বিরচিত সুমধুর কবিতামালার ন্যায় অতীব প্রাচীন। স্তুতিগর্ভ মন্ত্র উচ্চারণ ও পবিত্র আজ্যাহুতি দ্বারা প্রত্যহ আরাধ্যমান দেবতার তুষ্টিসাধন, স্মরণাতিগ কাল হইতে ভারতীয় আর্য্যসমাজে প্রচলিত হইয়াছে সন্দেহ নাই। ঋক্‌সংহিতার অধিকাংশ মন্ত্র আর্য্য সমাজের দৈনন্দিন ক্রিয়াকলাপের বিবরণে পরিপূর্ণ। গৃহ্য উৎসব, সার্ব্বজনীন পর্ব্বাহ, প্রাত্যহিক ও সাময়িক যাগাদি অনুষ্ঠান উপলক্ষেই ঋক্‌সংহিতার অন্ততঃ কিয়দংশ বিরচিত হইয়াছে। সেই প্রাচীন সময়ের যাগাদি অনুষ্ঠান অনায়াসসাধ্য ও আড়ম্বর-শূন্য ছিল। তৎকালীন আর্য্যসমাজে সকলেই নিজ২ আড়ম্বরবিহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যজ্ঞ সম্পাদন করিতেন। কেবল কতিপয় ধনশালী ব্যক্তি বহু আড়ম্বরের সহিত বৃহৎ বৃহৎ যজ্ঞ ঋত্বিক্‌দ্বারা সম্পাদিত করাইতেন। তখন যাগানুষ্ঠানকারী যজমান ভয়, ভক্তি বিস্ময় ও উৎসাহ প্রভৃতি ভাবে স্বতঃ প্রণোদিত হইয়া অভীষ্ট দেবতার আরাধনা পুরঃসর আপনাকে কৃতার্থন্মন্য বোধ করিতেন। তখন স্বেচ্ছারব্ধ যাগানুষ্ঠান দ্বারা ভক্তিনিষ্ঠ ও ভাবাবেশমুগ্ধ গৃহপতি দেবোপাসনায় তন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হইয়া বাহ্য জগতের অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইতেন। যে সময়ে প্রতি আর্য্য উপনিবেশের প্রত্যেক গৃহস্থ একাধারে পরস্পর বিসদৃশ রাজত্ব, কবিত্ব ও যাজকত্ব গুণত্রয়ের সম্মিলন পুরঃসর নির্ভীক ও নিঃশঙ্ক হৃদয়ে ভক্তিভরে স্বীয় আরাধ্য দেবতার উদ্দেশে, কাননবাসী প্রাণীমাত্রকে সুমধুর স্বরে বিমোহিত করিয়া, উচ্চৈঃস্বরে স্বরচিত মন্ত্রাবলী উদ্গীরণ পূর্ব্বক স্ব স্ব গৃহমধ্যে পবিত্র আজ্যাহুতি প্রদান করিতেন, সেই সময়ে কোন ও যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের নিমিত্ত যজ্ঞীয় বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদক ষোড়শ জন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয় নাই, বা যজ্ঞীয় আহুতি প্রদানে ব্যবহৃত প্রতি

ঋগ্‌বেদেন হোতা করোতি।১৬।

সামবেদেনোদ্‌গাতা।১৭।

যজুর্ব্বেদেনাধ্বর্য্যুঃ।১৮।

সর্ব্বৈর্ব্রহ্মা।১৯।

যজ্ঞপাত্রের আকার নির্ম্মাণ ও প্রতি ইন্ধন কাষ্ঠখণ্ডের দৈর্ঘ্যাদির পরিমাণ বিষয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়ম বিধিবদ্ধ করা আবশ্যকীয় বলিয়া বিবেচিত হয় নাই। তখনও স্বেচ্ছানুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদির প্রকৃত তথ্য বিস্মৃত হইয়া, গৃহস্থগণ পুরোহিতগণের প্রদত্ত উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক নিরর্থক ও অপ্রকৃত অনুষ্ঠানে ও ক্রিয়াবাহুল্যে ব্রত হয় নাই। তখনও যাগাদি অনুষ্ঠান ব্যক্তিগত স্বেচ্ছা ও স্বাধীনতা অতিক্রম পুরঃসর, সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রয়োজননির্ব্বিশেষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত ও প্রচারিত হয় নাই। পুরোহিতগণের দুর্দ্ধর্ষ প্রতাপের নিকট ব্যক্তিগত স্বাধীন ইচ্ছা তখনও মস্তক অবনত করিয়া দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করে নাই।

যদি কোন মন্ত্র বিরচিত ও উদ্গীরিত হইয়া আরাধ্যমান দেবতার প্রসাদে মন্ত্ররচক স্তোতা যজমানের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছে, যদি স্তবপরিতুষ্ট দেবতা যজমানকে প্রার্থনানুরূপ ধনজন সম্পদাদি প্রদানে অনুগৃহীত করিয়াছে, যদি প্রার্থনা ও যাগানুষ্ঠান বলে যজমান রণে জয়ী বা রোগ নির্ম্মুক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে সেই গীতিগর্ভ দেবস্তুতি ভাবরসাদিবিহীন হইলেও প্রসিদ্ধি লাভ করিয়া মন্ত্রজনয়িতা কবির বংশধরগণের মধ্যে অতি পবিত্র পৈত্রিক সম্পত্তিরূপে অতি যত্নের সহিত পরিরক্ষিত হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? মন্ত্রবিৎ কবি কোন্ সময়ে, কি ভাবে অবস্থান করিয়া, কোন্ অঙ্গভঙ্গীর সহিত এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক আজ্যাহুতি প্রদান করিয়া ফললাভ করিয়াছিলেন, উত্তর কালে তাঁহার বংশধরেরাও তথাবিধ অবস্থায় নিপতিত হইয়া প্রগাঢ় ভক্তি ও বিশ্বাস সহকারে মন্ত্ররচক যজমানের এই সকল ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র কার্য্যের অনুষ্ঠান করিবে, এবং তাহার কোনওরূপ ক্রটি ও অঙ্গবৈকল্য সংঘটিত না হয় তদ্বিষয়ে সবিশেষ সাবধান হইবে, ইহা স্থায় সঙ্গত ও সুযুক্তির অনুমোদিত সন্দেহ নাই। এই রূপেই যাগানুষ্ঠানের আড়ম্বর ও বহুব্যাপারশীলতা আর্য্যসমাজে উত্তরোত্তর পরিবর্দ্ধিত হইয়া ব্রাহ্মণগ্রন্থে উন্নতির চরম সীমা প্রাপ্ত হয়। এইরূপে সরলতাময় প্রাচীন বৈদিক ধর্ম্মের অবনতি অনুসূচিত হয় এবং কালক্রমে তাহা অন্তর্হিত হইয়া আর্য্যধর্ম্ম অনুষ্ঠান-বহুল কর্ম্মকাণ্ডময় হইয়া উঠে।

যাগাদি অনুষ্ঠানে এক হইতে একবিংশতি জন ঋত্বিক্ প্রয়োগের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। গৌতমসূত্র-ভাষ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে যে অগ্নিহোত্র ও উপাসন ক্রিয়া

একমাত্র অধ্বর্য্যু পুরোহিত দ্বারা পরিসমাপ্ত হয়। পৌর্ণমাসী ও অমাবস্যায় বিহিত দর্শপৌর্ণমাস যাগে চারিজন, চাতুর্মাস্য যাগে পাঁচ, পশুবন্ধে ছয় এবং জ্যোতিষ্টোমে ষোড়শজন ঋত্বিক্ নিযুক্ত করার প্রয়োজন হয়। আশ্বলায়ন বলেন যে দুই হইতে একাদশ দিবস ব্যাপী অহীন যজ্ঞে ও একদিনব্যাপী একাহ যাগে ষোড়শ জন, ও ত্রিংশৎ হইতে শতদিবস ব্যাপী সত্র যাগে সপ্তদশ জন ঋত্বিকের প্রয়োজন হয়।

যিনি স্বগৃহে যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতেন তিনি যজমান, যিনি মন্ত্রপাঠ পূর্ব্বক দেবগণকে আহ্বান করিতেন তিনি হোতা, অধ্বর্য্যু যজ্ঞের নেতা, উদ্গাতা ঋত্বিক্ মন্ত্র গান করিতেন, পোতা হব্য প্রস্তুত করিতেন, নেষ্টা অগ্নিতে হব্য প্রক্ষেপ করিতেন, রক্ষক দ্বার রক্ষা করিতেন, ব্রহ্মা (মেধাবী, ব্রাহ্মণ,) যাগযজ্ঞাদি সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্য প্রধান সম্পাদনকারীরূপে তত্ত্বাবধান করিতেন। এই সপ্ত হোত্রের উল্লেখ ঋক্‌সংহিতায় (১।৩১।৭) ও (১।৬২।৪) দৃষ্ট হয়। ইহা ভিন্ন মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক্ ও গ্রারস্তুৎ হোতা (বহ্বৃচ) ঋত্বিকের—উন্নেতা, নেষ্টা ও প্রতিপ্রস্থিতা অধ্বর্য্যুর—প্রস্তোতা, প্রতিহর্ত্তা ও সুব্রহ্মণ্য উদ্গাতার,—পোতা, অগ্নীধ্র ও ব্রাহ্মণাচ্ছংশী ব্রহ্মা পুরোহিতের সাহায্যকারীরূপে যজ্ঞানুষ্ঠানে নিযুক্ত হইতেন বলিয়া আশ্বলায়ন স্বরচিত কল্পসূত্রে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ষোড়শ জন ঋত্বিক্ ভিন্ন সদস্য, অঙ্গিরা, চমসাধ্বর্য্যু, শমিতা, বৈকর্ত্তা, ও যজ্ঞদীক্ষিত গৃহপতি যজমানের ধৃতব্রতা পত্নীর উল্লেখ অথর্ব্ববেদে পরিদৃষ্ট হয়। এতদ্ভিন্ন ঋক্‌সংহিতায় (১।১৬২।৫) আবয়া, অগ্নিমিন্ধ, গ্রাবগ্রাভ, ও শংস্তা এই চারিজন ঋত্বিকের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। আবয়া হব্য দান করিতেন, অগ্নিমিন্ধ অগ্নি প্রজ্জালিত করিতেন, গ্রাবগ্রাভ প্রস্তর দ্বারা সোমরস নিষ্কাশন পূর্ব্বক প্রস্তুত করিতেন, এবং শংস্তা (প্রশাস্তা) যথাবিহিত নিয়ম অনুসারে যজ্ঞীয় কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতের ন্যায় সদস্য যথাবিহিত নিয়মে যাগযজ্ঞাদি সম্পাদিত হইতেছে কি না, তদ্বিষয়ে তত্ত্বাবধান করিতেন। চমসাধ্বর্য্যু অধ্বর্য্যু পুরোহিতের সহায়তা করিতেন।

প্রাগুক্ত প্রধান শ্রেণীচতুষ্টয়ের অন্তর্গত ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে অধ্বর্য্যুগণ সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিলেন। যজ্ঞোপকরণ সংগ্রহ প্রভৃতি শারীরিক পরিশ্রমসাধ্য যাবতীয় কার্য্য তাঁহারা সম্পন্ন করিতেন। যজ্ঞোপযোগী স্থান নির্ম্মাণ, যজ্ঞীয়

পাত্র যথাস্থানে সংস্থাপন, অগ্নি প্রজ্বালন পুরঃসর তাহাতে আহুতি প্রদান, যজ্ঞীয় পশু আনয়ন ও বলিদান প্রভৃতি আয়াসসাধ্য সমস্ত কর্ম্ম তাঁহাদের করণীয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহাদের কার্য্যে বিদ্যাবুদ্ধি প্রয়োগের বিশেষ কোন প্রয়োজন হইত না। মনঃসংযোগ সহকারে অধ্যয়ন ব্যতিরেকে বেদ মন্ত্রের প্রকৃত উচ্চারণ অসম্ভব বিধায়, অধ্বর্য্যুগণ যজ্ঞানুষ্ঠানকালে অনুচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র পাঠ ও আবৃত্তি করিতেন। বেদমন্ত্র পাঠ তাঁহাদের যজ্ঞকালীয় কর্ত্তব্যের অঙ্গীভূত ছিল। এই নিমিত্তই ক্রিয়াকাণ্ডপূর্ণ যজুর্ব্বেদ সংহিতায় অধ্বর্য্যুগণের প্রযোজ্য মন্ত্রাদি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। শমিতা ও বৈকর্ত্তাগণের প্রতি, অধ্বর্য্যুগণের অনুষ্ঠেয় যজ্ঞীয় পশু হনন ও আরব্ধ যজ্ঞে দেবোদ্দেশে মাংসাহুতি প্রদানার্থ তীক্ষ্ণধার অসি দ্বারা ঘাতিত পশুর বিভিন্ন অঙ্গ ছেদন কার্য্যের ভার উত্তর কালে সমর্পিত হয়। সামসংহিতা সঙ্কলনের অব্যবহিত পরেই তদনুকরণে যজুর্ব্বেদ সংহিতা সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে।

উদ্গাতা পুরোহিতগণ নানাবিধ সুমিষ্ট, সুমধুর ও অতি উচ্চ স্বরে বেদের যে সকল অংশ যজ্ঞকালে গান করিতেন, তাহাই উত্তর কালে তাঁহাদের ব্যবহারার্থ সামসংহিতায় একত্র সংগৃহীত হয়। উদ্গাতাগণ মনোহর স্বর সংযোগে ছন্দোময়ী বৈদিক কবিতা উচ্চৈঃস্বরে মুক্ত কণ্ঠে গান করিতেন বলিয়া তাঁহারা ছন্দোগ নামে পরিচিত। অধ্বর্য্যুগণের ন্যায় তাঁহাদিগকে যজ্ঞানুষ্ঠান সময়ে কোন আয়াসসাধ্য কায়িক কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইত না।

হোতা (বহ্বৃচ) পুরোহিতগণ প্রাগুক্ত উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যুগণ অপেক্ষা সর্ব্বাংশে শ্রেষ্ঠতর স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঋক্ সংহিতায় একত্র সংগৃহীত বেদমন্ত্রগুলি যথোচিত রূপে অধ্যয়ন করিয়া এতদূর আয়ত্ত করিয়াছিলেন, দীর্ঘকালব্যাপী সংসর্গের দরুণ ঋক্‌সংহিতার সহিত তাঁহারা এতদূর সুপরিচিত ছিলেন, অসাধারণ স্মৃতিশক্তির প্রখরতাবশতঃ ঋগ্‌বেদীয় মন্ত্রগুলি তাঁহারা এতদূর অভ্যাস করিয়া ছিলেন,যে তাঁহারা ঋগ্‌বেদীয় যে কোন মন্ত্র যথোচিত উচ্চারণ সহকারে আবৃত্তি করিয়া উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যুগণ কর্ত্তৃক যজ্ঞকালে অনিচ্ছায় অনুষ্ঠিত ভ্রমপ্রমাদ তৎক্ষণাৎ সংশোধন করিয়া দিতেন।

এই ত্রিবিধ ঋত্বিক্‌গণের যে কোন ত্রুটি যজ্ঞকালে সংঘটিত হইত, পরম প্রাজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরোহিতগণের প্রতি তাহার সংশোধন ভার সমর্পিত ছিল।

অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ তত্ত্বাবধান, ভ্রম প্রমাদাদি সংশোধন, সন্দেহজনক স্থলে ইতিকর্ত্তব্যতাবধারণ, অন্যান্য পুরোহিতগণকে তাঁহাদের স্ব স্ব কর্ত্তব্য বিষয়ে যথোচিত উপদেশ প্রদান, মনে মনে সমস্ত যজ্ঞীয় বিষয়ের অনুধাবন—এই সকল বিষয় ব্রাহ্মণ ঋত্বিক্‌গণের কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঋক্‌, সাম, যজুঃ এই বেদত্রয়েই তাঁহারা সবিশেষ পারদর্শী ও ব্যুৎপন্ন থাকিতেন। এই বিশিষ্টরূপ সম্মানার্হ ও শ্রেষ্ঠ পদে প্রায়ই কুল পুরোহিতগণ বৃত হইতেন। হোতা, উদ্গাতা ও অধ্বর্য্যুগণ এই বহু সম্মানাস্পদ পৌরোহিত্য পদ স্ব স্ব শ্রেণীর ঋত্বিকগণের অধিকৃত বলিয়া সময় সময় নির্দ্দেশ পূর্ব্বক অন্যান্য শ্রেণীনিবিষ্ট পুরোহিতগণ হইতে স্বীয় প্রাধান্য খ্যাপনে যত্নবান হইতেন। অথর্ব্ববেদীয় ব্রহ্মা পুরোহিতেরা এই সুদুর্ল্লভ, সম্মানাস্পদ ও বরণীয় পদ প্রাপ্তির জন্য এতদূর লালায়িত ছিলেন যে তাঁহারা অথর্ব্বসংহিতার "ব্রহ্ম বেদ" নামকরণ করেন। ব্রহ্মা পুরোহিত অথর্ব্ববেদোল্লিখিত মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, বাজীকরণ, আপন্নিবারণ প্রভৃতি কার্য্যের নানাবিধ বিধি ও মন্ত্র সবিশেষ রূপে অভ্যস্ত ও অধ্যয়ন করিয়া অসুরাদির অনুষ্ঠিত দৌরাত্ম্য প্রভৃতি নানাবিধ বিঘ্ন ও আপদ হইতে দেবপ্রসাদলাভার্থে মন্ত্রবলে আরব্ধ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের রক্ষা বিধান পুরঃসর, তাঁহারা সমুদয় পুরোহিতগণের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বকীয় প্রাধান্য খ্যাপনে প্রয়াসী হইতেন।

অথর্ব্ব পরিশিষ্টের দ্বাদশাধিক শততম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে ঋগ্‌বেদী বহ্বৃচ পুরোহিত যজমানের রাজ্য ও যজুর্ব্বেদী অধ্বর্য্যু ঋত্বিক্‌ যজমানের পুত্রকলত্রাদির বিনাশ সাধন করেন সামবেদী ছন্দোগ যে যজমানের পুরোহিত থাকে, তাঁহার ধন নাশ ঘটিয়া থাকে। অজ্ঞানতা বা প্রমাদ বশত যিনি বহ্বচ ব্রাহ্মণকে পৌরোহিত্য পদে বরণ করেন, নিশ্চয়ই তাঁহার দেশ, রাজ্য, নগর ও অমাত্য বিনিষ্ট হয়। যে রাজ্যাধিপতি অধ্বর্য্যুকে স্বকীয় পুরোহিতের পদে নিযুক্ত করেন, তিনি ধন ও যানাদি বাহন বিহীন হইয়া অস্ত্রাঘাতে শত্রুহস্তে অবিলম্বে প্রাণত্যাগ করেন। পঙ্গু ব্যক্তি যেমন গন্তব্য পথ বিচরণে সমর্থ হয় না, অণ্ড হইতে সদ্যোজাত পক্ষিশিশু যেমন গগন-বিহারী প্রৌঢ়বয়স্ক বিহঙ্গমগণের ন্যায় আকাশমার্গে পরিচারণ করিতে সক্ষম হয় না, সামবেদী ছন্দোগ পুরোহিত দ্বারা রাজা সেইরূপ উন্নতি লাভ করিতে ক্ষমবান

হন না। অথর্ব্ববেদী জলদ ও মৌদ শাখাধ্যায়ী যে রাজার পৌরোহিত্যে বৃত হয়, দশ মাস বা সংবৎসরের মধ্যে তিনি রাজ্যচ্যুত হন। অথর্ব্ববেদী ব্রহ্মা পুরোহিতই ঋত্বিক্‌গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি ভীতিজনক কার্য্য উৎপাদন ও তাহার প্রশমন করিতে পারেন। অথর্ব্বা যজ্ঞকে নানাবিধ বিঘ্ন বিপদ হইতে পরিরক্ষণ করিয়া থাকেন। অঙ্গিরাই যজ্ঞের এক মাত্র নিয়ামক অধিপতি। ব্রহ্মবেদজ্ঞ অথর্ব্ববেদী ব্রাহ্মণ দিব্য, অন্তরীক্ষ ও ভৌম এই নানাবিধ যজ্ঞোৎপাতের উপশম বিধান করিয়া থাকেন। অধ্বর্য্যু, ছন্দোগ, কি বহ্বৃচ্ কেহই যজ্ঞকালীন নানাবিধ উৎপাত প্রশমন করিতে পারে না। একমাত্র অথর্ব্ববিৎ ব্রহ্মা পুরোহিতই উৎপাতোপশমে সক্ষম। অতএব ভৃগু পুরোহিতকে সসম্মানে দক্ষিণ দিগে উপবেশন করাইবে। কারণ তিনিই রাক্ষস গণের অনুষ্ঠিত উৎপাত হইতে যজ্ঞকে রক্ষা করিয়া থাকেন। * সাম্প্রদায়িক নিদারুণ বিদ্বেষ দ্বারা পরিচালিত হইয়া, ক্রোধান্ধ গ্রন্থকার অপর বেদীয় ও স্ববেদীয় ভিন্ন

---

* বহ্বৃচো হন্তি বৈ রাষ্ট্রং, অধ্বর্য্যু নাশয়েৎ সুতান্।
ছন্দোগো নাশয়েদ্ ধনং, তস্মাদথর্ব্বণো গুরুঃ॥
অজ্ঞানাদ্ বা প্রমাদাদ্ বা, যস্য স্যাদ্ বহ্বৃচো গুরুঃ।
দেশরাষ্ট্র-পুরামাত্য-নাশস্তস্য ন সংশয়ঃ॥
যদি বাধ্বর্য্যবং রাজা নিযুনক্তি পুরোহিতং।
শস্ত্রেন বধ্যতে ক্ষিপ্রং পরিক্ষীণার্থবাহনঃ॥
যথৈব পঙ্গুরধ্বানং, অপক্ষী চাণ্ডজো নভঃ।
এবং ছন্দোগগুরুণা, রাজা বৃদ্ধিং ন গচ্ছতি॥
পুরোধা জলদো যস্য, মৌড়ো বা স্যাৎ কথঞ্চন।
অব্দাদ্ দশেভ্যো মাসেভ্যো রাষ্ট্রভ্রংশং স গচ্ছতি॥
অথর্ব্বা সৃজতে ঘোরং, অদ্ভুতং শময়েত্তথা।
অথর্ব্বা রক্ষতে যজ্ঞং, যজ্ঞস্য পতিরঙ্গিরাঃ॥
দিব্যান্তরীক্ষভৌমানামুৎপাতানামনেকধা।
শময়িতা ব্রহ্মবেদজ্ঞ তস্মাদ্দক্ষিণতো ভৃগুঃ॥
ব্রহ্মা শময়েন্নাধ্বর্য্যু, র্ন ছন্দোগো, ন বহ্বৃচঃ।
রক্ষাংসি রক্ষতি ব্রহ্মা, ব্রহ্মা তস্মাদথর্ব্ববিৎ॥ (অথর্ব্ব পরিশিষ্ট)

শাখাধ্যায়ী পুরোহিতগণের প্রতি নিতান্ত অবৈধ এই কটূক্তি বর্ষণ পুরঃসর স্বপ্রাধান্য খ্যাপনার্থ স্বীয় কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানবিহীনতার পরিচয় দিয়াছেন।

বেদের উদ্দেশ্য ও প্রামাণিকত্ব।

বেদ কি পদার্থ? তাহার বিষয়, সম্বন্ধ ও প্রয়োজনই বা কি? তাহার প্রামাণিকত্ব কিরূপ? বেদের অধ্যয়নে অধিকারীই বা কে? সুপ্রসিদ্ধ বেদ ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায় সায়নাচার্য্য এই সকল প্রশ্নের উত্তর যথোচিত বিজ্ঞতা ও দক্ষতা সহকারে প্রদান পুরঃসর তৈত্তিরীয় কৃষ্ণযজুঃ সংহিতার ভাষ্য লিখিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

"যে গ্রন্থ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় জ্ঞাপন করে, তাহাই বেদপদের বাচ্য। তার্কিকশিরোমণি সহস্র সহস্র তর্ক ও অনুমান প্রয়োগ পূর্ব্বক জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞের অনুষ্ঠাতার তদনুষ্ঠানজনিত শুভফল প্রাপ্তি, এবং কলঞ্জ* প্রভৃতি নিষিদ্ধ বস্তুর ভক্ষণবর্জ্জনজন্য অনিষ্টপরিহারের কারণ বেদাধ্যয়ন ব্যতীত অন্য কোনও রূপে জানিতে সক্ষম হয় না। এই নিমিত্তই উপরে বলিয়াছি যে বেদই সমুদয় অলৌকিক উপায়ের একমাত্র বোধক। যে উপায় প্রত্যক্ষ দৃষ্টি কি অনুমানশক্তি দ্বারা আমাদের বোধগম্য হয় না, তাহা বেদ হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায় বলিয়াই বেদের বেদত্ব (ধর্ম্মাধর্ম্ম জ্ঞাপকত্ব) সিদ্ধ হইতেছে। প্রাগুক্ত অলৌকিক উপায়ই বেদের প্রতিপাদ্য বিষয়। সেই উপায়ের সম্যক জ্ঞান, বেদ অভিনিবিষ্টচিত্তে অধ্যয়ন করিলেই জানা যায়,—ইহাই বেদের প্রয়োজন। যথাবিহিতরূপে উপনীত হইয়া যিনিই সেই অলৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধক উপায় জ্ঞাত হইতে চাহেন, তিনিই বেদের অধ্যয়নে অধিকারী। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এই তিন বর্ণেরই উপনয়নের পর বেদাধ্যয়নে অধিকার আছে। বেদপাঠে আমাদের মহোপকার সাধিত হয়, এই জন্যই বেদের সহিত বেদাধ্যায়ীর অতি ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।

"উপনীত ব্যক্তিরই বেদাধ্যয়নে অধিকার আছে, বহুমানিত শাস্ত্র ইহা নির্দ্দেশ করিয়া অনুপনীত ও উপনয়নানর্হ স্ত্রী শূদ্রাদির বেদপাঠে শুভফলের পরিবর্ত্তে অশুভফল সংঘটিত হয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে। পুরাণাদি শাস্ত্র অধ্যয়ন পূর্ব্বক স্ত্রীজাতি ও শূদ্রগণ শুভাশুভ অলৌকিক উপায় পরিজ্ঞাত

* রসুন বা পিয়াঁজ, ভাঙ্গ, বিষাক্তবাণাহত মৃগমাংস।

হইবে। এই নিমিত্তই ভাগবত পুরাণে উল্লিখিত হইয়াছে যে "স্ত্রীশূদ্রাদির বেদাধ্যয়নে অধিকার না থাকায়, মহর্ষি বেদব্যাস তাহাদের প্রতি কৃপাপরবশ হইয়া তাহাদের বেদ অধ্যয়ন জনিত শুভাশুভফললাভার্থ সুবিস্তীর্ণ মহাভারত রচনা করেন।"

"অলৌকিক উপায়ের একমাত্র পরিজ্ঞাপক বলিয়া বেদের প্রামাণ্য স্বতঃসিদ্ধ। মনুষ্য রচিত স্মৃতিকাব্যাদি গ্রন্থে সেই উপায় নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও মানবীয় ভ্রমপ্রমাদ তাহাতে দৃষ্ট হয়। এই ভ্রম প্রমাদ পরিহারার্থ অভ্রান্ত মূল প্রমাণের প্রয়োগ সবিশেষ আবশ্যক। কিন্তু বেদের সম্বন্ধে সেই আশঙ্কা অণুমাত্রও বিদ্যমান নাই। বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয় বিধায় মানবীয় ভ্রম প্রমাদ তাহাতে সংক্রামিত হওয়ার সম্ভাবনা নাই। *

---

*ননু কোঽয়ং বেদো নাম? কে বা অস্য বিষয়-প্রয়োজন-সম্বন্ধাধিকারিণঃ? কথং বা তস্য প্রামাণ্যং? ন খলু এতস্মিন্ সংস্মিন্ অসতি বেদো ব্যাখ্যানযোগ্যো ভবতি।

অত্র উচ্যতে। ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থো বেদয়তি স বেদঃ। ন খলু জ্যোতিষ্টোমাদিরিষ্টপ্রাপ্তিহেতুঃ কলঞ্জ-ভক্ষণ-বর্জ্জনাদিরনিষ্টপরিহারহেতুরিত্যমুমর্থং বেদব্যতিরেকেন অনুমানসহস্রেণাপি তার্কিকশিরোমণিরপি অবগন্তুং শক্নোতি। তস্মাদলৌকিকোপায়বোধকো বেদঃ। অতএব উক্তং,

প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তূপায়ো ন বুধ্যতে।
এতং বিদন্তি বেদেন, তস্মাৎ বেদস্য বেদতা ॥ ইতি

স এব উপায়ো বেদস্য বিষয়ঃ তদ্‌বোধঃ এব প্রয়োজনং। তদ্‌বোধার্থীচ অধিকারী। তেন সহ উপকার্য্যোপকারক ভাবঃ সম্বন্ধঃ। উপনীতস্য এব অধ্যয়নাধিকারং ব্রুবৎ শাস্ত্রং অনুপনীতয়োঃ স্ত্রীশূদ্রয়ো র্বেদাধ্যয়নং অনিষ্ট-প্রাপ্তিহেতুরিতি বোধয়তি। পুরানাদিতি তয়ো স্তদুপায়াগমঃ। অতএবোক্তং।

স্ত্রী-শূদ্র-দ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
ইতি ভারতমাখ্যানং মুনিনা কৃপয়া কৃতং ॥ ইতি
(ভাগবত পুরাণ, ১ম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়, ২৫ শ্লোক)

তস্মাদুপনীতৈরেব ত্রৈবর্ণিকৈর্বেদস্য সম্বন্ধঃ। তৎ-প্রামাণ্যন্তু বোধকত্বাৎ

বেদের নিত্যত্ব নিম্নোদ্ধৃত শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্য হইতে সপ্রমাণিত হইতেছে। "হে বিরূপ! অনন্ত বাক্যে স্বর্গাভিমুখ শুভফলপ্রদ অগ্নিদেবের মনোহর স্তুতি গান কর। আদি ও অন্তবিহীন চিরস্থায়ী নিত্য বাক্য স্বয়ম্ভূর মুখহইতে বহির্গত হইল।" কাল ও আকাশাদি যেমন চিরকাল যাবৎই বর্ত্তমান আছে, বেদও সেই রূপ নিত্য। ইহা কালিদাসাদি গ্রন্থকার প্রণীত কাব্যাদির ন্যায় ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পর কোন হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহধারী মনুষ্য কর্ত্তৃক বিরচিত হয় নাই। বিশ্বসৃজনের পূর্ব্বে কাল ও আকাশ প্রভৃতি অনন্তস্থায়ী পদার্থ যেমন পরমেশ্বর হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছে, সেই রূপ বেদও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির পূর্ব্বতন কালেই স্বয়ং ঈশ্বর কর্ত্তৃক প্রণীত হইয়াছে। মনুষ্যাদি জীবের ভ্রমপ্রমাদ ঈশ্বরে কথনও সম্ভবে না। ঈশ্বর প্রোক্ত বেদও এই জন্য মানবীয় ভ্রান্তিরহিত, অতএব সম্পূর্ণ নির্দ্দোষ। এই নিমিত্ত উপরে নির্দ্দেশ করিয়াছি যে বেদের প্রামাণ্য স্বতঃ সিদ্ধ।"

পঞ্চ যজ্ঞ।

প্রাচীন আর্য্য সমাজে পঞ্চ মহাযজ্ঞ প্রত্যহ ভক্তিপূতহৃদয়ে ঋষিগণকর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হইত। ইহা তাঁহাদের নিত্যকর্ম্ম মধ্যে পরিগণিত ছিল। ইহাদের অনুষ্ঠান না করিয়া জলগ্রহণ করিলে তাঁহারা আপনাদিগকে মহাপাপগ্রস্ত মনে

স্বত এব সিদ্ধং। পৌরুষেয়বাক্যং তু বোধকং অপি সৎ, পুরুষগতভ্রান্তিমূলত্ব-সম্ভাবনয়া তৎ-পরিহারায় মূলপ্রমাণং অপেক্ষতে। ন তু বেদঃ। তস্য নিত্যত্বেন বক্তৃদোষশঙ্কা অনুদয়াৎ। শ্রুতি-স্মৃতিভ্যাং নিত্যত্বাবগমাৎ।

তস্মৈ নূনং অভিদ্যবে বাচা বিরূপ নিত্যয়া।
বৃষ্ণে চোদস্ব সুষ্টুতিং॥ ইতি শ্রুতেঃ (ঋগবেদ, ৮। ৬৪। ৬)
অনাদিনিধনা নিত্যা বাগ্ উৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা। ইতি স্মৃতেশ্চ।

কালাকাশাদয়ো যথা নিত্যাঃ, এবং বেদোঽপি ব্যবহারকালে কালিদাসাদি বাক্যবৎ পুরুষবিরচিতত্বাভাবাৎ নিত্যঃ। আদিসৃষ্টৌ তু কালাকাশাদিবৎ এব ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ বেদোৎপত্তিরাম্নায়তে। ব্রহ্মণো নির্দ্দোষত্বেন বেদস্য বক্তৃদোষাভাবাৎ স্বতঃসিদ্ধং প্রামাণ্যং তদবস্থাতং। তস্মাল্লক্ষণ-প্রমাণ-সদ্ভাবাৎ, বিষয় প্রয়োজনসম্বন্ধাধিকারিসদ্ভাবাৎ, প্রামাণ্যস্য সুস্থত্বাচ্চ, বেদো ব্যাখ্যাতব্য এব।" (তৈত্তিরীয় সংহিতাভাষ্যের উপক্রমণিকা।)

করিতেন। পাঠকবর্গ ইহা হইতে স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন যে আর্য্য জাতির মত শিষ্ট, সভ্য, শান্ত, দান্ত, বদান্য, ধার্ম্মিক, দয়ালু, দানশীল, সত্যপরায়ণ ও নিঃস্বার্থপর জাতি পৃথিবীতে কুত্রাপি ছিল না। ভূমণ্ডলের ঘোর স্বার্থপর কোন সুসভ্য জাতির সহিতই, ভারতীয় আর্য্যদিগের সহিত তুলনা হয় না। ব্রাহ্মণগণ ভারতীয় আর্য্যসমাজের শীর্ষদেশে বিরাজমান থাকিয়া, আপনাদের উদারতা, নির্লোভতা, নিঃস্বার্থতা, তপোবল, ধর্ম্মপরায়ণতা প্রভৃতি সদ্‌গুণের আকর্ষণে আর্য্যসমাজকে প্রণত ও মন্ত্র-মুগ্ধ করিয়া রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বিদ্বেষ কলুষিত চিত্তে ও ঈর্ষা-কষায়িত নয়নে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি দৃষ্টি না করিলে অপক্ষপাতী সমদর্শী ব্যক্তি অনায়াসেই ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজের শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবেন সন্দেহ নাই।*

প্রাগুক্ত পঞ্চ মহাযজ্ঞ তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন: ভারতীয় আর্য্যগণ স্বোদর ও স্বার্থ পরিতৃপ্তিকে চিরকাল হীন বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে সমদর্শী ও উদার ছিলেন বলিয়া যাবতীয় প্রাণীবর্গের সুখ দুঃখ অনুভব করিতে পারিতেন। এই নিমিত্ত স্ব স্ব আহার্য্য বস্তুর কিয়দংশ ভূতবর্গের তৃপ্তি সাধনার্থ নিয়োগ করিয়া ভূত যজ্ঞের বিধান

---

* সুপণ্ডিত কামিনীমোহন শাস্ত্রী সরস্বতী মহাশয় লিখিয়াছেন—"আর্য্য-বর্গের মধ্যে ব্রাহ্মণগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ও পরম পূজনীয়। ক্ষমা, দয়া, দম, দান, ধর্ম্ম, সত্য, বিদ্যা, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য প্রভৃতি সুগুণ যদি মানবধর্ম্মের সার হয়, উদারতা ও নির্লোভতা যদি পুরুষকারের ভূষণ হয়, স্বার্থত্যাগ ও আত্মোৎকর্ষে যদি প্রাধান্য হয়, পরমেশ্বরকে নিয়ত হৃদয়ে রাখিয়া ভৃত্যভাবে তাঁহার যাবতীয় কার্য্য সাধন যদি জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে উহা ব্রাহ্মণজীবনেই পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণগণের এই সমস্ত গুণরাশিতেই জগৎ মুগ্ধ হইয়া প্রণত ছিল। বল কৌশলে তাঁহাদের ক্ষমতা পরিচালিত হইত না। বলের মধ্যে তপোবল, কৌশলের মধ্যে সারগর্ভ উপদেশ পূর্ণ মধুর বচন—তাঁহাদের সম্পত্তি ছিল।"

(বেদব্যাস, দ্বিতীয়ভাগ, ২১৭—১৮ পৃষ্ঠা)

করিয়া গিয়াছেন *। সর্ব্বদেহধারী প্রাণিবর্গেই সেই এক পরমাত্মা বিরাজিত ; আহারাদি প্রদান ও যথোচিত সংকার দ্বারায় সর্ব্ববিধ প্রাণীগণকে পরিতুষ্ট করিতে পারিলে পরমেশ্বর আমাদের প্রতি অবশ্যই সন্তুষ্ট হন। কেবল ইতর প্রাণীর সেবা কেন, প্রতি অভ্যাগত মনুষ্যেরও যথাযোগ্য স্থানাহার প্রদান সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। এই জন্যই আর্য্যশাস্ত্রে অতিথি সেবার এত প্রশংসা ও সম্মান। অতিথিকে আহার না করাইয়া নিজে কখন আহার করিবে না। †

স কেবলং অঘং ভুংক্তে যোঽভুংক্তে ত্বতিথিং বিনা ॥
অঘং স কেবলং ভুংক্তে, যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ ॥
(বিষ্ণুপুরাণ)

---

* আর্য্যজাতি গবাদি পশু সেবার কীদৃশ পক্ষপাতী ছিলেন, তাহা মহাভারতীয় নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে পরিলক্ষিত হইবে।

ঘাসমুষ্টিং পরগবে সান্নং দদাৎ তু যঃ সদা।
অকৃত্বা স্বয়মাহারং, স্বর্গলোকং স গচ্ছতি।

† বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের একাদশ অধ্যায়ে গৃহস্থধর্ম্ম কথন উপলক্ষে নৃযজ্ঞ ও ভূতযজ্ঞের বিষয় সবিশেষরূপে উল্লিখিত হইয়াছে।

দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি
সিদ্ধাঃ সযক্ষোরগদৈত্যসংঘাঃ ॥
প্রেতাঃ পিশাচাস্তরবঃ সমস্তাঃ
যে চান্নমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তং ॥ ৪৯
পিপীলিকা-কীটপতঙ্গকাদ্যাঃ
বুভুক্ষিতাঃ কর্ম্মনিবন্ধবদ্ধাঃ।
প্রযান্তু তে তৃপ্তিমিদং ময়ান্নং
তেভ্যো বিসৃষ্টং, সুখিনো ভবন্তু ॥ ৫০
যেষাং ন মাতা, ন পিতা, ন বন্ধুঃ
নৈবান্নসিদ্ধি, র্ন তথান্নমস্তি।
তত্তৃপ্তয়েঽন্নং ভুবি দত্তমেতৎ
প্রযান্তি তৃপ্তিং মুদিতা ভবন্তু ॥ ৫১
চতুর্দ্দশো ভূতগুণো য এষ
তত্র স্থিতো যেঽখিলভূতসংঘাঃ ।

সর্ব্বদেবময় অতিথি পূজনে যেমন ইহকালে যশোলাভ হয়, তেমন পরকালেও সুকৃতিজনিত স্বর্গলাভ ঘটিয়া থাকে।

পরমপূজনীয় জন্মদাতা পিতা মাতা পরলোক প্রস্থান করিলে, তাঁহাদের ঔর্দ্ধদৈহিক প্রেতকৃত্য যথাবিধি সমাপনান্তে, তাঁহাদের পরলোকগত আত্মার উদ্দেশে প্রত্যহ জলাঞ্জলি দ্বারা তর্পণ করা বিধেয়। প্রতিদিন স্নানান্তে পবিত্র মনে এইরূপ পরলোকস্থিত পিতা মাতাকে স্মরণ পূর্ব্বক তাঁহাদের প্রতি যথোচিত ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করিলে অকৃতজ্ঞতারূপ মহাপাপ-পঙ্কে নিমগ্ন হইতে হয়।

পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্ম পিতাহি পরমংতপঃ।
পিতরি প্রীতিমাপন্নে প্রিয়ন্তে সর্ব্বদেবতাঃ॥

পিতা মাতার উদ্দেশে তর্পণের ন্যায় ঋষিতর্পণ, যমতর্পণ, দেবতর্পণ, বন্ধুবান্ধবাদির তর্পণ, এমন কি পশু পক্ষী প্রভৃতি যাবতীয় প্রাণীর উদ্দেশে

তৃপ্ত্যর্থমন্নং হি ময়া বিসৃষ্টং
তেষামিদং, তে মুদিতা ভবন্তু॥ ৫৩
ইত্যুচ্চার্য্য নরো দদ্যাদন্নং শ্রদ্ধাসমন্বিতঃ।
ভুবি ভূতোপকারায় গৃহী সর্ব্বাশ্রয়ো যতঃ॥ ৫৪

অনন্তর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে অতিথি সৎকারের বিষয় অবতারিত হইয়াছে।

অতিথিং তত্র সংপ্রাপ্তং পূজয়েৎ স্বাগতাদিনা।
তথাসনপ্রদানেন পাদপ্রক্ষালনেন চ॥ ৫৭
শ্রদ্ধয়াচান্নদানেন প্রিয়প্রশ্নোত্তরেণ চ।
গচ্ছতশ্চানুযাতেন প্রীতিমুৎপাদয়েৎ গৃহী॥ ৫৮
অতিথির্যস্য ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্ততে।
স তস্মৈ দুষ্কৃতং দত্ত্বা পুণ্যমাদায় গচ্ছতি॥ ৬৬
ধাতা প্রজাপতিঃ শক্রো বহ্নি র্বসুগণোহর্য্যমা।
প্রবিশ্যাতিথিমেবৈতে ভুঞ্জতেহন্নং নরেশ্বর॥
তস্মাদতিথিপূজায়াং যতেত সততং নরঃ॥ ৬৭

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩। ১১ অধ্যায়)

তর্পণ বিধের। আর্য্যজাতির তর্পণ ও যজ্ঞে যেমন উদার সার্ব্বজনীন প্রেমের ভাব দৃষ্ট হয়,তেমন পৃথিবীর অন্য কোন জাতির মধ্যে দৃষ্ট হয় না, বলা বাহুল্য।

তস্মাদ্ সদৈবকর্ত্তব্য,মকুর্ব্বন্ মহতৈনসা।
যুজ্যতে ব্রাহ্মণঃ, কুর্ব্বন্ বিশ্বমেতদ্ বিভর্ত্তি হি॥

(কাত্যায়নের ছন্দোগপরিশিষ্ট)

যজ্ঞাদিরঅনুষ্ঠান দ্বারা সূর্য্যাদি * দেবগণকে প্রত্যহ পরিতৃপ্ত না করিলে মহাপাপগ্রস্ত হইতে হয়। দেব সেবাদ্বারা ক্রমশঃ মনুষ্যের অন্তরে সত্বগুণের পরিস্ফূরণ হইয়া দেবভাব আবির্ভূত হয়, চিত্তদেহাদি পবিত্র হয়, এবং কালক্রমে পরমেশ্বরে অহৈতুকী ভক্তি জন্মে। ইহাই আর্য্যদিগের দেবযজ্ঞ। কর্ম্মকাণ্ডের যথাবিহিত অনুষ্ঠান ব্যতিরেকে দেবাধিদেব পরমেশ্বরের ধারণা ও উপাসনা অসম্ভব, দেবযজ্ঞ ইহাই প্রতিপাদিত করিতেছে।

বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাই ব্রহ্মযজ্ঞ। দেবযজ্ঞাদি জনিত উপাসনায় মনুষ্যের চিত্ত পবিত্র ও নির্ম্মল হয় বটে, কিন্তু সেই সময়ে বেদাদি সদ্‌গ্রন্থ পাঠ ব্যতিরেকে চিত্তের সেই নির্ম্মলতা ও পবিত্রতা স্থায়ী হয় না। বেদাদির অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা দ্বারা মনুষ্যের মন পার্থিব বিষয় পরিত্যাগ পুরঃসর সেই অনন্ত শক্তিমান পরব্রহ্মে লীন হইতে থাকে। স্বাধ্যায় অধ্যয়ন ব্যতীত ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব অন্তর্হিত হয়। এই জন্যই ইহার নাম ব্রহ্মযজ্ঞ। অথবা বেদাদির মন্ত্র অভ্যাস ও জপ দ্বারা ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে বলিয়া বেদাধ্যয়ন। ব্রহ্মযজ্ঞ নামে অভিহিত। এই বেদাভ্যাস সর্ব্ববিধ যজ্ঞ হইতে শ্রেষ্ঠ।

ন ব্রহ্মযজ্ঞাদধিকোঽস্তি যজ্ঞে
ন তৎপ্রদানাৎ পরমস্তি দানং।
সর্ব্বে তদন্তাঃ ক্রতবঃ সদা ন
নান্তো দৃষ্টঃ কৈশ্চিদস্ত দ্বিকস্য॥ (কাত্যায়ন পরিশিষ্ট)

---

*"সূর্য্য তেজোময় পদার্থ। সূর্য্য ভিন্ন জগৎসৃষ্টি রক্ষিত হয় না, প্রাণিগণ জীবিত থাকিতে পারে না। ভক্ত সাধক পরমেশ্বরের তেজোময় বরণীয় ভাব সূর্য্য দৃষ্টেই কথঞ্চিৎ উপলব্ধি করিতে পারেন। এই জন্যই বেদে সূর্য্য জগতের আত্মা ও রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইয়াছেন।"

(বেদব্যাস, দ্বিতীয়ভাগ, ২২০পৃষ্ঠা)

আর্য্যগণ নিজে বেদাভ্যাস করিয়া ক্ষান্ত ছিলেন না। তাঁহারা শিষ্যগণকেও বেদ অভ্যাস এবং অধ্যয়ন করাইতেন। অধ্যয়ন, বিচার, অভ্যাস, জপ এবং শিষ্যদিগকে অধ্যাপনা,—বেদাভ্যাস এই পাঁচভাগে বিভক্ত।

বেদস্বীকরণং পূর্ব্বং বিচারোঽভ্যসনং জপঃ।
তদ্দানঞ্চৈব শিষ্যেভ্যো বেদাভ্যাসো হি পঞ্চধা।।

ব্রহ্মযজ্ঞ।

বেদ অধ্যয়ন করিলে বেদাধ্যায়ী যে যে ফল প্রাপ্ত হয়, তাহা শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণ ও, কাত্যায়ন, যাজ্ঞবল্ক্য এবং মনুসংহিতা হইতে সংগৃহীত হইল।

মহাযজ্ঞ * পাঁচ প্রকার—ভূতযজ্ঞ, মনুষ্যযজ্ঞ, পিতৃযজ্ঞ, দেবযজ্ঞ ও ব্রহ্মযজ্ঞ ভূতযজ্ঞে প্রতিদিন সমস্ত প্রাণীবর্গকে অন্নাদি উপহার দিতে হয়। অন্ততঃ জল পূর্ণ পাত্র প্রদান পূর্ব্বক প্রত্যহ অতিথি সৎকার করার নাম মনুষ্যযজ্ঞ। প্রত্যহ স্বধামন্ত্র দ্বারা পিতৃগণকে পাত্রপূর্ণ সলিলাদি প্রদান পূর্ব্বক তর্পন করার নাম পিতৃযজ্ঞ। প্রতিদিন স্বাহামন্ত্র পাঠ পুরঃসর দেবতাগণের উদ্দেশ্যে কাষ্ঠাদি দ্বারা যজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়া দেবযজ্ঞ সম্পাদন করিতে হয়। বেদের যে শাখা পুরুষানুক্রমে বংশমধ্যে প্রচলিত হইয়া আসিতেছে, প্রত্যহ তাহা অধ্যয়ন পূর্ব্বক ব্রহ্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে হয় †। স্বকীয় বেদশাখা অধ্যয়নের নামই

---

* মনুসংহিতার তৃতীয় অধ্যায়ের ৬৭—১২২ শ্লোকে পঞ্চ মহাযজ্ঞের বিষয় সবিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। কাত্যায়নের ছন্দোপরিশিষ্টের ত্রয়োদশ খণ্ডেও এই সম্বন্ধে চতুর্দ্দশটি শ্লোক আছে।

অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ, পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণং।
হোমো দৈবো, বলির্ভৌতো, নৃযজ্ঞোঽতিথি পূজনং।। (৩।৭০)

† শাখান্তরীয় কর্ম্মকরণে দোষমাহ বশিষ্ঠঃ—

ন জাতু পরশাখোক্তং কর্ম্ম বুধঃ সমাচরেৎ।
আচরন্ পরশাখোক্তং শাখারণ্ডঃ স উচ্যতে।।
যঃ স্বশাখোক্তমুৎসৃজ্য পরশাখোক্তমাচরেৎ।
অপ্রমাণং ঋষিং কৃত্বা, সোঽন্ধে তমসি মজ্জতে।।

স্মৃত্যন্তরেঽপি—

স্বকর্ম্মং পর্য্যুৎসৃজ্য তু যদন্যৎ কুরুতে নরঃ।
অজ্ঞানাদথবা লোভাৎ স হতঃ পতিতো ভবেৎ।।

স্বাধ্যায়।* স্বাধ্যায়ের জুহূ। বাক্, তাহার উপভৃৎ মন, ইহার চক্ষু ধ্রুবা, বুদ্ধি ইহার শ্রুব, সত্য ইহার অভিষেক, স্বর্গলোক ইহার পরিসমাপ্তি। যিনি ব্রহ্মযজ্ঞের বিষয় এইরূপে সম্যক অবগত হইয়া স্বকীয় শাখায় প্রচলিত বেদ প্রত্যহ অধ্যয়ন করেন, তিনি ধন পূর্ণা মেদিনীমণ্ডল প্রদাতা অপেক্ষা তিন গুণ অবিনশ্বর লোক লাভের অধিকারী হন। প্রতিদিন ঋগ্‌বেদীয় ঋগধ্যয়নে দেবতাগণের উদ্দেশে ঘৃতাহুতির ফল পাওয়া যায়। ঋগ্‌ধ্যয়ন রূপ ঘৃতাহুতি দ্বারা যিনি প্রত্যহ দেবতাগণের পরিতুষ্টি বিধান করেন, তিনি দেবগণের আশীর্ব্বাদ বলে বীর্য্যবান, পুণ্যাত্মা, ধর্ম্মশীল, ধনশালী, ও নিরোগী হইয়া থাকেন"। স্বধামন্ত্রে ঘৃত-মধু সলিলাদি পিতৃলোকগণের উদ্দেশে প্রত্যহ প্রদান করিলে পিতৃলোক যেমন তুষ্ট হন, সেই রূপ স্বশাখা প্রচলিত ঋগ বেদ অধ্যয়নে তাঁহারা পরিতুষ্টি লাভ করেন সন্দেহ নাই। এইরূপ যজুর্ব্বেদ অধ্যয়নে ঘৃতাহুতির, সামবেদ অধ্যয়নে সোমরসপূর্ণ আহুতির এবং অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ অধ্যয়নে মেদাহুতির ফল লাভ হয়, দেব ও পিতৃগণ সকলেই সন্তুষ্ট থাকিয়া আশীর্ব্বাদ করেন। ধর্ম্মশাস্ত্র, বিজ্ঞান, তর্কশাস্ত্র, ইতিহাস, পুরাণ, গাথা ও স্তুতি প্রতিদিন রীতিমত অধ্যয়ন দ্বারা দেবগণ ও পিতৃগণ উদ্দেশে মধুদ্বারা প্রদত্ত আহুতির ফল লাভ হয়। তাঁহার প্রতি দেবলোক ও পিতৃলোক সদা সন্তুষ্ট থাকিয়া তাঁহার সর্ব্বাঙ্গীন কুশল বিধান করেন। ব্রহ্মযজ্ঞের চতুর্ব্বিধ বষট্‌কার (নিবৃত্তি)। ঝড়ের কালে বায়ু প্রবাহিত হইতে থাকিলে, বিদ্যুৎ দৃষ্ট হইলে, মেঘগর্জ্জন ও বজ্রনির্ঘোষ শ্রুতিগোচর হইলে—বেদাধ্যয়ন নিষিদ্ধ অনধ্যায়ের বিশেষ বিবরণ অতঃপর দ্রষ্টব্য। যিনি এই সকল বিষয় সম্যকরূপে অবগত হইয়া প্রত্যহ বেদ অধ্যয়নে প্রবৃত্ত হন, তিনি মৃত্যুকে অতিক্রম পূর্ব্বক

ছন্দোগপরিশিষ্টেঽপি—স্বশাখাশ্রয়মুৎসৃজ্য পরশাখাশ্রয়ং তু যঃ।
কর্ত্তুমিচ্ছতি দুর্ম্মেধা মোঘং তস্য চ যৎ কৃতং॥ (কাত্যায়ন,৩৷২)

স্বশাখানুক্তমপি অবিরুদ্ধং পরশাখোক্তং গ্রাহ্যং। তথা চ কাত্যায়নঃ—
যন্নাম্নাতং স্বশাখায়াং পরোক্তমবিরোধি চ
বিদ্বদ্ভিস্তদনুষ্ঠেয়ং অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মবৎ॥ (৩ খণ্ড। ৩ শ্লোক)

* নানাবিধ কাষ্ঠনির্ম্মিত যজ্ঞীয় দর্ব্বী (হাতা), জুহূ প্রভৃতিশব্দের প্রতিপাদ্য।

পরব্রহ্মে বিলীন হন। সমগ্র বেদ অধ্যয়নে অসমর্থ ব্যক্তি একটী দেবস্তুতি অধ্যয়ন করিলেও পরকালে সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। *

---

* পঞ্চ এব মহাযজ্ঞাঃ। তান্যেব মহাসত্রাণি,—ভূতযজ্ঞো, মনুষ্যযজ্ঞঃ, পিতৃযজ্ঞো, দেবযজ্ঞো, ব্রহ্মযজ্ঞ ইতি। ১॥

অহরহ র্ভূতেভ্যো বলিং হরেৎ। তথৈতং ভূতযজ্ঞং সমাপ্নোতি। অহরহ র্দদ্যাদ্ আ উদপাত্রাৎ। তথৈতং মনুষ্যযজ্ঞং সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বধাকুর্য্যাদ্ আ উদপাত্রাৎ। তথৈতং পিতৃযজ্ঞং সমাপ্নোতি। অহরহঃ স্বাহাকুর্য্যাদ্ আ কাষ্ঠাৎ। তথৈতং দেবযজ্ঞং সমাপ্নোতি। ২॥

অথ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। স্বাধ্যায়ো বৈ ব্রহ্মযজ্ঞঃ। তস্য বৈ এতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য বাগেব জুহূ, র্মন উপভৃৎ, চক্ষু র্ধ্রুবা, মেধা শ্রুবঃ, সত্যং অবভৃথঃ, স্বর্গো লোকঃ উদয়নং। যাবন্তং হ বৈ ইমাং পৃথিবীং বিত্তেন পূর্ণাং দদং, লোকং জয়তি ত্রিস্তাবন্তং, জয়তি ভূয়াংসং চ অক্ষয্যং, –য এবং বিদ্বানহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ। ৩॥

পয়াহুতয়ো হ বৈ এতা দেবানাং, যদ্ ঋচঃ। স য এবং বিদ্বান্ ঋচোঽহরহঃ স্বাধ্যায়ং অধীতে, পয়াহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তর্পয়তি। ত এণং তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ প্রাণেন রেতসা সর্ব্বাত্মনা সর্ব্বাভিঃ পুণ্যাভিঃ সম্পদ্ভিঃ ঘৃতকুল্যা মধুকুল্যাঃ পিতৄন্ স্বধা অভিবহন্তি। ৪॥

আজ্যাহুতয়ো হবৈ এতা দেবানাং, যদ্ যজূংষি। স য এবং বিদ্বান্ যজূংষ্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে, আজ্যাহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তর্পয়তি। তে এণং তৃপ্তা স্তর্পয়ন্তি যোগক্ষেমেণ ইত্যাদি। ৫॥

সোমাহুতয়ো হ বৈ এতা দেবানাং, যৎ সামানি। স য এবং বিদ্বান্ সামানি, অহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে, সোমাহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তর্পয়তি। ইত্যাদি ৬॥

মেদাহুতয়ো হবৈ এতা দেবানাং, যদ্ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ। স য এবং বিদ্বান্ অথর্ব্বাঙ্গিরসোঽহরহ স্বাধ্যায়মধীতে, মেদাহুতিভিরেব তদ্ দেবাংস্তর্পয়তি। ইত্যাদি। ৭॥

মধ্বাহুতয়ো হ বৈ এতা দেবানাং, যদ্ অনুশাসনানি, বিদ্যা, বাকোবাক্যং, ইতিহাসঃ, পুরাণং, গাথা, নারাশংস্যঃ। স যঃ এবং বিদ্বান্ ইত্যাদি ৮॥

তস্য বৈ এতস্য ব্রহ্মযজ্ঞস্য চত্বারো বষট্কারাঃ, যদ্ বাতো বাতি, যদ্

স্বাধ্যায় প্রশংসা।

বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা এই উভয়ই প্রীতিপ্রদ। বেদ যিনি অধ্যয়ন বা অধ্যাপনা করেন, তিনি অভিনিবিষ্টমনা, স্বাধীন, সদা সর্ব্বার্থ সাধক, সুখশায়ী, এবং স্বীয় আত্মার উৎকৃষ্ট চিকিৎসক হইয়া থাকেন। তিনি জিতেন্দ্রিয়, সংযতমনা, বর্দ্ধিতপ্রজ্ঞ, যশস্বী ও সুবিজ্ঞ অধ্যাপক হন। প্রজ্ঞা বৃদ্ধি পাইলে ব্রাহ্মণের ব্রাহ্মণত্ব, সদাচার, যশ, জ্ঞান, বিজ্ঞতাও তৎসঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিত হয়। সুশিক্ষিত ব্রাহ্মণ লোকের নিকট সর্ব্ববিধ অর্চ্চনা ও দান প্রাপ্ত হইয়া সৎকৃত ও পরিপূজিত হইতে থাকেন। তাঁহাকে কেহই কোনও রূপে উৎপীড়ন করিতে পারে না। তিনি সকলের অবধ্য বলিয়া খ্যাতি লাভ করেন। মর্ত্ত্য ও স্বর্গলোকে যত প্রকার পরিশ্রমের কার্য্য আছে, স্বাধ্যায় (স্বশাখাধ্যয়ন) তন্মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। যখন যিনি বেদাধ্যয়ন করেন, তদ্দ্বারা তিনি যজ্ঞফলের সম্পূর্ণ অধিকারী হইয়া থাকেন। সর্ব্বাঙ্গ চন্দনাদি গন্ধ দ্রব্যে অনুলিপ্ত করিয়া, সর্ব্ববিধ অলঙ্কারে বিভূষিত হইয়া, পান ভোজনাদিতে পরিতৃপ্ত হইয়া, আরামপ্রদ শয্যায় শায়ীন থাকিয়াও *

বিদ্যোততে, যৎ স্তনয়তি, যদ্ অবস্ফূর্জ্জতি। তস্মাৎ এবং বিদ্বান্ বাতে বাতি, বিদ্যোতমানে, স্তনয়ত্যবস্ফূর্জ্জতি ন অধীয়ীত এব বষট্‌কারাণাং অচ্ছম্বষট্‌কারায় ; অতি হ বৈ পুনর্মৃত্যুং মুচ্যতে, গচ্ছতি ব্রাহ্মণঃ সাত্মতাম্। স চেদপি প্রবলমিব ন শক্নুয়াদপ্যেকং দেবপদং অধীয়ীত এব। তথা ভূতেভ্যো ন হীয়তে। ৯ ॥

(শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।৫।৬)

* এই সকল কার্য্য বেদাধ্যয়নশীল ব্রহ্মচারীর পক্ষে অতি নিষিদ্ধ ও সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয় বলিয়া ভগবান্ মনু নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বর্জ্জয়েন্মধুমাংসঞ্চ গন্ধং মাল্যং রসান্ স্ত্রিয়ঃ।
শুক্তানি যানি সর্ব্বানি, প্রাণিনাঞ্চৈব হিংসনং ॥ ১৭৭
অভ্যঙ্গমঞ্জনঞ্চাক্ষ্ণো রুপানচ্ছত্রধারনং।
কামং ক্রোধঞ্চ লোভঞ্চ নর্ত্তনং গীতবাদনং ॥ ১৭৮
হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ ॥ ১৯৪

(মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়)

যিনি বেদাধ্যয়ন করেন, তিনি অতি কঠোর তপস্যানিরত যোগীর তপোজনিত সমস্ত ফল প্রাপ্ত হন। ঋগ্‌বেদীয় ঋক্ মধুতুল্য, সামবেদীয় সাম ঘৃততুল্য যজুর্ব্বেদীয় যজুঃ অমৃত তুল্য, তর্কশাস্ত্র ক্ষীরপক চরু তুল্য, পুরাণ মাংসপক্ক অন্ন তুল্য। এই সকল শাস্ত্র প্রত্যহ অধ্যয়ন করিলে দেবতাগণের উদ্দেশে সেই সেই বস্তু দ্বারা আহুতি প্রদানের ফল লাভ হয়। দেবতাগণ তৃপ্ত ও প্রীত হইয়া তাঁহার সমুদয় অভিলাষ ও ভোগ বাসনা পরিপূর্ণ করেন। যে ব্রাহ্মণ কোনও দিবস বেদাধ্যয়নে প্রবৃত্ত না হন, গতিশীল সূর্য্যচন্দ্র নক্ষত্র সলিলাদির গতি স্থিরতায় জগতে যেরূপ প্রলয়ঙ্করী অবস্থা ঘটে, তিনি সেই দিন সেইরূপ ব্রাহ্মণত্ব বিহীন হইয়া পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হন*। অতএব প্রত্যহই স্বাধ্যায় অধ্যয়ন করা সর্ব্বথা কর্ত্তব্য। বেদাধ্যয়নরত ব্রহ্মচারী স্বকীয় ব্রত ভঙ্গভয়ে যেন

সুখার্থিনঃ কুতো বিদ্যা, নাস্তি বিদ্যার্থিনঃ সুখং।
সুখার্থী বা ত্যজেদ্ বিদ্যাং, বিদ্যার্থী বা ত্যজেৎ সুখং॥
(মহাভারত, উদ্যোগপর্ব্ব)

ভগবান্ মনুও বেদাভ্যাসই দ্বিজাতির পক্ষে পরম তপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

বেদমেব সদাভ্যসেৎ তপস্তপ্স্যন্ দ্বিজোত্তমঃ।
বেদাভ্যাসো হি বিপ্রস্য তপঃ পরং ইহোচ্যতে।। ১৬৬
আ হৈব স নখাগ্রেভ্যঃ পরমং তপ্যতে তপঃ।
যঃ স্রগ্ব্যপি দ্বিজোঽধীতে স্বাধ্যায়ং শক্তিতোঽন্বহং॥ ১৬৭

*মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক কয়টী ইহার সহিত তুলনা কর।

যোঽনধীত্য দ্বিজো বেদং, অন্যত্র কুরুতে শ্রমং।
স জীবন্নেব শূদ্রত্বং আশু গচ্ছতি সান্বয়ঃ॥
যথা কাষ্ঠময়ো হস্তী, যথা চর্ম্মময়ো মৃগঃ।
যশ্চ বিপ্রোঽনধীয়ান, স্ত্রয়স্তে নাম বিভ্রতি।। ১৫৭
যথা ষণ্ডোঽফলঃ স্ত্রীষু, যথা গৌর্গবি নিষ্ফলা।
যথা চাজ্ঞেঽফলং দানং, তথা বিপ্রোঽনৃচোঽফলঃ।। ১৫৮

প্রত্যহ অন্ততঃ একটী ঋক্, কি সাম, কি যজুঃ, কি গাথা, কি কুম্ব্য (?) অধ্যয়ন করেন। †

---

† "অথাতঃ স্বাধ্যায় প্রশংসা। প্রিয়ে স্বাধ্যায়প্রবচনে ভবতঃ। যুক্তমনাঃ ভবত্য পরাধীনোঽহরহ অর্থান্ সাধয়তে, সুখং স্বপিতি, পরম-চিকিৎসক আত্মনো ভবতি। ইন্দ্রিয়সংযমশ্চ একারামতা চ প্রজ্ঞাবৃদ্ধি যশো লোকপক্তিঃ। প্রজ্ঞা বর্দ্ধমানা চতুরো ধর্ম্মান্ ব্রাহ্মণং অভিনিস্পাদয়তি, ব্রাহ্মণ্যং প্রতিরূপচর্য্যাং যশো লোকপক্তিং। লোকঃ পচ্যমান শ্চতুর্ভির্ধর্ম্মৈ ব্রাহ্মণং ভুনক্তি, অর্চ্চয়া চ দানেন চ অজেয়তয়া চ অবধ্যতয়া চ। ১॥

যে হ বৈ কে চ শ্রমা ইমে দ্যাবাপৃথিবী অন্তরেণ, স্বাধ্যায়ো হ এব তেষাং পরমতা কাষ্ঠা। য এবং বিদ্বান্ স্বাধ্যায়ং অধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ। ২॥

যদ্ যদ্ হ বৈ অয়ং ছন্দসঃ স্বাধ্যায়মধীতে, তেন তেন হ এব অস্য যজ্ঞক্রতুনা ইষ্টং ভবতি, য এবং বিদ্বান্ ইত্যাদি॥ ৩

যদি হ বৈ অপি অভ্যক্তঃ অলংকৃতঃ সুহিতঃ সুখে শয়নে শয়ানঃ স্বাধ্যায়মধীতে, আ হ এব স নখাগ্রেভ্য স্তপ্যতে, য এবং ইত্যাদি। ৪ ॥

মধু হ বৈ ঋচো, ঘৃতং হ সামানি, অমৃতং যজূংষি। যদ্ হ বৈ অয়ং বাকোবাক্যং অধীতে ক্ষীরোদনমাংসোদনৌ হ এব তৌ। ৫ ॥

মধুনা হ বৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি য এবং বিদ্বান্ ঋচোঽহরহঃ স্বাধ্যায়ং অধীতে। তে এণং তৃপ্তাস্তর্পয়ন্তি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সর্ব্বৈর্ভোগৈঃ। ৬॥

ঘৃতেন হ বৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবং বিদ্বান সামানি অহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে। তে এণং ইত্যাদি। ৭ ।

অমৃতেন হ বৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি যঃ এবং বিদ্বান্ যজূংষি অহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে ইত্যাদি ৮ ॥

ক্ষীরোদন-মাংসোদনাভ্যাং হ বৈ এষ দেবাংস্তর্পয়তি য এবং বিদ্বান্ বাকোবাক্যং ইতিহাস-পুরাণং ইতি অহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে ইত্যাদি। ৯ ॥

যন্তি হৈ আপঃ। এতি আদিত্যঃ। এতি চন্দ্রমাঃ। যন্তি নক্ষত্রাণি। যথা হ বৈ ন ইয়ুর্ন কুর্য্যুঃ, এবং হ এব তদ্ অহ ব্রাহ্মণো ভবতি, যদহঃ স্বাধ্যায়ং

মনুসংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে বেদের সবিশেষ প্রশংসাবাদ দৃষ্ট হয়। পিতৃ, দেব ও মনুষ্যগণের বেদই একমাত্র অবিনশ্বর চক্ষু। বেদ মনুষ্যদিগের জ্ঞান ও ক্ষমতার অতীত। বেদবিরুদ্ধ যে সকল তমোগুণান্বিত স্মৃতি ও চার্ব্বাক দর্শনাদি প্রচলিত আছে, পরকালে তাহাদের নিষ্ফলত্ব প্রতিপাদিত হইবে। অধুনা যে সকল বেদবিরুদ্ধ গ্রন্থ প্রচারিত হইয়া বিনষ্ট হইতেছে, এই সকল অসত্যপূর্ণ পুস্তক অধ্যয়নে লাভ নাই। ব্রাহ্মনাদি জাতি চতুষ্টয়, গৃহস্থাদি চতুর্ব্বিধ আশ্রম, তিন লোক, বর্ত্তমানাদি কালে উৎপন্ন যাবতীয় পদার্থ, বেদ হইতেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। শব্দাদি পঞ্চবিধ ভৌতিক গুণ, তাহাদের

নাধীতে। তস্মাৎ স্বাধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ। তস্মাদপি ঋচং বা যজুর্বা সাম বা গাথাং বা কুম্ব্যাং বা অভিব্যাহরেৎ ব্রতস্য অব্যবচ্ছেদায়।১০

(শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।৫।৭)

এই শতপথ ব্রাহ্মণের ৫—৯ম মন্ত্রের সহিত যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতির (১।৪০—৪৮) এবং কাত্যায়ন স্মৃতির (১৪। ৯—১২) বিশেষ বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়।

ঋচঃ পঠন্ মধুপয়ঃকুল্যাভি স্তর্পয়েৎ সুরান।
ঘৃতামৃতৌঘকুল্যাভির্যজূংষ্যপি পঠন্ সদা॥ ৯
সামান্যপি পঠন্ সোমঘৃতকুল্যাভিরন্বহং।
মেদঃ কুল্যাভিরপিচ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পঠন্॥ ১০
মাংসক্ষীরৌদনমধুকুল্যাভি স্তর্পয়েৎ পঠন্।
বাকোবাক্যং পুরাণানি ইতিহাসানি চান্বহং॥ ১১
ঋগাদীনামন্ততমং এতেষাং শক্তিতোঽন্বহং।
পঠন্ মধ্বাজ্যকুল্যাভিঃ পিতৃনপি চ তর্পয়েৎ॥ ১২
তে তৃপ্তাস্তর্পয়ন্ত্যেনং জীবন্তং প্রেতমেব চ।
কামচারী চ ভবতি সর্ব্বেষু সুরসদ্মসু॥ ১৩ (কাত্যায়ন, ১৪ খণ্ড)
যজ্ঞানাং তপসাঞ্চৈব শুভানাং চৈব কর্ম্মণাং।
বেদ এব দ্বিজাতীনাং নিঃশ্রেয়সকরঃ পরঃ॥ ৪০
মধুনা পয়সা চৈব স দেবাংস্তর্পয়েদ্ দ্বিজঃ।
পিতৃংশ্চ মধুসর্পির্ভ্যাং ঋচোঽধীতে তু যোঽন্বহং॥ ৪১

বিশেষত্ব ও তাহা হইতে সমুৎপন্ন দ্রব্যজাতের বিষয় বেদই আমাদিগকে পরিজ্ঞাত করিতেছে। সনাতন বেদশাস্ত্র সমুদয় ভূতবর্গকে ধারণ ও রক্ষণ করিতেছে। এই নিমিত্তই বেদাধ্যয়ন মনুষ্যের সুখবৃদ্ধির একমাত্র কারণ। সংসারে বেদবিদের অপ্রাপ্য কিছুই নাই। তিনি সৈন্যাধক্ষতা, শাসনকর্তৃত্ব, রাজ্য পালন ভার, এমন কি ত্রৈলোক্যাধিপত্যও প্রাপ্ত হওয়ার অধিকারী বটেন। অগ্নি একবার প্রজ্জলিত হইয়া উঠিলে যেরূপ অশুষ্ক আর্দ্র বৃক্ষকেও দগ্ধ করিয়া থাকে, বেদবিৎ জ্ঞানী ব্যক্তি সেইরূপ জ্ঞানাগ্নিবলে স্বীয় কর্ম্মজ দোষ দগ্ধ করিয়া তজ্জনিত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান। বেদশাস্ত্র বিশারদ পণ্ডিত ইহলোকে যে আশ্রমেই বাস করুন না কেন, এই পৃথিবীতে থাকিয়াও তাঁহার ব্রহ্মত্ব প্রাপ্তি ঘটে। *

যজূংষি শক্তিতোঽধীতে যোঽন্বহং স ঘৃতামৃতৈঃ।
প্রীণাতি দেবান্ আজ্যেন, মধুনাচ পিতৄংস্তথা॥ ৪২
স তু সোমঘৃতৈ র্দেবাংস্তর্পয়েদ্ যোঽন্বহং পঠেৎ।
সামানি তৃপ্তিং কুর্য্যাচ্চ পিতৄনাং মধুসর্পিষা॥ ৪৩
মেদসা তর্পয়েদ্ দেবান্ অথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পঠন্।
পিতৄংশ্চ মধুসর্পির্ভ্যাং অন্বহং শক্তিতো দ্বিজঃ॥ ৪৪
বাকোবাক্য পুরাণঞ্চ নারাশংসীশ্চ গাথিকাঃ।
ইতিহাসাংস্তথা বিদ্যাং যোঽধীতে শক্তিতোঽন্বহং॥ ৪৫
মাসক্ষীরৌদনমধু-তর্পণং স দিবৌকসাং।
করোতি তৃপ্তিঞ্চ, তথা পিতৄণাং মধুসর্পিষা॥ ৪৬
তে তৃপ্তা স্তর্পয়ন্ত্যেনং সর্ব্বকামফলৈঃ শুভৈঃ।
তপসশ্চ পরস্যেহ নিত্যং স্বাধ্যায়বান্ দ্বিজঃ॥ ৪৭
(যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা, প্রথম অধ্যায়)

*পিতৃদেব-মনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুঃ সনাতনং।
অশক্যং চাপ্রমেয়ঞ্চ বেদশাস্ত্রমিতি স্থিতিঃ॥৯৪
যা বেদবাহ্যাঃ স্মৃতয়ো যাশ্চ কাশ্চ কুদৃষ্টয়ঃ
সর্ব্বাস্তা নিষ্ফলাঃ প্রেত্য, তমোনিষ্ঠা হি তাঃ স্মৃতাঃ॥ ৯৫

ব্রহ্মচর্য্য ও ব্রহ্মচারীর মাহাত্ম্য।

স্বাধ্যায়নিরত ব্রহ্মচারীর সবিশেষ প্রশংসাবাদ ও প্রাগুক্ত অদ্ভুত ক্ষমতার বিষয় অথর্ব্ববেদে বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মচারী কঠোর ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় আচার্য্যকে পরিতৃপ্ত করেন, দেবগণকে প্রীত করেন, এবং স্বর্গ ও পৃথিবী এই উভয় লোককে তপোবলে ধারণ করিয়া থাকেন। পিতৃকুল দেবকুল, ও ৬৩৩৩সংখ্যক গন্ধর্ব্বকুল তাঁহার অনুষ্ঠিত কার্য্যের অনুসরণও অনুমোদন করেন। উপনয়ন কালে যখন আচার্য্য ত্রিরাত্রি পর্য্যন্ত তাঁহাকে যেন গর্ভে ধারণ করিয়া তাঁহার দ্বিজত্ব প্রাপ্তি সংঘটন করেন, তখন দেবগণও তাঁহার অপূর্ব্ব তেজঃ কান্তি পরিদর্শনার্থ ভূমণ্ডলে পদার্পণ করেন। উপনীত ব্রহ্মচারীর অনুষ্ঠিত তপশ্চর্য্যাও সমিধাহুতি, এবং পরিহিত মেখলা, যাবতীয় লোকের পরিতৃপ্তি বিধান করে। কৃষ্ণাজিনধারী দীর্ঘশ্মশ্রু ব্রহ্মচারী হইতে পবিত্র বেদবিদ্যা, পৃথিবী, জল, প্রজাপতি, পরমেষ্টি, ও বিরাজ্ উদ্ভূত হইয়াছে। তিনিই ইন্দ্ররূপে অসুরগণের সংহার বিধান করেন। ব্রহ্মচারী

উৎপদ্যন্তে চ্যবন্তে চ যান্যতোঽন্যানি কানিচিৎ।
তান্যর্ব্বাক্-কালিকতয়া নিষ্ফলান্যনৃতানি চ ॥৯৬
চাতুর্ব্বর্ণ্যং ত্রয়ো লোকা চত্বারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্।
ভূতং ভবৎ ভবিষ্যঞ্চ সর্ব্বং বেদাৎ প্রসিদ্ধ্যতি ॥৯৭
শব্দস্পর্শশ্চ রূপঞ্চ রসো গন্ধশ্চ পঞ্চমঃ।
বেদাদেব প্রসিদ্ধ্যন্তি প্রসূতি-গুণকর্ম্মতঃ॥ ৯৮
বিভর্ত্তি সর্ব্বভূতানি বেদশাস্ত্রং সনাতনং।
তস্মাদেতৎ পরং মন্যে যজ্জন্তোরস্য সাধনং ॥৯৯
সৈনাপত্যঞ্চ রাজ্যঞ্চ দণ্ডনেতৃত্বমেব চ।
সর্ব্বলোকাধিপত্যঞ্চ বেদশাস্ত্রবিদর্হতি ॥ ১০০
যথা জাতবলো বহ্নি র্দহত্যাদ্রানপি দ্রুমান্।
তথা দহতি বেদজ্ঞঃ কর্ম্মজং দোষমাত্মনঃ॥ ১০১
বেদশাস্ত্রার্থতত্ত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্।
ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ॥১০২

(মনুসংহিতা, ১২। ৯৪-১০২)

অন্তরের গূঢ়তম প্রদেশে অধীত বেদশাস্ত্র সযত্নে রক্ষা করেন। ব্রহ্মচর্য্যের অনুষ্ঠান দ্বারা রাজা রাষ্ট্র রক্ষণে সমর্থ হয়, অবিবাহিতা যুবতী মনোমত পতি লাভে সমর্থ হয়, দেবগণ মৃত্যুঞ্জয় হয়, ইন্দ্রদেব দেবরাজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ওষধি, বনস্পতি, অহোরাত্রি, ঋতু, সংবৎসর, পার্থিব ও দিব্য প্রাণী, গ্রাম্য ও আরণ্য পশু, পক্ষবিহীন ও পক্ষযুক্ত পক্ষী—এই সমস্তই ব্রহ্মচারীর অনুষ্ঠিত তপশ্চর্য্যা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মজ্ঞান দ্বারা প্রজাপতির সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থ ও প্রাণীবর্গ পরিরক্ষিত হইতেছে। *

---

* ব্রহ্মচারী ইষ্ণাংশ্চরতি রোদসী উভে,তস্মিন্ দেবা সম্মনসো ভবন্তি।
স দধার পৃথিবীং দিবঞ্চ, স আচার্য্যং তপসা পিপর্ত্তি॥ ১
ব্রহ্মচারিণং পিতরো দেবজনাঃ, পৃথগ্ দেবা অনুসংযন্তি সর্ব্বে।
গন্ধর্ব্বা এনমন্বয়ন্ ত্রয়স্ত্রিংশৎ ত্রিশতাঃ ষট্ সহস্রাঃ, সর্ব্বান্ স দেবান্ তপসা পিপর্ত্তি।।২
আচার্য্য উপনয়মানো ব্রহ্মচারিণং কৃণুতে গর্ভ অন্তঃ।
তং রাত্রি স্তিস্র উদরে বিভর্ত্তি, তং জাতং দ্রষ্টুমভিসংযন্তি দেবাঃ।। ৩
ইয়ং সমিৎ পৃথিবী দ্যৌ র্দ্বিতীয়া, উতান্তরীক্ষং সমিধা প্রিণাতি।
ব্রহ্মচারী সমিধা মেখলয়া শ্রমেণ লোকাংস্তপসা পিপর্ত্তি।। ৪
পূর্ব্বো জাতো ব্রহ্মণো ব্রহ্মচারী, ঘর্ম্মং বসান স্তপসোদতিষ্ঠৎ।
তস্মাজ্জাতং ব্রাহ্মণং ব্রহ্মজ্যেষ্ঠং, দেবাশ্চ সর্ব্বে অমৃতেন সাকং।। ৫
ব্রহ্মচর্য্যেতি সমিধা সমিদ্ধং, কার্ষ্ণং বসানো দীক্ষিতো দীর্ঘশ্মশ্রুঃ।
স সদ্যরেতি পূর্ব্বস্মাদুত্তরং সমুদ্রং, লোকান্ সংগৃভ্য মুহুরাচরিক্রৎ।। ৬
ব্রহ্মচারী জনয়ন্ ব্রহ্ম আপো লোকং প্রজাপতিং পরমেষ্টিং বিরাজং।
গর্ভো ভূত্বা অমৃতস্য যোনৌ, ইন্দ্রো হ ভূত্বা অসুরাংস্ততর্দ্দ।। ৭
আচার্য্য স্ততক্ষ নভসী উভ ইমে, উর্ব্বী গম্ভীরে পৃথিবীং দিবঞ্চ।
তে রক্ষতি তপসা ব্রহ্মচারী, তস্মিন্ দেবাঃ সম্মনসো ভবন্তি॥ ৮
ইমাং ভূমিং পৃথিবীং ব্রহ্মচারী, ভিক্ষামাজভার প্রথমো দিবঞ্চ।
তে কৃত্বা সমিধাবুপাস্তে, তয়োরার্পিতা ভুবনানি বিশ্বা।। ৯
সর্ব্বাগন্যঃ পরো অন্যো দিবস্পৃষ্ঠাৎ, গুহা নিধী নিহিতৌ ব্রাহ্মণস্য।
তৌ রক্ষতি তপসা ব্রহ্মচারী, তং কেবলং কৃণুতে ব্রহ্মবিদ্বান্।। ১০

ঋগ্‌বেদ সংহিতার এক স্থলে ব্রহ্মচারী দেবগণের অঙ্গ বলিয়া * বর্ণিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে এই পবিত্র ব্রহ্মচর্য্যব্রতানুষ্ঠান বিষয়ের একটী সুন্দর উপাখ্যান দৃষ্ট হয়। মহর্ষি ভরদ্বাজ স্বীয় আয়ুষ্কালের তিন ভাগ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য ব্রত অবলম্বনে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সেই জীর্ণ, স্থবির ও শয্যাগত ঋষির সম্মুখে একদা উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনাকে আমি চতুর্থ আয়ু প্রদান করিলে, আপনি তদ্দ্বারা কি করিবেন। ভরদ্বাজ তদুত্তরে কহিলেন, "ব্রহ্মচর্য্যেরই অনুষ্ঠান করিব।" তদনন্তর ইন্দ্র তাঁহাকে গিরিরূপী অবিজ্ঞাত পদার্থ প্রদর্শন ও তাহার প্রত্যেক হইতে এক এক মুষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক কহিলেন, "ভরদ্বাজ! এই পর্ব্বতাকার পদার্থ সমূহই অনন্ত বেদ শাস্ত্র। আপনি তিন আয়ুষ্কাল ক্ষেপন করিয়া, এই অনন্ত শাস্ত্রের এই তিন মুষ্টিমেয় অংশ মাত্র শিক্ষা করিয়াছেন।

আচার্য্যো ব্রহ্মচারী, ব্রহ্মচারী প্রজাপতিঃ।
প্রজাপতির্বিরাজতি, বিরাড়িন্দ্রোঽভবদ্‌ বশী।। ১৬
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা রাজা রাষ্ট্রং বিরক্ষতি।
আচার্য্যো ব্রহ্মচর্য্যেণ ব্রহ্মচারিণমিচ্ছতে ॥ ১৭
ব্রহ্মচর্য্যেণ হি কন্যা যুবানং বিন্দতে পতিং।
অনড্বান্‌ ব্রহ্মচর্য্যেণ অশ্বো ঘাসং জিগীষতি।। ১৮
ব্রহ্মচর্য্যেণ তপসা দেবা মৃত্যুমপাঘ্নত।
ইন্দ্রো হ ব্রহ্মচর্য্যেণ দেবেভ্যঃ স্বরাভরৎ ।। ১৯
ওষধয়ো ভূতভব্যমহোরাত্রে বনস্পতিঃ।
সংবৎসরঃ সহর্ত্তুভি স্তে জাতা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২০
পার্থিবা দিব্যাঃ পশব আরণ্যা গ্রাম্যাশ্চ যে।
অপক্ষা পক্ষিনশ্চ যে, তে জাতা ব্রহ্মচারিণঃ ॥ ২১
পৃথক্‌ সর্ব্বে প্রাজাপত্যাঃ প্রাণান্‌ আত্মসু বিভ্রতি।
তান্‌ সর্ব্বান্‌ ব্রহ্ম রক্ষতি ব্রহ্মচারিণি আভৃতং।। ২২
তানি কল্পয়দ্‌ ব্রহ্মচারী সলিলস্য পৃষ্ঠে,
তপোঽতিষ্ঠৎ তপ্যমানঃ সমুদ্রে।। ২৬। (অথর্ব্বসংহিতা ১১। ৫)

* স বৈ দেবানাং ভবতি একমঙ্গং (ঋক্‌ সংহিতা ১০। ১০৯। ৫)

এতদ্ভিন্ন ইহার যাবতীয় ভাগই আপনার অবিজ্ঞাত রহিয়াছে। এক্ষণে এই পর্ব্বতাকার সর্ব্ববিদ্যার অনুশীলনে প্রবৃত্ত হউন।" *

বেদের মাহাত্ম্য।

বেদ হইতেই যাবতীয় পদার্থ উৎপন্ন হইয়াছে। বেদেই সমস্ত বস্তু অবস্থিত আছে। মনুসংহিতার ন্যায় শতপথ ব্রাহ্মণে ও ইহা সুস্পষ্ট উল্লিখিত হইয়াছে †। বিষ্ণুপুরাণ এবং মহাভারতেও এই বিষয় উল্লিখিত দৃষ্ট

---

*৩। ভরদ্বাজো হ ত্রিভিরায়ুর্ভি ব্রহ্মচর্য্যমুবাস। তং হ জীর্ণং স্থবিরং শয়ানমিন্দ্র উপব্রজ্য উবাচ। "ভরদ্বাজ! যৎ তে চতুর্থমায়ু র্দদ্যাং, কিমেতেন কুর্য্যা" ইতি। "ব্রহ্মচর্য্যমেবৈনেন চরেয়ং" ইতি হোবাচ। ৪। তং হ গিরিরূপান্ অবিজ্ঞাতান্ ইব দর্শয়াঞ্চকার। তেষাং হ একস্মাদ্ মুষ্টিমাদদে। স হোবাচ "ভরদ্বাজ" ইত্যামন্ত্র্য, "বেদা বৈ এতে। অনন্তা বৈ বেদাঃ। এতদ্ বৈ এভি স্ত্রিভিরায়ুভিরন্ববোচথাঃ। অথ তে ইতরদননূক্তমেব। এহি, ইমাং বিদ্ধি। অয়ং বৈ সর্ব্ববিদ্যা" ইতি।

৫। তস্মৈ হ এতমগ্নিং সাবিত্রমুবাচ। তং স বিদিত্বা অমৃতো ভূত্বা স্বর্গং লোকমিয়ায়াদিত্যস্য সাযুজ্যং। অমৃতো হৈব ভূত্বা স্বর্গং লোকমেত্যাদিত্যস্য সাযুজ্যং, য এবং বেদ। এষা উ এব ত্রয়ী বিদ্যা।

৬। যাবন্তং হ বৈ ত্রয্যা বিদ্যয়ালোকং জয়তি, তাবন্তং লোকং জয়তি, য এবং বেদ॥

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩। ১০। ১১)

† সর্ব্বেষাং তু স নামানি কর্ম্মাণি চ পৃথক্ পৃথক্।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নির্ম্মমে।। ১। ২১] (মনুসংহিতা)

২১। অথ সর্ব্বানি ভূতানি পর্ব্যৈক্ষৎ। স ত্রয্যামেব বিদ্যায়াং সর্ব্বানি ভূতান্য পশ্যৎ। অত্র হি সর্ব্বেষাং ছন্দসামাত্মা,সর্ব্বেষাং স্তোমানাং সর্ব্বেষাং প্রাণানাং সর্ব্বেষাং দেবানাং। এতদ্ বৈ অস্তি। এতৎ হি অমৃতং।

২২। স ঐক্ষত প্রজাপতিঃ। ত্রয্যাং বাব বিদ্যায়াং সর্ব্বানি ভূতানি, হন্ত ত্রয়ীমেব বিদ্যামাত্মানমভিসংস্করবৈ ইতি। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০। ৪। ২)

হয় *। বেদ অনন্ত হইলেও, ব্রহ্মবাদী ঋষিগণের মতে ঋক, সাম ও যজুঃ সংহিতায় পরিমিত সংখ্যক শ্লোকাদি পরিলক্ষিত হয় ‡। ঋক্ হইতে সর্ব্ববিধ পদার্থের মূর্ত্তি, সাম হইতে তেজ, এবং যজুঃ হইতে গতি—উৎপাদিত হইয়াছে §।

যাঁহারা কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ধর্ম্ম বিষয়ে উপদেশ প্রাপ্ত হইতে চাহেন, যাঁহারা জ্ঞান লাভ পূর্ব্বক স্বীয় অজ্ঞতা দূরীভূত করিতে চাহেন, যাঁহারা স্বর্গ সুখ, মোক্ষপদ ও অনন্তজীবন প্রাপ্ত হইতে ইচ্ছা করেন,—বেদই তাঁহাদের একমাত্র অধ্যয়নীয় ও অবলম্বনীয় ¶। সরহস্য ঋক্, সাম, বা যজুঃ সংহিতা যিনি বারত্রয়

---

* নাম রূপঞ্চ ভূতানাং কৃত্যানাঞ্চ প্রবর্ত্তনং ।।
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ দেহাদীনাঞ্চকার সঃ ।। ৫৮
ঋষীণাং নামধেয়ানি যথা বেদ শ্রুতানি বৈ ।
যথানিয়োগযোগানি সর্ব্বেষামপি সোঽকরোৎ ।। ৫৯ গ্রন্থ বাচক বেদ
(বি ন্ত্র্য প্রদায় বাচয়েৎ"
ঋষয়স্তপসা বেদান্ অধ্যৈষন্ত দিবানিশং) হইয়াছে, তাহা নিশ্চয়
অনাদিনিধনা বিদ্যা বাগুৎসৃষ্টা স্বয়ম্ভুবা ।
আদৌ বেদময়ী বিদ্যা যতঃ সর্ব্বাঃ প্রবৃ স মর্ত্ত্যা অগ্নয়ে ।
ঋষীণাং নামধেয়ানি যশ্চ বেদেষু স্মৃতা, ৮। ১৯। ৫)
নানারূপঞ্চ ভূতানাং কর্ম্মনাঞ্চ প্র । তং ত্রয়ো বেদা অন্বসৃজ্যন্ত ।১।
বেদ শব্দেভ্য এবাদৌ নির্ম্মিমীতে (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২। ৩। ১০)

‡ ৪। অথ ব্রহ্মা বদন্তি পরিমিতা বৈ (৩। ৩। ২। ১) "প্রাজাপত্যো বেদঃ" মিতানি যজূংষি। অথ তস্যাবান্তো ৩৯। ১) বেদ প্রজাপতির শ্মশ্রু বলিয়া

§ ১। ঋগ্ভ্যো জাতং সর্ব্বশেষে এতানি শ্মশ্রূণি যদ্ বেদঃ "। আর এক সংহিতা, ৭। ৩। ১।)॥ হৈব শমাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।
রীয় ব্রাহ্মণ, ৩। ১২। ৯) স্য, বেদানাং মাতা, অমৃতস্য নাভিঃ।

¶ ধর্ম্মং জিজ্ঞাস প যজ্ঞমাগাদবন্তী দেবী সুহবা যে অস্ত ।।
ইদং শরণ বনপর্ব্বে লিখিত আছে—
ইদমন্বি মাতরং পশ্য মৎস্থাং দেবীং সরস্বতীং।

অধ্যয়ন করেন, তিনি সর্ব্ববিধ পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করেন। মহাহ্রদে নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্র যেমন পতন মাত্র অদৃশ্য ও বিনষ্ট হয়, সেই রূপ ত্রিবেদ যথাবিহিত নিয়ম আচরণ পূর্ব্বক অধ্যয়ন করিলে অধ্যেতার যাবতীয় দুষ্কৃতি বিনষ্ট হয়*। মার্কণ্ডেয় পুরাণে ঋগ্‌বেদ সংহিতা রজোগুণ বিশিষ্ট যজুঃ সংহিতা সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট, সামসংহিতা তমোগুণ যুক্ত এবং অথর্ব্ব সংহিতা সত্ত্ব ও তমঃ এই উভয় গুণ বিশিষ্ট বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

* ঋচো রজোগুণঃ, সত্ত্বং যজুষাঞ্চ গুণো মুনে।
তমোগুণানি সামানি, তমঃসত্ত্বমথর্ব্বসু ॥ ৭

(মার্কণ্ডেয়পুরাণ, ১০৭ অধ্যায়)

মিত্র
ইতি ...স্থলে পুরাণ প্রণেতা ঋষিও যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষানল হইতে নিষ্কৃতি
অবিজ্ঞাত ...ই, তাহা সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে।

"ভরদ্বাজ"

বেদের উৎপত্তি।

এভি ত্রিভিরা... পুরুষসূক্ত, ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ও মনুসংহিতার মতে বেদত্রয়ের বিদ্ধি। অয়ং বৈ স...সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এ

৫। তস্মৈ হ এত...ভিন্ন ঋষির পরস্পর বিসদৃশ অভিমত সংকলিত হইতেছে। লোকমিয়ায়াদিত্যস্য সা...পতি কর্তৃক অগ্নি বা বায়ু বা সূর্য্য হইতে, কোন স্থলে সাযুজ্যং, য এবং বেদ। ...তু, কোন স্থলে বা গায়ত্রী হইতে, কোন স্থলে বা দেব

৬। যাবন্তং হ বৈ ত্রয্যা বি...

এবং বেদ ॥ ...ন, অগ্ন্যপি যতস্ততঃ।
..., নৈনঃ প্রাপ্নোতি কিঞ্চন ॥ (১১।২৬১)
...ং বা সমাহিতঃ।

† সর্ব্বেষাং তু স নামানি কর্ম্মাণি ...ঃ প্রমুচ্যতে ॥ (১১। ২৬২)
বেদশব্দেভ্য এবাদৌ পৃথক্ সংস্থাশ্চ নি...বিনশ্যতি।"

২১। অথ সর্ব্বাণি ভূতানি পর্যৈ...ক্ষং। স ত্রয্য...জতি ॥ ১১। ২৬৩ (মনুসংহিতা।
পশ্যৎ। অত্র হি সর্ব্বেষাং ছন্দসামাত্মা, সর্ব্বেষাং ...বেদ—বিষ্ণুর অঙ্গীভূত এই সর্ব্বেষাং দেবানাং। এতদ্ বৈ অস্তি। এতৎ হি অমৃত...জগৎ সৃষ্টি করেন,

২২। স ঐক্ষত প্রজাপতিঃ। ত্রয্যাং বাব বিদ্যা...হইতে উদ্ভূত রুদ্র তাহা হন্ত ত্রয়ীমেব বিদ্যামাত্মানমভিসংস্করবৈ ইতি। (শতপথ ব্রা...

সরস্বতী কর্ত্তৃক—উৎপাদিত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল বিভিন্ন মত অন্যের নিকট যত বিসদৃশ ও হাস্যাস্পদ বলিয়া বিবেচিত হউক না কেন, সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস লেখকের পক্ষে তাহা অনাদর বা অশ্রদ্ধার বিষয় নহে।

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে বেদ* প্রজাপতি হইতে উদ্ভূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে†। শতপথ ব্রাহ্মণের নানা স্থানে লিখিত আছে যে প্রজাপতিই

অয়মেষা ত্রয়ী বিষ্ণো ঋগ্ যজুঃসামসংজ্ঞিতা।
বিষ্ণুশক্তিরবস্থানং সদাদিত্যে করোতি সা॥ ১১
ন কেবলং রবৌ শক্তি বৈষ্ণবী সা ত্রয়ীময়ী।
ব্রহ্মাথ পুরুষো রুদ্রস্ত্রয়মেতৎ ত্রয়ীময়ং॥ ১২
স্বর্গাদৌ ঋঙ্ময় ব্রহ্মা, স্থিতৌ বিষ্ণুর্যজুর্ম্ময়ঃ।
রুদ্রঃ সামময়োঽন্তায়, তস্মাৎ তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥১৩
(বিষ্ণু পুরাণ, ২। ১১)

* বেদ শব্দ নিম্নলিখিত ঋকে উল্লিখিত দৃষ্ট হয়। ইহা গ্রন্থ বাচক বেদ অর্থে, কি আশ্বলায়ন শ্রৌত সূত্রের (১।১১) "বেদং পত্ন্যৈ প্রদায় বাচয়েৎ" বাক্যে প্রযুক্ত বেদ শব্দের ন্যায় কুশমুষ্টি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না।

যঃ সমিধা য আহুতী, যো বেদেন দদাস মর্ত্ত্যো অগ্নয়ে।
যো নমসা স্বধ্বরঃ॥ (ঋক্‌সংহিতা, ৮।১৯।৫)

† প্রজাপতিঃ সোমংরাজানমসৃজত। তং ত্রয়ো বেদা অন্বসৃজ্যন্ত।১।
(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২। ৩। ১০)

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অন্যান্য স্থলেও (৩। ৩। ২। ১) "প্রাজাপত্যো বেদঃ" বাক্য দৃষ্ট হয়। একস্থানে (৩। ৩৯। ১) বেদ প্রজাপতির শ্মশ্রু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। "প্রজাপতে র্বৈ এতানি শ্মশ্রূণি যদ্ বেদঃ"। আর এক স্থানে (২। ৮। ৮। ৫) বেদমাতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

বাগক্ষরং প্রথমজা ঋতস্য, বেদানাং মাতা, অমৃতস্য নাভিঃ।
সা নো জুষাণা উপ যজ্ঞমাগাদবন্তী দেবী সুহবা মে অস্তু॥

মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে—
বেদানাং মাতরং পশ্য মৎস্থাং দেবীং সরস্বতীং।

বেদত্রয়ের স্রষ্টা। তিনি একাকী অবস্থান করার সময়ে প্রজা সৃজনের মানঃ করিয়া, ধ্যাননিমিলিত নয়নে তপস্যা আরম্ভ করিলেন। প্রথমত ত্রয়ী বিদ্যা রূপে পবিত্র ব্রহ্মজ্ঞানের সৃষ্টি করিয়া, তাহাতে স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত হইলেন। এই নিমিত্ত ব্রহ্ম (বেদবিদ্যা) বিশ্বের মূল প্রতিষ্ঠা স্থান বলিয়া উল্লিখিত হয়। তিনি তদীয় পূর্ব্বসৃষ্ট বাক্‌লোক হইতে জলরাশির সৃজন করিলেন। জল রাশি দ্বারা সমস্ত বিশ্ব পরিব্যাপ্ত ও পরিবেষ্টিত হইল বলিয়া, তাহার নাম যথাক্রমে আপ ও বারি হইল। ত্রয়ী বেদবিদ্যার সহিত সৃজনার্থ সলিলরাশিতে প্রজাপতি নিমগ্ন হইলে,এক অণ্ড তন্মধ্য হইতে উদ্ভূত হইল। "সৃষ্টি হউক, সৃষ্টি হউক, সৃষ্টি হউক," বলিয়া অণ্ডটিকে আলোড়িত করিলে, তাহা হইতে পবিত্র ত্রয়ী বিদ্যা প্রথমত বহির্গত হইল *।

শতপথ ব্রাহ্মণের অন্যত্র (১১। ৫। ৮) লিখিত আছে যে প্রজাপতি প্রজাসৃষ্টির মানসে ধ্যানে মগ্ন হইলে, তাহা হইতে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও আকাশ প্রথমত উৎপন্ন হইল। তদনন্তর এই লোকত্রয় হইতে যথা ক্রমে অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্য এই জ্যোতিষ্মান্ পদার্থত্রয় বহির্গত হইল। তিনি উহা হইতে যথা ক্রমে ঋক্, সাম ও যজুর্ব্বেদ উৎপাদিত করিলেন। অনন্তর এই বেদত্রয়ের

---

* ৮। সোঽয়ং পুরুষঃ প্রজাপতিরকাময়ত, "ভূয়ান্ স্যাং প্রজায়েয়" ইতি। সোঽশ্রাম্যৎ। স তপোঽতপ্যত। স শ্রান্তস্তেপানো ব্রহ্ম এব প্রথমমসৃজত ত্রয়ীমেব বিদ্যাং। সৈবাস্মৈ প্রতিষ্ঠাভবৎ। তস্মাদাহু, "ব্রহ্মাস্য সর্ব্বস্য প্রতিষ্ঠা" ইতি। তস্মাদনূচ্য প্রতিতিষ্ঠতি। প্রতিষ্ঠা হ্যেষা যদ ব্রহ্ম। তস্মাং প্রতিষ্ঠায়াং প্রতিষ্ঠিতোঽতপ্যত।

৯। সোঽপোঽসৃজত বাচ এব লোকাৎ। বাগেবাস্য সাসৃজ্যত। সৈদং সর্ব্বমাপ্নোদ্, যদিদং কিঞ্চ। যদাপ্নোৎ, তস্মাদাপঃ। যদবৃণোৎ, তস্মাদ্ বাঃ।

১০। সোঽ কাময়ত, "আভ্যোঽ দ্ভ্যোঽ ধিপ্রজায়েয়" ইতি। সোঽনয়া ত্রয্যা বিদ্যয়া সহ অপঃ প্রাবিশৎ। তত আণ্ডং সমবর্ত্তত। তদভ্যমৃশৎ। অস্তিত্যস্তু ভূয়োঽস্তিত্যেব তদাব্রবীৎ। ততো ব্রহ্ম এব প্রথমমসৃজ্যত ত্রয্যেব বিদ্যা। তস্মাদাহঃ, "ব্রহ্মাস্য সর্ব্বস্য প্রথমজং" ইতি। অপি হি তস্মাৎ পুরুষাৎ ব্রহ্ম এব পূর্ব্বমসৃজ্যত, তদস্য তৎ মুখমেবাসৃজ্যত। তস্মাদনূচানমাহুঃ, "অগ্নিকল্প" ইতি। মুখং হ্যেতদগ্নে যদ ব্রহ্ম। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৬। ১। ১)

বীজরূপে যথাক্রমে ভূঃ, ভুবঃ ও স্বঃ নির্গত হইল *। এই বীজত্রয় হইতেই ব্রাহ্মণের গায়ত্রীরূপ ব্রহ্মত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। ঋক্‌বেদ সংহিতায় হোতাগণের, সাম বেদে উদ্গাতাদিগের এবং যজুর্ব্বেদে অধ্বর্য্যু পুরোহিতগণের সম্পাদনীয় কর্ত্তব্য কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে। †

বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৩।৫৩) মনরূপ সমুদ্র হইতে বাক্‌রূপিনী সুতীক্ষ্ণ অভ্রি (লৌহদণ্ড) দ্বারা দেবগণ কর্ত্তৃক ত্রয়ী বিদ্যা উৎপাদিত হয় বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে §। বৃহদারণ্যকোপনিষদের এক স্থানে লিখিত আছে যে বাক্ ও আত্মা হইতে ঋক্, সাম, যজুঃ, ছন্দঃ, যজ্ঞ, প্রজা ও পশু প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃজিত হয়। ইহার অন্য এক স্থলে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে যে বাকই ঋগ্‌বেদ, মন যজুর্ব্বেদ, ও প্রাণ সামবেদ। যেমন আর্দ্র কাষ্ঠ হইতে অগ্নি প্রজ্বালনের সময়ে ধূমরাশির বিভিন্ন মূর্ত্তি আবির্ভূত হয়, সেই রূপ প্রজা-

---

* অকারঞ্চাপ্যুকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ।
বেদত্রয়ান্নিরদুহদ্ ভূর্ভুবঃ স্বরিতীতি চ ॥ (মনুসংহিতা, ২।৭৬)

† প্রজাপতি র্বৈ ইদমগ্র আসীদেক এব। সোহকাময়ত, "স্যাং প্রজায়েয়" ইতি। সো হ শ্রাম্যৎ। স তপোহতপ্যত। তস্মাৎ শ্রান্তাত্তেপানাৎ ত্রয়ো লোকা অসৃজ্যন্ত—পৃথিবীমন্তরীক্ষং দ্যৌঃ। স ইমাংস্ত্রীন্ লোকান্ অভিততাপ। তেভ্যস্তপ্তেভ্য স্ত্রীণি জ্যোতিংষি অজায়ন্ত। অগ্নিঃ, সূর্য্যঃ, যোহয়ং পবতে (বায়ুঃ)। স ইমানি ত্রীণি জ্যোতিংষ্যভিততাপ। তেভ্যস্তপ্তেভ্যস্ত্রয়ো বেদা অজায়ন্ত। অগ্নেঃ ঋগ্‌বেদো, বায়ো র্যজুর্ব্বেদঃ, সূর্য্যাৎ সামবেদঃ। স ইমাংস্ত্রীন্ বেদানভিততাপ। তেভ্যস্তপ্তেভ্য স্ত্রীণি শুক্রাণ্যজায়ন্ত। ভূরিতি ঋগ্‌বেদাৎ, ভুবরিতি যজুর্ব্বেদাৎ, স্বরিতি সাম বেদাৎ। তদ্ ঋগ্ বেদেনৈব হোত্রমকুর্ব্বত, যজুর্ব্বেদেনাধ্বর্য্যবং, সামবেদে নোদ্গীথং। যদেব ত্রয্যৈ বিদ্যায়ৈ শুক্রং, তেন ব্রহ্মত্বমুচ্চক্রাম।

§ "সমুদ্রে ত্বা সদনে সাদয়ামি" (বাজসনেয়ী সংহিতা, ১৩।৫৩) ইতি। মনো বৈ সমুদ্রঃ। মনসো বৈ সমুদ্রাং বাচাভ্র্যা দেবাস্ত্রয়ীং বিদ্যাং নিরখনন্। তদেষ শ্লোকো ভ্যভ্যুক্তঃ—

যৎ সমুদ্রান্নিরখনন্ দেবাস্তীক্ষ্ণাভিরভ্রিভিঃ।
সুদেবো অদ্য তদ্ বিদ্যাৎ যত্র নির্ব্বপণং দধুঃ ॥ ইতি

পতির নিশ্বাস—ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ, ইতিহাস,পুরাণ,বিদ্যা। উপনিষদ, শ্লোক, সূত্র ও ব্যাখ্যান নামে বিভিন্নরূপে পরিণত হইয়াছে ‡।

বিষ্ণু ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে বেদের উৎপত্তি বিষয়ে পূর্ব্বোক্ত বৈদিক গ্রন্থ হইতে বিভিন্ন বিবরণ দৃষ্ট হয়। বিষ্ণু পুরাণে (১। ৫। ৫২-৫৫) লিখিত আছে প্রজাপতির (ব্রহ্মার) পূর্ব্ব মুখ হইতে ঋগ্‌বেদ,গায়ত্রী ছন্দ,ত্রিবৃৎ স্তোম রথন্তর সাম এবং অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ উৎপন্ন হয়। তাঁহার দক্ষিণ মুখ হইতে যজুর্ব্বেদ, ত্রিষ্টুভ্ ছন্দ, পঞ্চদশ স্তোম, বৃহৎ সাম, এবং উক্‌থ যজ্ঞ,—পশ্চিম মুখ হইতে সাম বেদ, জগতী ছন্দ, সপ্তদশ স্তোম, বৈরূপ সাম ও অতিরাত্র যজ্ঞ—উত্তর মুখ হইতে অথর্ব্ববেদ, অনুষ্টুভ্ ছন্দ, বৈরাজ সাম,একবিংশ স্তোম, ও আপ্তোর্য্যামান যজ্ঞ—সমুৎপাদিত হয়। মার্কণ্ডেয় পুরাণ (১০২ অধ্যায়)

মনঃ সমুদ্রো, বাক্ তীক্ষ্ণা অভ্রিঃ, ত্রয়ী বিদ্যা নির্ব্বপণং। এতদেষ শ্লোকো ভ্যুক্তঃ "মনসি তাং সাদয়তি।" (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৭।৫।২।৫২)

† অঙ্গানি চতুরো বেদা মীমাংসা ন্যায়বিস্তরঃ।
পুরাণং ধর্ম্মশাস্ত্রঞ্চ বিদ্যাহ্যেতা চতুর্দ্দশঃ॥
আয়ুর্ব্বেদো ধনুর্ব্বেদো গান্ধর্ব্বশ্চৈব তে ত্রয়ং।
অর্থশাস্ত্রং চতুর্থং তু বিদ্যা অষ্টাদশৈব তাঃ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

‡ স তয়া বাচা তেন আত্মনেদং সর্ব্বমসৃজত। যদিদং কিঞ্চ ঋচো যজূংষি সামানি ছন্দাংসি যজ্ঞান্ প্রজাঃ পশূন্।

ত্রয়ো বেদা এত এব। বাগেব ঋগ্‌বেদো, মনো যজুর্ব্বেদঃ, প্রাণাঃ সামবেদঃ।

স যথা আর্দ্রৈধাগ্নেরভ্যাহিতাৎ পৃথক্ ধূমা বিনিশ্চরন্তি, এবং বৈ অরে অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্,যদ্ ঋগ্‌বেদো যজুর্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ সূত্রাণ্যনুব্যাখ্যানানি। অস্যৈবৈতানি সর্ব্বানি নিশ্বসিতানি। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্)

বেদভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায় সায়নাচার্য্য তাঁহার রচিত প্রতি গ্রন্থের প্রারম্ভেই বেদ মহেশ্বরের নিশ্বাস বলিয়া মঙ্গলাচরণ করিয়াছেন।

যস্য নিশ্বসিতং বেদা, যো বেদেভ্যোঽখিলং জগৎ।
নির্ম্মমে, তমহং বন্দে বিদ্যাতীর্থং মহেশ্বরং॥

রচয়িতা আবার প্রত্যেক বেদের বর্ণ ও গুণ নির্দ্দেশ না করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে ঋগ্‌বেদ জবা পুষ্পের ন্যায় উজ্জ্বল রক্তবর্ণ ও রজোগুণ বিশিষ্ট, যজুর্ব্বেদ কাঞ্চন বর্ণ ও সত্ত্ব গুণ বিশিষ্ট, সামবেদ তমোগুণময়, এবং অথর্ব্ববেদ ভৃঙ্গাঞ্জনবৎ নিবিড় কৃষ্ণবর্ণ এবং তমঃসত্ত্ব এই উভয়গুণ-বিশিষ্ট। হরিবংশের এক স্থলে বেদচতুষ্টয় গায়ত্রী হইতে উদ্ভূত বলিয়া লিখিত আছে। অন্য এক স্থানে নির্দ্দিষ্ট আছে যে ব্রহ্মার চক্ষু হইতে ঋক্ ও যজুর্ব্বেদ, জিহ্বাগ্র হইতে সামবেদ, এবং মস্তক হইতে অথর্ব্ববেদ উৎপন্ন হয়।

এই সকল পরস্পর বিসদৃশ বেদোৎপত্তির বৈদিক ও পৌরাণিক নীরস বৃত্তান্ত গ্রন্থকারদিগের স্বকপোলকল্পিত সন্দেহ নাই। ভারতবর্ষীয় আর্য্য ঋষিগণের প্রণীত গ্রন্থাবলীতে উন্মার্গগামী কল্পনার অতিমাত্র প্রাধান্য প্রতি পদেই পরিলক্ষিত হয়। তাঁহারা যখনই কোন বিষয়ের মূল উৎপত্তিস্থান অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত তথ্য নির্ণয়ে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, যখনই তাঁহারা কোনবিষয়ের প্রাচীনত্ব প্রদর্শনে প্রয়াসী হইয়াছেন, তখনই তাঁহারা জগতের সৃজনকর্ত্তা ব্রহ্মাকে তাহার স্রষ্টা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বেদকে মানবীয় ভ্রম প্রমাদ রহিত অপৌরুষেয় গ্রন্থ বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই নিমিত্তই এক বাক্যে ঋষিগণ বেদ আদিদেব ব্রহ্মা হইতে উদ্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। কেবল বেদোৎপত্তির নিয়ম ও প্রকার সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে মত বৈষম্য দৃষ্ট হইতেছে।

বেদের বিভাগ।

বেদের ভাষ্যকার ও পুরাণপ্রণেতা ঋষিগণ একবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে সমগ্র বেদ কালক্রমে দুরধ্যেয় ও দুরায়ত্ত হইয়া উঠিলে, মহর্ষি বেদব্যাসের তত্ত্বাবধানে তাহা প্রথমত চারিভাগে বিভক্ত হয়*। যুগধর্ম্মানুসারে মনুষ্যবর্গের বল, বীর্য্য, তেজ, বুদ্ধিবৃত্তি ও স্মৃতিশক্তির ক্রমিক অবনতি হইতে লাগিল। বেদাধ্যয়নের ও অধ্যাপনার বহুবিস্তৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাহা নূতন নূতন কবির

---

*তত্রাদৌ ব্রহ্মপরম্পরয়া প্রাপ্তং বেদং বেদব্যাসো মন্দমতীন্ মনুষ্যান্ বিচিন্ত্য, তৎকৃপয়া চতুর্দ্ধা ব্যস্য, ঋগ্‌যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যাংশ্চতুরো বেদান্ পৈল-বৈশম্পায়ন-জৈমিনি-সুমন্তুভ্যঃ ক্রমাদুপদিদেশ। তে চ স্বশিষ্যেভ্যঃ। এবং পরম্পরয়া সহস্রশাখো বেদো জাতঃ। (শুক্লযজুঃসংহিতার ভাষ্যকার মহীধর।

রচনাধারা বর্দ্ধিতাবয়ব হইয়া উঠিল। যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ানুষ্ঠান বাহুল্য ও আড়ম্বর পূর্ণ হইয়া ঋত্বিক্‌বর্গের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ প্রবিষ্ট করিল। যাগযজ্ঞাদির উপ-যোগী ও অনুপযোগী অংশ গুলিকে পৃথক্ ভূত করিয়া সমগ্র বেদ বিভাগ করা প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। এইরূপে বিভিন্ন ঋত্বিক্‌গণের প্রয়োজনানুরূপ ঋক্, সাম, যজুঃ ও অথর্ব্ববেদ সঙ্কলিত হইল। প্রবাদ আছে যে পরাশর তনয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিয়া বেদব্যাস * আখ্যা লাভ করেন। তাঁহার শিষ্যবর্গ দ্বারা চারি বেদ আবার বহুতর শাখায় বিভক্ত হয়।

ব্রহ্মণা চোদিতো ব্যাসো বেদান্ ব্যস্তুং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদপারগান্ ॥৭
ঋগ্‌বেদশ্রাবকং পৈলং জগ্রাহ স মহামুনিঃ।
বৈশম্পায়ননামানং যজুর্ব্বেদস্য চাগ্রহীৎ ॥ ৮
জৈমিনিং সামবেদস্য, তথৈবাথর্ব্ববেদবিৎ।
সুমন্তুস্তস্য শিষ্যোঽভূৎ বেদব্যাসস্য ধীমতঃ ॥ ৯
রোমহর্ষণনামানং মহাবুদ্ধিং মহামুনিং।
সূতং জগ্রাহ শিষ্যং স ইতিহাস-পুরাণয়োঃ ॥ ১০
আধ্বর্য্যবং যজুর্ভিস্তু, ঋগ্‌ভির্হৌত্রং তথা মুনিঃ।
ঔদ্গাত্রং সামভিশ্চক্রে, ব্রহ্মত্বঞ্চাপ্যথর্ব্বভিঃ ॥১২

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৪ অধ্যায়)

যুগে যুগে মনুষ্যদিগের ক্রমিক অবনতি দৃষ্টি করিয়া, লোকহিতার্থী ভগবান্ নারায়ণ কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ব্যাসরূপে দ্বাপরযুগে অবনীমণ্ডলে অবতীর্ণ হইলেন। তিনি শত সহস্রশ্লোকাত্মক চতুষ্পাদবিশিষ্ট বেদকে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার আদেশ

বেদং তাবদেকং সন্তং অতিমহত্ত্বাৎ দুরধ্যেয়ং অনেকশাখাভেদেন সমাম্নাসিষুঃ। সুখগ্রহণায় ব্যাসেন সমাম্নাতবন্তঃ। একবিংশতিধা বাহ্বৃচ্যং একশতধাধ্বর্য্যবং, সহস্রধা সামবেদং, নবধা চ আথর্ব্বণং।

(নিরুক্তের ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য)

* বিব্যাস বেদান্ যস্মাৎ স, তস্মাদ্ ব্যাস ইতি স্মৃতঃ।
যো ব্যাস বেদাংশ্চতুর স্তপসা ভগবান্ ঋষিঃ।
লোকে ব্যাসত্বমাপেদে, কার্ষ্ণ্যাৎ কৃষ্ণত্বমেব চ ॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব)

ক্রমে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, স্বশিষ্য পৈলকে ঋগ্‌বেদ, জৈমিনিকে সামবেদ, বৈশম্পায়নকে যজুর্ব্বেদ এবং সুমন্তুকে অথর্ব্ববেদ শিক্ষা দেন। অনন্তর তিনি মহামতি রোমহর্ষণকে ইতিহাস ও পুরাণ * অধ্যয়ন করান।

বিষ্ণুপুরাণের ন্যায় বায়ু ও ভাগবত পুরাণ, এবং মহাভারতাদি গ্রন্থে পরাশর তনয় কৃষ্ণ দ্বৈপায়নই বেদের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। পৌরাণিক ঋষিগণ ব্যাস দেবকে বেদ, পুরাণ, উপপুরাণ ও মহাভারতের প্রণেতা বলিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। এসকল পরস্পর বিসদৃশ গ্রন্থ এক সময়ে, এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে বলিয়া যিনি বিশ্বাস করেন, সংসারে তাঁহার পক্ষে অসম্ভব ও অবিশ্বাস্য পদার্থ কিছুই নাই। বিভিন্ন রচনা ও ভাষা, মতভেদ ও পুনরুক্তি প্রভৃতি দৃষ্টে কোনও ক্রমে তাহাদিগকে এক লেখনীর মুখ বিনির্গত বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায় না। আমরা অতঃপর যথাস্থলে তাহা প্রদর্শন করিব।

---

* আর্ষ্যাদিবহুধাখ্যানং দেবর্ষিচরিতাশ্রয়ং।
ইতিহাসমিতি প্রোক্তং ভবিষ্যাদ্ভুতধর্ম্মযুক্‌॥
সর্গশ্চ প্রতিসর্গশ্চ বংশো মন্বন্তরাণি চ।
সর্ব্বেষ্বেতেষু কথ্যতে বংশানুচরিতঞ্চ যৎ॥
অষ্টাদশ পুরাণানি পুরাণজ্ঞাঃ প্রচক্ষতে ॥২১
ব্রাহ্মং পাদ্মং বৈষ্ণবঞ্চ শৈবং ভাগবতং তথা।
অথান্যং নারদীয়ঞ্চ, মার্কেণ্ডেয়ঞ্চ সপ্তমং।
আগ্নেয়মষ্টমঞ্চৈব, ভবিষ্যং নবমং তথা। ২২
দশমং ব্রাহ্মবৈবর্ত্তং লৈঙ্গমেকাদশং স্মৃতং।
বারাহং দ্বাদশঞ্চৈব, স্কান্দঞ্চাত্র ত্রয়োদশং। ২৩
চতুর্দ্দশং বামনঞ্চ, কৌর্ম্মং পঞ্চদশং স্মৃতং।
মাৎসঞ্চ গারুড়ঞ্চৈব ব্রহ্মাণ্ডঞ্চ ততঃ পরং ॥ ২৪

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩। ৬)

ব্যাসশিষ্য রোমহর্ষণের সুমতি, অগ্নিবর্চ্চা, মিত্রায়ু, শাংশপায়ন, কাশ্যপ ও সাবর্ণি নামেতে ছয় জন শিষ্য ছিল, তাঁহাদের দ্বারা পুরাণের সবিশেষ প্রচলন ও অঙ্গবিস্তৃতি সাধিত হয়।

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে ব্যাসের পূর্ব্বতন মহর্ষিগণ ক্রমে অষ্টাবিংশতি বার বেদের যে বিভাগ সম্পাদন করেন, তাহাই অবলম্বন পূর্ব্বক বেদব্যাস বেদকে চারি ভাগে বিভক্ত করেন। বায়ু পুরাণে লিখিত আছে যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার আদেশানুসারে মনু প্রথমত বেদকে যেরূপে বিভাগ করেন, ব্যাস তাহাই অবলম্বন পুরঃসর বেদ বিভাগ নিষ্পন্ন করেন। ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পৌরাণিক ঋষিগণ চারি বেদ ব্রহ্মার বিভিন্ন মুখ হইতে স্বতন্ত্র স্বতন্ত্ররূপে সমুৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ভাগবত পুরাণের একস্থলে (৯।১৪) লিখিত আছে যে ত্রেতা যুগে উর্ব্বশীর বিরহে কাতর ও খিদ্যমান রাজা পুরূরবার অন্তরে ত্রয়ীবিদ্যা আবির্ভূত হয়।

পুরূরবস এবাসীৎ ত্রয়ী ত্রেতামুখে নৃপ।

মহাভারতীয় শান্তি পর্ব্বেও ত্রেতাযুগে তিন বেদ সমুৎপন্ন হয় বলিয়া লিখিত আছে।

ততস্ত্রেতাযুগং নাম ত্রয়ী যত্র ভবিষ্যতি।

এই শান্তি পর্ব্বেই লিখিত আছে যে দুইজন অসুর ব্রহ্মাকে বেদ নির্ম্মাণ করিতে দেখিয়া, বলপূর্ব্বক তাহা গ্রহণ পুরঃসর পলায়ন করেন। তদনন্তর অসুরাপহৃত বেদ পুনরায় তাঁহার হস্তগত হইয়াছিল। বিষ্ণুপুরাণে (৩। ২। ৪৪) চারি যুগের অবসানে বেদ বিলোপের পর সপ্তর্ষিরা তাহা পুনর্ব্বার প্রবর্ত্তিত করিবেন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে।

চতুর্যুগান্তে বেদানাং জায়তে কিল বিপ্লবঃ।
প্রবর্ত্তয়ন্তি তানেত্য ভুবি সপ্তর্ষয়োঃ দিবঃ। ৪৪

বায়ু ও ভাগবত পুরাণ হইতে বেদ বিভাগের সুসদৃশ আখ্যায়িকার মূল পাঠকবর্গের গোচরার্থ এস্থলে প্রদত্ত হইল।

দ্বাপরে তু পুরাবৃত্তে মনোঃ স্বায়ম্ভুবেঽন্তরে।
ব্রহ্মা মনুমুবাচেদং " বেদং ব্যস্য মহামতে ॥
পরিবৃত্তং যুগং তাত! স্বল্পবীর্য্যাঃ দ্বিজাতয়ঃ।
সংবৃত্তাঃ যুগদোষেণ সর্ব্বঞ্চৈব যথাক্রমম্ ॥
ভ্রষ্টমানং যুগবশাদল্পশিষ্টং হি দৃশ্যতে।
দশসাহস্রভাগেন হ্যবশিষ্টঃ কৃতাদিদং ॥

বীর্য্যং তেজো বলং চাল্পং সর্ব্বং চৈব প্রণস্যতি।
বেদে, বেদা হি কার্য্যাঃ স্যু, র্মা ভূদ্ বেদবিনাশনং॥
বেদে নাশমনুপ্রাপ্তে. যজ্ঞো নাশং গমিষ্যতি।
যজ্ঞে নষ্টে দেবনাশ স্তথা সর্ব্বং প্রণশ্যতি॥
আদ্যো বেদাশ্চতুষ্পাদো শতসহস্রসম্মিতঃ।
পুনর্দশগুণঃ কৃৎস্নো যজ্ঞো বৈ সর্ব্বকামধুক্॥"
এবমুক্ত স্তথেত্যুক্ত্বা মনুর্লোকহিতে রতঃ।
বেদমেকং চতুষ্পাদং চতুর্ধা ব্যভজৎ প্রভুঃ॥
ব্রহ্মণো বচনাত্তাত! লোকানাং হিতকাম্যয়া॥
অস্মিন্ যুগে কৃতো ব্যাসঃ পারাশর্য্যঃ পরন্তপঃ।
দ্বৈপায়ন ইতি খ্যাতো বিষ্ণোরংশঃ প্রকীর্ত্তিতঃ॥
ব্রহ্মনা চোদিতঃ, সোঽস্মিন্ বেদং ব্যস্তং প্রচক্রমে।
অথ শিষ্যান্ স জগ্রাহ চতুরো বেদকারণাৎ॥
জৈমিনিঞ্চ সুমন্তঞ্চ বৈশম্পায়নমেব চ।
পৈলঃ তেষাং চতুর্থস্তু পঞ্চমং লোমহর্ষণং॥

(বায়ুপুরাণ, ষষ্টিতম অধ্যায়)

দ্বাপরে সমনুপ্রাপ্তে তৃতীয়যুগপর্য্যয়ে।
জাতঃ পরাশরাদ্ যোগী বাসব্যাং কলয়া হরেঃ॥ ১৪
স কদাচিৎ সরস্বত্যা উপস্পৃশ্য জলং শুচিঃ।
বিবিক্ত এক আসীনঃ উদিতে রবিমণ্ডলে॥ ১৫
পরাবরজ্ঞঃ স ঋষিঃ কালেনাব্যক্তরংহসা।
যুগধর্ম্ম-ব্যতিকরং প্রাপ্তং ভুবি যুগে যুগে॥ ১৬
ভৌতিকানাঞ্চ ভাবানাং শক্তিহ্রাসঞ্চ তৎকৃতং।
অশ্রদ্ধধানান্ নিঃস্তবান্ দুর্ম্মেধান্ হ্রসিতায়ুষঃ॥ ১৭
দুর্ভগাংস্ত জনান্ বীক্ষ্য মুনির্দিব্যেন চক্ষুষা।
সর্ব্ববর্ণাশ্রমানাং যদ্ দধ্যৌ হিতং অমোঘদৃক্॥ ১৮
চাতুর্হোত্রং কর্ম্ম শুদ্ধং প্রজানাং বীক্ষ্য বৈদিকং।
ব্যদধাৎ যজ্ঞসন্তত্যৈ বেদমেকং চতুর্ব্বিধং॥ ১৯

ঋগ্‌ যজুঃসামাথর্ব্বাখ্যা বেদাশ্চত্বার উদ্ধৃতাঃ।
ইতিহাস পুরাণঞ্চ পঞ্চমো বেদ উচ্যতে ।। ২০
তত্রর্গ্বেদধরঃ পৈলঃ, সামগো জৈমিনিঃ কবিঃ।
বৈশম্পায়ন এবৈকো নিষ্ণাতো যজুষাং উত ।। ২১
অথর্ব্বাঙ্গিরসামাসীঃ স্মমন্তু র্দারুণো মুনিঃ।
ইতিহাস-পুরাণানাং পিতা মে রোমহর্ষণঃ ।। ২২
তে এতে ঋষয়ো বেদং স্বং স্বং ব্যস্যন্ননেকধা।
শিষ্যৈঃ প্রশিষ্যৈ স্তচ্ছিষ্যৈ র্বেদাস্তে শাখিনোঽভবন্‌ ।। ২৩
তে এব বেদা দুর্মেধৈর্ধার্য্যন্তে পুরুষৈর্যথা।
এবং চকার ভগবান্‌ ব্যাসঃ কৃপণ-বৎসলঃ ।। ৩৩
স্ত্রীশূদ্রদ্বিজবন্ধূনাং ত্রয়ী ন শ্রুতিগোচরা।
কর্ম্মশ্রেয়সি মূঢ়ানাং শ্রেয় এব ভবেদিহ।
ইতি ভারতমাখ্যানং কৃপয়া মুনিনা কৃতং ।। ২৫

(ভাগবত পুরাণ, প্রথম স্কন্ধ, চতুর্থ অধ্যায়)

তেনাসৌ চতুরো বেদাংশ্চতুর্ভির্বদনৈর্বিভুঃ;
সব্যাহৃতিকান্‌ সোঙ্কারাংশ্চাতুর্হোত্রবিবক্ষয়া।
পুত্রানধ্যাপয়ৎ তাংস্তু ব্রহ্মর্ষীন্‌ ব্রহ্মকোবিদান্‌ ।। ৪৪
তে তু ধর্ম্মোপদেষ্টারঃ স্বপুত্রেভ্যঃ সমাদিশন্‌।
তে পরম্পরয়া প্রাপ্তা স্তত্তচ্ছিষ্যৈঃ ধৃতব্রতৈঃ ।। ৪৫
চতুর্যুগেষ্বথ ব্যস্তাঃ দ্বাপরাদৌ মহর্ষিভিঃ।
ক্ষীণায়ুষঃ ক্ষীণসত্ত্বান্‌ দুর্মেধান্‌ বীক্ষ্য কালতঃ ।। ৪৬
বেদান্‌ ব্রহ্মর্ষয়ো ব্যস্যন্‌ হৃদিস্থাচ্যুত-নোদিতাঃ।
অস্মিন্নপ্যন্তরে ব্রহ্মন্‌ ভগবান্‌ লোকভাবনঃ।
ব্রহ্মেশাদ্যৈ র্লোকপালৈ র্যাচিতো ধর্ম্মগুপ্তয়ে ।। ৪৭
পরাশরাচ্ছত্যবত্যাং অংশাংশকলয়া বিভুঃ।
অবতীর্ণো মহাভাগ, বেদং চক্রে চতুর্ব্বিধং ।। ৪৮
ঋগথর্ব্বযজুঃসাম্নাং রাশিনুদ্ধৃত্য বর্গশঃ।
চতস্রঃ সংহিতাশ্চক্রে মন্ত্রৈ, র্মণিগণা ইব ।। ৪৯

তাসাং স চতুরঃ শিষ্যান্ উপাহূয় মহামতিঃ।
একৈকাং সংহিতাং ব্রহ্মন্ একৈকস্মৈ দদৌ বিভুঃ॥ ৫০
পৈলায় সংহিতামাদ্যাং বহ্বৃচাখ্যমুবাচ হ।
বৈশম্পায়নসংজ্ঞায় নিগদাখ্যং যজুর্গণং॥ ৫১
সাম্নান্ জৈমিনয়ে প্রাহ তথা ছন্দোগসংহিতাং।
অথর্ব্বাঙ্গিরসীং নাম স্বশিষ্যায় সুমন্তবে॥ ৫২

(ভাগবত পুরাণ ১২। ৬। ৪৪-৫২)

ঋগ্‌বেদ জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন গ্রন্থ বলিয়া ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কি ভাষাতত্ত্ব, কি প্রত্নতত্ত্ব, কি ধর্ম্মতত্ত্ব, কি দেবতত্ত্ব, কি সমাজতত্ত্ব—সকলেরই আদিম প্রস্রবণ ঋগ্‌বেদ সংহিতা। তন্নিমিত্তই পৃথিবীস্থ পণ্ডিত সমাজে ঋক্ সংহিতার এত সমাদর ও সম্মাননা। এই নিমিত্তই পাশ্চাত্য বহুসংখ্যক পণ্ডিতবর্গ বেদাধ্যয়নে ও দেবভাষা সংস্কৃতের আলোচনাতে স্ব স্ব জীবন অতিবাহিত করিয়া নিরুপম সুখ ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ অনুভব করিতেছেন।

সামবেদ সংহিতা কতগুলি বৈদিক গীতিকার একত্র সংগ্রহ গ্রন্থ মাত্র। ইহার অধিকাংশই ঋক্‌বেদের অপেক্ষাকৃত প্রাচীনতর অষ্টম ও নবম মণ্ডল হইতে গৃহীত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। এমন কি ইহার অষ্টসপ্ততি সংখ্যক সামমন্ত্র ভিন্ন সমস্তই ঋক্‌সংহিতায় রূপান্তরিত ভাবে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। লিপি প্রণালী অপ্রচলিত থাকায় মুখে মুখে বেদ শিক্ষা ও বেদ অধ্যয়নের দরুণ ঋক্ ও সাম সংহিতার মধ্যে কালক্রমে বিলক্ষণ পার্থক্য জন্মিয়াছে। কেহ কেহ এই বিভিন্নতা ঋক্‌বেদের শাখা-ভেদ-জনিত প্রভেদ বলিয়া অনুমান করেন। একটি সাম কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে গীত ও উচ্চারিত হইতে পারে, তাহার সংখ্যা করা অসম্ভব। সামবেদীয় ছন্দ ও উত্তর আর্চ্চিক দ্বয়ে ঋক্‌বেদীয় ঋক্ সমূহ সাম বেদীয় উচ্চারণ সহ প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের উপযোগী ঋক্‌গুলিকে ঋগ্‌বেদের বিভিন্ন স্থল হইতে সংগৃহীত করিয়া সামরূপে পরিণত করা হইয়াছে। তন্নিমিত্ত অনেক স্থলেই তাহাদের পূর্ব্বতন পরস্পর সম্পর্কের ব্যতিক্রম সংঘটিত হইয়াছে। এই দুইটী আর্চ্চিক ভিন্ন সামবেদের চারিটি গান গ্রন্থ আছে। তাহাতে ঋগ্‌বেদীয় ঋক্‌গুলি

পুনরুক্ত, দীর্ঘীকৃত বা গায়কের বিশ্রামার্থ নববর্ণ সংযোজিত হইয়া সম্পূর্ণরূপে বিকৃত ও পরিবর্ত্তিত হওয়াতে রূপান্তর পরিগ্রহ করিয়াছে। গ্রামগেয় ও আরণ্যক গানে ছন্দাচ্চিকের সাম ক্রম, এবং উহ ও উহ্য গানে উত্তরার্চ্চিকের সাম প্রণালী অবলম্বিত হইয়াছে। যে সকল গান উদ্গাতা পুরোহিতগণ কোলাহল ময় গ্রামে ও নিৰ্জ্জন নিবিড় অরণ্যে গান করিতেন, তাহারাই যথাক্রমে গ্রামগেয় ও আরণ্যক গান নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

ঋগ্বেদীয় ও সাম বেদোক্ত সোমযাগ ভিন্ন অপরাপর নানা যাগযজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়াকলাপের বিবরণ প্রণালীবদ্ধরূপে যজুর্ব্বেদে * সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। যজুর্ব্বেদ সংহিতায়ই সর্ব্বপ্রথম গদ্য প্রয়োজিত দৃষ্ট হয়। যজুর্ব্বেদ শুক্ল ও কৃষ্ণ এই দুই প্রধান ভাগে বিভক্ত। এই উভয় ভাগের বিষয়ীভূত পদার্থ প্রায় একবিধ হইলেও তাহার সংগ্রহ ও সন্নিবেশ প্রণালী নিতান্ত বিসদৃশ। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠানের প্রয়োগোপযোগী মন্ত্র, মন্ত্রের যথাযথ ব্যাখ্যান, মন্ত্রের উপযোগী ক্রিয়াকলাপ ও তদুৎপত্তি সম্বন্ধীয় নানাবিধ আখ্যায়িকা উত্তরোত্তর একত্র সন্নিবিষ্ট হইয়া, সংহিতা ও ব্রাহ্মণের পরস্পর পার্থক্য বিলুপ্ত করিয়াছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদে যাগাদি অনুষ্ঠানে প্রযোজ্য মন্ত্রগুলি সংহিতাকারে, এবং সেই মন্ত্রগুলির ব্যাখ্যানাদি ভিন্নরূপে ব্রাহ্মণাকারে পরিণত হইয়াছে। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদে সংহিতা ও ব্রাহ্মণ পরস্পর সংমিশ্রিত হইয়া, ব্রাহ্মণাংশকে সংহিতার পরিশিষ্টরূপে পরিণত করিয়াছে। ঋক্ ও সাম বেদের ন্যায় শুক্ল যজুঃ সংহিতায় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সুপ্রণালী বদ্ধভাবে পৃথক্ পৃথক্ সন্নিবিষ্ট হইয়া, কৃষ্ণযজুঃ সংহিতা অপেক্ষা তাহার আধুনিকত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের একত্র সংমিশ্রণ হেতু কৃষ্ণযজুঃ সংহিতা দুর্ব্বোধ হইয়া উঠিয়াছে, মন্ত্র ও ব্রাহ্মণের অমিশ্রণ হেতু শুক্ল যজুঃ সংহিতার সুবোধতা পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। হোতা ও

---

* যাজনিক কর্ম্মের উপযোগী যজুর্ম্মন্ত্র বাহুল্যরূপে ইহাতে সন্নিবিষ্ট থাকায় ইহার নাম যজুর্ব্বেদ।

যচ্ছিষ্টঞ্চ যজুর্ব্বেদে, তেন যজ্ঞমযুঞ্জত।
যাজনাদ্ধি যজুর্ব্বেদ, ইতি শাস্ত্রস্য নির্ণয়ঃ। (বায়ুপুরাণ)

অধ্বর্য্যুর কর্ত্তব্য কার্য্য কৃষ্ণযজুঃ সংহিতায় একত্র সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে, এমন কি তাহাতে হোতার অনুষ্ঠেয় কর্ম্মের প্রতি সবিশেষ অভিনিবেশ প্রদত্ত হইয়াছে। শুক্ল যজুঃ সংহিতায় আদ্যন্ত অধ্বর্য্যুর করণীয় কর্ম্ম সূক্ষ্মানুসূক্ষ্ম ভাবে লিপিবদ্ধ থাকিয়া হোতৃকার্য্যের বিরল উল্লেখ সংঘটিত করিয়াছে। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় সংহিতা তৈত্তিরীয় সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ *। শুক্লযজুঃ সংহিতা বাজসনেয়ী সংহিতা নামে প্রসিদ্ধ। ইহার ভাষ্যকার মহীধর স্বীয় ভাষ্যে বলেন যে বাজসনী পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য এই সংহিতার প্রণেতা ছিলেন বলিয়া ইহার নাম বাজসনেয়। বিষ্ণুপুরাণের মতে সূর্য্যদেব বাজীর (অশ্বের) আকার ধারণ পুরঃসর যাজ্ঞবল্ক্যকে এই সংহিতার বিষয় আনুপূর্ব্বিক উপদেশ প্রদান করেন বলিয়া, এই সংহিতা বাজসনেয় নামে আখ্যাত হইয়াছে। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন যে এই সংহিতোক্ত যজ্ঞরূপ বাজের (অন্নের) প্রয়োগ পূর্ব্বক যাজ্ঞিক দেবতাগণের প্রীতি বিধান করেন বলিয়া, এই সংহিতার এবংবিধ নাম করণ হইয়াছে।

আমরা নিম্নে শুক্লযজুর্ব্বেদের উৎপত্তির পৌরাণিক আখ্যায়িকামূলক বিবরণ প্রদান করিলাম। বেদের উৎপত্তি, সংগ্রহ ও সংযোজন সম্বন্ধে যদিও ইহা প্রামাণিক বলিয়া পরিগণিত হইবে না, তথাপি কিরূপে পুরাণ প্রণেতা ঋষিগণের সময়ে ভারতীয় আর্য্য সমাজে বেদসম্বন্ধিনী প্রকৃত তথ্য কাল্পনিক আখ্যায়িকাবলীতে আবৃত ছিল, কি ভাবে কল্পনার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক তাঁহাদের চিন্তা প্রণালী সত্য নির্দ্ধারণে প্রধাবিত না হইয়া অজ্ঞ লোকের হৃদয় রঞ্জনের চেষ্টা পাইত,—তাহা ইহা হইতে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় সংহিতা ও ব্রাহ্মণ এই উভয়ই মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য কর্ত্তৃক বিরচিত হইয়াছে বলিয়া জনশ্রুতি আবহমান কাল যাবৎ প্রচলিত আছে।

যাজ্ঞবল্ক্যস্তু তস্যাভূদ্ ব্রহ্মরাত-সুতো দ্বিজ।
শিষ্যঃ পরমধর্ম্মজ্ঞো গুরুবৃত্তিপরঃ সদা ।। ২

* যজূংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজাঃ।
জগৃহু স্তিত্তিরী ভূত্বা, তৈত্তিরীয়াস্তু তে ততঃ ।। ১২
(বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৫)

"ঋষি র্যোহদ্য মহামেরুং সমাজে নাগমিষ্যতি।
তস্য বৈ সপ্তরাত্রং তু ব্রহ্মহত্যা ভবিষ্যতি ॥"৩
পূর্ব্বমেব মুনিগণৈঃ সময়োহভূৎ কৃতো দ্বিজ।
বৈশম্পায়ন একস্তু তং ব্যতিক্রান্তবাংস্তদা ॥ ৪
স্বস্রিয়ং বালকং সোহথ পদা পৃষ্টমঘাতয়ৎ।
শিষ্যমাহ স, "ভো শিষ্যা ব্রহ্মহত্যাপহং ব্রতং।
চরধ্বং মৎকৃতে সর্ব্বে, ন বিচার্য্যং ইদং তথা" ॥
অথাহ যাজ্ঞবল্ক্যস্তং, "কিমেভি র্ভগবন্ দ্বিজৈঃ।
ক্লেশিতৈরল্পতেজোভি র্চরিষ্যেহহং ইদং ব্রতং"।
ততঃ ক্রুদ্ধো গুরুঃ প্রাহ যাজ্ঞবল্ক্যং মহামতিঃ।
"মুচ্যতাং যৎ ত্বয়াধীতং মত্তো বিপ্রাবমন্যক ॥
নিস্তেজসো বদস্যেতান্ যস্ত্বং ব্রাহ্মণপুঙ্গবান্।
তেন শিষ্যেন নার্থোহস্তি মমাজ্ঞাভঙ্গকারিণা" ॥
যাজ্ঞবল্ক্য স্ততঃ প্রাহ, "ভক্ত্যৈ তত্তে ময়োদিতং।
মমাপ্যলং ত্বয়াধীতং যদ্ ময়া তদিদং দ্বিজ" ॥
ইত্যুক্তা রুধিরাক্তানি সরূপাণি যজূংষি সঃ।
ছর্দ্দয়িত্বা দদৌ তস্মৈ, যযৌ চ স্বেচ্ছয়া মুনিঃ ॥
যজূংষ্যথ বিসৃষ্টানি যাজ্ঞবল্ক্যেন বৈ দ্বিজ।
জগৃহু স্তিত্তিরী ভূত্বা তৈত্তিরীয়াস্তু তে ততঃ।
ব্রহ্মহত্যাব্রতং চীর্ণং গুরুণা চোদিতৈস্তু যৈঃ।
চকারাধ্বর্য্যব স্তে তু চরণাদ্ মুনিসত্তমাঃ ॥
যাজ্ঞবল্ক্যোহথ মৈত্রেয় প্রাণায়ামপরায়ণঃ।
তুষ্টাব প্রযতঃ সূর্য্যং যজূংষ্যভিলষং স্ততঃ ॥
ইত্যেবমাদিভি স্তেন স্তূয়মানঃ স্তবৈঃ রবিঃ।
বাজিরূপধরঃ প্রাহ "বৃয়তামিতি বাঞ্ছিতং" ॥
যাজ্ঞবল্ক্য স্তদা প্রাহ প্রণিপত্য দিবাকরং।
"যজূংষি তানি মে দেহি যানি সন্তি ন মে গুরৌ" ॥

এবমুক্তো দদৌ তস্মৈ যজূংষি ভগবান্ রবিঃ।
অযাতযামসংজ্ঞানি যানি বেত্তি ন তদ্‌গুরুঃ ।।
যজূংষি যৈরধীতানি তানি বিপ্রৈ র্দ্বিজোত্তম।
বাজিন স্তে সমাখ্যাতাঃ সূর্য্যোঽশ্বঃ সোঽভবদ্ যতঃ ।। *

(বিষ্ণুপুরাণ ৩।৫ অ)

* বিষ্ণুপুরাণের পূর্ব্বোক্ত শুক্ল-কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের ভেদ বিবরণ বায়ুপুরাণে ও দৃষ্ট হয়।

কার্য্যমাসীদ্ ঋষিণাঞ্চ কিঞ্চিদ্ ব্রাহ্মণসত্তমাঃ।
মেরুপৃষ্ঠং সমাসাদ্য তৈস্তদাস্তিতি মন্ত্রিতং।।
"যো নোঽত্র সপ্তরাত্রেণ নাগচ্ছেৎ দ্বিজসত্তমাঃ।
স কুর্য্যাদ্ ব্রহ্মহত্যাং বৈ সময়ো নঃ প্রকীর্ত্তিতঃ"।
তত স্তে সগুণাঃ সর্ব্বে বৈশম্পায়নবর্জ্জিতাঃ।
প্রযযুঃ সপ্তরাত্রেণ যত্র সন্ধিঃ কৃতোঽভবৎ।।
ব্রাহ্মণানাংতু বচনাদ্ ব্রহ্মহত্যাং চকার সঃ।
শিষ্যানথ সমানীয় স বৈশম্পায়নোঽব্রবীৎ।
"ব্রহ্মহত্যাং চরধ্বং বৈ মৎকৃতে দ্বিজসত্তমঃ।
সর্ব্বে যূয়ং সমাগম্য ব্রূত মে তদ্ধিতং বচঃ"॥
যাজ্ঞবল্ক্য উবাচ—"অহমেব চরিষ্যামি, তিষ্ঠন্তু মুনয়স্ত্বিমে।
বালং চোথাপরিষ্যামি তপসা স্বেন ভাবিতঃ"।।
এবমুক্ত স্ততঃ ক্রুদ্ধো যাজ্ঞবল্ক্যমথাব্রবীৎ।
আচার্য্যো, "যত্ত্বয়াধীতং সর্ব্বং প্রত্যর্পয়স্ব মে"।।
এবমুক্তঃ সরূপাণি যজূংষি প্রদদৌ গুরোঃ।
রুধিরেণ তথাক্তানি ছর্দ্দিত্বা ব্রহ্মবিত্তমঃ।।
ততঃ স ধ্যানমাস্থায় সূর্য্যমারাধয়দ্ দ্বিজঃ।
"সূর্য্য! ব্রহ্ম যদুচ্ছিন্নং খং গত্বা প্রতিতিষ্ঠতি।।"
ততো যানি গতানূর্দ্ধং যজূংষ্যাদিত্যমণ্ডলং।
তানি তস্মৈ দদৌ তুষ্টঃ সূর্য্যো বৈ ব্রাহ্মরাতয়ে।।

ব্রহ্মরাত পুত্র যাজ্ঞবল্ক্য মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্য ছিলেন। যাজ্ঞবল্ক্য পরম ধার্ম্মিক ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা গুরুর প্রিয়কার্য্য অনুষ্ঠানে গুরুদেবকে তুষ্ট রাখিতেন। ইতিপূর্ব্বে কোন সময়ে মুনিগণ এই নিয়ম নির্দ্ধারিত করেন যে, যিনি নির্দ্দিষ্ট দিবসে মহামেরুর শিখরোপরি সমবেত মুনি সমাজে আগমন না করিবেন, তিনি সপ্তরাত্র পর্য্যন্ত ব্রহ্মহত্যা পাপে সংলিপ্ত থাকিবেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে কোন কারণ বশতঃ বৈশম্পায়ন মুনিসমাজে উপস্থিত হইতে না পারায়, পদাঘাতে স্বীয় ভগিনী পুত্রের বধ সাধন পূর্ব্বক ব্রহ্মহত্যা পাপে লিপ্ত হইলেন। তিনি শিষ্যগণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,"প্রিয় শিষ্যগণ! তোমরা অবিলম্বে ও অসঙ্কুচিতচিত্তে মৎকৃত ব্রহ্মহত্যা পাপের উপশমনার্থ যথোচিত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান কর।" তদনন্তর গুরুর প্রিয়চিকীর্ষু যাজ্ঞবল্ক্য গুরুর প্রীতি সাধনার্থ কহিলেন, "ভগবন্! এই সকল স্বল্পতেজা ব্রাহ্মণগণকে প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান জনিত ক্লেশ দিবার প্রয়োজন কি? আমি স্বয়ংই গুরুর অনুমতি হইলে প্রায়শ্চিত্তরূপ ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে পারি" ইহা শ্রবণান্তর বৈশম্পায়ন ক্রুদ্ধ হইয়া যাজ্ঞবল্ক্যকে কহিলেন। "যেহেতু তুমি আমার ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠ শিষ্যবর্গকে অল্পতেজা বলিয়া অপমান করিলে, সেই নিমিত্ত, হে বিপ্রাপমানকারিন্! আমার নিকট হইতে তুমি যজুর্ব্বেদের যাহা অধ্যয়ন করিয়াছ, তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ কর। তোমার ন্যায় অবাধ্য ও অবিনীত শিষ্যের আমার কোনও প্রয়োজন নাই।" যাজ্ঞবল্ক্য তৎশ্রবণে কহিলেন, "গুরো! আপনার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি ছিল বলিয়াই আমি পূর্ব্বোক্ত বাক্য আপনার অপরাপর শিষ্যবর্গের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিলাম। আপনার নিকট যাহা শিক্ষা করিয়াছি, তাহা গ্রহণ করুন। তদ্দ্বারা আমার কোনও প্রয়োজন নাই"। ইহা বলিয়া যাজ্ঞবল্ক্য রুধিরাক্ত আকারবিশিষ্ট যজুর্মন্ত্র বমন পূর্ব্বক গুরুকে প্রদান করিলেন। তদনন্তর তথা হইতে স্বেচ্ছানুসারে প্রস্থান করিলেন।

অশ্বরূপশ্চ মার্ত্তণ্ডো যাজ্ঞবল্ক্যায় ধীমতে।
যজূংষ্যধীয়তে যানি ব্রাহ্মণা যেন কেনচিৎ॥
অশ্বরূপাণি দত্তানি ততস্তে বাজিনোঽভবৎ॥
ব্রহ্মহত্যা তু বৈ চীর্ণা, চরণাৎ চরকাঃ স্মৃতাঃ।
বৈশম্পায়নশিষ্যাস্তে চরকাঃ সমুদাহৃতাঃ॥

যাজ্ঞবল্ক্য কর্তৃক উদ্বান্ত যজুঃ সকল মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ তিত্তিরী পক্ষীর আকার ধারণ পূর্ব্বক গ্রহণ করিয়া তৈত্তিরীয় নামে খ্যাতি লাভ করিলেন। গুরুর নিয়োগানুসারে তাঁহারা যথোচিত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করিয়া মহর্ষি বৈশম্পায়নকে ব্রহ্মহত্যারূপ মহাপাতক হইতে মুক্ত করিলেন। এই জন্য মহর্ষি বৈশম্পায়নের শিষ্যগণ চরকাধ্বর্য্যু নামে প্রসিদ্ধ হইলেন।

গুরুগৃহ হইতে প্রস্থানের পর যাজ্ঞবল্ক্য যজুঃ প্রাপ্তির আশয়ে একাগ্রচিত্তে প্রাণায়াম পরায়ণ হইয়া সূর্য্যদেবের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের স্তবে পরিতুষ্ট হইয়া, সূর্য্যদেব অশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং কহিলেন "বৎস, বাঞ্ছিত বর প্রার্থনা কর"। মহর্ষি বাজ্ঞবল্ক্য প্রণিপাত পুরঃসর ভগবান্ সূর্য্যের নিকট কৃতাঞ্জলি পুটে নিবেদন করিলেন, "ভগবন্! আমার গুরু (বৈশম্পায়ন) যে সকল যজুর্মন্ত্র বিষয়ে অনভিজ্ঞ, তাহা আমাকে প্রদান পূর্ব্বক অনুগৃহীত করুন।" সূর্য্যদেব তদনন্তর তাঁহাকে অযাতযাম নামে যজুর্মন্ত্র সকল প্রদান করিলেন। অশ্বরূপধারী সূর্য্য তাহা মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যকে প্রদান করেন বলিয়া, ঐ সকল যজুর্মন্ত্র-অধ্যয়নশীল ব্রাহ্মণগণ বাজী নামে প্রসিদ্ধ হন। যাজ্ঞবল্ক্য তাহা স্বশিষ্যবর্গকে শিক্ষা দান করিয়া শুক্ল যজুর্ব্বেদের প্রতিষ্ঠা করিলেন। শুক্লযজুর্ব্বেদের ভাষ্যকার মহীধরও পুরাণোল্লিখিত পূর্ব্বোক্ত উপাখ্যান সত্য বলিয়া স্বীয় ভাষ্যের প্রারম্ভে নির্দ্দেশ করিয়াছেন *।

শুক্ল (বিশুদ্ধ) অর্থাৎ কৃষ্ণযজুঃ সংহিতার ন্যায় ব্রাহ্মণের সহিত সংমিশ্রিত যজুর্মন্ত্র* ইহাতে নাই বলিয়া ইহার শুক্লযজুর্ব্বেদ নামকরণ হয়। রামকৃষ্ণ স্বরচিত "সংস্কার গণপতি" নামক গ্রন্থে বিদ্যারণ্যস্বামীর (মাধবাচার্য্যের) মত অবলম্বন পূর্ব্বক লিখিয়াছেন যে কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের মধ্যে কোন স্থলে অধ্বর্য্যুর কর্ত্তব্য ক্রিয়াকলাপ, কোন স্থলে হোতৃ পুরোহিতের করণীয় অনুষ্ঠান ইতঃস্তত: অসংবদ্ধ ভাবে বিক্ষিপ্ত আছে বিধায় কৃষ্ণযজুর্ব্বেদাধ্যায়ীর বুদ্ধি

---

*কাত্যায়নের অনুক্রমণীতে ও শতপথ ব্রাহ্মণের শেষভাগে ইহার পরিপোষক বাক্য দৃষ্ট হয়।

'শুক্লযজূংষি ভগবান্ যাজ্ঞবল্ক্যো যতঃ প্রাপ,তং বিবস্বন্তং'। (কাত্যায়ন)

আদিত্যানি ইমানি শুক্লানি যজূংষি বাজসনেয়েন যাজ্ঞবল্ক্যেন আখ্যায়ন্তে।

মালিন্য ঘটিয়া থাকে। এতন্নিবন্ধনই ইহার নাম কৃষ্ণযজুর্ব্বেদ হইয়াছে। * শুক্লযজুর্ব্বেদে অধ্বর্য্যু শব্দ শুক্ল যজুর্ব্বেদাধ্যায়ী পুরোহিত মাত্রকেই কেবল বুঝায়। ইহাতে কৃষ্ণযজুর্বেদাধ্যায়ীগণকে চরকাধ্বর্য্যু নামে অভিহিত করিয়া তাহাদিগের প্রতি দ্বেষমূলক নানাবিধ কটূক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে। শুক্ল যজুর্ব্বেদী বাজসনেয়ী সংহিতার ত্রিংশৎকাণ্ডে চিরকাধ্বর্য্যুকে দুষ্কৃত (পাপ) সন্নিধানে বলিরূপে উৎসর্গ করার বিধি রহিয়াছে। "দুষ্কৃতায় চরকাধ্বর্য্যুং।"

এই পরস্পর বিরোধ যে কেবল যজুর্ব্বেদেই আবদ্ধ ছিল তাহা নহে। একশাখাধ্যায়ী সেই বেদেরই অপর শাখাধ্যায়ীকে, একবেদী অপর বেদীকে ঈর্ষ্যাকষায়িত লোচনে পরস্পর নিরীক্ষণ করিতেন, সর্ব্বদা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ প্রদর্শন করিতেন, এমন কি অতি কঠোর বাক্যবাণ প্রয়োগ করিতেও ত্রুটি করিতেন না। অথর্ব্ব পরিশিষ্টে অন্যান্য বেদের নিন্দাপুরঃসর অথর্ব্ব বেদের প্রাধান্য প্রখ্যাপিত হইয়াছে। এমন কি অথর্ব্ববেদের জলদ এবং মৌদ শাখার সবিশেষ নিন্দাবাদও তাহাতে দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের অষ্টম অধ্যায়ে লিখিত আছে যে যজুর্ব্বেদ অন্যান্য সকল বেদের শ্রেষ্ঠ ও শীর্ষস্থানীয়। যজুর্ব্বেদ পুরুষের মস্তক, ঋগ্‌বেদ তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্ব, সামবেদ তাঁহার বাম পার্শ্ব, উপনিষদ্ (আদেশ) তাঁহার প্রাণ-বায়ু, এবং অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদ তাঁহার পুচ্ছ স্থানীয়। এতদ্দ্বারা অথর্ব্ববেদের অন্যান্য বেদ হইতে নিকৃষ্টতা সবিশেষ রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু অথর্ব্ববেদে (১০।৭।২০) তাহার উৎকর্ষতা প্রখ্যাপিত হইয়াছে।

যস্মাদ্ ঋচোঽপাতক্ষন্, যজু র্যস্মাদপাকষন্।
সামানি যস্য লোমানি, অথর্ব্বাঙ্গিরসো মুখং:
স্কম্ভং তং ব্রূহি কতম! স্বিদেব সঃ।।

---

* দ্বিবেদগঙ্গ বলেন—শুক্লানি শুদ্ধানি যদ্বা ব্রাহ্মণেন অমিশ্রিতানি মন্ত্রাত্মানি যজূংষি। অস্মিন্ সন্তি।।

বিদ্যারণ্যশ্রীপাদৈ র্ব্যাখ্যাতত্বেন আধ্বর্য্যবং কচিদ্, হৌত্রং কচিদ্, ইত্যব্যবস্থয়া বুদ্ধিমালিন্যহেতুত্বাৎ তদ্‌যজুঃ কৃষ্ণমীর্য্যতে। (রামকৃষ্ণের সংস্কার গণপতি)

সেই বিশ্বাধার স্কম্ভ কে ? যাহা হইতে ঋক্ ও যজুঃ মন্ত্র উৎপন্ন হইয়াছে। সামবেদ তাঁহার লোম মাত্র। অথর্ব্ববেদ তাঁহার মুখ।

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, ধর্ম্মশাস্ত্র ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থে এবংবিধ ঘোরতর সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ সূচক বচনাদির বাহুল্য দৃষ্টে, তদানীন্তন ভারতীয় আর্য্য সমাজের সর্ব্বত্র সম্প্রদায়গত বিরোধ ও অশান্তি বিরাজিত থাকা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়।

অথর্ব্ববেদের চতুর্থবেদরূপে পরিণতি শতপথ ব্রাহ্মণাদি বিরচনের উত্তরকালে সংঘটিত হইয়া থাকিলেও, ভিন্ন ভিন্ন কিয়ৎপরিমিত অথর্ব্বণ শ্লোক অতি প্রাচীনকাল হইতেই আর্য্যসমাজে প্রচলিত ছিল। কালক্রমে অথর্ব্ববিৎ ঋষিগণকর্ত্তৃক শিষ্যপরম্পরায় ইহার কলেবর অন্যান্য বেদের ন্যায় ক্রমশঃ বর্দ্ধিত ও বিস্তারিত হইতে থাকে। অনন্তর ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থলে ঋষিগণকর্ত্তৃক প্রচারিত অথর্ব্বণ মন্ত্রগুলি একত্র সংগৃহীত ও সংকলিত হইয়া, হিন্দুগণের পরম পূজনীয় ও বহু সম্মানার্হ অপৌরুষেয় বেদের অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়া উঠে। বহুতর বাদ বিসংবাদের পর অথর্ব্বসংহিতা পবিত্রতম বেদবিদ্যার অঙ্গরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ঋক্, যজুঃ ও সামসংহিতা ভারতীয় আর্য্যঋষিদিগের প্রভুত্বমূলক পুরুষানুক্রমিক সম্পত্তি। এই বেদত্রয়ে নীচ জাতীয় অনার্য্য লোকদিগের আচার ব্যবহারাদি কোনও ক্রমে সন্নিবিষ্ট হইতে পারে নাই। অথর্ব্ব সংহিতায় নিম্নশ্রেণীর অনার্য্যগণের আচরিত নানাবিধ রীতি নীতি আচারাদি অনুপ্রবিষ্ট হইয়া, তাহাকে ভারতবর্ষীয় জনসাধারণের বহুমূল্য সম্পত্তিরূপে পরিণত করিয়াছে। এমন কি যাহা বৈদিক সংহিতার কুত্রাপি দৃষ্টিগোচর হয় না, ঈদৃশ বহুতর সাধারণের ব্যবহার্য্য প্রাচীনতম প্রাকৃত কথা অথর্ব্বসংহিতায় পাওয়া যায়।

অথর্ব্বাঙ্গিরসের গীতিকা সকল অতি প্রাচীনকাল হইতেই বোধ হয় যজ্ঞীয় নানাবিধ বিঘ্ন নিরাকরণ ও উৎপাতাদি শান্তির জন্য যাগযজ্ঞাদিতে প্রযুক্ত হইত। প্রত্যেক দেশীয় লোকসমাজেই কিছু না কিছু কুসংস্কার প্রচলিত আছে। কোন জাতীয় সমগ্র লোকই কুসংস্কারাপন্ন নহেন বলিয়া অভিমান প্রদর্শন বা শ্রেষ্ঠত্ব খ্যাপন করিতে পারেন না। প্রাচীন আর্য্যগণ যজ্ঞকালীন দৈবী ও লৌকিক উৎপাত দূরীকরণার্থ নানা উপায় অবলম্বন করিতেন। এক-

বার অথর্ব্ব মন্ত্রে বিশ্বাস হইলে তাহার কার্য্যকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া, অথর্ব্বন শ্লোক পাঠে বা শ্লোকোক্ত উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক অভীষ্ট দেবতার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত যাগযজ্ঞাদি বৈদিককালের আর্য্যগণ নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তির চেষ্টা করিবেন, ইহা বিস্ময়কর নহে *। ঋক্ বেদের ন্যায় অথর্ব্ববেদও প্রাচীন আর্য্য হিন্দু-

---

* *Trayi Vidya* (the three-fold knowledge), is constantly used in the *Brahmanas* with regard to their sacred literature. This, however, proves by no means that at the time when the *Brahmanas* were composed the songs of the *Atharvangiras'* did not yet exist. It only shows that originally they formed no part of the sacred literature of the *Brahmanas*. Their very titles (the *Atharvangiras'* or the *Atharvans*) show that these songs must have been of ancient date, and must have had a long life in the oral tradition of India....The songs probably formed an additional part of the sacrifice from a very early time. They were chiefly intended to counteract the influence of any untoward event that might happen during the sacrifice. They also contained imprecations and blessings, and various formulas, such as popular superstition would be sure to sanction at all times and in all countries. If once sanctioned, however, these magic verses would soon grow in importance, nay, the knowledge of all the other *Vedas* would necessarily become useless without the power of remedying accident, such as could hardly be avoided in so complicated a ceremonial as that of the *Brahmanas*. As that power was believed to reside in the songs of the *Atharvangiras*, a knowledge of these songs became necessarily an essential part of the theological learning of ancient India. According to the original distribution of the sacrificial offices among the four classes of priests, the supervision of the whole sacrifice, and the remedying of any mistake that might have happened, belonged to the *Brahman*. He had to know the three *Vedas*, to follow in his mind the whole sacrifice, and to advise the other priests on all doubtful points. If it was the office of the *Brahman* to remedy mistakes in the performance of the sacrifice, and if for that purpose, the formulas of the *Atharvangiras'* were considered of special efficacy, it follows that it was chiefly the *Brahman* who had to acquire a knowledge of these formulas....Because a knowledge of songs of *Atharvangiras*, was most important to the *Brahman* or *Purohita* (the hereditary family-priest), these songs themselves, when once

গণের নানা বিষয়িণী ইতিহাস শিক্ষা দেয়। সাম ও যজুর্ব্বেদের প্রত্যেক মন্ত্র যেমন কোন না কোন যজ্ঞানুষ্ঠানে বিনিয়োজিত হইয়া থাকে, অথর্ব্ববেদ সেরূপ নয়। প্রকৃতির বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তিতে ভীত হইয়া, আর্য্যগণ নানা আপদ নিবারণার্থ যে সকল মন্ত্র তন্ত্র রচনা করিয়াছেন অথর্ব্ববেদে তাহাই একত্র সংকলিত হইয়াছে। ইহাতে ঋক্‌সংহিতার সরল, গম্ভীর ও মনোমুগ্ধকর ভাবের সবিশেষ অভাব উপলব্ধি হয়। ঋক্‌বেদের সরলতম ও মধুরতম প্রাকৃতিক উপাসনার পরিবর্ত্তে অথর্ব্বাঙ্গিরস বেদসংহিতায় প্রকৃতির ভীতি-জনক ভীষণ ভাবের উন্মেষ ও তজ্জনিত ভয়ভীত আর্য্যসমাজের প্রযুক্ত অভিচারাদি মন্ত্র দৃষ্ট হয়। দেবতানক্ষত্রাদির উৎপাতোপশমন, রোগমুক্তির নিমিত্ত রোগহারক ওষধির স্তুতি, অনিষ্টকারী প্রাণীবর্গের অনুষ্ঠিত অনিষ্ট অনুৎপাদনার্থ প্রার্থনা, শত্রুর প্রতি অভিশাপ, মারণ, উচ্চাটন, বশীকরণ, পাশক্রীড়ায় জয়লাভ, ধন ও ক্ষমতাপ্রাপ্তি, বিদেশগামীর বিদেশে পরিরক্ষণার্থ দেবতাদির স্তুতি, প্রাত্যহিক অনুষ্ঠেয় কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ে নানাবিধ অভিচার মন্ত্র ইহাতে সংগৃহীত হইয়াছে। অথর্ব্ববেদের এক ষষ্ঠাংশ গদ্যময়। ভাষা ও ভাবে এই গদ্যময় অংশ বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থের অনুরূপ। ঋগ্‌বেদসংহিতার সূক্তের* ন্যায় বিষয় দেবতা বা শ্লোকপ্রণেতা ঋষিদিগের রচনা অনুসারে ইহা সংগৃহীত হয় নাই। হ্রস্ব বা দীর্ঘ তুল্যসংখ্যক অথর্ব্বন শ্লোক প্রতিকাণ্ডে সংকলিত দেখা যায়।

---

admitted to the rank of a *Veda,* were called the *Veda* of the *Brahman* or the *Brahma-Veda.*

Maxmuller's *Hitory of Ancient Sanskrit Literature* p, 446-48.

* ছন্দোময় সম্পূর্ণ ঋষিবাক্যের নাম সূক্ত।

সম্পূর্ণং ঋষিবাক্যন্তু সূক্তমিত্যভিধীয়তে। (বৃহদ্দেবতা)

বৈদিক সূক্ত—ঋষি, ছন্দ ও দেবতা অনুসারে তিন ভাগে বিভক্ত। এক এক জন ঋষির কৃত বা দৃষ্ট যতগুলি ঋক্ মন্ত্র একত্র সংগৃহীত হয়, তাহাই ঋষিসূক্ত। এক এক দেবতার স্তুতি যতগুলি ঋকে থাকে, তাহা একত্রিত হইয়া একটি দেবতাসূক্ত হয়। একবিধ ছন্দে গ্রথিত কতগুলি ঋক্ একত্র অবস্থিত থাকিলে, তাহা ছন্দঃসূক্ত আখ্যায় অভিহিত হয়। দশটি ঋকের

বেদের শাখাভেদ।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পুরাণপ্রণেতা মহর্ষিগণ পরাশর তনয় ব্যাস দেবকে বেদের বিভাগকর্ত্তা বলিয়া একবাক্যে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। বেদ চারি প্রধান ভাগে বিভক্ত হওয়ার পরে, তাঁহার শিষ্যবর্গের দ্বারা পুরুষ পরম্পরায় উহা বহুতর শাখায় বিভক্ত হয়।

সোঽয়মেকো মহাবেদতরুস্তেন পৃথক্‌কৃতঃ।
চতুর্ধা তু ততো জাতং বেদপাদপকাননং।। ১৫
বিভেদ প্রথমং বিপ্র! পৈল ঋগ্‌বেদপাদপং।
ইন্দ্রপ্রমতয়ে প্রাদাৎ বাস্কলায় চ সংহিতে।। ১৬
চতুর্ধা স বিভেদাথ বাস্কলি দ্বিজ! সংহিতাং।
বৌধ্যাদিভ্যো দদৌ তাস্ত শিষ্যেভ্যঃ স মহামুনিঃ।।
বৌধ্যাগ্নিমাঠরৌ তদ্বৎ যাজ্ঞবল্ক্যপরাশরৌ।
প্রতিশাখাস্ত শাখায়া স্তস্যাস্তে জগৃহুর্মুনে!।। ১৮
ইন্দ্রপ্রমতিরেকাং তু সংহিতাং স্বসুতং ততঃ।
মাণ্ডুকেয়ং মহাত্মানং মৈত্রেয়াধ্যাপয়ৎ তদা।। ১৯
তস্য শিষ্যপ্রশিষ্যেভ্যঃ পুত্রশিষ্যান্ ক্রমাদ্ যযৌ।
বেদমিত্রস্ত শাকল্যঃ সংহিতাং তাং অধীতবান্।।২০
চকার সংহিতাঃ পঞ্চ, শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ চ তাঃ।
তস্য শিষ্যাস্ত যে পঞ্চ, তেষাং নামানি মে শৃণু।। ২১
মুদ্গলো গালবশ্চৈব বাৎস্যঃ শালীয় এব চ।
শিশিরঃ পঞ্চমশ্চাসীন্ মৈত্রেয়! সুমহামুনিঃ।। ২২

ন্যূনসংখ্যক ঋক্ যে সূক্তে থাকে তাহা ক্ষুদ্র সূক্ত, দশাধিক ঋক্ দ্বারা যে সূক্ত নির্ম্মিত তাহা মহাসূক্ত বলিয়া কথিত হয়।

দশর্কতায়া অধিকং মহাসূক্তং বিদুর্বুধাঃ। (বৃহদ্দেবতা)

বিভিন্ন ঋষিপ্রণীত বহুবিধ সূক্তের একজন ঋষিকর্ত্তৃক একত্র সংগ্রহের নাম মণ্ডল। ঋষি শব্দের অর্থ মন্ত্রের বক্তা। দেবতা শব্দের অর্থ মন্ত্রের বিষয়।

"তত্তদ্ ঋষিদৃষ্টানাং বহূনাং সূক্তানাং একর্ষিকর্ত্তৃকঃ সংগ্রহো মণ্ডলং।

ইত্যেতাঃ প্রতিশাখাভ্যোঽপ্যনুশাখা দ্বিজোত্তম।
বাস্কলিশ্চাপরাস্তিস্রঃ সংহিতাঃ কৃতবান্ দ্বিজ ॥ ২৫
শিষ্যঃ কালায়নি র্গার্গ্যস্তৃতীয়শ্চ কথাজবঃ।
ইত্যেতে বহুধা প্রোক্তাঃ সংহিতা যৈঃ প্রবর্ত্তিতাঃ।
(বিষ্ণুপুরাণ, ৩। ৪)

ব্যাসশিষ্য পৈলের অধীত ঋক্‌সংহিতা তাঁহার শিষ্য ইন্দ্রপ্রমতি ও বাস্কল শিক্ষা করিয়া, স্বস্ব শিষ্যবর্গকে স্ব স্ব অধীত সংহিতা অধ্যাপনা করান। ইন্দ্রপ্রমতির শিষ্য ও পুত্র মাণ্ডুকেয় স্বীয় শিষ্য বেদমিত্রকে অধীত বেদসংহিতা শিক্ষা দেন। বেদমিত্রের পঞ্চশিষ্যের নাম মুদ্গল, গালব, বাৎস্য, শালীয় ও শিশির। বাস্কল স্বীয় সংহিতা বৌধ্য, অগ্নিমাঠর, যাজ্ঞবল্ক্য, পরাশর, গার্গ্য, কালায়নি ও কথাজব নামক সপ্ত শিষ্যকে শিক্ষা দেন।*

---

* বিষ্ণু পুরাণোক্ত এই ঋগ্‌বেদীয় শাখা ভেদের বিবরণের সহিত ভাগবত পুরাণের কিয়ং পরিমাণে অনৈক্যতা দৃষ্ট হয়। বাস্কল শিষ্য অগ্নিমাঠরের স্থলে অগ্নিমিত্রের নাম দৃষ্ট হয়। সৌভরি নামে মাণ্ডুকেয়ের শিষ্য এবং শাকল্য নামে তাঁহার পুত্র বেদশাখা প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরাণের বেদমিত্র ও ভাগবত পুরাণের শাকল্য বোধ হয় একই বেদবিৎ ঋষি হইবেন। শাকল্য প্রতিশাখ্যের ভাষ্যকার এই বেদমিত্র শাকল্যের পঞ্চশিষ্যকে ঋগ্‌বেদীয় শাখাভেদের প্রবর্ত্তক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বিষ্ণুপুরাণের গালব, ভাগবত পুরাণে গোখল্য এবং বায়ুপুরাণে গোকুল নাম ধারণ করিয়াছেন।

মুদ্গলো গোকুলো বাৎস্যঃ শৈশিরঃ শিশিরস্তথা।
পঞ্চৈতেঃ শাকলশিষ্যাঃ শাখাভেদ প্রবর্ত্তকাঃ ॥

ভাগবত পুরাণের মতে শাকল্য-শিষ্য জাতুকর্ণের বলাক, পৈল, জাজল ও বিরজ নামে চারিজন শিষ্য ছিল। বাস্কল তনয় বাস্কলি পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদয় শাখা হইতে বালখিল্য সংহিতা সংগ্রহ পূর্ব্বক বালায়নি, ভজ্য ও কাশার নামধেয় দৈত্যত্রয়কে তাহা শিক্ষা দেন। বেদবিভাগের বহু পরে যে সকল সূক্ত বিরচিত হইয়াছিল, তাহা বালখিল্য সূক্তনামে ঋক্‌সংহিতায় অষ্টম মণ্ডলের শেষে সংযোজিত দৃষ্ট হয়। তাহাদের সংখ্যা একাদশ।

চরণব্যূহ নামক মহর্ষি শৌনক প্রণীত যজুর্ব্বেদীয় পরিশিষ্ট গ্রন্থে বৈদিক শাখা সমূহের নামাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থ সকলে নানাবিধ বৈদিক শাখার উল্লেখ দৃষ্টে, স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে, চরণব্যূহ বিরচনের বহুকাল পূর্ব্ব হইতে বিভিন্ন বেদের নানা শাখা বিদ্যমান ছিল। চরণব্যূহ রচনার পূর্ব্বে যে সকল বৈদিক চরণ ও শাখা বিলুপ্ত বা শাখান্তরের সহিত সংশ্লিষ্ট হইয়াছিল, তাহাদের নামাবলী উহাতে পাওয়া যায় না বটে, কিন্তু উহা রচনার সময়ে যে সকল শাখা বিদ্যমান ছিল, তাহাদের নামাবলী নিঃসংশয় উহাতে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঋগ্‌বেদীয় শাকল, বাস্কল, শাংখ্যায়ন, মাণ্ডুকায়ন এবং আশ্বলায়ন—এই পাঁচ শাখার নাম মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে। ঐতরেয়ী, কৌষিতকী, পৈঙ্গী, শৈশিরীয় প্রভৃতি প্রাচীন শাখার কোনও উল্লেখ তাহাতে দৃষ্ট হয় না। ঋগ্‌বেদীয় প্রাতিশাখ্যেও শাকল, শাংখ্যায়ন, আশ্বলায়ন, মাণ্ডুকায়ন এবং বাস্কল মাত্র শাখা প্রবর্ত্তক আচার্য্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

ঋচাং সমূহ ঋগ্‌বেদস্তমভ্যস্য প্রযত্নতঃ।
পঠিতঃ শাকলেনাদৌ, চতুর্ভিস্তদনন্তরং।।
শাংখ্যাশ্বলায়নৌ চৈব মাণ্ডুকো বাস্কলস্তথা।
বহ্বৃচাং ঋষয়ঃ সর্ব্বে, পঞ্চৈতে একবেদিনঃ।।

(শৌনকীয় প্রাতিশাখ্য)

একবেদীয় বিভিন্ন শাখায় কোন বিশেষ পার্থক্য ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কোন স্থানে কোন শব্দ বা মন্ত্রের ব্যতিক্রম ও পরিবর্ত্তন, কোন স্থলে বা দুই চারিটী মন্ত্র নূতন সংযোজন, কোন স্থলে বা মন্ত্রের পরস্পর স্থান বিপর্য্যয়, কোন স্থলে বা মন্ত্রের উচ্চারণ ঘটিত প্রভেদ ভিন্ন ভিন্ন শাখায় দৃষ্ট হয়। বেদাধ্যাপক প্রতি আচার্য্যের শিষ্য পরম্পরায় একই সংহিতার শাখাভেদ ঘটিত যৎসামান্য অকিঞ্চিৎকর পরিবর্ত্তন ভিন্ন আর কোন প্রভেদ পরিলক্ষিত হয় না।

সামবেদীয় শাখা প্রবর্ত্তক আর্য্যগণের নামাবলী বিষ্ণুপুরাণে (৩। ৬) যে রূপ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা নিম্নে উল্লিখিত হইল। জৈমিনি, সুমন্ত ও সুকর্ম্মা উত্তরোত্তর সামবেদ সংহিতা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করেন। জৈমিনির

পৌত্র সুকর্ম্মার কৌশল্য হিরণ্যনাভ এবং পৌষ্পিঞ্জি নামে দুইজন শিষ্য ছিলেন। কোশল দেশবাসী হিরণ্যনাভের পঞ্চদশ শিষ্য প্রাচ্যসামগ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তন্মধ্যে কৃতি নামক ঋষির চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক শিষ্য দ্বারা সামবেদের বহুবিধ শাখা সমুদ্ভূত হয়। সুকর্ম্মার অন্যতর শিষ্য পৌষ্পিঞ্জির লোকাক্ষি, কুথুমি, কুসীদি ও লাঙ্গলি নামে চারি প্রধান শিষ্য ছিল *। বিষ্ণুপুরাণের মতে সামবেদের সহস্র শাখা ছিল। নিরুক্তের ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্যের মতেও সামবেদ সহস্র শাখায় বিভক্ত ছিল।

চরণব্যূহে রাণায়নীয়, শাট্যমুগ্র্য, কালাপ, মহাকালাপ, শার্দ্দূল, লাঙ্গলায়ন ও কৌথুম—সামবেদের এই সপ্ত প্রধান শাখার উল্লেখ আছে। আসুরায়ন, বাতায়ন, প্রাঞ্জলিদ্বৈতভৃৎ, প্রাচীনযোগ্য, ও নৈগেয়—এই পাঁচটী কৌথুম শাখার অন্তর্ভুক্ত উপশাখা মাত্র। কৌথুম শাখা গুজরাটে, জৈমিনীয় শাখা কর্ণাটে ও রাণায়নীয় শাখা মহারাষ্ট্রে প্রচলিত আছে। বঙ্গদেশে কৌথুম শাখা ভিন্ন সামবেদের অন্য কোন শাখার ব্রাহ্মণ নাই।

যজুর্ব্বেদের শত শাখা ছিল বলিয়া মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ও নিরুক্তের

---

* সামবেদতরোঃ শাখা ! ব্যাসশিষ্যঃ স জৈমিনিঃ।
ক্রমেণ যেন মৈত্রেয় বিভেদ শৃণু তন্মম ॥ ১
সুমন্তুস্তস্য পুত্ত্রোঽভূৎ, সুকর্ম্মাস্যাপ্যভূৎ সুতঃ।
অধীতবন্তাবেকৈকাং সংহিতাং তৌ মহামুনী ॥ ২
সাহস্রং সংহিতাভেদং সুকর্ম্মা তৎসুতস্ততঃ।
চকার তংচ তচ্ছিষ্যৌ জগৃহাতে মহামতী। ৩
হিরণ্যনাভঃ কৌশল্যঃ পৌষ্পিঞ্জিশ্চ দ্বিজোত্তম।
উদীচ্যসামগাঃ শিষ্যাস্তেভ্য পঞ্চদশ স্মৃতাঃ। ৪
লোকাক্ষিঃ কুথুমিশ্চৈব কুসীদি লাঙ্গলি স্তথা।
পৌষ্পিঞ্জিশিষ্যা স্তে ভেদৈঃ সংহিতা বহুলীকৃতাঃ ॥ ৬
হিরণ্যনাভশিষ্যশ্চ চতুর্ব্বিংশতিসংহিতাঃ।
প্রোবাচ কৃতিনামাসৌ শিষ্যেভ্যঃ স মহামতিঃ ॥
তৈশ্চাপি সামবেদোঽসৌ শাখাভি র্বহুলীকৃতঃ ॥ ৭
(বিষ্ণুপুরাণ, ৩। ৬।

ভাষ্যকার দুর্গাচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন। চরণব্যূহ যজুর্ব্বেদীয় ৮৬টী শাখা ছিল নির্দ্দেশ করিয়া, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় সপ্তবিংশতিটি ও শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় পঞ্চদশটি শাখার নাম মাত্র উল্লেখ করিয়াছে। বিষ্ণুপুরাণেও লিখিত আছে—

> এক আসীদ্ যজুর্বেদস্তং চতুর্ধা ব্যকল্পয়ং।
> চাতুর্হোত্রমভূদ্ যস্মিংস্তেন যজ্ঞমথাকরোৎ॥
> যজুর্ব্বেদতরোঃ শাখাঃ সপ্তবিংশন মহামতিঃ।
> বৈশম্পায়ননামাসৌ ব্যাসশিষ্যশ্চকার বৈ।
> শিষ্যেভ্যঃ প্রদদৌ তাশ্চ জগৃহুস্তেঽপ্যনুক্রমাৎ।।
> শাখাভেদাস্ত তেষাং বৈ দশ পঞ্চ চ বাজিনাং।
> কাম্বাদ্যাস্ত মহাভাগ! যাজ্ঞবল্ক্য-প্রবর্ত্তিতাঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩। ৫)

বিষ্ণু পুরাণের সুপ্রসিদ্ধ টীকাকার শ্রীধর স্বামী বলেন যে আপস্তম্বের মত অনুসরণ পুরঃসর ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের রচয়িতা যজুর্ব্বেদের শাখাসংখ্যা 'একাধিকশত' বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। চরক, আহ্বর্ক, কঠ, প্রাচ্যকঠ কপিস্থল কঠ, চারায়নীয়, বারতন্তবীয়, শ্বেতাশ্বতর, ঔপমন্যব,পাত, ঐণ্ডিনেয়, মৈত্রায়নীয়—এই দ্বাদশ শাখা চরক শাখার অন্তর্ভুক্ত। মানব, বারাহ, দুন্দুভ, ছাগলেয়, শ্যাম, শ্যামায়নীয় ও হারিদ্রবীয়—এই সপ্ত শাখা মৈত্রায়নীয় শাখার অন্তর্গত। হারিদ্রব, আসুর, গার্গ্য, শার্করাক্ষস, ও আগ্রাসবীয়—এই পাঁচটি হারিদ্রবীয় শাখার উপশাখা মাত্র। তৈত্তিরীয় শাখা হইতে ঔখীয়

---

* রাজা রাধাকান্ত দেব বাহাদুর প্রকাশিত শব্দকল্পদ্রুম নামক সুপ্রসিদ্ধ অভিধানে যে চরণব্যূহ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে সুরায়নীয় বা আসুরায়নীয় বার্ত্তান্তরেয়, প্রাঞ্জল, ঋগ্‌বর্ণভেদ, প্রাচীনযোগ্য, জ্ঞানযোগ্য, ও রাণায়নীয়, —এই সপ্ত শাখা প্রধান বলিয়া উল্লিখিত আছে। তদনুসারে শাঠ্যায়নীয়, শাত্বমুদ্ধব, মৌদ্গল, খল্লল, মহাখল্লল, লাঙ্গল, গৌতম, কৌথুম ও জৈমিনীয় এই নব উপশাখায় রাণায়নীয় শাখা বিভক্ত। বায়ু পুরাণের মতে সামবেদের শাখা সংখ্যা ১০৪০। দেবরাজ ইন্দ্র, ইহার অধিকাংশ বিনষ্ট করেন বলিয়া এক উপাখ্যান পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়।

(ঔথ্য বা ঔখেয়া) ও খাণ্ডিকীয় উপশাখা উদ্ভূত হইয়াছে। কালেয়, শাট্যায়নি, হিরণ্যকেশী, ভারদ্বাজী, আপস্তম্বী এই পাঁচটি উপশাখা খাণ্ডিকীয় উপশাখা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। শব্দকল্পদ্রুমে প্রকাশিত চরণব্যূহ গ্রন্থে বৌধায়নী ও সত্যাষাঢ়ী নামে আরও দুইটি শাখার নাম দৃষ্ট হয়। হারিদ্রবীয় শাখার পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ উপশাখা পরিগণনা না করিলে, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শাখা সমষ্টি সপ্তবিংশতিই হয়। কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের চারিটি (আত্রেয়, কাঠক, আপস্তম্বী ও হারিদ্রবিক) শাখার সংহিতাসূত্রাদি গ্রন্থ বর্ত্তমান আছে।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় জাবালী, বৌধেয়া, কাণ্বী, মাধ্যন্দিনী, সাফেয়া (শাপীয়া), তাপনীয়া, কাপালী, পৌণ্ড্রবংসী, আবটিকী, পরমাবাটিকী, পারাশরীয়া, বৈনেয়া, উধেয়া, গালবী, বৈজবী, কাত্যায়নী—এই ষোড়শ শাখার উল্লেখ চরণব্যূহ গ্রন্থে দৃষ্ট হয়। শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় কাণ্বী ও মাধ্যন্দিনী এই উভয় শাখারই সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিদ্যমান আছে।

কবন্ধ ব্যাসশিষ্য সুমন্তুর নিকট অথর্ব্ববেদ সংহিতা অধ্যয়ন করিয়া দেবদর্শ ও পথ্য নামক শিষ্যদ্বয়কে তাহা শিক্ষা দেন। মৌদ্গ, ব্রহ্মবলি, শৌক্কায়নি, পিপ্পলাদ, নামে দেবদর্শের চারি জন শিষ্য ছিলেন। জাজলি, কুমুদ, ও শৌনক—পথ্যের এই তিন প্রধান শিষ্য। বভ্রু ও সৈন্ধবায়ন নামে শৌনকের দুইজন শিষ্য ছিলেন। বভ্রুর শিষ্যগণ মুঞ্জকেশ, এবং সৈন্ধবায়নের শিষ্যবর্গ সৈন্ধব নামে প্রসিদ্ধ। নক্ষত্রকল্প, বৈতানকল্প, সংহিতাকল্প, আঙ্গিরসকল্প, ও শান্তিকল্প নামে পঞ্চগ্রন্থ অথর্ব্ব সংহিতারই অন্তর্ভুক্ত।

> অথর্ব্ববেদঃ স মুনিঃ সুমন্তুরমিতদ্যুতিঃ।
> শিষ্যমধ্যাপয়ামাস কবন্ধং, সোঽপি তদ্ দ্বিধা।
> কৃত্বা তু দেবদর্শায় তথা পথ্যায় দত্তবান্॥ ১০
> দেবদর্শস্য শিষ্যাস্তু মৌদ্গো ব্রহ্মবলিস্তথা।
> শৌক্কায়নিঃ পিপ্পলাদ, স্তথান্যো মুনিসত্তম॥ ১১
> পথ্যস্যাপি ত্রয়ঃ শিষ্যাঃ কৃতা যৈ দ্বিজ! সংহিতাঃ।
> জাজলি কুমুদাদিশ্চ তৃতীয়ঃ শৌনকো দ্বিজঃ॥ ১২
> শৌনকস্তু দ্বিধা কৃত্বা দদাবেকাং তু বভ্রবে।
> দ্বিতীয়াং সংহিতাং প্রাদাৎ সৈন্ধবায়নসংজ্ঞিনে॥ ১৩

সৈন্ধবা মুঞ্জকেশাশ্চ ভিন্না বেদা দ্বিধা পুনঃ।
নক্ষত্রকল্পো বেদানাং সংহিতানাং তথৈব চ॥ ১৪
চতুর্থঃ স্যাদাঙ্গিরসঃ শান্তিকল্পশ্চ পঞ্চমঃ।
শ্রেষ্ঠস্ত্বথর্ব্বণামেতে সংহিতানাং বিকল্পকাঃ॥১৫ *

(বিষ্ণুপুরাণ, ৩।৬)

পৈপ্পল (পিপ্পল শৌনক (শকুনখী) দান্ত (দামোদ), তৈত (ঔত), জাবালা (জয়ালা), ব্রহ্মপলস (ব্রহ্মদাপলস, প্রদক্ষী (প্রদাপলস), দেবদর্শী (বেদদর্শী), ও চারণবিদ্যা,—চরণব্যূহ মতে অথর্ব্ববেদের এই নয়টী প্রধান শাখা। শৌনক শাখার অথর্ব্ব সংহিতাই বর্ত্তমান কালে প্রচলিত আছে। পৈপ্পলশাখা কাশ্মীরে প্রচলিত।

উপরি উল্লিখিত বিভিন্ন বেদের ভিন্ন ভিন্ন শাখাসমূহের মধ্যে কোন্‌টি প্রাচীন, কোন্‌টি অপ্রাচীন, কোন্‌টি সূত্র-চরণের, কোন্‌টি ব্রাহ্মণচরণের, কোন্‌টি সংহিতাচরণের তাহা নিশ্চয় করা অসম্ভব। বৈদিক সাহিত্যের সমগ্র গ্রন্থাবলী বিদ্যমান থাকিলে, তাহা নির্ণয় করা কিয়ৎ পরিমাণে সম্ভবপর হইত। সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ অধ্যাপক মক্ষমূলার অনুমান করেন যে আশ্বলায়ন, হিরণ্য কেশী, আপস্তম্বী, ভারদ্বাজী, পারাশরীয়া, বৌধায়নী প্রভৃতি শাখা সূত্রচরণের —ঐতরেয়ী, কৌষিকতী, পৈঙ্গী, শাট্টায়নী, কাণ্বী, মাধ্যন্দিনী প্রভৃতি শাখা

*ভাগবত পুরাণেও অথর্ব্ববিৎ আচার্য্যবর্গের এবংবিধ বিবরণ সন্নিবিষ্ট দেখা যায়। কেবল পূর্ব্বোক্ত শৌক্কায়নি ও মৌদ্গের নাম রূপান্তরিত দৃষ্ট হয়।

অথর্ব্ববিৎ সুমন্তশ্চ শিষ্যমধ্যাপয়ৎ স্বকাং।
সংহিতাং সোঽপি পথ্যায় বেদদর্শায় চোক্তবান্॥১॥
শৌক্কায়নি ব্রহ্মবলি মোদোষঃ পিপ্পলায়নিঃ।
বেদদর্শস্য শিষ্যাস্তে পথ্যশিষ্যানথ শৃণু॥২
কুমুদঃ শুনকো ব্রহ্মন্! জাজলিশ্চাপ্যথর্ব্ববিৎ।
বভ্রুঃ শিষ্যোঽথাঙ্গিরসঃ সৈন্ধবায়ন এব চ॥৩
অধীয়েতাং সংহিতে দ্বে সাবর্ণাদ্যা স্তথাপরে।
নক্ষত্রকল্পঃ শান্তিশ্চ কশ্যপাঙ্গিরসাদয়ঃ॥৪
এতে আথর্ব্বণাচার্য্যাঃ———(ভাগবত পুরাণ, ১২।৭)

ব্রাহ্মণ চরণের—শাকল, বাস্কল,শৈশির প্রভৃতি শাখা সংহিতাচরণের অন্তর্ভুক্ত। ঋগবেদ্ ভিন্ন অন্য কোন বেদের সংহিতা-চরণ থাকা সম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। বহ্বৃচ পুরোহিতগণের দ্বারাই ঋক্ সংহিতার পাঠভেদ ও উচ্চারণ ভেদ প্রভৃতি জনিত বিভিন্নতা সংঘটিত হইলে, সংহিতাচরণ প্রতিষ্ঠিত হয়। যজুঃ ও সাম বেদের কোন সংহিতা শাখা ছিল বলিয়া বোধ হয় না। কারণ ব্রাহ্মণের প্রচলন ভিন্ন সংহিতাচরণের প্রভেদ নির্দ্দেশ অসম্ভব সন্দেহ নাই। অতএবই ব্রাহ্মণচরণ সংস্থাপন ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিরচনের পূর্ব্বতন ঋক্‌সংহিতা ভিন্ন, তৎপরবর্ত্তী অপরাপর সংহিতার চরণভেদ জনিত কোনও শাখা বিদ্যমান থাকা সম্ভবপর বোধ হয় না। হোতা, উদ্গাতা, ও অধ্বর্য্যু পুরোহিতগণের শ্রেণী বিভাগের পূর্ব্বে কোনও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই, এবং কোনও ব্রাহ্মণ-চরণ সংস্থাপিত হয় নাই। সম্প্রদায় বিশেষে সংহিতার ব্যাখ্যানসম্বন্ধীয় বিভিন্নতায় ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণচরণের ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থের উৎপত্তি। সূত্র চরণ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে প্রতিভাশালী বিভিন্ন সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক সূত্রকারগণ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। যাগাদি অনুষ্ঠানের নিয়ামক সূত্র গ্রন্থের আচার্য্যভেদে বিভিন্নতায় সূত্রচরণের উৎপত্তি সংঘটিত হইয়াছে। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে একবেদীয় সূত্রচরণের কোনও পার্থক্য ছিল বলিয়া অনুমিত হয় না।

একবেদাধ্যায়ী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের নাম চরণ *। চরণের অন্তর্ভুক্ত সভ্য হওয়ার অধিকার ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কোনও জাতির ছিল না। বিদ্বান ঋষি ও বিদুষী ঋষিপত্নী বা ঋষিতনয়াগণ সমভাবে নিরাপত্তিতে চরণ সম্প্রদায়ে প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিতেন। বিভিন্ন ঋষির বংশধর বিভিন্ন গোত্রজাত বেদবিৎ আচার্য্যগণ স্বকীয় কুলজনিত শোণিত বন্ধন বিস্মৃত হইয়া

* পাণিনি "চরণেভ্যো ধর্ম্মবৎ" (৪।২।৪৬) বলিয়া জন সমূহ অর্থে চরণ শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। পাণিনির (৪।১।৬৩) সূত্রের বার্ত্তিককার সুপ্রসিদ্ধ কাত্যায়ন 'শাখাধ্যেতৃ' বলিয়া চরণ শব্দের অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এতদ্দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে প্রাচীন কালে সুপণ্ডিতা স্ত্রীগণও চরণভুক্ত হইতে পারিতেন। পাণিনির (৪।৩।১২০) সূত্রের বার্ত্তিক দৃষ্টে গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্ম সূত্র, কুলধর্ম্ম, প্রতিশাখ্য, সূত্র প্রভৃতি গ্রন্থ যে সংহিতা ব্রাহ্মণাদির ন্যায় কাঠকাদি

বিদ্যালোচনার জন্য পবিত্র চরণ-বন্ধনে ভাতৃভাবে আবদ্ধ হইতেন। প্রাচীন আর্য্যসমাজে ব্রাহ্মণ তনয়ের পক্ষে একচরণ ভুক্ত হওয়া অপেক্ষা দৃঢ়তর ও পবিত্রতর বন্ধন অন্য কিছুই ছিল না। এক শাখাধ্যায়ী চরণস্থ ঋষিগণ পবিত্র বেদবিদ্যার জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া আর্য সমাজে বহু সম্মাননা প্রাপ্ত হইতেন। চরণভুক্ত ঋষিগণের মধ্যে যিনি স্বীয় বিদ্যাবত্তা ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রদান পুরঃসর সর্ব্বাপেক্ষা প্রতিভাশালী বলিয়া বিবেচিত হইতেন, তিনিই সেই চরণের অধ্যক্ষ ও অধ্যাপক পদে বৃত হইয়া চতুষ্পার্শ্ববর্ত্তী নানা স্থান হইতে বিদ্যাশিক্ষার্থী শিষ্যবর্গকে স্বসন্নিধানে আকর্ষণ করিতেন। এইরূপে বহুসংখ্যক ছাত্র একত্র সমবেত ও সুশিক্ষিত হইয়া কালক্রমে একশাখাধ্যায়ী চরণের সংখ্যা ও ক্ষমতা সবিশেষ বর্দ্ধিত করিত। তন্মধ্য হইতে শিক্ষা সমাপনান্তে প্রতিভাশালী শিষ্যবর্গ স্ব স্ব আবাস স্থানে বা সমীপবর্ত্তী কোন বিদ্যোৎসাহী রাজার আলয়ে কি আশ্রয়ে প্রত্যাবর্ত্তনপূর্ব্বক স্বীয় অধীত বিষয়ের অধ্যাপনা ও আলোচনা আরম্ভ করিতেন। হয় ত তাঁহাদের মধ্যে কেহ স্বকীয় অলৌকিক প্রতিভার প্রভাবে অধীত গ্রন্থে নূতন বিষয় সংযোজন করিয়া বা তাহা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তিত ভাবে মুখে মুখে শিক্ষা দিয়া, নূতনতর চরণের প্রতিষ্ঠা করিতেন। সুপ্রচলিত প্রাচীন গ্রন্থ হইতে কাল ও স্থান ভেদে যৎসামান্য বিভিন্নতা জন্মিলেই, শিষ্যবৎসল অধ্যাপকের শিষ্যবর্গ তাঁহার নামে নূতন চরণ প্রতিষ্ঠা করিয়া, তৎপ্রতি আন্তরিক গভীর ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন পূর্ব্বক অধ্যাপকের নাম বংশ পরম্পরায় চিরস্মরণীয় করিতেন। এই রূপে যে বহু সংখ্যক শাখা

প্রতি চরণের প্রতিপাদ্য, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। পাণিনির (৪। ৩ : ১২৬) সূত্রের (গোত্রচরণাদ্ বুঞ্) উদাহরণে কাঠক এবং কালাপক চরণের নাম উল্লিখিত আছে। আপস্তম্ব প্রণীত কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় সাময়াচারিক (১। ৪। ৪) সূত্রের টীকায় ভাষ্যকার "চরণ-শব্দঃ শাখাধ্যায়িষু রূঢ়ঃ" বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মালতীমাধব নাটকের টীকাকার জগদ্ধর লিখিয়াছেন —"চরণশব্দঃ শাখাবিশেষাধ্যয়নপরৈকতাপন্নজন-সঙ্ঘ-বাচী।" বর্ত্তমান সময়েও চরণ নামধারী পরিভ্রমণশীল কবিগণের দ্বারা রাজপুতনার অদীন পরাক্রম ক্ষত্রিয়বর্গের বীর কাহিনী কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

ও চরণের উদ্ভব হইবে, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি *? একবেদীয় বিভিন্ন শাখার প্রভেদ সকল স্থলেই যৎসামান্য ছিল, তাহা নহে। কোন কোন শাখায় স্থান ও সময় ভেদে এতদূর পার্থক্য জন্মিয়াছে যে একবিধ অভিন্ন মূলদেশ হইতে উৎপন্ন হইলেও, তাহাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বিভিন্নমূলক শাখা বলিয়া প্রতীতি হয়। ঋগ্‌বেদের ঐতরেয়ী ও কৌষিতকী, এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় কান্ব ও মাধ্যন্দিন ব্রাহ্মণ এই উক্তির পরিপোষক প্রমাণ স্থলে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। গৃহ্যসূত্র, ধর্ম্মসূত্র, প্রতিশাখ্যসূত্র প্রভৃতি গ্রন্থেরও চরণভেদে পাঠের বিভিন্নতা ছিল বলিয়া, তন্ত্রবার্ত্তিককার সুপ্রসিদ্ধ কুমারিলা ভট্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন। †

বিভিন্ন শাখাধ্যায়ী ভিন্ন ভিন্ন চরণের ঋষিগণ একই পরিষদের অথবা এক চরণস্থ বিভিন্ন বেদাচার্য্যগণ ভিন্ন ভিন্ন পরিষদের সভ্য হইতে পারিতেন। পরিষদে শাখা নির্ব্বিশেষে বৈদিক সংহিতা ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থের নানাবিষয়ক আলোচনা হইত। সেখানে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ, বিরোধ, বিসংবাদ বা মনোমালিন্যের লেশ মাত্রও বিদ্যমান ছিলনা। সাংসারিক দুঃখ যন্ত্রণার হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভ করিয়া, পার্থিব দুশ্চিন্তা সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া, পবিত্র বিদ্যার আলোচনার্থ পরমজ্ঞানী সুবিজ্ঞ ঋষিগণ পরিষদে একত্র সমবেত হইতেন। সেই স্থলে প্রতি অভ্যাগত ঋষিকে প্রকাশ্যরূপে স্ব স্ব উপার্জ্জিত বিদ্যার পরিচয় প্রদান পুরঃসর পরিষদের সভ্য শ্রেণীতে প্রবিষ্ট হইতে হইত। বিদ্যাহীন

---

* অথাস্য সামবিধানস্য সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকানাচার্য্যাননুক্রমেণ স কীর্ত্তয়তি। সোঽয়ং প্রাজাপত্যো বিধিঃ। তমিমং প্রজাপতি র্বৃহস্পতয়ে প্রোবাচ, বৃহস্পতি র্নারদায়। নারদো বিষ্বক্‌সেনায়। বিষ্বক্‌সেনো ব্যাসায় পারাশর্য্যায়। ব্যাসঃ পারাশর্য্যো জৈমিনয়ে। জৈমিনিঃ পৌষ্পিণ্ডায়ঃ, পৌষ্পিণ্ডঃ পারাশর্য্যায়ণায়। পারাশর্য্যায়ণো বাদরায়ণায়, বাদরায়ণ স্তাণ্ডি-শাট্যায়নিভ্যাং। তাণ্ডি শাট্যায়নিনৌ বহুভ্যঃ। (সামবেদীয় সামবিধান ব্রাহ্মণ)

সামবিধানে সামবেদীয় আচার্য্যগণের পারম্পর্য্য এই রূপে নিরূপিত হইয়াছে।

† ধর্ম্মশাস্ত্রানাং গৃহ্যগ্রন্থানাং চ প্রাতিশাখ্যলক্ষণবৎ প্রতিচরণংপাঠব্যবস্থোপলভ্যতে।

মূর্খ সেই সমবেত সুবিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীতে কোনও ক্রমে স্থান পাইত না। পরিষদ স্থিত সুবিজ্ঞ ঋষিগণ স্থানীয় জনসাধারণকে ধর্ম্মকর্ম্মানুষ্ঠানাদি বিষয়ে নানাবিধ হিতগর্ভ উপদেশ প্রদান পূর্ব্বক সর্ব্ব বিষয়ে তত্তৎস্থলের বরণীয় নেতৃত্ব পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্মৃতিশাস্ত্রে তিন চারি বা পাঁচ জন ধার্ম্মিক বেদজ্ঞ অগ্নিহোত্রীর বাসস্থানই পরিষদ পদের প্রতিপাদ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।*

---

*মনুসংহিতা (১২।১১০-১১৩), যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি (১।৯) এবং পরাশর ও বৃহস্পতি স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্ম গ্রন্থে পরিষদের বিবরণ দ্রষ্টব্য।

লোকবেদাঙ্গ-ধর্ম্মজ্ঞাঃ সপ্ত পঞ্চ ত্রয়োঽপি বা।
যথোপবিষ্টা বিপ্রাঃ স্যুঃ, সা যজ্ঞসদৃশী সভা॥

(পরাশরস্মৃতিভাষ্যে মাধবাচার্য্য ধৃত বৃহস্পতি বচন)

চত্বারো বা ত্রয়ো বাপি বেদবন্তোঽগ্নিহোত্রিণঃ।
ব্রাহ্মণাণাং সমর্থা যে, পরিষৎ সা বিধীয়তে॥
অনাহিতাগ্নয়ো যেঽন্যে বেদবেদাঙ্গপারগাঃ।
পঞ্চ ত্রয়ো বা ধর্ম্মজ্ঞাঃ পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা॥
মুনীনাং আত্মবিদ্যানাং দ্বিজানাং যজ্ঞযাজিনাং।
বেদব্রতেষু স্নাতানাং একোঽপি পরিষৎ ভবেৎ॥
পঞ্চপূর্ব্ব ময়া প্রোক্তা স্তেষাং বাসম্ভবে ত্রয়ঃ।
স্ববৃত্তিপরিতুষ্টা যে, পরিষৎ সা প্রকীর্ত্তিতা॥

(পরাশর স্মৃতি, অষ্টম অধ্যায়)

তিন, পাঁচ বা সাত জন ধর্ম্মবিৎ, বেদবেদাঙ্গপারগ, লোকাচারজ্ঞ ব্রাহ্মণ যথায় অবস্থিতি করেন, তাহাই যজ্ঞতুল্য পবিত্র সভা বলিয়া পরিগণিত হয়। যাগাদি অনুষ্ঠানশীল, শুদ্ধাচারী, ও আত্মতত্ত্বজ্ঞ একজন ব্রাহ্মণও যে গ্রামে থাকে,—তাহাও পরিষৎ পদের বাচ্য। এইরূপ ব্রাহ্মণের সমীপে যাইয়া অনুশোচনা পূর্ণ হৃদয়ে আত্মকৃত পাপ নিবেদন করিলে, সেই পাপ তিরোভূত হয়।

সচৈলং বাগ্‌যতঃ স্নাত্বা ক্লিন্নবাসা সমাহিতঃ।
ক্ষত্রিয়ো বাথ বৈশ্যো বা ততঃ পর্ষদমাব্রজেৎ॥

বেদশাখা * অর্থে, বেদাংশ বা বৈদিক সম্প্রদায় (চরণ) নহে। বেদাচার্য্যগণের শিষ্য পরম্পরায় সংহিতাদির মৌখিক সংস্করণ, শাখাপদের বাচ্য। অতি প্রাচীন-কালে ভারতীয় আর্য্যসমাজে লিপিপ্রণালী প্রবর্ত্তনের পূর্ব্বে, বেদবিৎ আচার্য্যগণ স্ব স্ব শিষ্যবর্গকে, হস্তলিখিত পুস্তকের সাহায্য ব্যতীত, মুখে মুখে বেদ শিক্ষা দিতেন। মুখে মুখে স্মৃতিশক্তির সাহায্যে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা প্রচলিত থাকায় বেদসংহিতাদি গ্রন্থের শব্দগত ও মন্ত্রগত অকিঞ্চিৎকর পার্থক্য, পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন দেশ, কাল এবং আচার্য্যভেদে সংঘটিত হয়। ভিন্ন ভিন্ন আচার্য্যগণের যদৃচ্ছাসম্ভূত সেই একবিধ মূলগ্রন্থের সামান্য প্রভেদ, তাঁহাদের বংশানুক্রমে ও শিষ্য পরম্পরায় সযত্নে পরিরক্ষিত হইয়া, একই মূল গ্রন্থের এবংবিধ বহুতর মৌখিক সংস্করণ বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন সময়ে প্রবর্ত্তিত হয়। এই রূপে সংহিতা, ব্রাহ্মণ ও সূত্র গ্রন্থের শাখা ভেদ সংঘটিত হইয়া বিভিন্ন বেদ শাখাধ্যায়ী বৈদিক চরণ সমুৎপন্ন হয় †। এইরূপে এক চরণভুক্ত প্রত্যেক বেদবিৎ ঋষি স্বকীয় আসাধারণ স্মৃতিশক্তির বলে অধীত বেদের এক এক খানি জীবন্ত প্রতিলিপি ও প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ হইয়া উঠিতেন।

এই সকল শাখায় অধীত বেদের লিখিত পুস্তকরূপে কোন বাহ্য প্রতিকৃতি ছিলনা। বেদাধ্যায়ী শিষ্যবর্গ অভিনিবিষ্ট চিত্তে সুযোগ্য অধ্যাপকের নিকট তাহা

যথাশ্মনি স্থিতং তোয়ং মরুতার্কেণ শুদ্ধ্যতি।
এবং পরিষদাদেশান্নাশয়েদেব দুস্কৃতং॥ (পরাশরস্মৃতি, অষ্টম অধ্যায়;
যেখানে এবংবিধ পরিষৎ না থাকে, তথায় পাপীর পাপরাশি ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।
ভুঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপং, পর্ষদ্ যত্র ন বিদ্যতে।

* যেমন কোরান ও বাইবল শব্দের উল্লেখ দ্বারা মুসলমান ও খ্রীষ্টিয় ধর্ম্মাবলম্বীদিগকে নির্দ্দেশ করা হয়, সেই রূপ শাখা ও শাখাধ্যায়ী চরণ শব্দ দ্বয় সময় সময় একার্থ প্রতিপাদক রূপে ব্যবহৃত হইত। কোন কোন স্থলে শাখা শব্দ দ্বারা বেদত্রয়ও নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। একই বেদ ঋক্, যজুঃ ও সাম এই তিন প্রধান শাখায় বিভক্ত হয়।

ঋগ্-যজুঃ-সামশাখানাং একৈকা ব্যাকৃতা ত্বয়া।
তাবিতা তৎসমানার্থা জ্ঞাতুং শক্যা স্ততঃ পরা॥

† স্বাধ্যায়ৈকদেশো মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকঃ শাখেত্যুচ্যতে। তয়ো র্মন্ত্রব্রাহ্মণয়োরন্যতরভেদেন বেদেঽবান্তরশাখাভেদঃ স্যাৎ, ইতি চেৎ, সত্যং। শাখাভেদোঽধ্যয়নভেদাৎ বা সূত্রভেদাদ্ বা। (হিরণ্যকেশী সূত্রের ভাষ্যকার মহাদেব)

শ্রবণপূর্ব্বক স্ব স্ব স্মৃতিপটে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত করিয়া রাখিতেন,এবং কালক্রমে যথা নিয়মে অধ্যয়ন সমাপনপূর্ব্বক অধীতবিষয়ের অনুশীলন ও অধ্যাপনা করিতেন। অভিনিবিষ্ট শ্রোতার সদ্ভাবে বা অভাবে অধীতবেদবিদ্যা পরিপুষ্ট বা বিলুপ্ত হইত।*

সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতবিৎ অধ্যাপক মক্ষমূলারের মতে ঋগ্বেদীয় প্রাচীনতর ঋক্মন্ত্র সকল খৃষ্টের জন্মের অন্ততঃ ১২০০-১০০০, ঋগ্বেদের পুরুষসূক্তাদি অপ্রাচীন মন্ত্র সমূহ ১০০০-৮০০, প্রাচীন ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহ ৮০০-৬০০, অপ্রাচীন ব্রাহ্মণ, সূত্র ও পরিশিষ্ট প্রভৃতি অন্যান্য যাবতীয় বৈদিক গ্রন্থাবলী ৬০০-২০০বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত ও সংগৃহীত হইয়া থাকিবে। পক্ষান্তরে ডাক্তার হোগ অনুমান করেন যে ঋক্সংহিতার প্রাচীন মন্ত্র খৃষ্টের জন্মের ২৪০০-২০০০, সংহিতা ভাগের অপেক্ষাকৃত অপ্রাচীন অংশ ২০০০-১৪০০, অধিকাংশ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ ১৪০০-১২০০ বৎসর পূর্ব্বে রচিত ও সঙ্কলিত হয়। সংস্কৃতবিৎ কোলব্রুক, লাসেন, উইলসন্ এবং গোল্ডষ্টুকর প্রাচীনতম বেদ সংহিতার কাল খৃষ্টের জন্মের পূর্ব্বতন ১৪০০বৎসর নিরূপণ করিয়াছেন। †

---

* The *Sakhas* were not independent collections of the old hymns, but different editions of one and the same original collection, which in the course of a long-continued oral tradition had become modified by slight degrees. They existed in reality not as written books, but as a body of thought, handed down in the tradition of schools or families, each member of which representing and embodying what in our times is called a copy of the book. A man who had read a book was himself the book: the song of the poet had no outward existence except through those who heard and guarded it in their memory, enabling others to take possession of it by repeating it to them. A work, once composed, might either wither for want of an audience, or grow, like a tree of which every new listener would become a new branch.

The *Charanas* were those ideal fellowships, to which all belonged who read the same *Sakha*, held together by ties more sacred than those of blood. They were the living depositaries of the most sacred heir looms. (Prof. Maxmuller's *History of Ancient Sanskrit Literature*).

† "এক এক নক্ষত্রে রবির বা চন্দ্রের ভোগকাল নিরূপণ, চন্দ্র বর্ষ ও চান্দ্রমাসের এবং সৌর বর্ষ ও সৌর মাসের মান নির্দ্ধারণ, ক্রান্তি পাত গতি নির্ণয় করণ,—এই তাবৎ বিষয়ই, খৃষ্টের অন্ততঃ বিংশতি সহস্র বৎসর পূর্ব্বে আর্য্যদিগের নিকট সুবিদিত ছিল। ব্রাহ্মণ, উপনিষদ্ প্রভৃতি পুরাণ পর্য্যন্ত সমস্ত বেদপরবর্ত্তী শাস্ত্র পর্য্যালোচনা দ্বারা যখন খৃঃ পূঃ ২০০০০ বৎসরের কথা পাওয়া যায়,—তখন বেদ যে খৃষ্টের অন্ততঃ ত্রিংশত সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, তাহাতে সংশয় করিবার কোন কারণ দেখা যায় না।"

(মহাবিদ্যা মাসিক পত্র)

আরণ্যক।

ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট ভাগ আরণ্যক নামে প্রসিদ্ধ। এই সকল বৈদিকগ্রন্থ সূত্রসমূহ বিরচিত হওয়ার পূর্ব্বে এবং ব্রাহ্মণগ্রন্থ প্রণয়নের অব্যবহিত পরে কি তৎসমকালে প্রণীত হয়। আরণ্যক গ্রন্থের ভাষা ও লিখনভঙ্গী দৃষ্টে, তাহাদিগকে বৈদিক ব্রাহ্মণগ্রন্থাবলীর পরবর্ত্তী সাময়িক গ্রন্থ বলিয়াই সুস্পষ্ট প্রতীতি জন্মে। আরণ্যক যখনই কোন কর্ম্মকাণ্ড সম্বন্ধীয় মত সংস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছে, তখনই সংহিতা ও ব্রাহ্মণগ্রন্থ হইতে স্বমত পরিপোষক বচনাবলী উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণস্থলে উপস্থাপিত করিয়াছে। ব্রাহ্মণগ্রন্থে যাহা সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে, বা অনাবশ্যকীয় বোধে পরিত্যক্ত হইয়াছে, বা যথাযথরূপে অবিবৃত রহিয়াছে, আরণ্যক যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকলাপের সেই সেই অংশ বিস্তারিতরূপে উল্লেখ ও বিশদরূপে ব্যাখ্যা করিয়া স্বকীয় পরিশিষ্ট নামের স্বার্থকতা সম্পাদন করিয়াছে। যাগযজ্ঞে প্রযুক্ত ও ব্যবহৃত মন্ত্রাদি যে অনুক্রমে ব্রাহ্মণগ্রন্থে উল্লিখিত হইয়াছে, আরণ্যকে সেই অনুক্রমই অবলম্বিত হইয়া তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। ব্রাহ্মণোক্ত যাগাদি অনুষ্ঠান ও তদুপযোগী মন্ত্রাদির অর্থব্যাখ্যান, তাৎপর্য্য নিরূপণ এবং সমুচিত উদাহরণ প্রদর্শনে আরণ্যক অনেক সময় প্রবৃত্ত হইয়াছে। আরণ্যকে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড-সম্পর্কীয় নানাবিধ বিধি, বিচার, মীমাংসা, উপাখ্যান ও আখ্যায়িকার অসদ্ভাব নাই *।

---

* "The *Aranyakas,* with some exceptions, are all but purely liturgical, treating of ceremonies which have not been included in the *Brâhmanas,* or offering explanations and illustrations with reference to rites already there described but not so fully as they should have been. Not unoften do they enter into discussions regarding particular topics of liturgical interest which requires elucidation, though the rites to which they refer do not form a part of their subjects. In short they form supplements to the *Brăhmanas,* and are intended to supply their omissions.

" They are written in a language and style, which, though primitive and simple, are, nevertheless, considerably more recent than those of the *Sanhitás.* Compared to the *Brâh-*

ব্রাহ্মণগ্রন্থের ন্যায় আরণ্যকে লৌকিক ব্যাকরণবিরুদ্ধ অসারসিক প্রকৃতি প্রত্যয়াদি ও অপ্রচলিত বৈদিক শব্দ প্রয়োগের অসদ্ভাব নাই। আরণ্যকের তুলনায় তদন্তর্গত উপনিষদে লৌকিক প্রয়োগের ব্যতিক্রম স্থল অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।

তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ভাষ্যারম্ভে সায়নাচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, যে এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়নে সংসারাসক্ত গৃহীর অধিকার নাই। কেবল তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম চারি অধ্যায় এই নিয়মের বহির্ভূত। ইহা সর্ব্ব-ভূতানুকম্পক, দানপ্রতিগ্রহনিবৃত্ত, সংযতমনা, ক্লেশসহিষ্ণু, জিতেন্দ্রিয় বান-প্রস্থাশ্রমীদিগেরই * একমাত্র অধ্যয়নীয়। পক্ককেশ ও শ্বেতশ্মশ্রু পরম জ্ঞানী মহর্ষিগণ গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক জটাচীরধারী হইয়া জনমানববিহীন

---

manas they appear to bear unmistakable marks of later origin, though the bulk of them cannot, in language, be at all distinguished from the *Brâhmanas,* showing that, though later, the interval between the *Brāhmanas* and *Aranyakas* was not great. Exclusively Vedic forms and words are much more predominant in the *Aranyakas* than in the *Upanishads.*

(Dr. R. L. Mitra's Introduction to Taittiriya Aranyaka, P. 2-3)

* ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বানপ্রস্থো যতিস্তথা।
এতে গৃহস্থপ্রভবাশ্চত্বারঃ পৃথগাশ্রমাঃ॥ (মনুসংহিতা ৬। ৮৭)
চতুর্থমায়ুষো ভাগ মুষিত্বাদ্যং গুরৌ দ্বিজঃ।
দ্বিতীয়মায়ুষো ভাগং কৃতদারো গৃহে বসেৎ॥ (৪।১)
বনেষু তু বিহৃত্যৈবং তৃতীয়ং ভাগমায়ুষঃ।
চতুর্থমায়ুষো ভাগং ত্যক্ত্বা সঙ্গান্ পরিব্রজেৎ॥ (৬।৩৩)
অধীত্য বিধিবদ্ বেদান্, পুত্রাংশ্চোৎপাদ্য ধর্ম্মতঃ।
ইষ্ট্বা চ শক্তিতো যজ্ঞৈ, র্মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ॥ (৬।৩৬)

ব্রাহ্মণাদি শ্রেষ্ঠ জাতিত্রয়ের জীবনকে চারিভাগে বিভক্ত করিয়া, ভগবান মনু ব্রহ্মচর্য্যা-শ্রমে বেদাধ্যয়ন, গৃহস্থাশ্রমে বিবাহ ও যাগযজ্ঞাদি সম্পাদন, বানপ্রস্থাশ্রমে কঠোর তপশ্চর্য্যা দ্বারা আত্মশুদ্ধি, এবং সন্ন্যাসাশ্রমে মোক্ষলাভের বিধান করিয়াছেন। বানপ্রস্থ ব্রাহ্মণ সম্বন্ধে লিখিত আছে—

এতাশ্চান্যাশ্চ সেবেত দীক্ষা বিপ্রো বনে বসন্।
বিবিধাশ্চৌপনিষদীরাত্মসংসিদ্ধয়ে শ্রুতীঃ॥ (৬।২৯)

নিবিড় অরণ্যে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত থাকা সময়ে, এই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিতেন বলিয়াই ইহারা আরণ্যক নামে অভিহিত হইয়াছে *।

ব্রাহ্মণের ন্যায় আরণ্যক এবং উপনিষদ্ শ্রুতি মধ্যে পরিগণিত। বেদের অন্যান্য প্রামাণিক অংশের ন্যায় ইহা ঈশ্বর প্রণীত অভ্রান্ত গ্রন্থ বলিয়া হিন্দুগণ বিশ্বাস করিয়া থাকেন। আরুণিক উপনিষদে লিখিত আছে যে সন্ন্যাসীর পক্ষে বৈদিক মন্ত্রাদির পাঠ, বা বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়ার অনুষ্ঠান নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু তাঁহার আরণ্যক ও উপনিষদ্ অধ্যয়ন সর্ব্বতোভাবে উচিত। আরণ্যক ও উপনিষদের মাহাত্ম্য উত্তরকালে সবিশেষ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। মহাভারতের অনুক্রমণিকাধ্যায়ে আরণ্যক বেদের সারভাগ, এবং শতপথ ব্রাহ্মণে উপনিষদ্ যজুর্ব্বেদের রস বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে †।

সমুদয়ে ছয়টী আরণ্যক বিদ্যমান আছে। ঋগ্‌বেদের ঐতরেয় ও কৌষিতকী নামে দুইখানি, কৃষ্ণযজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের বৃহদ্ আরণ্যক পাওয়া গিয়াছে। এই চারিখানি আরণ্যকই বৈদিক ব্রাহ্মণ গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। কেবল আরণ্যগান ও আরণ্যক সংহিতা নামে সামবেদীয় আরণ্যক দ্বয় সামসংহিতার অন্তর্গত। সামসংহিতার মন্ত্রসমূহ কি প্রকারে স্বরসংযোগে যথোচিতরূপে গীত হইতে পারে, তাহা এই সামবেদীয় আরণ্যকদ্বয়ে বিবৃত ও সমালোচিত হইয়াছে। বোধ হয় এই নিমিত্তই অধ্যাপক মক্ষমূলার ইহাদি-

---

* অরণ্যাধ্যয়নাদেতদারণ্যকমিতীর্য্যতে।
অরণ্যে তদধীয়ীতেত্যেবং বাক্যং প্রচক্ষ্যতে॥
এতদারণ্যকং সর্ব্বং নাব্রতী শ্রোতুমর্হতি।
নারণ্যাধীতিনিয়মঃ সাবিত্র্যাদিচতুষ্টয়ে।
অতস্তদ্ ব্রাহ্মণগ্রন্থে শ্রুতং ব্যাখ্যাতমপ্যদঃ॥
(সায়নাচার্য্যকৃত তৈত্তিরীয়ারণ্যক-ভাষ্য)।

† ভারতস্য বপুর্হ্যেতৎ সত্যং চামৃতমেব চ।
নবনীতং যথা দধ্নো, দ্বিপদাং ব্রাহ্মণো যথা॥ ২৬২
আরণ্যকঞ্চ বেদেভ্য, ঔষধিভ্যোঽমৃতং যথা।
হ্রদানামুদধিঃ শ্রেষ্ঠো, গৌর্ব্বরিষ্ঠা চতুষ্পদাং॥ ২৬৩
যথৈতানীতিহাসানাং তথা ভারতমুচ্যতে। (মহাভারত, আদিপর্ব্ব, প্রথম অধ্যায়)।
তস্য বা এতস্য যজুষো রস এব উপনিষৎ। (শতপথ ব্রাহ্মণ, দশমকাণ্ড)।

গকে আরণ্যক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন নাই। সামবেদের আরণ্যক সংহিতাতে সামগানের উচ্চারণ সম্বন্ধীয় নানাবিধ নিয়মাবলী সন্নিবিষ্ট আছে বটে, কিন্তু ঐতরেয় ও তৈত্তিরীয় আরণ্যকের ন্যায় তাহাতে যাগযজ্ঞাদি বিষয়ক নানা আলোচনা, এবং বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড সম্পর্কীয় বহুবিধ বিধি, বিচার, নিয়ম, আখ্যায়িকা এবং উপাখ্যানও পরিদৃষ্ট হয়। পূর্ব্বোক্ত অন্যান্য আরণ্যকগুলি ব্রাহ্মণগ্রন্থেরই অন্তর্গত পরিশিষ্ট মাত্র। অথর্ব্ববেদের কোনও আরণ্যক বর্ত্তমান নাই।

ব্রাহ্মণগ্রন্থের রচয়িতাগণের সমকালিক কি পরভবিক ঋষিদিগের দ্বারা আরণ্যক বিরচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। কথিত আছে যে মহর্ষি শৌনকের শিষ্য আশ্বলায়ন ঐতরেয় আরণ্যকের চতুর্থখণ্ড রচনা করেন *। তাহার পঞ্চমখণ্ড শৌনক স্বয়ং প্রণয়ন করেন †। এতদ্বারা স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে গুরু শিষ্য উভয়েই ঋগ্‌বেদীয় ঐতরেয় শাখাধ্যায়ী পরম প্রাজ্ঞ প্রামাণিক গ্রন্থকার ছিলেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ন্যায় আরণ্যক আর্য্যসমাজে প্রথমত প্রচারিত হওয়ার সময়ে, তদ্‌রচয়িতা প্রতিভাশালী ঋষিগণ তাঁহাদের সমকালবর্ত্তিগণের নিকট হস্তপদধারী সুবিজ্ঞ ও শাস্ত্রজ্ঞ মনুষ্য বলিয়াই সবিশেষ পরিচিত ছিলেন। কালক্রমে তাঁহাদের রচিত গ্রন্থের সমাদর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিভাশালী গ্রন্থকারদিগের মনুষ্যত্ব আর্য্যসমাজ হইতে অন্তর্হিত হইতে লাগিল। গ্রন্থপ্রণেতা ঋষিদিগের অস্তিত্ব বিস্মৃত ও বিলুপ্ত হইলে, তাঁহাদের রচিত গ্রন্থ মানবীয় ভ্রমপ্রমাদের স্পর্শরহিত বলিয়া সর্ব্বত্র আদৃত ও ঘোষিত হইতে লাগিল। অবশেষে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যকাদি এইরূপে অপৌ-

---

* দ্বাদশাধ্যায়কং সূত্রং চতুষ্কগৃহ্যমেব চ।
চতুর্থারণ্যকঞ্চেতি হ্যাশ্বলায়নসূত্রকং॥ (ষড়্‌গুরুশিষ্যের সর্ব্বানুক্রমনী—ভাষ্য)।

এতস্য [সমাম্নায়স্য] ইতি শব্দ ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ-সহিতস্য-শাকলস্য বাকলস্য চাম্নায়দ্বয়স্যৈতদাশ্বলায়নসূত্রং নাম প্রয়োগশাস্ত্রমিত্যধ্যেতৃপ্রসিদ্ধং সম্বন্ধ বিশেষং দ্যোতয়তি।
[আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রের ভাষ্যকার গর্গ্যনারায়ণ]।

† পঞ্চমারণ্যকং [৫।২।৫।২] শৌনকেন সূত্রিতং "সুরূপ কৃত্নুমূতয়ে" [ঋক্‌সংহিতা, ১।৪।১] ইতি ত্রীণি, "এন্দ্র সানসিংরয়িং" (ঋক্‌সংহিতা, ১।৮।১) ইতি দ্বে ইতি।
(সায়নাচার্য্যের ঋগ্‌বেদীয় বেদার্থপ্রকাশ)।

রূপের শ্রুতিপদে অধিষ্ঠিত হইয়া সংহিতার সহিত সমভাবে সম্মানিত ও পরিপূজিত হইতে লাগিল।

ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে বৈদিক ব্রাহ্মণ ভাগের পরিশিষ্ট রূপে আরণ্যক বিরচিত হয়। এই পরিশিষ্ট ভাগ সংসারত্যাগী, জিতেন্দ্রিয়, যোগরত, তপশ্চর্য্যাশীল সন্ন্যাসী ও তাঁহাদের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক জনমানববিহীন অরণ্যে অধীত ও পঠিত হইত। এই নিমিত্তই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ডের বিবরণ সংমিশ্রিত গভীর আধ্যাত্মিক সদুপদেশপূর্ণ এই সকল ব্রাহ্মণ পরিশিষ্টের নাম আরণ্যক। প্রাচীন উপনিষদসমূহে যে সুগভীর আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্বের পূর্ণ বিকাশ পরিদৃষ্ট হয়, যদ্দ্বারা ভারতীয় আর্য্যধর্ম্ম ভূমণ্ডলের সর্ব্বধর্ম্মের সারভূত সার্ব্বভৌমিক ও সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম বলিয়া সর্ব্বত্র পরিকীর্ত্তিত হইতেছে, যাহার প্রচারে ও অনুশীলনে আধ্যাত্মিক বিদ্যার একমাত্র প্রসূতি ভারতে সেই শ্রেষ্ঠতম বিদ্যার চরমোৎকর্ষ সংসাধিত হইয়াছে, যাহার প্রভাবে ভারতের প্রাচীন মহর্ষিগণ আজিও জগতের শিক্ষাগুরুপদে অধিষ্ঠিত রহিয়াছেন, অভিনিবিষ্টচিত্তে যাহার অধ্যয়ন ব্যতিরেকে হিন্দুধর্ম্মের অতুল ঐশ্বর্য্য, অপরূপ সৌন্দর্য্য ও অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য অনুভূত হয় না এবং বিশাল হিন্দুধর্ম্মের পার্থক্য ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব স্পষ্টরূপে উপলব্ধি হয় না—আরণ্যকের স্থানে স্থানে তাহার পূর্ব্ব আভাস পরিলক্ষিত হয়।

আরণ্যকসমূহ জগতের অদ্বিতীয় ব্যাকরণাচার্য্য মহর্ষি পাণিনির আবির্ভাব কালের পরে বিরচিত হইয়াছে বলিয়া অনুমিত হয়। কারণ প্রগাঢ় শাস্ত্রবিশারদ পাণিনি আরণ্যক শব্দের অর্থ অরণ্যবাসী মনুষ্য ভিন্ন স্বসম্প্রদায়মান্য পবিত্র ব্রাহ্মণাধ্যায়ের উল্লেখ করেন নাই। যদি আরণ্যক তাঁহার সময়ে প্রচলিত ও প্রচারিত থাকিত, তাহা হইলে বেদাদি বহুশাস্ত্রবিৎ পাণিনি আরণ্যক শব্দকে অবশ্যই বেদাংশ প্রতিপাদক গ্রন্থ বলিয়াও ব্যাখ্যা করিতেন। পাণিনির পরবর্ত্তী বার্ত্তিককার কাত্যায়ন আরণ্যক শব্দের বেদাধ্যায়-বাচক অর্থ অবগত ছিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি কাত্যায়নের পূর্ব্বোক্ত বার্ত্তিকের পোষকতায় নানা উদাহরণ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার সময়ে আরণ্যক গ্রন্থের জনসমাজে সুপ্রচলন নির্দ্দেশ করিয়াছেন *।

* অরণ্যান্ মনুষ্যে ॥ ৪।২।১২৯ (পাণিনি)।

অধ্যাপক মক্ষমূলার অনুমান করেন যে আরণ্যক ও তদন্তর্গত প্রাচীন উপনিষদ্ সমূহ খৃষ্টের জন্মের ৬০০-২০০ বৎসর পূর্ব্বে বিরচিত হইয়া থাকিবে।

আরণ্যকের ভাব ও ভাষা সম্যকরূপে হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত আমরা তৈত্তিরীয় আরণ্যকের প্রথম ভাগ হইতে সৃষ্টি প্রকরণ বিষয়ক প্রস্তাব এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম।

জগতের সৃষ্টি বিবরণ।

১। আপো বৈ ইদং আসন্ সলিলমেব। স প্রজাপতিরেকঃ পুষ্করপর্ণে সমভবৎ।

অত্যান্নমিদমূচ্যতে মনুষ্য ইতি। পন্থাধ্যায়-ন্যায়-বিহার-মনুষ্য-হস্তিষ্বিতি বক্তব্যং। (কাত্যায়ন)।

আরণ্যকঃ পন্থা। আরণ্যকোঽধ্যায়ঃ। (পতঞ্জলি)।

"পাণিনি ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায়ের গ্রন্থকার। প্রাচীন ঋষিগণের ন্যায় তিনি এই সম্প্রদায়ের সম্মান ও শ্রদ্ধার অধিকারী। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থ কেবল কতকগুলি বৈয়াকরণ পদনির্ণায়ক সূত্রসংগ্রহ নয়। ইহাতে প্রসঙ্গের সঙ্গতিক্রমে স্বসম্প্রদায়গত অনেক বিষয় সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। পাণিনি যদি স্বসম্প্রদায়মান্য কোন বিষয়ের অনুল্লেখ করেন, তাহা হইলে আমাদিগকে ইহাই সিদ্ধান্ত করিতে হইবে, যে পাণিনির সময়ে সেই বিষয়ের অস্তিত্ব ছিল না। পাণিনি যেরূপ প্রাবীণ্য সহকারে বৈয়াকরণ সূত্রসমূহ নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তিনি যে স্বসময় প্রচলিত শাস্ত্রসমূহে অনভিজ্ঞ ছিলেন, এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।" সংস্কৃতবিৎ অধ্যাপক গোল্‌ড্‌ষ্টুকরের মতের অনুসরণ পূর্ব্বক প্রাগুক্ত যুক্তিবলে সুবিজ্ঞ রজনীবাবু আরণ্যকের ন্যায় যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত শতপথ ব্রাহ্মণ, বাজসনেয়ী সংহিতা, অথর্ব্ববেদ সংহিতা, উপনিষদ্, এবং ন্যায় সাংখ্যাদি ষড়দর্শন ও পাণিনির পরসাময়িক বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন।

(শ্রীযুক্ত বাবু রজনীকান্ত গুপ্ত প্রণীত "পাণিনি" ৫১—৭৫ পৃষ্ঠা)।

পক্ষান্তরে পুরাতত্ত্ববিৎ বাবু রামদাস সেন গোলড্‌ষ্টুকারের এই মতের প্রতিবাদ করিয়া লিখিয়াছেন—"আচার্য্য গোল্‌ড্‌ষ্টুকার কেবল মাত্র পাণিনির ব্যাকরণ সূত্রের কতকগুলি কথা লইয়া তদীয় দেশ, কাল ও তদানীন্তন গ্রন্থাবলীর যে স্বত্বা নির্ণয় করিয়াছেন, আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে তাহা যুক্তিসঙ্গত বোধ হইতেছে না। বৈয়াকরণিক সঙ্কেত কেবল প্রচলিত সাধু শব্দের প্রকৃতি প্রত্যয়ের বিভাগ ও সাধনপ্রণালী প্রদর্শন পূর্ব্বক তাহার সাধুতা সপ্রমাণ করিয়া দেয় মাত্র, কিন্তু পারিভাষিক শব্দের উপর ব্যাকরণের কিছুমাত্র প্রভুতা নাই। যেমন একমাত্র ব্যাকরণের দ্বারা কোন ইতিহাস নির্ণয় হয় না, সেইরূপ এক শব্দকে দুই ব্যক্তি দুই প্রকার অর্থে ব্যবহার করিলে যে তদুভয় ব্যক্তির মধ্যে একটী সুদীর্ঘকাল ব্যবধান থাকিবেক, তাহার কোন প্রমাণ নাই। বিশেষতঃ পাণিনি সূত্র মাত্র রচনা করেন। অন্যের প্রদত্ত উদাহরণ দ্বারা পাণিনির কোন তত্ত্ব নির্ণয় হইতে পারে না।"

(ঐতিহাসিক রহস্য, ৩।১৭৬-৮২)।

তস্মাত্ত মনসি কামঃ সমবর্ত্তত, 'ইদং সৃজেয়ং' ইতি। তস্মাদ্ যদ্ পুরুষো মনসাভিগচ্ছতি, তদ্ বাচা বদতি *, তৎ কর্ম্মণা করোতি। তদেষাভ্যানুক্তা,—

কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি

মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।

সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্

হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ইতি (ঋগ্‌বেদ ১০। ১২৯। ৪)

উপ এবং তদুপনমতি, যৎকামো ভবতি, য এবং বেদ।

২। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা শরীরমধুনুত। তস্য যদ্ মাংসমাসীৎ, ততোঽরুণাঃ কেতবো বাতরশনা † ঋষয় উদতিষ্ঠন্।

৩। যে নখা, স্তে বৈখানসঃ। যে বালা, স্তে বালখিল্যাঃ। যো রসঃ, সোঽপামন্তরতঃ কূর্ম্মং ভূতং সর্পন্তং তমব্রবীৎ। "মম বৈ ত্বম্মাংসা সমভূৎ।"

৪। 'ন' ইত্যব্রবীৎ। "পূর্ব্বমেবাহমিহাসন্" ইতি। তৎপুরুষস্য পুরুষত্বমিতি। স সহস্র-শীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাদ্ ভূত্বা উদতিষ্ঠৎ। তমব্রবীৎ, "ত্বং বৈ পূর্ব্বং সমভূৎ। ত্বং ইদং পূর্ব্বঃ কুরুষ" ইতি।

৫। স ইত আদায় আপোঽঞ্জলিনা পুরস্তাদ্ উপাদধাৎ, 'এবাহেব' ইতি। তত আদিত্য উদতিষ্ঠৎ। সা প্রাচী দিক্। অথ অরুণঃ কেতু দক্ষিণত উপাদধাৎ, "এবাহ্যগ্নে" ইতি। ততো বৈ অগ্নিরুদতিষ্ঠৎ। সা দক্ষিণা দিক্। অথ অরুণঃ কেতুঃ পশ্চাদ্ উপাদধাৎ, "এবাহি বায়ো" ইতি। ততো বায়ুরুদতিষ্ঠৎ। সা প্রতীচী দিক্।

৬। অথ অরুণঃ কেতুরুত্তরত উপাদধাৎ, "এবাহি ইন্দ্র" ইতি। ততো বৈ ইন্দ্র উদ-তিষ্ঠৎ। সা উদীচী দিক্। অথ অরুণঃকেতুর্মধ্যে উপাদধাৎ, "এবাহি পূষন্" ইতি। ততো বৈ পূষা উদতিষ্ঠৎ। সা ইয়ং দিক্।

৭। অথ অরুণঃ কেতুরুপরিষ্টাদুপাদধাৎ, "এবাহি দেবা" ইতি। ততো দেবমনুষ্যাঃ পিতরো গন্ধর্ব্বাপ্সরসশ্চ উদতিষ্ঠন্। সা উর্দ্ধা দিক্। যা বিপ্রুষো বি পরাপতন্, তাভ্যোঽসুরা রক্ষাংসি পিশাচাশ্চ উদতিষ্ঠন্। তস্মাত্তে পরাভবন্ বিপ্রুড্ভোহি সমভবন্। তদেষাভ্যনুক্তা—

৮। আপো হ যদ্ বৃহতীর্গর্ভমায়ন্

দক্ষং দধানা জনয়ন্তীঃ স্বয়ম্ভুং।

তত ইমেঽধ্যসৃজ্যন্ত সর্গাঃ

অদ্ভ্যো বৈ ইদং সমভূৎ॥

তস্মাদিদং সর্ব্বং ব্রহ্ম স্বয়ম্ভ্বিতি॥

---

* যদ্বৈ হৃদয়েনাভিগচ্ছতি, তজ্জিহ্বয়া বদতি। (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৬।৩।১০।৪)।

† অরুণা কেতবাশ্চৈব স্বাধ্যায়েন দিবং গতা, ॥ (মহাভারত, ১২ পর্ব্ব। ৭৭৮ শ্লোক)।
তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১।২৪।৪) এবং অথর্ব্ববেদে (১১।১০।২) ইহাদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

তস্মাদিদং সর্ব্বং শিথিলমিব অধ্রুবমিব অভবৎ। প্রজাপতির্বাব তৎ আত্মনা আত্মানং বিধায় তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদেষাভ্যনুক্তা

৯। বিধায় লোকান্ বিধায় ভূতানি
বিধায় সর্ব্বাঃ প্রদিশো দিশশ্চ।
প্রজাপতিঃ প্রথমজা ঋতস্য
আত্মনাত্মানমভিসংবিবেশ॥ [তৈত্তিরীয়ারণ্যক, ১।২৩]

১। সমগ্র জগৎ তরলসলিলময় ছিল। পদ্মপত্রে প্রজাপতি উৎপন্ন হইলেন। তাঁহার মনে মনে ইচ্ছা জন্মিল, 'আমি ব্রহ্মাণ্ড সৃজন করিব।' অতএব মনুষ্য মনে মনে যাহা সঙ্কল্প করে, বাক্যে তাহা প্রকাশ করিয়া কার্য্যে পরিণত করে। এইজন্যই ঋগ্‌বেদে ইহা উল্লিখিত আছে,—

'সর্ব্বপ্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল, তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তি কারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমান ঋষিগণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন,*। যে ইহা জানে, সে যাহা পাইতে অভিলাষী হয় তাহাই প্রাপ্ত হয়।

২। প্রজাপতি তপস্যা করিতে আরম্ভ করিলেন। কঠোর তপস্যার পর তিনি স্বীয় শরীর কম্পিত করিলেন। তাঁহার শরীরের মাংস হইতে অরুণ, কেতু ও বাতরশন ঋষিগণ উৎপন্ন হইল।

৩। তাঁহার নখ সকল বৈখানস ও চুল বালখিল্য ঋষিরূপে পরিণত

* এই সুপ্রসিদ্ধ সূক্তে (১০।১২৯) সৃষ্টির আদিকারণ ও সৃষ্টি প্রণালীর কথা পর্য্যালোচনা করা হইয়াছে। প্রকৃতির যে শক্তি ও কার্য্যসমূহ এবং সৌন্দর্য্যকে ঋষিগণ এতদিন দেবতা বলিয়া পূজা করিয়া আসিতেছিলেন, তাঁহারাও স্রষ্টা কার্য্যমাত্র, আদিদেব নহেন। তবে আদি কে? সৃষ্টির কারণ কে? এপ্রশ্নের উত্তর দেওয়া মনুষ্য বা দেবানুগৃহীত ঋষি কাহারও সাধ্যায়ত্ত নহে। তাহাই এই সূক্তের সাতটী ঋকে আলোচিত হইয়াছে। দশম মণ্ডলের মধ্যে ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্ত।

(লেখকাগ্রণী শ্রীযুক্ত বাবু রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের প্রণীত বাঙ্গলা ঋগ্‌বেদসংহিতা)।

এই অপূর্ব্ব সূক্তের সবিশেষ বিবরণ ও সমালোচনার জন্য নিম্নোক্ত গ্রন্থ দেখুন।

Prof. Max Muller's *Ancient Sanskrit Literature,* P. 559-66

Goldstucker's *Panini,* p. 144

Dr. Muir's Original Sanskrit Texts III (281), IV. (3-4) and V. (356-66)

হইল। তাঁহার শরীরের রস সকল জলমধ্যে বিচরণশীল কূর্ম্মরূপে পরিণত হইল। প্রজাপতি কূর্ম্মকে* কহিলেন, 'তুমি আমার শরীরের ত্বক্ ও মাংস হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ।'

৪। কূর্ম্ম তদুত্তরে কহিল, 'না, আমি পূর্ব্বাবধিই এখানে আছি।' পূর্ব্বাবধি থাকাতেই পুরুষের পুরুষত্ব সংঘটিত হইল। সেই কূর্ম্ম সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র-পাদ রূপ ধারণ পূর্ব্বক জল হইতে উত্থিত হইল। প্রজাপতি তাহাকে কহিল, "তুমি আমার পূর্ব্বে সমুৎপন্ন হইয়াছ, তুমিই পূর্ব্বে এই জল হইতে জগৎ সৃষ্টি কর।"

৫।৬। সেই পুরুষ সম্মুখস্থিত জল অঞ্জলিপুটে গ্রহণ পুরঃসর পূর্ব্বদিকে তাহা রাখিয়া কহিল, "হে সূর্য্য! তুমি আমার ইচ্ছার বিষয়ীভূত হও।" তদনন্তর সূর্য্য উদিত হইল। ইহাই পূর্ব্বদিক্। অনন্তর অরুণকেতু দক্ষিণ দিকে পুনরায় জল রাখিয়া কহিলেন, "হে অগ্নি! তুমি আমার ইচ্ছার বিষয়ীভূত হও।" তদনন্তর অগ্নি উত্থিত হইল। ইহাই দক্ষিণ দিক্। এইরূপে পশ্চিম দিক ও বায়ু, উত্তর দিক্ ও ইন্দ্র এবং মধ্য হইতে মধ্যদিক্ ও পুষন্ উৎপন্ন হইল।

৭। অরুণকেতু জল ঊর্দ্ধদিকে সংস্থাপন করিলে, তাহা হইতে ঊর্দ্ধদিক্ এবং দেবতা, মনুষ্য, পিতৃদেব, গন্ধর্ব্ব, ও অপ্সরাগণ সমুদ্ভূত হইল। যে সকল জলকণা ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, তাহাহইতে অসুর, রাক্ষস ও পিশাচগণ উৎপন্ন হইল। জলকণা হইতে সমুদ্ভূত হওয়ায় তাহারা জিত ও নশ্বর হইল।

৮। ইহা কথিত আছে,—যখন বিশ্বের আদিকারণ সলিল জ্ঞানময় গর্ভ ধারণ করিল, তখন তাহা হইতে স্বয়ম্ভু জন্মগ্রহণ করিলেন। তাহা হইতে সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ উৎপন্ন হইল। সমুদয় পদার্থ সলিল হইতেই সমুদ্ভূত হইল। অতএব বিশ্বই সেই পরব্রহ্ম স্বয়ম্ভুময়। এই নিমিত্ত সমস্ত সৃষ্ট পদার্থ শিথিল

---

* স যৎ কূর্ম্মো নাম—এতদ্ জলং কৃত্বা, প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। যদসৃজত, অকরোৎ তৎ। যদকরোৎ, তস্মাৎ কূর্ম্মঃ। কাশ্যপো বৈ কূর্ম্মঃ। তস্মাদাহুঃ, "সর্ব্বা প্রজাঃ কাশ্যপ্য" ইতি। স যঃ স কূর্ম্মোঽসৌ, স আদিত্যঃ। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৭।৪।৩।৫)

সুরাসুরাণামুদধিং মথ্নতাং মথনাচলং।
দধ্রে কমঠরূপেণ পৃষ্ঠে একাদশে বিভুঃ॥ (ভাগবতপুরাণ, ১।৩।১৬)।

ও চঞ্চলকায় ছিল। প্রজাপতিই সমুদয় সৃষ্ট পদার্থে বিরাজিত আছেন। তিনি স্বীয় আত্মা হইতে আপনাকে সৃজন করিয়া, স্বসৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে অনুপ্রবিষ্ট হইলেন।

৯। এই নিমিত্তই এই শ্লোক দেখিতে পাওয়া যায়,—"সমস্ত জগৎ, চরাচরস্থ সমুদয় পদার্থ, সমুদয় দিক্ সৃজন করিয়া যজ্ঞ হইতে সর্ব্বপ্রথম সমুৎপন্ন প্রজাপতি আপনাকে স্বকীয় আত্মাতে বিলীন করিলেন।"

তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে পূর্ব্বোদ্ধৃত সৃষ্টি বিবরণের প্রসঙ্গ সঙ্গতিক্রমে আমরা এস্থলে ঋক্‌সংহিতা, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, অথর্ব্ব সংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ, বৃহদারণ্যক ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ প্রভৃতি বৈদিক গ্রন্থ হইতে সৃষ্টিপ্রকরণ বিষয়ক নানাবিধ প্রস্তাব উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়া প্রদর্শন করিতেছি।

ন অসদাসীৎ নো সদাসীৎ তদানীং,
ন আসীদ্ রজো, নো ব্যোম পরো যৎ।
কিমাবরীবঃ কুহ কস্য শর্ম্মন্,
অন্তঃ কিমাসীদ্ গহনং গভীরং॥ ১।
ন মৃত্যুরাসীদমৃতং ন তর্হি,
ন রাত্র্যা অহ্ন আসীৎ প্রকেতঃ।
আনীদবাতং স্বধয়া তদেকং,
তস্মাদ্ হান্যন্ন পরঃ কিঞ্চনাস॥ ২।
তম আসীৎ তমসা গূঢ়মগ্রে,
অপ্রকেতং সলিলং সর্ব্বমৈদং।
তুচ্ছ্যেন আভ্বাপিহিতং যদ্ আসীৎ
তপস স্তদ্ মহিনাহ জায়তৈকং॥ ৩।
কামস্তদগ্রে সমবর্ত্ততাধি
মনসো রেতঃ প্রথমং যদাসীৎ।
সতো বন্ধুমসতি নিরবিন্দন্
হৃদি প্রতীষ্যা কবয়ো মনীষা॥ ৪।
তিরশ্চীনো বিততো রশ্মিরেষাং,
অধঃ স্বিদাসীদ্ উপরি স্বিদাসীৎ।
রেতোধা আসন্ মহিমান আসন্

স্বধা অবস্তাৎ প্রয়তিঃ পরস্তাৎ ॥ ৫।
কো অঙ্গ বেদ ক ইহ প্রবোচৎ
কুত আজাতা, কুত ইয়ং বিসৃষ্টিঃ।
অর্ব্বাগ্ দেবা অস্য বিসর্জ্জনেন
অথ কো বেদ যত আবভূব ॥ ৬।
ইয়ং বিসৃষ্টি যত আবভূব,
যদি বা দধে যদি বা ন বেদ।
যো অস্যাধ্যক্ষঃ পরমে ব্যোমন্
স অঙ্গ বেদ যদি বা ন বেদ ॥ ৭। (ঋক্‌সংহিতা, ১০।১২৯)।

১। তৎকালে যাহা নাই, তাহাও ছিল না, যাহা আছে তাহাও ছিল না। পৃথিবীও ছিল না, অতি দূর বিস্তার আকাশও ছিল না। আবরণ করে এমন কি ছিল? দুর্গম ও গম্ভীর জল কি তখন ছিল?

২। তখন মৃত্যুও ছিল না, অমরত্বও ছিল না। রাত্রি ও দিনের প্রভেদ ছিল না। কেবল সেই একমাত্র বস্তু বায়ুর সহকারিতা ব্যতিরেকে আত্মা মাত্র অবলম্বনে নিশ্বাস প্রশ্বাস যুক্ত হইয়া জীবিত ছিলেন। তিনি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না।

৩। সর্ব্বপ্রথমে অন্ধকারের দ্বারা অন্ধকার আবৃত ছিল। সমস্তই চিহ্ন-বর্জ্জিত ও চতুর্দ্দিকে জলময় ছিল*। অবিদ্যমান বস্তু দ্বারা সেই সর্ব্বব্যাপী আচ্ছন্ন ছিলেন। তপস্যার প্রভাবে সেই এক বস্তু জন্মিলেন।

---

* আপো অগ্রে বিশ্বমাবন্, গর্ভং দধানা অমৃতা ঋতজ্ঞাঃ।
যা সু দেবেষ্বধিদেব আসীৎ, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম? ॥ ৬।
আপো বৎসং জনয়ন্তীর্গর্ভং অগ্রে সমৈরয়ন্।
তস্যোত জায়মানস্য উল্‌বা আসীৎ হিরন্ময়ঃ ॥ ৮। (অথর্ব্বসংহিতা, ৪।২।

আপো হ বা ইদমগ্রে, সলিলমেবাস। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।১।৬।)

তস্যাপ এব প্রতিষ্ঠা। অপ্সু হি ইমে লোকা প্রতিষ্ঠিতাঃ। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৬।৭।১।১৭)

আপ এবেদমগ্রে আসুঃ। তা আপঃ সত্যমসৃজন্ত, সত্যং ব্রহ্ম, ব্রহ্ম প্রজাপতিং, প্রজাপতি র্দেবান্। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৪।৮।৬।১)।

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষু র্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
আপ এব সসর্জ্জাদৌ, তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ (মনুসংহিতা, ১।৮)।

৪। সর্ব্ব প্রথমে মনের উপর কামের আবির্ভাব হইল। তাহা হইতে সর্ব্বপ্রথম উৎপত্তিকারণ নির্গত হইল। বুদ্ধিমানগণ বুদ্ধিদ্বারা আপন হৃদয়ে পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অবিদ্যমান বস্তুতে বিদ্যমান বস্তুর উৎপত্তি স্থান নিরূপণ করিলেন।

৫। রেতোধা পুরুষেরা উদ্ভূত হইলেন, মহিমা সকল উদ্ভূত হইল। উহাদিগের রশ্মি দুই পার্শ্বে ও নিম্নের দিকে এবং উর্দ্ধদিকে বিস্তারিত হইল। নিম্নদিগে স্বধা (অন্ন) রহিল। প্রযতি (ভোক্তা পুরুষ, প্রধান) উর্দ্ধদিকে রহিলেন।

৬। কেইবা প্রকৃত জানে ? কেইবা বর্ণনা করিবে ? কোথা হইতে এই সকল জন্মিল ? কোথা হইতে এই সকল নানা সৃষ্টি হইল ? দেবতারা এই সমস্ত নানা সৃষ্টির পর হইয়াছেন, কোথা হইতে যে হইল, তাহা কেই বা জানে ?

৭। এই নানা সৃষ্টি কোথা হইতে যে হইল, কাহা হইতে হইল, কেহ সৃষ্টি করিয়াছেন, কি করেন নাই—ইহা তিনিই জানেন, যিনি ইহার প্রভুস্বরূপ পরম ধামে আছেন। অথবা তিনি নাও জানিতে পারেন।

সহস্রশীর্ষা পুরুষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রপাৎ।
স ভূমিং বিশ্বতো বৃত্বা অত্যতিষ্ঠৎ দশাঙ্গুলং ॥ ২।
পুরুষং এবেদং সর্ব্বং যদ্ ভূতং যচ্চ ভাব্যং।
উতামৃতত্বস্যেশানো, যদন্নেনাতিরোহতি ॥ ২।
এতাবানস্য মহিমা, অতো জ্যায়াংশ্চ পুরুষঃ।
পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি, ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি ॥ ৩।
ত্রিপাদূর্দ্ধোঽধ ঐৎ পুরুষঃ, পাদোঽস্যেহাভবৎপুনঃ।
ততো বিশ্বান্ ব্যক্রামৎ সাশনাশনে অভি ॥ ৪।

ততঃ সলিলমুৎপন্নং তমসীবাপরং তমঃ।
তস্মাচ্চ সলিলোৎপীড়াৎ উদতিষ্ঠত মারুতঃ॥ (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সমুদয় স্থলেই জলরাশি সর্ব্বপ্রথমে সৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতার রচনাকালে নীলাকাশ জলীয় বলিয়া অনুমিত হইত। ইহা হইতেই বিশ্বভুবন প্রথমে জলাকৃতি ছিল, এই কথা উৎপন্ন হইয়া থাকিবে।

তস্মাদ্ বিরাড়জায়ত বিরাজো অধি পুরুষঃ।
স জাতোঽত্যরিচ্যতে পশ্চাদ্ ভূমিমথোপুরা॥ ৫।
যৎ পুরুষেণ হবিষা দেবা যজ্ঞমতন্বত।
বসন্তো অস্যাসীদাজ্যং, গ্রীষ্ম ইধ্ম, শরৎ হবিঃ॥ ৬।
তং যজ্ঞং বর্হিষি প্রোক্ষণ্ পুরুষং জাতমগ্রতঃ।
তেন দেবা অযজন্ত সাধ্যা ঋষয়শ্চ যে॥ ৭।
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতং সংভৃতং পৃষদাজ্যং।
পশূন্ তাংশ্চক্রিরে বায়ব্যান্ আরণ্যান্ গ্রাম্যাংশ্চ যে॥ ৮।
তস্মাদ্ যজ্ঞাৎ সর্ব্বহুতঃ ঋচাঃ সামানি জজ্ঞিরে।
ছন্দাংসি জজ্ঞিরে তস্মাদ্, যজুস্তস্মাদজায়ত॥ ৯।
তস্মাদশ্বা অজায়ন্ত যে কে চ উভয়াদতঃ।
গাবো হ জজ্ঞিরে তস্মাৎ, তস্মাজ্জাতো অজা বয়াঃ॥ ১০।
যৎ পুরুষং ব্যদধুঃ কতিধা বি অকল্পয়ন্।
মুখং কিং? অস্য কৌ বাহূ, কা উরূ পাদা উচ্যেতে?॥ ১১।
ব্রাহ্মণোঽস্যা মুখমাসীদ্, বাহূ রাজন্যঃ কৃতাঃ।
উরূ যদস্য তদ্ বৈশ্যঃ, পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥ ১২।
চন্দ্রমা মনসো জাতঃ, চক্ষোঃ সূর্য্যো অজায়ত।
মুখাদিন্দ্রশ্চ অগ্নিশ্চ, প্রাণাদ্ বায়ুরজায়ত॥ ১৩।
নাভ্যা আসীদন্তরীক্ষং, শীর্ষ্ণো দ্যৌঃ সমবর্ত্তত।
পদ্ভ্যাং ভূমি, দিশঃ শ্রোত্রাৎ, তথা লোকানকল্পয়ৎ॥ ১৪।
সপ্তস্যাসন্ পরিধয়স্ত্রি সপ্ত সমিধঃ কৃতাঃ।
দেবা যদ্ যজ্ঞং তন্বান অবধ্নন্ পুরুষং পশুং॥ ১৫।

যজ্ঞেন যজ্ঞমযজন্ত দেবা,
স্তানি ধর্ম্মাণি প্রথমানি আসন্।
তে হ নাকং মহিমানঃ সচন্ত,
যত্র পূর্ব্বে সাধ্যাঃসন্তি দেবাঃ॥১৬॥* (ঋক্‌সংহিতা, ১০।৯০)

---

* এই সুপ্রসিদ্ধ পুরুষসূক্ত শুক্লযজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতায় (৩১।২অধ্যায়) এবং অথর্ব্ববেদসংহিতায় (১৯।৬) কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে দৃষ্ট হয়। ইহা কোল্‌ব্রুক্,বার্নুফ, উইল্‌সন্,

পুরুষের সহস্র মস্তক, সহস্র চক্ষু ও সহস্র চরণ। তিনি পৃথিবীকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত করিয়া দশ অঙ্গুলি পরিমাণ অতিরিক্ত হইয়া অবস্থিত থাকেন। যাহা হইয়াছে বা যাহা হইবেক, সকলই সেই পুরুষ। তিনি অমরত্বলাভে অধিকারী হন। কেননা তিনি অন্ন দ্বারা অতিরোহণ করেন। তাঁহার এতাদৃশ মহিমা। তিনি কিন্তু ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর। বিশ্বজীব সমূহ তাঁহার এক পাদ মাত্র। আকাশে অমর অংশ তাহার তিন পাদ। পুরুষ আপনার তিন পাদ (অংশ) লইয়া উপরে উঠিলেন। তাঁহার চতুর্থাংশ এই স্থানে রহিল। তদনন্তর তিনি চেতন ও অচেতন তাবৎ বস্তুতে ব্যাপ্ত হইলেন। তাহা হইতে বিরাট্ জন্মিলেন, বিরাট্ হইতে সেই পুরুষ জন্মিলেন *। তিনি জন্মগ্রহণ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগে ও পুরোভাগে পৃথিবীকে অতিক্রম করিলেন। যখন পুরুষকে হব্যরূপে গ্রহণ করিয়া দেবতারা যজ্ঞ আরম্ভ করিলেন, তখন বসন্ত ঘৃত হইল, গ্রীষ্ম কাষ্ঠ হইল, ও শরৎ হব্য হইল। যিনি সকলের অগ্রে জন্মিয়াছিলে, সেই পুরুষকে যজ্ঞীয় পশুরূপে সেই যজ্ঞাগ্নিতে পূজা দেওয়া হইল। দেবতারা, সাধ্যবর্গ ও ঋষিগণ উহা দ্বারা যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন। সেই সর্ব্ব হোম যুক্ত যজ্ঞ হইতে দধি ও ঘৃত উৎপন্ন হইল। তিনি সেই বায়ব্য বন্য ও গ্রাম্য পশু সৃজন করিলেন। সেই সর্ব্বহোম সম্বলিত যজ্ঞ হইতে ঋক্ ও সামসমূহ, ছন্দ ও যজুর্ম্মন্ত্র সকল উৎপন্ন হইল। ঘোটক, গাভী, ছাগ, মেষ

রোথ্, ওয়েবার, মক্ষমুলার, মিউর প্রভৃতি ইউরোপীয় সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক, নানা ভাষায় অনুবাদিত ও সমালোচিত হইয়াছে। পুরুষের সম্বন্ধে অথর্ব্ব সংহিতায় (১০।২) একটি সুদীর্ঘ ও দুরূহ সূক্ত আছে। ভাগবত পুরাণে (২।৬।১৫-২৬ শ্লোক) ইহার সংক্ষিপ্ত সার সঙ্কলিত হইয়াছে।

* ঋক্‌সংহিতায় (১০।৭২।৪) দক্ষ অদিতি হইতে, অদিতি দক্ষ হইতে উৎপন্ন হন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। অথর্ব্বসংহিতায় (১৩।৪।২৯) ইন্দ্রদেব অহ হইতে, অহ ইন্দ্র হইতে সমুদ্ভূত হয় বলিয়া লিখিত আছে। বাজসনেয়ীসংহিতার টীকাকার মহীধর বলেন, যে আদি পুরুষ হইতে স্বমায়ায় অণ্ডরূপী বিরাজ্ উৎপন্ন হইলে, তিনি জীবরূপে সেই স্বসৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে অনুপ্রাণিত করেন। মনুসংহিতার প্রথমাধ্যায়ে অণ্ড হইতে ব্রহ্মা উদ্ভূত হইয়া কিরূপে জগৎ সৃষ্টি করেন, তাহা বিবৃত হইয়াছে।

তদণ্ডমভবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।

তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ (১।৯)

ও দন্তপংক্তিদ্বয়ধারী পশুগণ তাহা হইতে জন্মিল। পুরুষকে খণ্ড খণ্ড করা হইলে তাঁহার মুখ ব্রাহ্মণ, দুই বাহু ক্ষত্রিয়, উরুদ্বয় বৈশ্য, চরণদ্বয় শূদ্র হইল *। তাঁহার মন হইতে চন্দ্র, চক্ষু হইতে সূর্য্য, মুখ হইতে ইন্দ্র ও অগ্নি, প্রাণ হইতে বায়ু, নাভি হইতে আকাশ, মস্তক হইতে স্বর্গ, দুই চরণ হইতে ভূমি, কর্ণ হইতে দিক্ ও ভুবন সকল নির্ম্মিত হইল। দেবতারা যজ্ঞ সম্পাদন কালে পুরুষস্বরূপ পশুকে † যখন বন্ধন করিলেন, তখন সাতটি বেদী ও একবিংশতি সংখ্যক যজ্ঞকাষ্ঠ নির্ম্মিত হইল। দেবতারা যজ্ঞীয় পুরুষ দ্বারা যে যজ্ঞ সম্পাদন করিলেন, উহাই সর্ব্বপ্রথম ধর্ম্মানুষ্ঠান। যে স্বর্গলোকে প্রধান প্রধান দেবতাও সাধ্যগণ অবস্থিত আছেন, মহিমান্বিত দেবতাবর্গ সেই স্বর্গধাম প্রতিষ্ঠা করিলেন।

এই সূক্তে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতির উল্লেখ দৃষ্টে অনেকে অনুমান করেন যে ঋক্‌সংহিতা রচনার অনেক পর ইহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক সংস্কৃত ভাষায় বিরচিত হইয়া ঋক্‌বেদের ভিতর প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ইহার রচনাকালে ঋক্, সাম ও যজুঃ সংহিতার মন্ত্রগুলি পৃথক্ পৃথক্ করা হইয়াছে, এক ঈশ্বর এই বিশ্বভুবনের স্রষ্টাও নিয়ন্তা বলিয়া বিশ্বাস আর্য্যসমাজে প্রবেশ করিয়াছে, এবং বুদ্ধিকর্ম্মানুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন ব্যবসায় জন্মানুসারী বিভিন্ন জাতিতে পরিণত হইয়াছে ‡।

---

* মহাভারতের বনপর্ব্বে লিখিত আছে—

ব্রহ্ম বক্ত্রং, ভুজৌ ক্ষত্রং উরূ মে সংস্থিতা বিশঃ।
পাদৌ শূদ্রা ভবন্তীমে বিক্রমেণাক্রমেণ চ ॥
লোকানাংতু বিবৃদ্ধ্যর্থং মুখবাহূরুপাদতঃ।
ব্রাহ্মণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্যং শূদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তয়ৎ ॥ (মনুসংহিতা, ১।৩১)

† বিশ্বজগতের নিয়ন্তাকে বলিস্বরূপ যজ্ঞে অর্পণ করার অনুভব, পুরোহিতবর্গের প্রাধান্য ও ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যখন আর্য্যসমাজে যাগাদি অনুষ্ঠানের ফলোপধায়কতায় লোকের দৃঢ়তর বিশ্বাস জন্মিয়া তাহার বহুল প্রচলন সংঘটিত হয়, সেই সময়ে আর্য্যগণের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। ইহা ঋকসংহিতায় (১০।৮১।৫ ও ১০।১৩০।৩), তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ (৩।৯।২২।১), শতপথ ব্রাহ্মণ (১৩।৭।১।১, ১১।১।৮।২, ও ১৪।৩।২।১), ভাগবত পুরাণ (২।৬।২১।২৬) এবং মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে দৃষ্ট হয়।

‡ ঋকসংহিতায় (১০।১১২) সূক্তে লিখিত আছে যে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির কার্য্য (ব্যবসায়) ভিন্ন ভিন্ন প্রকার। তক্ষক (সূত্রধর) কাষ্ঠ তক্ষণ করে, বৈদ্য রোগেরও স্তোতা যজ্ঞকর্ত্তার

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।৩।৮) লিখিত আছে যে প্রজাপতি স্বীয় নিশ্বাস [অসু] হইতে অসুরদিগের সৃষ্টি করিয়া, যথাক্রমে পিতৃগণ, ও দেবগণকে উত্তরোত্তর সৃজন করিলেন *। স্থলান্তরে [২।২।৯।১-১০] লিখিত আছে যে বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বে দ্যৌ, পৃথিবী বা অন্তরীক্ষ ইহাদের চিহ্ন মাত্রও বিদ্যমান ছিল না। ক্রমে ধূম, অগ্নি, জ্যোতিঃ, অর্চ্চি, মরীচি, উদারা [দীপ্তিমান্ জ্বালা], অভ্র [মেঘ], সমুদ্র, সলিল, পৃথিবী, অন্তরীক্ষ, আকাশ, অসুর, বিবিধ প্রজা, জ্যোৎস্না, ঋতু, অহোরাত্র, দেবগণ, ও মন—প্রজাপতি কর্ত্তৃক সৃজিত হইল।

শতপথ ব্রাহ্মণের (৭।৫।২।৬) নির্দ্দেশ অনুসারে প্রজাপতি স্বকীয় প্রাণ হইতে পশুবর্গ, মন হইতে মনুষ্যবর্গ, চক্ষু হইতে অশ্ব, শ্বাসপ্রশ্বাস হইতে গো, কর্ণ হইতে ভেড়া, বাক্য [স্বর] হইতে ছাগ নির্ম্মাণ করেন। †

নিকট ধন প্রার্থনা করে, কর্ম্মকার বাণ প্রস্তুত করে, যন্তা (সারথি) সুন্দর অশ্ব রথে যোজন করে, নর্ম্মসচিব হাস্যপরিহাস করিয়া ধনীর উপাসনা করে,—এইরূপে ধনপ্রাপ্তির আশায় প্রত্যেকেই কোন না কোন ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া থাকে।

* প্রজাপতিরকাময়ত "প্রজায়েয়" ইতি। স তপোঽতপ্যত। সোঽন্তর্বানভবৎ।…তেনাসুনা অসুরানসৃজত। তদনু পিতৄনসৃজত। তদনু মনুষ্যানসৃজত। তদনু দেবানসৃজত।

† প্রজাপতি বৈ ইদমগ্রে আসীদেক এব। সোঽকাময়ত, "অন্নং সৃজেয়, প্রজায়েয়" ইতি। স প্রাণেভ্য এব আদিপশূন্ নিরমিমীত। মনসঃ পুরুষং, চক্ষুষোঽশ্বং, প্রাণাদ্ গাং, শ্রোত্রাদবিং, বাচোঽজং। তদ্ যদেনান্ প্রাণেভ্যোঽধিং নিরমিমীত, তস্মাদাহুঃ প্রাণাঃ পশব ইতি। মনো বৈ প্রাণানাং প্রথমং। তদ্ যদ্ মনসঃ পুরুষং নিরমিমীত, তস্মাদাহুঃ, "পুরুষঃ প্রথমঃ পশূনাং বীর্য্যবত্তম" ইতি। মনো বৈ সর্ব্বে প্রাণাঃ। মনসি হি সর্ব্বে প্রাণাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৭।৫।২।৬)।

শতপথ ব্রাহ্মণের এক স্থলে (৬।১।২।১১) লিখিত আছে যে প্রজাপতি সমুদয় লোক সৃষ্টি করিয়া, পৃথিবীতে অবস্থিতি পুরঃসর স্বহস্তে পচ্যমান ওষধিবর্গকে অন্নরূপে আহার করিলেন। তাঁহার গর্ভ সঞ্চার ঘটিলে, ঊর্দ্ধদিকস্থ প্রাণ হইতে মর্ত্ত্য প্রজা সৃজন করিলেন। তদনন্তর তিনি মৃত্যুকে সৃষ্টি করিলেন।

অথ ঊর্দ্ধমেব মৃত্যুং প্রজাভ্যোঽন্তরমসৃজত। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।১।৩।১) অসুরদিগকে পৃথিবীতে অবস্থিত থাকিয়া সৃজন করার সময়ে প্রজাপতির হৃদয়ে তমোগুণের আবির্ভাব হইল। আমি পাপাত্মাদিগকে সৃষ্টি করিয়া তমোগুণাভিভূত হইলাম, মনে মনে ইহা পর্য্যালোচনা করিয়া, তিনি সৃষ্ট অসুরদিগের মধ্যে পাপ অনুপ্রবিষ্ট করিয়া দিলেন। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।১।৬।৮)।

১। আত্মা এব ইদমগ্রে আসীৎ পুরুষবিধঃ। সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনো ঽপশ্যৎ। 'সোঽহমস্মি' ইত্যগ্রে ব্যাহরৎ।

২। স যৎ পূর্ব্বোঽস্মাৎ সর্ব্বস্মাৎ সর্ব্বান্ পাপান্ ঔষৎ, তস্মাৎ পুরুষঃ।

৩। সোঽবিভেৎ। তস্মাদেকাকী বিভেতি। স হ অয়মীক্ষাঞ্চক্রে, "মদন্যদ্ নাস্তি, কস্মাদ্ নু বিভেমি" ইতি। তত এবাস্য ভয়ং বীয়ায়।

৪। স বৈ নৈব রেমে। তস্মাদেকাকী ন রমতে। স দ্বিতীয়মৈচ্ছৎ। স হৈতাবানাস, যথা স্ত্রীপুমাংসৌ সংপরিষ্বক্তৌ।

৫। স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাটয়ৎ। ততঃ পতিঃপত্নী চাভবতাং। তস্মাদ্ 'ইদমর্দ্ধবৃগলমিব স্ব' ইতি হ স্মাহ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। তস্মাদাকাশঃ স্ত্রিয়া পূর্য্যত এব। তাং সমভবৎ। ততো মনুষ্যা অজায়ন্ত।

৬। সা উ হ ইয়মীক্ষাঞ্চক্রে, "কথং নু মা আত্মন এব জনয়িত্বা সংভবতি, তিরোঽসানি" ইতি।

৭। সা গৌরভবৎ, বৃষভ ইতরঃ তাংসমেবাভবৎ। ততো গাব অজায়ন্ত।

৮। বড়বা ইতরাভবৎ, অশ্ববৃষ ইতরঃ। গর্দ্দভী ইতরা। গর্দ্দভ ইতর, স্তাং সমেবাভবৎ। তত একশফমজায়ত।

৯। অজা ইতরা অভবৎ, বস্ত ইতর। অবিরিতরা, মেষ ইতরঃ তাং সমেবাভবৎ। ততোঽজাবয়োঽজায়ন্ত। এবমেব যদিদং কিঞ্চ মিথুনং আ পিপীলিকাভ্য, স্তৎ সর্ব্বমসৃজত। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্)

পুরুষরূপ ধারণ পূর্ব্বক একমাত্র আত্মা সৃষ্টির পূর্ব্বে বিদ্যমান ছিলেন। অন্য কাহাকেও না দেখিয়া তিনি প্রথমত কহিলেন, "এই আমি আছি"। তিনি ইতিপূর্ব্বে সর্ব্ববিধ পাপ ভস্মীভূত করেন বলিয়া, পুরুষ নামে অভিহিত হন। তিনি একাকী থাকায় ভীত হইলেন। তদনন্তর মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া কহিলেন, "আমি ভিন্ন এখানে ত কেহই নাই, তবে আমার কি ভয়?" তাঁহার ভয় অপসৃত হইল। একাকী থাকিতে বিরক্ত হইয়া, তিনি কামাসক্ত হৃদয়ে দ্বিতীয় সহায় প্রাপ্তির ইচ্ছা করিলেন। অনন্তর তিনি স্বীয় আত্মাকে মটরের ন্যায় দুইভাগে বিভক্ত করিলে তাহাহইতে পতি ও পত্নী উদ্ভূত হইল*।

* অথো অর্দ্ধো বৈ এষ আত্মনো, যৎ পত্নী। অযজ্ঞো বৈ এষ যোঽপত্নীকঃ।
(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।৩।৩।৫)

এই নিমিত্তই স্ত্রী বিহনে পুরুষের হৃদয় শূন্য শূন্য বোধ হয়, এবং স্ত্রীর সমাগম দ্বারা সেই অভাব বোধ বিদূরিত হয় *। পতি পত্নীতে † সঙ্গত হইয়া,

---

* প্রজয়া হি মনুষ্যঃ পূর্ণঃ। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।৩।১০।৪)

† নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণাদি প্রয়োগ পুরঃসর সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মেন পণ্ডিত অধ্যাপক ওয়েবার স্বীয় অদ্ভুত যুক্তি ও গবেষণা বলে, ভারতীয় প্রাচীন আর্য্যসমাজের স্ত্রীজাতির সতীত্বের অভাবে পুরাতন আর্য্য ঋষিদিগকে প্রকারান্তরে জারজ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই!!! ওয়েবারের পাণ্ডিত্য অনেক সময়েই এবংবিধ উন্মত্ত প্রলাপোক্তিতে পর্য্যবসিত হইয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যের কাল নির্ণয়াদি সম্বন্ধে নূতন নূতন মত সংস্থাপন করিতে গিয়া, তিনি অনেক সময়েই উপহাসাস্পদ হইয়াছেন। আমরা যথাস্থলে তাহা প্রদর্শনের চেষ্টা করিব।

(১) উচ্চাবচচরণাঃ স্ত্রিয়ো ভবন্তি। স হ দেবসাক্ষ্যে চ মনুষ্যসাক্ষ্যে চ যেষাং পুত্রো বক্ষ্যে, তেষাং পুত্রো ভবিষ্যামি। যাংশ্চ পুত্রান্ বক্ষ্যে, তে মে পুত্রা ভবিষ্যন্তি। (নিদানসূত্র)

(২) অথ যদ্ 'ব্রাহ্মণ' ইত্যাহ। অনদ্ধা ইব বৈ অস্য অতঃ পুরা জানং ভবতি। ইদং হ্যাহুঃ। "রক্ষাংসি যোষিতমনুসচন্তে। তদুত রক্ষাংস্যেব রেত আদধতি" ইতি। অথাত্রাদ্ধা জায়তে,যো ব্রহ্মণো,—যো যজ্ঞাজ্জায়তে। তস্মাদপি রাজন্যং বা বৈশ্যং বা'ব্রাহ্মণ' ইত্যেব ব্রূয়াৎ। ব্রহ্মণো হি জায়তে, যো যজ্ঞাজ্জায়তে। তস্মাদাহুঃ "ন সবনকৃতং হন্যাদ্, এনস্বী হৈব সবনকৃতা" ইতি।

(শতপথ ব্রাহ্মণ, ৩।২।১।৪০)

(৩) অথ প্রতিপ্রস্থাতা প্রতিপরৈতি। স পত্নীমুদানেষ্যন্ পৃচ্ছতি। "কেন চরসি" ইতি। বরুণ্যং বৈ এতৎ স্ত্রী করোতি, যদন্যস্য সতি অন্যেন চরতি। অথো "ন ইদ্ মেঽন্তঃশল্যা জুহবৎ" ইতি, তস্মাৎ পৃচ্ছতি। নিরুক্তং বৈ এনঃ কানীয়ো ভবতি। সত্যং হি ভবতি। তস্মাদ্ বা ইব পৃচ্ছতি। সা যদ্ ন প্রতিজানীত, জ্ঞাতিভ্যো হ অস্যৈ তদহিতং স্যাৎ।(শতপথ ব্রাহ্মণ,২।৫।২।২০)

(৪) তদ্ উ হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যঃ। "যথাদিষ্টং পত্ন্যা অস্তু। ক স্তদাদ্রিয়েত যৎ পরপুংসা বা পত্নী স্যাৎ?" (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।৩।২।২১)

(৫) নাগ্নিং চিত্বা রামামুপেয়াৎ। "অযোনৌ রেতো ধাস্যামি" ইতি। ন দ্বিতীয়ং চিত্বা, অন্যস্য স্ত্রিয়মুপেয়াৎ। ন তৃতীয়ং চিত্বা, কাঞ্চনোপেয়াৎ। রেতো বৈ এতদ্ নিধত্তে, যদগ্নিং চিনুতে। যদুপেয়াদ্, রেতসা ব্যৃধ্যেত। (তৈত্তিরীয় সংহিতা, ৫।৬।৮।৩)

উপরি উদ্ধৃত কোন বচন দ্বারা যে ভারতীয় আর্য্যনারীগণের অসতীত্বজনিত অধোগতি সূচিত হইতেছে, তাহা আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হইতেছে না। (১) সর্ব্বত্র সর্ব্বদেশীয় স্ত্রীজাতির মধ্যে সতী ও অসতী, ধার্ম্মিকা ও অধার্ম্মিকা এই উভয়বিধ রমণীই বিদ্যমান আছে। সামবেদীয় নিদানসূত্র তাহাই নির্দ্দেশ করিতেছে। (২) রাক্ষসগণ রমণীগণের অনুসরণ পূর্ব্বক, তাহাদিগকে অন্তর্ব্বত্নী করে। ইহা হইতে সমগ্র স্ত্রীজাতির সতীত্বের অভাব নির্দ্দেশ করা কি সঙ্গত ও ন্যায়োপেত কার্য্য? (৩) বরুণপ্রঘাস যজ্ঞে প্রতিপ্রস্থাতা পুরোহিত যজ্ঞনির্ব্বাহার্থ [illegible]

মনুষ্যগণকে উৎপাদন করিলেন। পত্নী তদনন্তর চিন্তা করিলেন "ইনি কিরূপে আমাকে স্বকীয় আত্মার অর্দ্ধভাগ হইতে সৃষ্টি করিয়া আমাতে অভি-

---

পত্নীকে আনয়ন করিয়া, গৃহিনী ব্যিচারিণী কিনা তাহা জিজ্ঞাসা করেন। একজনের সহধর্ম্মিনী পত্নী অন্যের সহিত গুপ্ত প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়া ব্যিচারিণী হইলে, বরুণদেব সেই পাপীয়সীর সমুচিত শাস্তিবিধান করেন। পাপ কর্ম্মের স্বীকারে সেই দোষের অনেক লাঘব হয়। প্রকৃত কথা গোপন করিয়া কুকার্য্যের অনুষ্ঠান অস্বীকার করিলে, তিনি অনুতাপিত ও পাপদুষ্ট চিত্তে কখনও যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে পারেন না। দুষ্টা স্ত্রীর পাপ হেতু তাহার আত্মীয় কুলের নানাবিধ অহিত ঘটিয়া থাকে। (কাত্যায়ন শ্রৌতসূত্রে [৫।৫।৬—১১] এই উদ্ধৃতাংশের বিস্তীর্ণ ব্যাখ্যা দৃষ্ট হয়)। (৪) যে রমণী অন্য পুরুষের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আবদ্ধ হয়, তাহাকে কোন্ ধর্ম্মপরায়ণ পতি আদর করিতে বা ভাল বাসিতে পারে? (৫) অগ্নি-চয়নরূপ ধর্ম্মকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, কখনও স্বকীয়, পরকীয় বা অপর কোন স্ত্রীলোকের সহিত সঙ্গত হইবে না।

ঋক্‌সংহিতার কোন কোন স্থানেও পরিণীত পত্নীর দুষ্টচরিত্র ও পুরুষান্তর গমনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এতদ্দ্বারা ইহা নির্দ্দেশ করা নিতান্ত অযৌক্তিক যে ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য সমাজে স্ত্রীজাতির ঘোরতর হীনাবস্থা ও স্বেচ্ছাচারিতা প্রবর্ত্তিত ছিল। ঋক্‌সংহিতার প্রথম মণ্ডলে (১।১৬৭।৩-৪) 'নিগূঢ় স্থানে অবস্থিত মনুষ্যের ভার্য্যা' এবং 'সাধারণী স্ত্রীর (বারবনিতা) ন্যায় আলিঙ্গন পরায়ণ' বিদ্যুতের সহিত অভিগমনশীল মরুৎগণের সম্মিলনের উল্লেখ আছে। দ্বিতীয় মণ্ডলে (২।২৯।১) 'গুপ্ত প্রসবিনীর গর্ভের ন্যায়' স্তোতার অপরাধ দূরদেশে নিক্ষেপ করিতে, আদিত্যগণের নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে। অষ্টম মণ্ডলে (৮।৩৩। ১৭) ইন্দ্রদেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে স্ত্রীজাতির মন অশান্ত এবং তাহাদের অনুষ্ঠিত যজ্ঞ লঘু। দশম মণ্ডলে (১০।৩৪।৪-৫) অক্ষক্রীড়াসক্ত ব্যক্তির স্ত্রী অন্যান্য লোকের দ্বারা পরিমৃষ্ট হইয়া ব্যভিচারিনী হয়। ভ্রষ্টা নারী যেমন উপপতির নিকট গমন করিতে সঙ্কুচিত হয় না, সেইরূপ অক্ষক্রীড়ার সহচরদিগের সমীপে দ্যূতকার অকুণ্ঠিত চিত্তে গমন করে। এই মণ্ডলের অন্যত্র (১০।৪০।৬) নারীর ব্যভিচারে রত হওয়ার বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

যাঁহারা ধর্ম্ম বুদ্ধিতে প্রণোদিত হইয়া যথাবিধানে পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক পত্নীকে সহধর্ম্মিনী পদে অধিষ্ঠিত করিতেন, যাঁহারা স্ত্রীজাতির সতীত্বকে গৃহধর্ম্ম ও পারিবারিক বন্ধনের মূলীভূত কারণ বলিয়া স্মৃতিশাস্ত্রাদিতে পুনঃ পুনঃ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যাঁহারা সীতা, সাবিত্রী, দময়ন্তী প্রভৃতি রমণী ললামকে স্ত্রীজাতির উচ্চতম আদর্শ স্থলে উপস্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, যাঁহাদের আদর্শ জগতের কোনও দেশে কোনও সাহিত্যে এপর্য্যন্ত প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, যাঁহারা গার্গি, মৈত্রেয়ী, ঘোষা ও বিশ্ববারা প্রভৃতি রমণী রত্নকে এরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন যে তাঁহারা বেদসূক্তের রচয়িত্রী বলিয়া সর্ব্বত্র পরিপূজিত ও প্রসিদ্ধ হইয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে স্ত্রীজাতি হীনাবস্থ ও ভ্রষ্টচরিত্র ছিল এ কথা বাতুল ভিন্ন অপরের মুখে শোভা পায় না।

গমন করিলেন *। আমি দেহান্তর পরিগ্রহ করিয়া, ইহাঁর দৃষ্টিপথের বহির্ভূত হই।" এইরূপে মনে মনে আলোচনা করিয়া, নারী গোরূপ ধারণ করিলে

---

* এই সুপ্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা ঋক্‌সংহিতা (১০।৬১।৫-৭) হইতে গৃহীত হইয়া ঐতরেয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ, মনুসংহিতা, মৎস্যপুরাণ (৩-৪ অধ্যায়), এবং ভাগবত পুরাণে (৩।১২) সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

রুদ্র প্রজাপতি কিরূপে স্বকীয় দুহিতা উষাতে সঙ্গত হইয়া বাস্তোষ্পতিকে উৎপাদন করেন, তাহা নিম্নোদ্ধৃত ঋক্‌ত্রয়ে পরিব্যক্ত হইয়াছে। সুরুচিসম্পন্ন পাঠকগণ যেন আমাদের অশ্লীলতা মার্জ্জনা করেন।

প্রভিষ্ঠি যস্য বীরকর্ম্মমিষ্ণদ্
অনুষ্ঠিতং নু নর্য্যো অপোহৎ।
পুনস্তদাবৃহতি যৎ কনায়া
দুহিতুরানুভৃতমনর্বা॥ ৫
মধ্যা যৎ কর্ত্বমভবদভীকে
কামং কৃণ্বানে পিতরি যুবত্যাং।
মনানগ্ রেতো জহতু র্বিয়ন্তা
সানৌ নিষিক্তং সুকৃতস্য যোনৌ॥ ৬
পিতা যৎ স্বাং দুহিতর মধিষ্কন্
ক্ষ্ময়া রেতঃ সংজগ্মানো নিষিঞ্চৎ।
স্বাধ্যো অজনয়ন্ ব্রহ্ম দেবা
বাস্তোষ্পতিং ব্রতপাং নিরতক্ষন্॥ ৭ (ঋক্‌সংহিতা, (১০।৬১)।

যে শুক্র বীরপুত্র উৎপাদনে সমর্থ, তাহা বৃদ্ধি পাইয়া নির্গত হইতে উন্মুখ হইল। তিনি তখন তাহা মনুষ্যবর্গের হিতার্থে আপনার সুশ্রী কন্যার শরীরে নিষেক করিলেন। যখন পিতা যুবতী কন্যার প্রতি পূর্ব্বোক্তরূপ রতিকামনা পরবশ হইয়া তাহাতে সঙ্গত হইলেন, তখন উভয়ে পরস্পর সঙ্গমে প্রচুর শুক্র সেক করিলেন। সুকৃতের আধার স্বরূপ এক উন্নত স্থানে সেই শুক্রের সেক হইল। যখন পিতা স্বীয় দুহিতাকে সম্ভোগ করিলেন, তখন তিনি পৃথিবীর সহিত সঙ্গত হইয়া রেতোনিষেক করিলেন। সুধীর দেবগণ তাহা হইতে ব্রহ্ম ও ব্রতপালক বাস্তোষ্পতিকে সৃষ্টি করিলেন।

প্রজাপতি র্বৈ স্বাং দুহিতরমভ্যধায়ৎ। দিবমিত্যন্যে আহুরুষসমিত্যন্যে, তাং ঋশ্যো ভূত্বা রোহিতং ভূতামভ্যৈৎ। তং দেবা অপশ্যন্। 'অকৃতং বৈ প্রজাপতিঃ করোতি' ইতি। তে তমৈচ্ছন্,য এণমারিষ্যতি। এতমন্যোনাস্মিন্ নাবিন্দন্। তেষাং বৈব ঘোরতমা তন্ব আসন্, তা একধা সমভরন্। তাঃ সংভৃতা এষ দেবোঽভবৎ। তদস্যৈতদ্ ভূতবন্নাম। ভবতি বৈ স, যোঽস্য

পুরুষ বৃষভরূপে তাহাতে সঙ্গত হইয়া গোজাতির সৃষ্টি করিলেন। নারী বড়বা-রূপধারণ করিলে পুরুষ অশ্বরূপে, গর্দ্দভীরূপিনীতে গর্দ্দভরূপে, অজারূপিনীতে

এতদেবং নাম বেদ। তং দেবা অব্রুবন্। "অয়ং বৈ প্রজাপতিরকৃতমকর। ইমং বিদ্ধ" ইতি স তথেত্যব্রবীৎ। "স বৈ বো বরং বৃণৈ" ইতি। 'বৃনীষ' ইতি। স এতমেব বরমবৃণীত,পশূনামাধিপত্যং। তদস্যৈতৎ পশুমন্নাম। পশুমান্ ভবতি, যোহস্য এতদেবংনাম বেদ। তমভ্যায়ত্যাবিধ্যৎ। স বিদ্ধ উৰ্দ্ধে উদপ্রাপতদ্। (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৩।৩৩)।

প্রজাপতি স্বীয় দুহিতাতে (উষা বা আকাশ) কামাতুর চিত্তে অভিগমন করিতে অভিলাষী হইলেন। ইহা অনুভব করিয়া উষা হরিণীরূপ ধারণ করিয়া পলায়ন পর হইলে, প্রজাপতি হরিণরূপে তাহাতে সঙ্গত হইল। দেবগণ ইহা দেখিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতে লাগিল। 'দেখ, প্রজাপতি কি অভূতপূর্ব্ব কুকর্ম্ম সাধন করিল।' তাঁহার প্রতি একান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সমুচিত শাসন করিতে ইচ্ছুক হইল। তাঁহাদের ক্রোধ একত্র সম্মিলিত হইয়া, রুদ্র দেবরূপে সমুদ্ভূত হইল। তাঁহার ভূতবান্ নাম হইল। তিনি দেবতাদিগের নিকট পশুবর্গের আধিপত্য বররূপে প্রাপ্ত হইয়া, তাঁহাদের আদেশে দুষ্কর্ম্মান্বিত প্রজাপতিকে আক্রমণ ও আবিদ্ধ করিলেন। প্রজাপতি আক্রান্ত ও আবিদ্ধ হইয়া উৰ্দ্ধাভিমুখে অন্তর্ধান করিলেন।

শতপথ ব্রাহ্মণেও এতদনুরূপ উপাখ্যান পরিলক্ষিত হয়। তাহাতে যজ্ঞস্বরূপ, দেবগণের পিতা এবং পশুপতি বলিয়া প্রজাপতি বর্ণিত হইয়াছেন।

প্রজাপতির্হ বৈ স্বাং দুহিতরমভিদধ্যৌ, দিবং বা উষসং বা। "মিথুনোনয়া স্যা:" ইতি, তাং সংবভূব। তদ্ বৈ দেবানাং আগ আস্। "য ইত্থং স্বাং দুহিতরং অস্মাকং স্বসারং করোতি" ইতি। তে হ দেবা উচুঃ। "যোহয়ং দেবঃ পশূনামীষ্টে, অতিসন্ধানং বা অয়ং চরতি, য ইত্থং স্বাং দুহিতরং অস্মাকং স্বসারং করোতি। বিধ্যেমং" ইতি। তং রুদ্রোহভ্যায়ত্য বিব্যাধ। তস্য সামি রেতঃ প্রচস্কন্দ। তথা ইদ্ নূনং তদাস। তস্মাদেতৎঋষিণাভ্যনুক্তং। 'পিতা যৎ স্বাং '১০।৬১।৭' ইতি। তদগ্নিমারুতমিত্যুক্থং। তস্মিংস্তদ্ ব্যাখ্যায়তে, যথা তদ্ দেবা রেতঃ প্রাজনয়ন্। তেষাং যদা দেবানাং ক্রোধো ব্যৈৎ, অথ প্রজাপতিং অভিষজ্যন্, তস্য তং শল্যং নিরকৃন্তন্। স বৈ যজ্ঞ এব প্রজাপতিঃ। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১।৭;৪;১-৪)

দ্বিধা কৃত্বাত্মনো দেহং, অর্দ্ধেন পুরুষোহভবৎ;
অর্দ্ধেন নারী, তস্যাং স বিরাজমসৃজৎ প্রভুঃ॥ (মনুসংহিতা, ১।৩২)

ভাগবত পুরাণে স্বয়ম্ভু ব্রহ্মার এই কন্যা বাগ্‌দেবী, মৎস্যপুরাণে তিনি শতরূপা (সাবিত্রী, গায়ত্রী, সরস্বতী ও ব্রহ্মাণী) নামে উল্লিখিত হইয়াছেন। মার্কণ্ডেয় (৪০।২৬) ও মৎস্যপুরাণের মতে শতরূপা ব্রহ্মার পত্নী ও মনুর জননী। বিষ্ণু পুরাণের নির্দ্দেশ অনুসারে তিনি ভগবান মনুর ধর্ম্মপত্নী, প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদের গর্ভধারিণী।

ছাগরূপে, ভেড়ীরূপধারিনীতে মেষরূপে অভিগমন করিয়া অশ্বগর্দ্দভাদি চতুষ্পদী জন্তুর সৃষ্টি করিলেন। এইরূপে ক্ষুদ্র পিপীলিকা পর্য্যন্ত প্রাণীবর্গের সৃষ্টি হইল।

মৎস্য পুরাণ জগৎস্রষ্টা প্রজাপতির এতাদৃশ কুৎসিত ও নির্লজ্জ আচরণে ব্যথিত হইয়া, নিম্নলিখিত শ্লোকে তাহা অপনোদনের চেষ্টা পাইয়াছেন।

মৎস্য উবাচ। দিব্যতেজোময়ী ভূপ! দিব্যজ্ঞানসমুদ্ভবা।
ন চান্যৈরভিতঃ শক্যা জ্ঞাতুং বৈ মাংসচক্ষুষা॥ ৪
অন্যচ্চ, সর্ব্বদেবানাং অধিষ্ঠাতা চতুর্ম্মুখঃ।
গায়ত্রী ব্রহ্মণস্তাবদ্ অঙ্গভূতা নিগদ্যতে॥ ৭
যথাতপেন রহিতা ছায়া ন দৃশ্যতে ক্বচিৎ।
গায়ত্রী ব্রহ্মণঃ পার্শ্বং তথৈব ন বিমুঞ্চতি॥ ৮
বিরিঞ্চি যত্র ভগবাং, তত্র দেবী সরস্বতী।
ভারতী যত্র যত্রৈবং তত্র তত্র প্রজাপতিঃ॥ ৯
বেদরাশিঃ স্মৃতো ব্রহ্মা, সাবিত্রী তদধিষ্ঠিতা।
তস্মান্ন কশ্চিৎ দোষঃ স্যাৎ, সাবিত্রীগমনে বিভোঃ॥ ১০

(মৎস্যপুরাণ, চতুর্থ অধ্যায়)

সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গ! ঋক্‌সংহিতার সুবিখ্যাত যমযমীর [১০।১০] উপাখ্যান, এবং পৌরাণিক দেবরাজ ইন্দ্র কর্ত্তৃক গুরুপত্নী অহল্যাতে অভিগমনের ন্যায় এই আখ্যায়িকায় অণুমাত্র ও অশ্লীলতা কি কুরুচির সংস্পর্শ নাই। আমাদের অজ্ঞতাবশতই হিন্দুধর্ম্ম ও হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্মোদ্ভেদে আমরা সম্পূর্ণরূপে অক্ষম হইয়া অধঃপাতে যাইতেছি। এই সমুদয় উপাখ্যান প্রাকৃতিক শক্তি ও ক্রিয়ার কবিত্বপূর্ণ মনোহর কাল্পনিক অভিব্যক্তি ভিন্ন অন্য কিছুই নহে।

প্রাচীন আর্য্যঋষিগণ বিবস্বানের [আকাশ] দ্বারা সরণ্যুর [উষা) গর্ভে যম [দিবা] ও যমী [রাত্রি] এই যমজ সন্তানদ্বয়ের জন্ম বর্ণনা করিয়াছেন। আকাশে সূর্য্যোদয়ের পর.উষা দিবালোককে রাখিয়া অদৃশ্য হয়। দিবার অবসানে রাত্রির আবির্ভাব হয়। দিবারাত্রির সম্মিলন কখনও ঘটে না। পূর্ব্বোক্ত মধুর ও সরলভাব লইয়া কবি এই অপূর্ব্ব কল্পনাময় যমযমীর প্রসিদ্ধ উপাখ্যান সৃষ্টি করিয়াছেন।

প্রজাপতি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের পালনকারী সূর্য্যদেব ভিন্ন আর কেহ নহেন। সূর্য্য যে সময়ে আকাশে উদিত হন, তখন তাঁহার আবির্ভাবের পূর্ব্বক্ষণে জাতা দুহিতা সুরূপা উষা ক্রমে ক্রমে আকাশপট হইতে অন্তর্হিতা হন। সূর্য্যদেব তাঁহার মনোহর কিরণজাল বিস্তার পূর্ব্বক উষা দেবীর অনুসরণ করেন। স্ত্রীরূপী উষার অভিমুখে চারুরশ্মি বিকীরণই পুরুষরূপী সূর্য্যের বীজনিক্ষেপ বলিয়া কবি বর্ণনা করিয়া স্বীয় ভাবুকতা ও কল্পনার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া-

১। আপো হ বা ইদংঅগ্রে সলিলমেবাস। তা অকাময়ন্ত, 'কথং নু প্রজায়েমহি' ইতি। তা অশ্রাম্যন্। তা স্তপোহতপ্যন্ত। তাসু তপস্তপ্যমানাসু হিরণ্ময়মণ্ডং সংবভূব। আজাতো হি সংবৎসর আস। তদিদং হিরণ্ময়ং অণ্ডং যাবৎ সংবৎসরস্য বেলা, তাবৎ পর্য্যপ্লবত।

২। ততঃ সংবৎসরে পুরুষঃ সংভবৎ। স প্রজাপতিঃ। তস্মাদ্ উ সংবৎসর

ছেন। এইরূপ তেজোময় প্রাতঃ সূর্য্যের আগমনে ক্ষীয়মাণা রাত্রি তিরোভূত হয়। দিবাগমনে রাত্রি অন্তর্ধান করে বলিয়াই রাত্রি অহল্যা [অহন্+লী] পদের বাচ্য। দিবাধিপতি সূর্য-্য দেবই ইন্দ্র শব্দের দ্যোতক। এই রূপক হইতেই ইন্দ্র অহল্যাজার, এই পৌরাণিক উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়া কালক্রমে বৈদিক রূপকের প্রকৃততত্ত্ব বিস্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে বর্দ্ধিতাবয়ব হইয়াছে।

প্রজাপতি স্তাবৎ প্রজাপালনাধিকারাৎ আদিত্য এব উচ্যতে। সচ অরুণোদয়বেলায়াং উষসং উদ্যন্ অভ্যেতি ; সা তদাগমনাদেব উপজায়তে ইতি তদ্দুহিতৃত্বেন ব্যপদিশ্যতে ; তস্যাং চ অরুণকিরণাখ্য-বীজনিক্ষেপাৎ স্ত্রীপুরুষ-সংযোগবৎ উপচারঃ।—এবং সমস্ততেজাঃ পরমেশ্বরত্ব নিমিত্ত ইন্দ্রশব্দবাচ্যঃ সবিতা এব, অহনি লীয়মানতয়া রাত্রেরহল্যাশব্দবাচ্যায়াঃ ক্ষয়াত্মকজরণহেতুত্বাৎ, জীর্য্যতি অস্মাদনেন বোদিতেন বা ইতি অহল্যাজার ইত্যুচ্যতে ; ন পরস্ত্রীব্যভিচারাৎ। "কুমারিলা ভট্টের তন্ত্রবার্ত্তিক"

যে কঠিন ও অনুর্ব্বর ভূমি লাঙ্গলের দ্বারা কর্ষিত হয় না, বৃষ্টিকারক আকাশ "ইন্দ্র" বর্ষণ করিয়া সেই ভূমির কোমলতা বিধান করেন এবং বৃষ্টি দ্বারা তাহাতে প্রবেশ করেন,—এই নিমিত্ত ইন্দ্র অহল্যাতে অভিগমন করেন ; সহস্র তারকামণ্ডিত আকাশই সহস্রাক্ষ ইন্দ্র। অগ্নি বৃত্রাদি অসুরেরা বৃষ্টিনিরোধক প্রাকৃতিক ক্রিয়া ভিন্ন অন্য কিছুই নহে ; বৃষ্টির বিঘ্ন সকল বিনাশ করিয়া আকাশ বর্ষণ করে ; গ্রীষ্মের পর প্রথম বৃষ্টিতে অধিক বজ্রপাত ও হিমশিলা বর্ষণ হয়, এইজন্যই ইন্দ্র বজ্র ও হিম দ্বারা অসুরগণের বধ সাধন করেন।

"পুরাণেতিহাসের ইন্দ্রাদি দেবতার মধ্যে কেহ গুরুতল্পগামী, কেহ চৌর, কেহ ইন্দ্রিয় পরবশ হইয়া নন্দন কাননে রম্ভামেনকাদি অপ্সরী লইয়া ক্রীড়া করেন, কেহ অভিমানী, কেহ স্বার্থপর, কেহ লোভী, সকলেই মহাপাপিষ্ঠ, সকলেই দুর্ব্বল, কখন অসুর কর্ত্তৃক তাড়িত, কখন রাক্ষস কর্ত্তৃক দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ, কখন মানব কর্ত্তৃক পরাজিত, কখন দুর্ব্বাসাদি ঋষিদিগের অভিশাপে বিপদ্‌গ্রস্ত, সর্ব্বদা ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের শরণাপন্ন। এই সকল দেবতার উপাসনায় মহাপাপ এবং চিত্তের অবনতি ভিন্ন আর কিছুই হইতে পারে না ; যদি এসকল দেবতার উপাসনা হিন্দুধর্ম্ম হয়, তবে হিন্দুধর্ম্মের পুনর্জ্জীবন নিশ্চিত বাঞ্ছনীয় নহে ; কিন্তু হিন্দুধর্ম্মের প্রকৃত তাৎপর্য্য পরম রমণীয় ও মনুষ্যের উন্নতিকর"।

" প্রচার, প্রথম ভাগ ১।১৪৬; "

এব স্ত্রী বা গৌর্বা বড়বা বা বিজায়তে। সংবৎসরে হি প্রজাপতিরজায়ত। স ইদং হিরণ্ময়মণ্ডং ব্যরুজৎ। নাহ তর্হি কাচন প্রতিষ্ঠা আস। তদেনমিদমেব হিরণ্ময়মাণ্ডং যাবৎ সংবৎসরস্য বেলা আসীৎ, তাবৎ বিভ্রৎ পর্য্যপ্লবত।

৩। স সংবৎসরে ব্যাজিহীর্ষৎ। স ভূরিতি ব্যাহরৎ, সা ইয়ং পৃথিবী অভবৎ। ভুবরিতি, তদিদমন্তরীক্ষং অভবৎ। স্বরিতি সা অসৌ দ্যৌরভবৎ। তস্মাদ্ উ সংবৎসর এব কুমারো ব্যাজিহীর্ষতি, সংবৎসরে হি প্রজাপতি র্ব্যাহরৎ।

৭। সোঽর্চ্চন্ শ্রাম্যংশ্চচার প্রজাকামঃ। স আত্মন্যেব প্রজাতিমধত্ত। স আস্যেনৈব দেবান্ অসৃজত। তে দেবা দিবমভিপদ্যাসৃজ্যন্ত। তস্মৈ সসৃজানায় দিবেবাস। তদ্ দেবানাং দেবত্বং, যদ্ দিবমভিপদ্যাসৃজ্যন্ত, যদস্মৈ সসৃজানায় দিবেবাস।

১৪। তা বা এতাঃ প্রজাপতেরধিদেবতা অসৃজ্যন্ত, অগ্নিরিন্দ্রঃ সোমঃ পরমেষ্টিঃ প্রাজাপত্যঃ। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।১।৬)

সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড জলময় ছিল। প্রজাসৃষ্টির অভিলাষে তপ্যমান জলরাশি হইতে এক হিরণ্ময় অণ্ড উৎপন্ন হইয়া, সংবৎসরকাল পর্য্যন্ত জল মধ্যে ভাসমান রহিল। তদনন্তর তাহা হইতে যে পুরুষ সমুদ্ভূতহইলেন, তিনিই প্রজাপতি। প্রজাপতি সেই অণ্ডকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া, আশ্রয় স্থলের অভাবে সেই দ্বিখণ্ডিত অণ্ড ধারণ পূর্ব্বক একবৎসরকাল তাহাতেই অবস্থিত রহিলেন। অনন্তর তিনি বাক্যোচ্চারণের অভিলাষী হইয়া ভূঃ ভুবঃ স্বঃ এই শব্দত্রয় কণ্ঠবিবর হইতে বহির্গত করিলে, তাহা হইতে যথাক্রমে পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গলোক উৎপন্ন হইল। তিনি প্রাজাসৃষ্টির মানসে তপস্যা আরম্ভ করিয়া দিব্যলোকে অবস্থিতি কালে, স্বকীয় বদনমণ্ডল হইতে অগ্নি, ইন্দ্র, সোম, ও পরমেষ্টি প্রভৃতি দেবগণকে সৃষ্টি করিলেন *। সামবেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদে প্রাগুক্ত বিবরণের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়।

---

* মনুসংহিতার (১। ৫-৫৬) সৃষ্টি বিবরণ শতপথ ব্রাহ্মণ হইতেই গৃহীত হইয়া থাকিবে। হরিবংশের সৃষ্টি বিবরণও সর্ব্বাংশে ইহার অনুরূপ।

আসীদিদং তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥ ১। ৫
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদিবৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীৎ তমোনুদঃ॥ ৬

"অসদেব ইদমগ্রে আসীৎ। তৎ সদাসীৎ। তৎ সমভবৎ। তদাণ্ডং নিরবর্ত্তত। তৎ সংবৎসরস্য মাত্রাং অশয়ত। তদ্ নিরভিদ্যত। তে অণ্ডকপালে রজতঞ্চ সুবর্ণঞ্চাভবতাং। তদ্ যদ্ রজতং, সেয়ং পৃথিবী। যৎ সুবর্ণং, সা দ্যৌঃ। যৎ জরায়ু, তে পর্ব্বতাঃ। যদুল্বং, স মেঘো নীহারো। যা ধমন্য, স্তা নদ্যঃ,। যৎ বাস্তেয়মুদকং, স সমুদ্রঃ। অথ যৎ তদজায়ত, সোঽসৌ আদিত্যঃ। তং জায়মানং ঘোষা উলূলাবোঽনূদতিষ্ঠন্, সর্ব্বাণি চ ভূতানি, সর্ব্বে চ কামাঃ। তস্মাৎ তস্যোদয়ং প্রতি প্রত্যায়নং প্রতি, ঘোষা উলূলাবোঽনুতিষ্ঠন্তি, সর্ব্বাণি চ ভূতানি, সর্ব্বে চৈব কামাঃ।" (ছান্দোগ্যোপনিষদ্)।

অসৎ হইতে সৎ বস্তু উৎপন্ন হইয়া বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহা হইতে কালক্রমে যে অণ্ড উৎপাদিত হইল, তাহা সংবৎসর পর্য্যন্ত অখণ্ডিত ভাবে রহিয়া দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। অণ্ডের যে ভাগ রজতময়, তাহা হইতে পৃথিবী সৃষ্ট হইল। স্বর্ণময় অণ্ডকপাল আকাশে পরিণত হইল। অণ্ডের জরায়ু

সোঽভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিসৃক্ষুর্বিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপ এব সসর্জ্জাদৌ, তাসু বীজমবাসৃজৎ॥ ৮
তদণ্ডমভবদ্বৈমং সহস্রাংশুসমপ্রভং।
তস্মিন্ জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্ব্বলোকপিতামহঃ॥ ৯
তস্মিন্নণ্ডে স ভগবান্ উষিত্বা পরিবৎসরং।
স্বয়মেবাত্মনো ধ্যানাৎ তদণ্ডমকরোদ্ দ্বিধা॥ ১২
তাভ্যাং স শকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মমে।
মধ্যে ব্যোম দিশশ্চাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাশ্বতং॥ ১৩
(মনুসংহিতা)

ততঃ স্বয়ম্ভু ভগবান্ সিসৃক্ষু বিবিধাঃ প্রজাঃ
আপ এব সসর্জ্জাদৌ, তাসু বীজমবাসৃজৎ॥
হিরণ্যবর্ণমভবৎ তদণ্ডমুদকেশয়ং।
তত্র জজ্ঞে স্বয়ং ব্রহ্মা স্বয়ম্ভুরিতি নঃ শ্রুতং॥
হিরণ্যগর্ভো ভগবানুষিত্বা পরিবৎসরং।
তদণ্ডমকরোদ্দ্বৈধং, দিবং ভুবমথাপি চ॥
তয়োঃ শকলয়োর্মধ্যে আকাশমসৃজৎ প্রভুঃ।
আপ্লু পারিপ্লবাং পৃথ্বীং দিশশ্চ দশধা দধে॥ (হরিবংশ)

(গর্ভ) পর্ব্বতরূপে, তাহার সূক্ষ্ম পরিবেষ্টন মেঘ ও নীহাররূপে, ধমনী নদীরূপে, তদন্তর্গত জলীয়ভাগ সমুদ্ররূপে পরিণত হইল। সেই অণ্ড হইতে যখন আদিত্য উদ্ভূত হইলেন, তখন চতুর্দ্দিগে দিগন্তভেদী আনন্দধ্বনি উত্থিত হইল। তদনন্তর সর্ব্ববিধ ভূতবর্গ, এবং সর্ব্বপ্রকার কামনা সৃষ্ট হইল।

যে ক্রমবিবর্ত্তবাদ বর্ত্তমান সময়ের বৈজ্ঞানিক জগৎকে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় চমৎকৃত ও বিমোহিত করিতেছে, যে বিবর্ত্তবাদের আলোচনায় ইউরোপীয় পণ্ডিতবর্গের মস্তিষ্ক আলোড়িত হইতেছে, যে বিবর্ত্তবাদের আবিষ্কর্ত্তা বলিয়া মহামতি ডারুইন্ বিজ্ঞানবিৎগণের প্রীতি ও শ্রদ্ধার পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি পাই-তেছেন, জগতের সেই ক্রমিক বিকাশের নিয়ম খৃষ্টের আবির্ভাবেরও বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় ঋষিগণ পরিজ্ঞাত ছিলেন। মৎস্য, বরাহ প্রভৃতি পৌরাণিক দশাবতারের মূলেও এই বিবর্ত্তবাদ পরিলক্ষিত হয়।

অতঃপর ঋগ্বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যকের শেষভাগ হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া পাঠকবর্গকে প্রদর্শন করিতেছি। এই আরণ্যকের পঞ্চমভাগে মহাব্রত-যজ্ঞের বিষয় সবিস্তারিতরূপে বর্ণিত আছে। মহাব্রতের অধ্যাপন-নিয়ম, শিষ্যের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য, এবং বেদাধ্যয়ন নিয়ম ও তৎফল সম্পর্কে যে কয়েকটী কথা আছে, প্রয়োজনীয় বোধে তাহা এস্থলে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়া দিলাম।

বেদের অধ্যয়ন ও অনধ্যায়।

৩। তদিদং (মহাব্রতং) মহর্নানন্তেবাসিনে, প্রব্রুয়ান্নাসংবৎসরবাসিনে নো এবাসংবৎসরবাসিনে, নাব্রহ্মচারিণে নাসব্রহ্মচারিণে নো এবাসব্রহ্মচারিণে, নানভিপ্রাপ্তায়ৈতং দেশং।

৬। ন বৎসে চ, ন তৃতীয় ইতি।

৭। ন তিষ্ঠংস্তিষ্ঠতে, ন ব্রজন্ ব্রজতে, ন শয়ানঃ শয়ানায়, নোপর্য্যাসীন উপর্য্যাসীনায়, অথ এব আসীনোঽথ আসীনায়।

৮। নাবষ্টব্ধো ন প্রতিস্তব্ধো, নাতিবীতো নাঙ্কং কৃত্বা ঊর্দ্ধজ্ঞুরনপশ্রিতোঽধীয়ীত। ন মাসং ভুক্ত্বা, ন লোহিতং দৃষ্ট্বা, ন গতাসুং, নাব্রক্ত্যং আক্রম্য, নাক্ত্বা, নাভাজ্য, নোন্মর্দ্দনং কারয়িত্বা, ন নাপিতেন কারয়িত্বা, ন স্নাত্বা, ন বর্ণকেনানুলিপ্য, ন স্রজমপিনহ্য, ন স্ত্রিয়মুপগম্য, নোল্লিখ্য, নাবলিখ্য।

৯। নেদমেকস্মিন্নহনি সমাপয়েদিতি হ স্মাহ জাতূকর্ণ্যঃ, সমাপয়েদিতি গালবঃ।

১৭। অথাতঃ স্বাধ্যায়ধর্ম্মং ব্যাখ্যাস্যামঃ। উপপুরাণেনাপীতে কক্ষোদকে, পূর্ব্বাহ্নে। ন সংভিন্নাসু ছায়াসু অপরাহ্নে। নাধ্যহ্নে মেঘেঽপর্ত্তৌ বর্ষে ত্রিরাত্রং বৈদিকেনাধ্যায়েনান্তরিয়ান্নাস্মিন্ কথাং বদেত। নাস্য রাত্রৌ চ ন কীর্ত্তয়িষ্যেৎ।

১৮। তদিতি বা এতস্য মহতো ভূতস্য নাম ভবতি। যোঽস্যৈ তদেবং নাম বেদ, ব্রহ্ম ভবতি। ব্রহ্ম ভবতীতি।

(ঐতরেয় আরণ্যক, ৫ আর। ৩ অ। ৩ খণ্ড)।

৩। যে ব্যক্তি অন্তেবাসী * নয়, যে নিয়মশীল হইয়াও গুরুর শুশ্রূষা দ্বারা তাঁহার প্রীতি সম্পাদন পূর্ব্বক গুরু সমীপে এক বৎসরকাল বসতি না করে, যে নিজে ব্রহ্মচর্য্য রহিত †, যে অব্রহ্মচারীর সহিত বাস করিয়া বা অন্য কোন প্রকারে স্বীয় ব্রহ্মচর্য্যজনিত ফল বিনষ্ট করে—তাহাকে মহাব্রত যজ্ঞ সম্বন্ধে কোনও উপদেশ প্রদান করিবে না। যে আচার্য্যের ‡ বাসগৃহে গমন পূর্ব্বক শিক্ষা করিতে না চায়, তাহার গৃহে ধনলোভে বা কৃপাপরবশ হইয়া গমন পুরঃসর তাহাকে কখনও কোন বিষয়ে উপদেশ দিবে না §।

---

* অধ্যাপকস্য গুরোরন্তে সমীপে বস্তুং শীলমস্যেতি অন্তেবাসী।

'গুরুরনুগন্তব্যোঽভিবাদ্যশ্চে'তি গৌতমস্মৃতিঃ।

"আহূতশ্চাপ্যধীয়ীত লব্ধং চাস্মৈ নিবেদয়েৎ" ইতি যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

অক্রোধনোঽনসূয়ঃ সর্ব্বলাভমাহরন্ গুরবে সায়ং প্রাতরমত্রেণ ভিক্ষাচর্য্যঞ্চরেৎ। ভিক্ষমাণোঽন্যত্রায়ঃ পাত্রেভ্যোঽভিশস্তায় ইতি আপস্তম্ব এতৈ নিয়মৈরুপেতোঽন্তেবাসী।

† স্মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহ্যভাষণং।
সঙ্কল্পোঽধ্যবসায়শ্চ ক্রিয়া-নিবৃত্তিরেব চ॥
এতন্মৈথুনমষ্টাঙ্গং বদন্তি ব্রহ্মবাদিনঃ।
বিপরীতং ব্রহ্মচর্য্যমেতদেবাষ্টলক্ষণম্॥ ইতি।
অষ্টবিধস্ত্রীসঙ্গরহিতো ব্রহ্মচারী। (সায়নাচার্য্য প্রণীত ভাষ্য)

‡ উপনীয় তু যঃ শিষ্যং বেদমধ্যাপয়েদ্ দ্বিজঃ।
সকল্পং স-রহস্যঞ্চ, তমাচার্য্যং প্রচক্ষ্যতে॥

(মনুসংহিতা, ২। ১৪০)

§ আচার্য্যপুত্রঃ শুশ্রূষু র্জ্ঞানদো ধার্ম্মিকঃশুচি।
আপ্তঃ শক্তোঽর্থদঃ সাধুঃ স্বোঽধ্যাপ্যা দশ ধর্ম্মতঃ॥ ১০৯

৬। বালক বা বৃদ্ধ শিষ্যকে অধ্যাপনা করাইবে না।

৭। একাসনে উপবিষ্ট হইয়া, গুরু শিষ্যকে অধ্যাপনা করাইবে না। অধ্যাপক দণ্ডায়মান থাকিয়া, দণ্ডায়মান শিষ্যকে উপদেশ দিবে না। গুরু ভ্রমণ করিতে করিতে পর্য্যটনকারী শিষ্যকে শিক্ষা দিবে না। গুরু শয়ান থাকিয়া শয়ান শিষ্যকে, মঞ্চকাদিতে উপবিষ্ট হইয়া তদাসীন শিষ্যকে, ভূমিষ্ঠ রহিয়া ভূমিষ্ঠ শিষ্যকে শিক্ষা দিবেন না। *

৮। শিষ্য অধ্যয়নকালে পশ্চাদ্ভাগে কুড্যাদি আশ্রয় পুরঃসর উপবেশন বা সম্মুখে হস্তদ্বারা দণ্ডাদি ধারণ করিবে না। সর্ব্বাঙ্গ বস্ত্রাবৃত করিয়া বসিবে না। পদ্মাসনাদি করিয়াও বসিবে না। এই সকল পরিত্যাগ পূর্ব্বক জানুদ্বয় ঊর্দ্ধাভিমুখ করিয়া পট্টবস্ত্রাদি পরিধেয় বর্জ্জন পুরঃসর গ্রন্থ

ধর্ম্মার্থৌ যত্র ন স্যাতাং শুশ্রূষা বাপি তদ্বিধা।
তত্র বিদ্যা ন বপ্তব্যা, শুভং বীজমিবোষরে॥ ১১২
বিদ্যয়ৈব সমং কামং মর্ত্তব্যং ব্রহ্মবাদিনা।
আপদ্যপি হি ঘোরায়াং ন ত্বেনামিরিণে বপেৎ॥ ১১৩
যমেব তু শুচিং বিদ্যান্নিয়তং ব্রহ্মচারিণং।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে॥ ১১৫
(মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়)

* শরীরঞ্চৈব বাচঞ্চ বুদ্ধীন্দ্রিয়মনাংসি চ।
নিয়ম্য প্রাঞ্জলি স্তিষ্ঠেদ্ বীক্ষ্যমাণো গুরোর্মুখং॥ ১৯২
হীনান্নবস্ত্রবেশঃ স্যাৎ সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
উত্তিষ্ঠেৎ প্রথমঞ্চাস্য, চরমঞ্চৈব সংবিশেৎ॥ ১৯৪
প্রতিশ্রবণসম্ভাষে শয়ানো ন সমাচরেৎ।
নাসীনো ন চ ভুঞ্জানো ন তিষ্ঠন্ ন পরাঙ্মুখঃ॥ ১৯৫
আসীনস্য স্থিতঃ কুর্য্যাদভিগচ্ছংস্তু তিষ্ঠতঃ।
প্রত্যুদ্গম্য ত্বাব্রজতঃ পশ্চাদ্ধাবংস্তু ধাবতঃ॥ ১৯৬
নীচং শয্যাসনঞ্চাস্য সর্ব্বদা গুরুসন্নিধৌ।
গুরোস্তু চক্ষুর্বিষয়ে ন যথেষ্টাসনো ভবেৎ॥ ১৯৮
গোঽশ্বোষ্ট্রযানপ্রাসাদস্রস্তরেষু কটেষু চ।
আসীত গুরুণা সার্দ্ধং শিলাফলকনৌষু চ॥ ২০৪
(মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়)

অধ্যয়ন করিবে। মাংস ভোজন, শোণিত দর্শন, মৃতপ্রাণি দৃষ্টি, উচ্ছিষ্টাদি স্পর্শ, নেত্রে অঞ্জন লেপন, দেহাভ্যঙ্গ, শরীর মর্দ্দন, নখ নিকৃন্তনাদি ক্ষৌরকর্ম্ম, উষ্ণোদকে স্নান, চন্দন ও কুঙ্কুমাদি দ্বারা শরীর অনুলেপন, পুষ্পমালা ধারণ, স্ত্রী সঙ্গম, লিপি কি অক্ষরাদি লেখন, মুছিয়া অক্ষরাদি বিনাশ পুরঃসর গ্রন্থাধ্যয়ন করিবে না। *

৯। একদিন অধ্যয়ন করিয়া গ্রন্থ সমাপ্তি করিবে না, জাতূকর্ণ্য এরূপ নির্দ্দেশ করেন। গালব ইহার বিপরীত মত সমর্থন করেন।

১৭। এক্ষণে স্বশাখায় প্রচলিত বেদাধ্যয়ন কোন্ কোন্ সময়ে নিষিদ্ধ, তাহা নির্দ্দেশ করিব।

বর্ষাকালে লতাদিপুঞ্জের মূলে যে জল সঞ্চিত হয়, শীতকালে পৌষাদি মাসে তাহা শুষ্ক হইয়া যায়। এই নিমিত্ত শ্রাবণ মাসের পৌর্ণমাসী তিথি হইতে পৌষ মাসের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত অধ্যয়ন হইতে বিরত থাকিবে †। সেই সময় মধ্যে যে যে দিন সূর্য্য উদিত হন, সেই সেই দিন পূর্ব্বাহ্নে অধ্যয়ন আরম্ভ করিবে, কারণ প্রাতে শরীর ও বৃক্ষাদির ছায়া পৃথক্ অভিব্যক্ত থাকে। কিন্তু সেই কালে অপরাহ্ন হইতে সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত যখন শরীরাদির ছায়া শরীরাদির সহিত মিলিত হয়, তখন স্বাধ্যায় অধ্যয়ন পরিত্যাগ করিবে। যখন মেঘ অধিকরূপে প্রসৃত হইয়া গগন মণ্ডল আচ্ছন্ন করে, তখন অধ্যয়ন করিবে না। শ্রাবণ ও ভাদ্র মাস ভিন্ন বৎসরের অন্য সময়ে অকাল বৃষ্টি হইলে তিন রাত্র বেদ অধ্যয়ন করিবে না। ‡ কিন্তু সেই অকাল বৃষ্টির সময়ে ব্যাকরণাদি বেদাঙ্গ

---

* ইহার শেষাংশের সহিত মনুসংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১৭৭—১৭৯ শ্লোক তুলনা করুন।

দ্যূতঞ্চ জনবাদঞ্চ পরীবাদং তথানৃতং।
স্ত্রীণাঞ্চ প্রেক্ষণালম্ভমুপঘাতং পরস্য চ ॥ ১৭৯

† শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যাং বাপ্যুপাকৃত্য যথাবিধি।
যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্ ॥ (মনু)

আপস্তম্বোপ্যাহ। শ্রাবণ্যাং পৌর্ণমাস্যামধ্যায়মুপাকৃত্য মাসং প্রদোষে নাধীয়ীত। তৈষ্যাং পৌর্ণমাস্যাং রোহিণ্যাং বা বিরমেদ্ অর্দ্ধপঞ্চমান্ চতুরো মাসান্, ইত্যেকে বদন্তি।

‡ অত্র স্মৃতিকারা। আর্দ্রাদিজ্যেষ্ঠান্তস্য ত্রয়োদশনক্ষত্রপরিমিতস্য কালস্য বৃষ্টিকালত্বমভ্যু-

অধ্যয়নে নিষেধ নাই। স্বাধ্যায় অধ্যয়নকালে অন্য লৌকিক কথা বলিবে না। রাত্রিকালে বেদ অধ্যয়ন করিবে না। জনসমাজে 'আমি বেদবিৎ' বলিয়া অভিমান প্রকাশ করিবে না।

১৮। বেদই একমাত্র পরমাত্ম প্রতিপাদক গূঢ়রহস্যময় মন্ত্রপূর্ণ গ্রন্থ। যিনি পূর্ব্বোক্ত নিয়ম অনুসারে বেদ অধ্যয়ন করেন, তিনি বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে পরিজ্ঞাত হইয়া পরব্রহ্মত্ব প্রাপ্ত হন।

কোন্ কোন্ সময়ে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা নিষিদ্ধ, কোন্ কোন্ সময়ে তাহা কর্ত্তব্য,—তাহা ইতিপূর্ব্বে শতপথ ব্রাহ্মণের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। ঐতরেয় আরণ্যকের ন্যায় তৎপরবর্ত্তী মনুসংহিতা, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্রীয় গ্রন্থে বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধে বহুবিধ নিয়মাবলী পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিবৃত ও আলোচিত হইয়াছে।

ধর্ম্মগত প্রাণ ভারতীয় আর্য্যগণ কি ক্ষুদ্র, কি বৃহৎ প্রত্যহানুষ্ঠেয় যাবতীয় কার্য্যেই বিশ্বপতির অপূর্ব্ব কৌশল অনুভব করিয়া, তাহা ধর্ম্মের অঙ্গীভূত কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন এবং যথাসাধ্য তাহা সম্পাদনে যত্নপর হইতেন। তাঁহাদের ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য জ্ঞান এতদূর প্রখর ছিল যে তাঁহারা প্রতি বিষয়েই সূক্ষ্মানসূক্ষ্ম বিধি ব্যবস্থা ও নিয়ম সমূহ প্রণয়ন না করিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই। যে স্থলেই সমুপযুক্ত বিধিব্যবস্থার নির্দ্দেশ অভাবে অনভিজ্ঞ ও আজ্ঞানান্ধ সমাজে পাপ কি অধর্ম্ম সঞ্চারের অণুমাত্রও সম্ভাবনা করিয়াছেন, সেখানেই আর্য্য ঋষিগণ সমাজকে ধর্ম্মপথে পরিচালিত করিয়া অধর্ম্মের প্রবেশ দ্বার একবারে নিরুদ্ধ করণার্থ যথোচিত বিধিব্যবস্থা প্রণয়ন

পেত্য, ততোঽন্যত্র বৃষ্টৌ সত্যাং অকালবৃষ্টিনিমিত্তং ত্রিরাত্রাধ্যয়নবর্জ্জনং ইচ্ছন্তি। "বৈদিকেন" ইতি বিশেষণাদ্, আর্ষাণাং ব্যাকরণাদীনাং অঙ্গানাং অধ্যয়নমনুজ্ঞায়তে।

(সায়নাচার্য্যপ্রণীত ভাষ্য)

অনধ্যায়স্তু নাঙ্গেষু নেতিহাস-পুরাণয়োঃ।
ন ধর্ম্মশাস্ত্রেষ্বন্যেষু, পর্ব্বণ্যেতানি বর্জ্জয়েৎ ॥ (কূর্ম্মপুরাণ)
চতুর্দ্দশ্যষ্টমী চৈব অমাবস্যা চ পূর্ণিমা।
পর্ব্বাণ্যেতানি রাজেন্দ্র! রবিসংক্রান্তিরেব চ ॥ (বিষ্ণুপুরাণ)

করিয়া গিয়াছেন। নিঃস্বার্থপর ঋষিবর্গের প্রণীত সেই সকল অনুল্লঙ্ঘনীয় ধর্ম্মানুশাসন প্রচারিত হইলে, ধর্ম্মপরায়ণ আর্য্যসমাজ নিরাপত্তিতে অবনত মস্তকে তাহা প্রতিপালন করিতে যত্নবান হইয়াছে। স্মৃতি ও পুরাণাদিগ্রন্থে আর্য্যসমাজের যে চিত্র দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা ঋষিদিগের স্বকপোলকল্পিত অপ্রকৃত আদর্শ সমাজের কাল্পনিক প্রতিকৃতি নহে। ভারতীয় প্রাচীন আর্য্য-সমাজ প্রকৃত প্রস্তাবে এতাদৃশ উন্নত, সুসভ্য ও ধর্ম্মরত না হইলে, মহামহো-পাধ্যায় আর্য্যমনীষীগণের করধৃত চিত্র তুলিকায় সমাজের এরূপ মনোহর ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর প্রতিমূর্ত্তি কখনই অঙ্কিত হইতে পারিত না।

বেদের সহিত হিন্দুধর্ম্মের যেরূপ ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, বেদ হিন্দুধর্ম্মের জননী স্বরূপিনী হইয়া আবহমান কাল পর্য্যন্ত যেরূপ যত্নের সহিত তাহাকে পরি-পোষণ ও প্রতিপালন করিয়া আসিতেছে, তাহাতে বেদের অধ্যয়ন সম্বন্ধে বিবিধ নিয়মাবলী প্রণীত ও বিধিবদ্ধ হইয়া আর্য্যসমাজে প্রচলিত থাকিবে,— তাহাতে আর বিচিত্রতা কি? আমরা মনুসংহিতা হইতে বেদাধ্যয়ন সম্বন্ধীয় নিয়মাবলী সংগৃহীত করিয়া প্রদর্শন করিতেছি।

শ্রাবণ্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বাপ্যুপাকৃত্য যথাবিধি।
যুক্তশ্ছন্দাংস্যধীয়ীত মাসান্ বিপ্রোঽর্দ্ধপঞ্চমান্॥ ৯৫
পুষ্যে তু ছন্দসাং কুর্য্যাদ্ বহিরুৎসর্জ্জনং দ্বিজঃ।
মাঘশুক্লস্য বা প্রাপ্তে পূর্ব্বাহ্ণে প্রথমেঽহনি॥ ৯৬
যথাশাস্ত্রং তু কৃত্বৈবং উৎসর্গং ছন্দসাং বহিঃ।
বিরমেৎ পক্ষিণীং রাত্রিং তদেবৈকমহর্নিশং॥ ৯৭
অত ঊর্দ্ধং তু ছন্দাংসি শুক্লেষু নিয়তঃ পঠেৎ।
বেদাঙ্গানি চ সর্ব্বাণি কৃষ্ণপক্ষেষু সংপঠেৎ॥ ৯৮
নাবিস্পষ্টং অধীয়ীত ন শূদ্রজনসন্নিধৌ।
ন নিশান্তে পরিশ্রান্তো ব্রহ্মাধীত্য পুনঃ স্বপেৎ॥ ৯৯
যথোদিতেন বিধিনা নিত্যং ছন্দস্কৃতং পঠেৎ।
ব্রহ্ম ছন্দস্কৃতঞ্চৈব দ্বিজো যুক্তো হ্যনাপদি॥ ১০০

শ্রাবণ বা ভাদ্র মাসের পৌর্ণমাসীতে যথাবিহিত বিধানে উপাকর্ম্ম নামে গৃহকার্য্য সমাপন করিয়া সবিশেষ মনোনিবেশ সহকারে সার্দ্ধ চারি মাস কাল দ্বিজগণ বেদ অধ্যয়ন করিবে। তদনন্তর পুষ্যা নক্ষত্রে বা মাঘীর শুক্লপক্ষের

প্রতিপদে স্বীয় অধ্যুষিত গ্রামের বহির্ভাগে গমনপূর্ব্বক গৃহস্থসূত্রানুযায়ী ছন্দের উৎসর্গ নামে কর্ম্ম করিবে। উৎসর্গ কর্ম্মের পর অহোরাত্রি (বা দুই রাত্রি ও তন্মধ্যবর্ত্তী দিন) মাত্র বিদ্যার্থী বেদাধ্যয়ন হইতে বিরত থাকিবে। প্রাগুক্ত অনধ্যায়ের পর শুক্ল পক্ষে মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মক বেদ এবং কৃষ্ণ পক্ষে শিক্ষাকল্পাদি ষড়বেদাঙ্গ পাঠ করিবে। শেষ রাত্রে উঠিয়া বেদপাঠে শ্রান্ত হইলে, পুনর্ব্বার শয়ন করিবে না। শূদ্রের নিকট কখনও বেদ অধ্যয়ন করিবে না। অস্পষ্টরূপে বেদ পাঠ করিবে না *। পূর্ব্বোক্ত বিধান অনুসারে প্রতিদিন ছন্দোবদ্ধ বৈদিক মন্ত্রসমূহ পাঠ করিবে †। কোন প্রকার বিঘ্ন ও বিপদ আপতিত না হইলে সামর্থ্যশালী ব্যক্তি মন্ত্রাত্মক ও মন্ত্র ভিন্ন বেদশাস্ত্র অবশ্যই অধ্যয়ন করিবে।

ইমান্ নিত্যমনধ্যায়ান্ অধীয়ানো বিবর্জ্জয়েৎ।
অধ্যাপনঞ্চ কুর্ব্বাণঃ শিষ্যাণাং বিধিপূর্ব্বকং॥ ১০১।

বিদ্যাশিক্ষার্থী শিষ্য ও তাঁহার ভক্তিভাজন অধ্যাপক নিম্নোল্লিখিত নিষিদ্ধ দিনে ও কালে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে না। এই অনধ্যায়কালে

---

* ব্যাঘ্রী যথা হরেৎ পুত্রান্ দংষ্ট্রাভ্যাং ন চ পীড়য়েৎ।
ভীতা পতনভেদাভ্যাং, তদ্বদ্ বর্ণান্ প্রযোজয়েৎ॥
এবং বর্ণা প্রযোক্তব্যা নাব্যক্তা ন চ পীড়িতাঃ।
সম্যগ্-বর্ণপ্রয়োগেন ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥
মাধুর্য্যমক্ষরব্যক্তিঃ পদচ্ছেদস্তু সুস্বরঃ।
ধৈর্য্যং লয়সমর্থঞ্চ ষড়েতে পাঠকা গুণাঃ॥
গীতী শীঘ্রী শিরঃকম্পী তথা লিখিতঃ পাঠকঃ।
অনর্থজ্ঞোঽল্পকণ্ঠশ্চ ষড়েতে পাঠকাধমাঃ॥ (পাণিনীয় শিক্ষা)

† বেদমাদিত আরভ্য শক্তিতোঽহরহর্জপেৎ॥ (কাত্যায়ন)
স্বাধ্যায়ং তু যথাশক্তি ব্রহ্মযজ্ঞার্থমাচরেৎ॥
ঋচাঞ্চ যজুষাং সাম্নাং গাথা-শুক্রমথাপি বা।
আদাবারভ্য বেদং তু স্বাত্তোপর্য্যপরিক্রমাৎ।
যদধীতেঽহরহং ভক্ত্যা স স্বাধ্যায় ইতি স্মৃতঃ॥
যাবদ্ভি র্দিবসৈঃ শক্নোতি তাবদ্ভি র্দিনৈঃ কৃৎস্নং বেদং পঠেৎ। অনধীত-কৃৎস্নবেদস্তু বেদ-পুরাণস্তবাদিকং যথাশক্তি পঠেৎ। (হলায়ুধ)
একাং ঋচং, একং বা সাম, একং বা যজুরভিব্যাহরেৎ। (অনিরুদ্ধ ভট্ট)

বেদাদি শাস্ত্র অভ্যাস করিলে বা নিষিদ্ধ দিবসে অধ্যাপনা করিলে, গুরুশিষ্য উভয়েরই আয়ুক্ষয়, বলক্ষয়, বিদ্যাক্ষয় ও যশোহানি ঘটিয়া থাকে।

কর্ণশ্রবে হনিলে রাত্রৌ দিবাপাংশুসমূহনে।
এতৌ বর্ষাস্বনধ্যায়াবধ্যায়জ্ঞাঃ প্রচক্ষ্যতে ॥ ১০২।
বিদ্যুৎস্তনিতবর্ষেষু মহোল্কানাঞ্চ সংপ্লবে।
আকালিকমনধ্যায়মেতেষু মনুরব্রবীৎ ॥ ১০৩।
এতাংস্ত্বভ্যুদিতান্ বিদ্যাৎ যদা প্রাদুষ্কৃতাগ্নিষু।
তদা বিদ্যাদনধ্যায়ং অনৃতৌ চাভ্রদর্শনে ॥ ১০৪।
নির্ঘাতে, ভূমিচলনে, জ্যোতিষাঞ্চোপসর্জ্জনে।
এতানাকালিকান্ বিদ্যাৎ অনধ্যায়ানৃতাবপি ॥ ১০৫।
প্রাদুষ্কৃতেষ্বগ্নিষু তু বিদ্যুৎস্তনিত-নিস্বনে *।
সজ্যোতিঃ স্যাদনধ্যায়ঃ, শেষে রাত্রৌ যথা দিবা ॥ ১০৬।
নিত্যানধ্যায় এব স্যাৎ গ্রামেষু নগরেষু চ।
ধর্ম্মনৈপুণ্যকামানাং পূতিগন্ধে চ সর্ব্বদা ॥ ১০৭।
অন্তর্গতে শবে গ্রামে, বৃষলস্য চ সন্নিধৌ।
অনধ্যায়ো রুদ্যমানে, সমবায়ে জনস্য চ ॥ ১০৮।
উদকে, মধ্যরাত্রে চ, বিণ্মূত্রস্য বিসর্জ্জনে।
উচ্ছিষ্টঃ শ্রাদ্ধভুক্ চৈব মনসাপি ন চিন্তয়েৎ ॥ ১১০।
প্রতিগৃহ্য দ্বিজো বিদ্বান্ একোদ্দিষ্টস্য কেতনং।
ত্র্যহং ন কীর্ত্তয়েদ্ ব্রহ্ম, রাজ্ঞো রাহোশ্চ সূতকে ॥ ১১০।
যাবদেকানুদিষ্টস্য গন্ধো লেপশ্চ তিষ্ঠতি।
বিপ্রস্য বিদুষো দেহে, তাবদ্ ব্রহ্ম ন কীর্ত্তয়েৎ ॥ ১১১।
শয়ানঃ প্রৌঢ়পাদশ্চ কৃত্বা চৈবাবশক্থিকাং।
নাধীয়ীতামিষং জগ্ধ্বা, সূতকান্নাদ্যমেব চ ॥ ১১২।
নীহারে বাণশব্দে চ সন্ধ্যয়োরেব চোভয়োঃ।
অমাবস্যাচতুর্দ্দশ্যোঃ পৌর্ণমাস্যষ্টকাসু চ ॥ ১১৩।

---

* সন্ধ্যায়াং গর্জ্জিতে মেঘে শাস্ত্রচিন্তাং করোতি যঃ।
চত্বারি তস্য নশ্যন্তি—আয়ুর্ব্বিদ্যা, যশো, বলং ॥ (দুর্ব্বাসা)

অমাবস্যা গুরুং হন্তি, শিষ্যং হন্তি চতুর্দ্দশী।
ব্রহ্মাষ্টক-পৌর্ণমাস্যৌ, তস্মাৎ তাঃ পরিবর্জ্জয়েৎ॥ ১১৪।
পাংশুবর্ষে দিশাং দাহে গোমায়ুবিরুতে তথা।
শ্বখরোষ্ট্রে চ রুবতি পংক্তৌ চ, ন পঠেৎ দ্বিজঃ॥ ১১৫।
নাধীয়ীত শ্মশানান্তে গ্রামান্তে গোব্রজেঽপি বা।
বসিত্বা মৈথুনং বাসঃ, শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ॥ ১১৬।
প্রাণি বা যদিবাপ্রাণি যৎকিঞ্চিৎ শ্রাদ্ধিকং ভবেৎ।
তদালভ্যাপ্যনধ্যায়ঃ, পাণ্যাস্যো হি দ্বিজঃ স্মৃতঃ॥ ১১৭
চৌরৈরুপপ্লুতে গ্রামে সংভ্রমে চাগ্নিকারিতে।
আকালিকমনধ্যায়ং বিদ্যাৎ সর্ব্বা ভুতেষু চ॥ ১১৮
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে ত্রিরাত্রং ক্ষেপণং স্মৃতং।
অষ্টকাসু ত্বহোরাত্রং, ঋত্বন্তাসু চ রাত্রিষু॥ ১১৯
নাধীয়ীতাশ্বমারূঢ়ো, ন বৃক্ষং, ন চ হস্তিনং।
ন নাবং, ন খরং, নোষ্ট্রং, নেরিণস্থো, ন যানগঃ॥ ১২০
ন বিবাদে, ন কলহে, ন সেনায়াং, ন সঙ্গরে।
ন ভুক্তমাত্রে, নাজীর্ণে, ন বমিত্বা, ন স্থক্তকে॥ ১২১
অতিথিঞ্চানমুজ্ঞাপ্য, মারুতে বাতি বা ভৃশং।
রুধিরে চ ক্রতে গাত্রাৎ, শস্ত্রেণ চ পরিক্ষতে॥ ১২২
সামধ্বনাবৃগ্‌যজুষী নাধীয়ীত কদাচন।
বেদস্যাধীত্য বাপ্যন্তমারণ্যকমধীত্য চ॥ ১২৩
ঋগ্‌বেদো দেবদৈবত্যো, যজুর্বেদস্ত মানুষঃ।
সামবেদঃ স্মৃতঃ পিত্র্যস্তস্মাৎ তস্যাশুচির্ধ্বনিঃ॥ ১২৪
এতদ্ বিদন্তো বিদ্বাংস স্ত্রয়ীনিষ্কর্ষমন্বহং।
ক্রমশঃ পূর্ব্বমভ্যস্য পশ্চাদ্ বেদমধীয়তে॥ ১২৫
পশুমণ্ডূকমার্জ্জারশ্বসর্পনকুলাখুভিঃ।
অন্তরাগমনে বিদ্যাদনধ্যায়মহর্নিশং॥ ১২৬
দ্বাবেব বর্জ্জয়েন্নিত্যং অনধ্যায়ৌ প্রযত্নতঃ।
স্বাধ্যায়ভূমিং চাশুদ্ধং, আত্মানং চাশুচি দ্বিজঃ॥ ১২৭

(মনুসংহিতা, চতুর্থ অধ্যায়)

বেদের অধ্যাপক গুরু এবং শিক্ষার্থী শিষ্য উভয়েই বক্ষ্যমাণ অনধ্যায় দিবসে বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইতে সর্ব্বতোভাবে বিরত থাকিবে।

বর্ষা ঋতুতে রাত্রিকালে অতিশয় প্রবল বেগে বহমান বায়ুর কর্ণভেদী শব্দ শ্রুতিগোচর হইলে, দিবাভাগে ধূলির উৎসারণকারী বায়ুপ্রবাহ দৃষ্টিগোচর হইলে,—তৎকালিক অনধ্যায় সংঘটিত হয়। বিদ্যুৎ ও গর্জ্জন সমেত বর্ষা-কালীয় বৃষ্টির পতনে, বা ইতস্ততঃ উল্কাপাতে—তাহার আরম্ভ সময় হইতে পরদিন সেই সময় পর্য্যন্ত অহোরাত্র অনধ্যায় হয়। প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে হোমার্থ অগ্নি প্রজ্জ্বালনের সময়ে যদি বর্ষাকালিক বিদ্যুৎগর্জ্জনাদি এক সময়ে উৎপন্ন হয়, যদি বর্ষা ভিন্ন কালে আকাশমণ্ডল মেঘাচ্ছন্নও দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তখন অনধ্যায় জানিবে। বর্ষা ও তদ্ভিন্ন ঋতুতে যে সময় হইতে আকাশোদ্ভব উৎপাতধ্বনি কর্ণগোচর হয়, বা সূর্য্যচন্দ্রতারকাদির উপসর্গ দৃষ্টিগোচর হয়, বা ভূমিকম্প আরব্ধ হয়, পরদিন সেই সময় পর্য্যন্ত আকালিক অনধ্যায় জানিবে। বর্ষা ভিন্ন কালে দিবাভাগে আকাশমণ্ডলে বিদ্যুৎমালা দৃষ্ট বা তৎসংঘর্ষজনিত গর্জ্জনধ্বনি শ্রুত হইলে, সেই দিন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অন-ধ্যায় হয়। রাত্রিকালে উহা সংঘটিত হইলে, সেই রাত্রি মাত্র অধ্যয়ন হইতে নিবৃত্ত থাকিবে। গ্রামে, নগরে বা দুর্গন্ধময় স্থানে বাসকালে ধর্ম্মপরায়ণ শিক্ষার্থী বেদশাস্ত্র অধ্যয়ন করিবে না। দাহনার্থ মৃত শব যে গ্রাম হইতে বহিষ্কৃত হয় নাই, সেই গ্রামে অবস্থান কালে, রোদনধ্বনি কর্ণগোচর হইলে, বহুলোকের জনতাপূর্ণ সমাগম স্থানে এবং অধার্ম্মিক ও পাপাসক্ত ব্যক্তির সন্নিধানে অনধ্যায় জানিবে। স্নান কি অবগাহন সময়ে জল মধ্যে, মধ্যরাত্রে, বিষ্ঠামূত্রাদি পরিত্যাগ সময়ে, উচ্ছিষ্টমুখে বা শ্রাদ্ধভোজন কালের দিবারাত্রে মনে মনে ও বেদের অনুস্মরণ করিবে না। নিমন্ত্রিত হইয়া একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে ভোজন করিলে, রাজ্যাধিপতির সন্তানোৎপত্তিজনিত অশৌচ ঘটিলে, সূর্য্য বা চন্দ্রের গ্রহণ হইলে—ত্রিরাত্রি অনধ্যায় হয়। একোদ্দিষ্টশ্রাদ্ধভোজী বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের গাত্রে যতদিন পর্য্যন্ত শ্রাদ্ধীয় কুঙ্কুমচন্দনাদির গন্ধ ও প্রলেপ বর্ত্তমান থাকে, ততদিন পর্য্যন্ত তিনি বেদ অধ্যয়ন করিবেন না। মাংস ভোজন করিয়া, জন্মমরণাশৌচজ অশুচি ব্যক্তির স্পৃষ্ট বা পক্ক অন্ন আহার করিয়া, শয্যায় সমুদয় শরীর পাতিত করিয়া, আসনাদির উপর পদভর রাখিয়া, এক উরুর উপর অপর উরু সংস্থাপন করিয়া বেদ অধ্যয়ন করিবে না। প্রাতঃ বা সায়ং

বেদের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিবে না *।

শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা, অনুশীলন ও আলোচনায় যাঁহারা নিরুপম

---

* মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য অতি সংক্ষেপে সপ্তত্রিংশৎ অনধ্যায় কালের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। সুপ্রাচীন বিষ্ণুস্মৃতিতে প্রাঞ্জল গদ্যে লিখিত যে বিবরণ আছে, তাহা প্রাগুক্ত মনুসংহিতার অনধ্যায় বিবরণের সর্ব্বাংশে সদৃশ।

ত্র্যহং প্রেতেষনধ্যায়ঃ শিষ্যর্ত্বিগ্-গুরু-বন্ধুষু।
উপাকর্ম্মণি চোৎসর্গে, স্বশাখাশ্রোত্রিয়ে মৃতে॥ ১৪৪
সন্ধ্যা-গর্জ্জিতনির্ঘাতভূকম্পোল্কানিপাতনে।
সমাপ্য বেদং দ্যুনিশং, আরণ্যকমধীত্য চ॥ ১৪৫
পঞ্চদশ্যাং, চতুর্দ্দশ্যাং, অষ্টম্যাং রাহুসূতকে।
ঋতুসন্ধিষু, ভুক্ত্বা বা, শ্রাদ্ধিকং প্রতিগৃহ্য চ॥ ১৪৬
পশুমণ্ডূকমার্জ্জারনকুলশ্বাহিমূষিকৈঃ।
কৃতেঽন্তরে ত্বহোরাত্রং, শক্রপাতে তথোচ্ছ্রায়ে॥ ১৪৭
শ্বক্রোষ্টুগর্দ্দভোলূকসামবাণার্ত্তনিস্বনে।
অমেধ্যশবশূদ্রান্ত্যশ্মশানপতিতান্তিকে॥ ১৪৮
দেশে শুচাবাত্মনি চ, বিদ্যুৎস্তনিত সংপ্লবে।
ভুক্তার্দ্রপাণিরম্ভোঽন্তরর্দ্ধরাত্রেঽতিমারুতে॥ ১৪৯
পাংশুবর্ষে দিশাংদাহে সন্ধ্যানীহারভীতিষু।
ধাবতঃ পূতিগন্ধে চ, শিষ্টে চ গৃহমাগতে॥ ১৫০
খরোষ্ট্রযানহস্ত্যশ্বনৌবৃক্ষেরিণরোহণে।
সপ্তত্রিংশদনধ্যায়ান্ এতাংস্তাৎকালিকান্ বিদুঃ॥ ১৫১

(যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা, প্রথম অধ্যায়)

শ্রাবণ্যাং প্রোষ্ঠপদ্যাং বা ছন্দাংস্যুপাকৃত্য অর্দ্ধপঞ্চমান্ মাসান্ অধীয়ীত। ততস্তেষামুৎসর্গং বহিঃকুর্য্যান্নানুপাকৃতানাং। উৎসর্গোপাকর্ম্মণো র্মধ্যে বেদাঙ্গাধ্যয়নং কুর্য্যাৎ। নাধীয়ীতাহোরাত্রং চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ। নর্ত্তস্তরগ্রহসূতকে। নেন্দ্রিয়প্রয়াণে। ন বাতি চণ্ডপবনে। নাকালবর্ষবিদ্যুৎস্তনিতেষু। ন ভূকম্পোল্কাপাতদিগ্দাহেষু। নান্তঃশবে গ্রামে। ন শস্ত্রসংপাতে। ন শ্বশৃগালগর্দ্দভনির্হ্রাদে। ন বাদিত্রশব্দে। ন শূদ্রপতিতয়োঃ সমীপে। ন দেবতায়তনশ্মশানচতুষ্পথরথ্যাসু। নোদকান্তঃ। ন পীঠোপহিতপাদঃ। ন হস্ত্যশ্বোষ্ট্রনৌগোযানেষু। ন বান্তঃ। ন বিরক্তঃ। নাজীর্ণী। ন পঞ্চনখান্তরাগমনে। ন রাজশ্রোত্রিয়ব্রাহ্মণব্যসনে। নোপাকর্ম্মণি। নোৎসর্গে। ন সামধ্বনাবৃগ্‌যজুষী। নাপররাত্রমধীত্য শয়ীত।

অভিযুক্তোঽপি অনধ্যায়েষধ্যয়নং পরিহরেৎ। যস্মাদনধ্যয়নাধীতং নেহ নামুত্র ফলদং।

আনন্দ উপভোগ করিতেন, তাঁহারা এই সুদীর্ঘ অনধ্যায় সময় যে কেবল নির্দ্দোষ আমোদ প্রমোদে অতিবাহিত করিতেন—ইহা সম্ভবপর নহে। লিপি প্রণালী প্রবর্ত্তনের পরে গুরুশিষ্য সকলেই স্বস্ব অধ্যেতব্য রাশি রাশি পুস্তক স্বহস্তে লিখিয়া লইতেন। যে রাশীকৃত সংখ্যাতীত গ্রন্থ আজিও বিভিন্ন প্রদেশীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও সংস্কৃতানুরাগী ব্যক্তিবর্গের চতুষ্পাঠী বা গৃহস্থিত বংশমঞ্চ পরিশোভিত করিতেছে, তাহা আর্য্যগণের অনধ্যায় সময়ে লিখন ব্যাপার বিষয়ক বহুশতাব্দী ব্যাপী অধ্যবসায়ের সুফল হওয়া অসম্ভব নহে।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থ।

বৈদিক সংহিতার অভ্যন্তরে যে নিগূঢ় রহস্যপূর্ণ জ্ঞানরাশি নিহিত আছে, ব্রাহ্মণ গ্রন্থ তাহার একমাত্র কুঞ্জিকা স্বরূপ। ব্রাহ্মণভাগ মন্ত্র ব্রাহ্মণাত্মক বেদের দ্বিতীয় অংশ *। উহা বেদসংহিতার সুবিস্তীর্ণ প্রাচীন ব্যাখ্যা পুস্তক। অগ্রে মন্ত্রভাগ ও পরে ব্রাহ্মণভাগ বিরচিত হইয়াছে। বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যানই ব্রাহ্মণ গ্রন্থের প্রতিপাদ্য বিষয়। সংহিতার ন্যায় ব্রাহ্মণ † ভাগও এক সময়ে এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক বিরচিত ও সংগৃহীত হয় নাই।

তদধ্যয়নেন আয়ুষঃ ক্ষয়ো গুরুশিষ্যয়োশ্চ। তস্মাদ্ অনধ্যায়বর্জ্জং গুরুণা ব্রহ্মলোককামেন বিদ্যা সচ্ছিষ্যক্ষেত্রেষু বপ্তব্যা।

তত্র যদৃচোঽধীতে, তেনাস্যাজ্যেন পিতৃণাং তৃপ্তির্ভবতি। যদ্ যজূংষি, তেন মধুনা। যৎসামানি, তেন পয়সা। যচ্চাথর্ব্বণং, তেন মাংসেন। যৎ পুরাণেতিহাসবেদাঙ্গধর্ম্মশাস্ত্রাণ্যধীতে, তেনাস্যান্নেন।

যশ্চ বিদ্যাং আসাদ্য অস্মিন্ লোকে তয়া জীবেৎ, ন সা তস্য পরলোকে ফলপ্রদা ভবেৎ। যশ্চ বিদ্যয়া যশঃ পরেষাং হন্তি।

(বিষ্ণুস্মৃতি, ত্রিংশৎ অধ্যায়)

* মন্ত্রব্রাহ্মণাত্মকং তাবদদুষ্টলক্ষণং। অতএব আপস্তম্বো যজ্ঞপরিভাষায়ামেবাহ মন্ত্রব্রাহ্মণয়ো র্বেদনামধেয়মিতি। মন্ত্রব্রাহ্মণরূপৌ দ্বাবেব বেদভাগাবিত্যঙ্গীকারাৎ মন্ত্রলক্ষণস্য পূর্ব্বমভিহিতত্বাৎ অবশিষ্টো বেদভাগো ব্রাহ্মণমিত্যেতল্লক্ষণং ভবিষ্যতি।

(সায়নাচার্য্যকৃত ঋগ্‌বেদীয় বেদার্থপ্রকাশ ভাষ্য)

† অধ্যাপক ওয়েবার বলেন যে ব্রাহ্মণ শব্দ যাগানুষ্ঠান বিষয়ক গ্রন্থ অর্থে প্রথমতঃ শুক্ল যজুর্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে দৃষ্ট হয়। পানিনীয় সূত্রে 'অনুব্রাহ্মণ' শব্দের উল্লেখ আছে। সাম সূত্র সমূহে ব্রাহ্মণ অর্থে 'প্রবচন' শব্দ প্রযুক্ত হইয়াছে।

বেদের সংহিতা ভাগে সরল ও আড়ম্বর শূন্য ক্রিয়া কলাপ অনুষ্ঠানের সুস্পষ্ট উল্লেখ ও নিদর্শন পরিলক্ষিত হয়। অশ্বমেধ প্রভৃতি সুবৃহৎ যজ্ঞের বিষয় ঋক্‌সংহিতায়ই (১।১৬২-১৬৩) প্রস্তাবিত হইয়াছে। কালক্রমে বৈদিক ক্রিয়াকলাপ ও তদনুষ্ঠাতা পুরোহিতের সংখ্যা বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। বিভিন্ন অধ্যাপকের অভিমত অনুসারে বেদবিহিত যাগযজ্ঞাদি ভিন্ন ভিন্ন দেশে তাঁহাদের শিষ্যমণ্ডলী কর্ত্তৃক কিয়ৎপরিমাণে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুষ্ঠিত ও প্রচলিত হইয়া উঠিল। বংশ ও শিষ্য পরম্পরায় কালক্রমে তাহা পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া দেশ, কাল ও আচার্য্যভেদে একবিধ ক্রিয়া স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র আকার ধারণ করিল। বৈদিক মন্ত্রভাগের ন্যায় ব্রাহ্মণভাগের বিভিন্ন অংশ ভিন্ন ভিন্ন চরণে ও শাখায় বহুকাল যাবৎ স্বাধীনভাবে একত্র সংগৃহীত হইতেছিল। তদনন্তর বিভিন্ন প্রদেশীয় সুবিজ্ঞ ও সমুপযুক্ত ঋষিগণ দ্বারা ক্রিয়া কলাপাত্মক ভিন্ন ভিন্ন ব্রাহ্মণ একত্র সংগৃহীত হয়। ব্রাহ্মণের অধিকাংশই গদ্যে বিরচিত। যজুর্ব্বেদসংহিতার ন্যায় বৈদিক ব্রাহ্মণভাগেই গদ্য রচনা বাহুল্যরূপে প্রযুক্ত হইয়া সংস্কৃত ভাষাকে পূর্ণাবয়ব সম্পন্ন করে।

কালক্রমে সংহিতাভাগ আর্য্যসমাজের অধিকাংশ লোকের বোধাতীত হইয়া উঠিলে, বেদবিৎ ও সুপণ্ডিত অল্পসংখ্যক ঋষিগণ অনভিজ্ঞ সমাজে বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বিলোপের আশঙ্কা করিয়া বেদমন্ত্রের অর্থব্যাখ্যা, প্রচলিত ক্রিয়াকলাপ, রীতিনীতি, এবং জনপ্রবাদাদি অবলম্বন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগ্রন্থ প্রণয়নে প্রবৃত্ত হন। ইহাতে কর্ম্মকাণ্ডের বিশেষ বিশেষ বিষয়ে নিষেধ ও বিধি, সংহিতানিবিষ্ট মন্ত্ররূপ অঙ্কুরাবলম্বনে শাখা প্রশাখা বিশিষ্ট ইতিহাস, উপাখ্যান ও আখ্যায়িকাদি প্রদত্ত হইয়াছে। পুরাণ সমূহ বিরচিত হওয়ার পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ গ্রন্থই পুরাণের স্থান অধিকৃত করিয়া রাখিয়াছিল। এই সকল গ্রন্থ প্রাচীনতম ভাষাতত্ত্ব, দেবতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, কর্ম্মকাণ্ডতত্ত্ব, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক তত্ত্ব পরিপূর্ণ বলিয়া ভারতীয় প্রাচীন ইতিহাস সংগ্রাহকের নিকট অতি সমাদরের ধন সন্দেহ নাই। *

* সংহিতার মধ্যে হিন্দুধর্ম্মরূপ বিশাল পুষ্পের কলিকা মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে, ব্রাহ্মণভাগে তাহা প্রস্ফুটিত হইয়া জটিল ভাব প্রাপ্ত হইয়াছে। সংহিতার অধিকাংশ ইন্দ্রাদি দেবগণের স্তুতি ও তাঁহাদের সমীপে অন্নাদি প্রার্থনার বিবরণেই পরিপূর্ণ। কিন্তু ব্রাহ্মণভাগে

ব্রাহ্মণগ্রন্থ সমূহে নানাবিধ সামাজিক, ঐতিহাসিক ও দার্শনিক বৃত্তান্তাদি লিপিবদ্ধ থাকায়, তাহাদের বিষয় গত নীরসতা অনেক পরিমাণে দূরীভূত হইয়াছে। যজ্ঞ সম্বন্ধীয় নানা বিধিব্যবস্থা, প্রতি যজ্ঞের প্রত্যেক অঙ্গের প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য্য ও নিগূঢ় রহস্যাদি পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বৈদিক সূত্র গ্রন্থ সমূহে বিবৃত ও লিপিবদ্ধ হইয়াছে বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ গ্রন্থেই তাহার প্রথম পরিস্ফুরণ দৃষ্ট হয়। যজ্ঞাদির ঔচিত্যানৌচিত্যাদি বিষয়ক নানা সন্দেহ নিরসন পূর্ব্বক বৈদিক ক্রিয়াকলাপের প্রয়োজনীয়তাদি সম্বন্ধে বিচার, বিতর্ক ও মীমাংসা অতি বিশদরূপে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। প্রত্যেক বিষয়ের সম্পর্কেই বাদী প্রতিবাদীর তর্কবিতর্ক ও মতামত সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। নিরপেক্ষভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী বিভিন্ন গ্রন্থকারের মত অতি দক্ষতা ও নৈপুণ্যের সহিত

যজ্ঞাদি সংক্রান্ত বিধি, নিষেধ ও তৎসম্বন্ধীয় উপাখ্যানই অধিক। ব্রাহ্মণ ভাগের মধ্যে ক্রিয়াকলাপেরই অতিমাত্র বাহুল্য দেখিতে পাওয়া যায়। বোধ হয় ব্রাহ্মণভাগ প্রস্তুত হইবার সময়ে যে সকল ক্রিয়াকলাপ প্রচলিত হইয়াছিল, গ্রন্থকর্ত্তারা তাহারই প্রামাণ্য প্রতিপাদনার্থ সংহিতানিবিষ্ট মন্ত্র, গাথা, নিবিদ্ (দেবতা বিষয়ক অতি প্রাচীন বাক্যবিশেষ) এবং সে সময়ের প্রচলিত উপাখ্যানাদি সঙ্কলন করিয়াছেন। সংহিতানিবিষ্ট শ্রুতি মন্ত্র সকল ব্রাহ্মণের মধ্যে যেরূপ ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে সে সময়ে সংহিতা সঙ্কলিত, বিশেষরূপে প্রচারিত ও শৃঙ্খলাবদ্ধ থাকিলেই, এবং ব্রাহ্মণভাগ লিপিবদ্ধ হইলেই, সেরূপ ভাবে শ্লোকের প্রথমের দুই চারিটী পদ মাত্র উদ্ধৃত করা সমধিক সঙ্গত হয়। ব্রাহ্মণভাগ ইতিহাস, উপাখ্যান, শব্দ ব্যুৎপত্তি প্রভৃতি অশেষ প্রকার যাগযজ্ঞাদির প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ে পরিপূর্ণ। ব্রাহ্মণভাগে অগ্নিষ্টোম, দর্শপৌর্ণমাস, চাতুর্ম্মাস্য ইষ্টি, বাজপেয়, রাজসূয় অশ্বমেদ ও নরমেদাদি বৃহৎ ও অবৃহৎ নানা যজ্ঞের বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে। পুত্র, ধন, যশঃ, পশু, বিদ্যা ও স্বর্গাদি লাভ ঐ সমস্ত যজ্ঞানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। মন্ত্র ভাগের অপেক্ষায় ব্রাহ্মণভাগ এত আধুনিক যে ব্রাহ্মণ বিরচক বা সংগ্রাহক ঋষিরা মন্ত্রবিশেষের অর্থ ও তাৎপর্য্য একেবারে বিস্মৃত হইয়া গিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণোক্ত কর্ম্মকাণ্ডের জটিলতা ও কুটিলতা হিন্দুজাতির জ্ঞান ও বুদ্ধির মালিন্যবোধক হইতে পারে বটে, কিন্তু উত্তরোত্তর ধর্ম্মশাস্ত্রের অনুশীলন ক্রমে তাঁহাদে[illegible] ভাব কোন কোন অংশে পরিশোধিত হইয়া আসিতেছিল। তদনুসারে ব্রাহ্মণ ভা[illegible] স্থানে তাঁহাদের পরলোক বিষয়ক মত অপেক্ষাকৃত অস্থূল ও বিশুদ্ধ দেখিতে [illegible] (পণ্ডিতবর অক্ষয়কুমার দত্ত প্রণীত "ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রথ[illegible] উপক্রমণিকা।)

সমালোচনা করিয়া, ব্রাহ্মণ রচয়িতা দৃঢ়তর যুক্তি ও তর্কবলে স্বীয় অভিমত অকাট্য প্রমাণ প্রয়োগ পুরঃসর লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থে পূর্ব্ব-বর্ত্তী বহুতর গাথা, আখ্যান ও ব্রাহ্মণের উদ্ধৃত অংশ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহ পূর্ব্বতন যাজ্ঞিক, দার্শনিক, আখ্যানবিৎ, গাথাকার ও ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্‌গণের ধারাবাহিক চিন্তা-প্রবাহের একীভূত সংগ্রহ মাত্র। জৈমিনি ও তদনুবর্ত্তী মীমাংসকগণ পরবর্ত্তী কালে যে সকল বিষয় মীমাংসাদর্শনে অবতারিত করিয়া মীমাংসা করিয়াছেন, তাহার অধিকাংশ ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অবতারিত ও সমালোচিত হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদসংহিতা রচনার সময় হইতেই বৈদিক ক্রিয়াকাণ্ড বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ হইয়া, তাহার একত্র সংকলনের সময়েই তাহা সবিশেষ জটিল ও আড়ম্বর পূর্ণ হয়। এই আড়ম্বর পূর্ণ ক্রিয়াকলাপ হোতাদি শ্রেণীচতুষ্টয়ের পুরোহিত বর্গের মধ্যে কালক্রমে বিভক্ত হয়। বহ্বৃচ পুরোহিতগণের শাখা বিভাগ সম্ভবতঃ ব্রাহ্মণগ্রন্থ রচনার পূর্ব্বে, এবং ছন্দোগ ও অধ্বর্য্যুদিগের শাখাভেদ তাহার সমকালে বা অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময়ে সংসাধিত হয়। বহ্বৃচ, ছন্দোগ ও অধ্বর্য্যু ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা, অথর্ব্ববেদী গোপথ ভিন্ন, কোনও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিরচিত হয় নাই। পুরোহিতদিগের শ্রেণীবিভাগের পর বহ্বৃচ, ছন্দোগ ও অধ্বর্য্যু * পুরোহিতগণের ব্যবহার ও কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ

---

* হরিবংশে ষোড়শবিধ ঋত্বিকের উৎপত্তি এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

যে চ যজ্ঞপরা বিপ্রা ঋত্বিজা ইতি সংজ্ঞিতাঃ।
আত্মদেহাৎ পুরা ভূতা যজ্ঞেভ্যঃ, শ্রূয়তাম তদা॥
ব্রহ্মাণং পরমং বক্ত্রাদ্ উদ্গাতারঞ্চ সামগাং।
হোতারমথ চাধ্বর্য্যুং বাহুভ্যামসৃজৎ প্রভুঃ॥
ব্রহ্মণো ব্রহ্মণাচ্ছংসী প্রস্তোতারঞ্চ বক্ষস।
তং মৈত্রাবরুণং পৃষ্ঠাৎ প্রতিষ্ঠাতারমেব চ॥
উদরাৎ প্রতিহর্ত্তারং পোতারঞ্চৈব ভারত।
অচ্ছাবাকমথোরুভ্যাং নেষ্টারঞ্চৈব ভারত॥
পাণিভ্যামথ চাগ্নিধ্রং ব্রহ্মণ্যঞ্চৈব যজ্ঞিয়ং।
গ্রাবাণমথ বাহুভ্যামুন্নেতারঞ্চ যাজ্ঞিকং॥
এবমেবৈব ভগবান্ ষোড়শৈতান্ জগৎপতিঃ।
প্রবক্তৄন্ সর্ব্বযজ্ঞানাং ঋত্বিজোঽসৃজদুত্তমান্॥ (হরিবংশ)

নিমিত্ত যথাক্রমে ঋক্, সাম ও যজুর্বেদের তিন খানি ব্রাহ্মণ সঙ্কলিত হইয়াছে। এই ত্রিবিধ পুরোহিতগণের কর্ত্তব্য অনুষ্ঠান জনিত ত্রুটি ও ভ্রমপ্রমাদ সংশোধন, অনুষ্ঠিত যজ্ঞের নির্ব্বিঘ্ন পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত তৎসম্পর্কীয় যাবতীয় বিষয় পর্য্যবেক্ষণের ভার পরম জ্ঞানী ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রতি সমর্পিত ছিল। তাঁহাদের নিমিত্ত কোনও ব্রাহ্মণ গ্রন্থ নির্দ্দিষ্ট ছিল না।

ঋগ্‌বেদীয় ব্রাহ্মণে হোতা পুরোহিতের কর্ত্তব্য, সামবেদীয় ব্রাহ্মণে উদ্গাতার, যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণে অধ্বর্য্যুর, এবং অথর্ব্ববেদীয় ব্রাহ্মণে ব্রহ্মা পুরোহিতের কর্ত্তব্য—যাগযজ্ঞাদির নানাবিধ সংক্ষিপ্ত উপাখ্যানময় বিবরণাদি সহ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ঋগ্‌বেদীয় ব্রাহ্মণে সংহিতানিবিষ্ট ঋক্‌সমূহের যথোচিত ব্যাখ্যান ও তৎসম্বলিত উপাখ্যানাদি সংহিতার মন্ত্রক্রম অনুসারে বিন্যস্ত হয় নাই। কিন্তু যে যে যজ্ঞে যে যে ঋক্‌মন্ত্র প্রযুক্ত হইয়াছে, সেই সেই যাগযজ্ঞের মন্ত্রক্রম অবলম্বনে ঋকের ব্যাখ্যানাদি প্রদত্ত হইয়াছে। সামবেদীয় ব্রাহ্মণে কদাচিৎ সামমন্ত্রের ব্যাখ্যা দৃষ্টিগোচর হয়। কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় সংহিতা ও তৎপরিশিষ্ট তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের বিষয়গত সবিশেষ পার্থক্য উপলব্ধি হয় না। শুক্লযজুর্ব্বেদীয় সুবিস্তীর্ণ শতপথ ব্রাহ্মণ বাজসনেয়ী সংহিতার ভাষ্যস্বরূপ হইলেও, তাহাতে স্থানে স্থানে নানাবিধ বিভিন্ন বিষয়ও অবতারিত হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদীয় ব্রাহ্মণের মধ্যে ঐতরেয় ও কৌষিতকী বা শাংখ্যায়ন ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছে। সায়নাচার্য্যের সময় পর্য্যন্ত পৈঙ্গী ব্রাহ্মণ বিদ্যমান ছিল। নতুবা তিনি ঋগ্‌বেদীয় বেদার্থ-প্রকাশ নামক ভাষ্যে তাহার পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিতেন না।

কুমারিলা ভট্টের সময়ে সামবেদীয় যে আটখানি ব্রাহ্মণ ছিল, * সামবিধান ব্রাহ্মণের ভাষ্যের উপক্রমণিকায় সায়নাচার্য্য তাহাদের নাম নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাণ্ড্য (প্রৌঢ়, মহা, বা পঞ্চবিংশ), তাণ্ড্যের পরিশিষ্ট ষড়্‌বিংশ, উপনিষদ্ (ছান্দোগ্য), সংহিতোপনিষদ্ (জৈমিনীয় বা তলবকার), সামবিধান, দেবতাধ্যায়, আর্ষেয় ও বংশ ব্রাহ্মণের নাম সায়নাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন।

---

* ব্রাহ্মণানি হি যান্যষ্টৌ সরহস্যান্যধীয়তে।
ছন্দোগা, স্তেষু সর্ব্বেষু ন কশ্চিন্নিয়তঃ স্বরঃ ॥ ৩
(কুমারিলা ভট্টের তন্ত্রবার্ত্তিক, ১।৩)

ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের ষষ্ঠ অধ্যায় অদ্ভুত ব্রাহ্মণ, দশাধ্যায়ী ছান্দোগ্যের শেষ আট অধ্যায় ছান্দোগ্য উপনিষদ্, তলবকার ব্রাহ্মণের শেষ অধ্যায় কেন বা তলবকার উপনিষদ্,—নামে প্রসিদ্ধ। পূর্ব্বোক্ত অষ্ট ব্রাহ্মণের মধ্যে শেষোক্ত চারিটি ব্রাহ্মণ সামবেদীয় অনুক্রমণী ভিন্ন আর কিছুই নহে।

কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয়, আত্রেয়, আপস্তম্বী ও হিরণ্যকেশী,—শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ, এবং অথর্ব্ববেদীয় গোপথ ব্রাহ্মণ বিদ্যমান আছে।

একবেদী বিভিন্ন শাখায় প্রচলিত সংহিতা যেমন একই মূল হইতে সমুদ্ভূত হইয়া পাঠভেদাদি সামান্য বিভিন্নতার নিমিত্ত স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র নামে অভিহিত হইয়াছে, সেইরূপ বিভিন্ন চরণের অবলম্বিত ব্রাহ্মণ গ্রন্থ সমূহ ও একবিধ মূলের বিভিন্ন সংস্করণ ব্যতীত ভিন্ন২ ঋষি প্রণীত স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হওয়ার যোগ্য নহে। কিন্তু প্রাচীন বহ্বৃচ ও ছন্দোগ প্রভৃতি মূল ব্রাহ্মণত্রয় সংহিতার ন্যায় পদ্যে বিরচিত না হইয়া গদ্যচ্ছন্দে প্রণীত হওয়াতে, একবেদী ভিন্ন ভিন্ন শাখায় অধীত পদ্যময় সংহিতা অপেক্ষা গদ্যময় ব্রাহ্মণ গ্রন্থে অধিকতর বিভিন্নতা কালক্রমে সংঘটিত হওয়া বিচিত্র নহে। ঐতরেয় ও কৌষিতকী ব্রাহ্মণের পরস্পর বিভিন্নতা ইহার পরিপোষক প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। যে যজ্ঞের বিষয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণের প্রারম্ভে অবতারিত হইয়াছে, তাহা কৌষিতকী ব্রাহ্মণের সপ্তম অধ্যায়ে বর্ণিত দৃষ্ট হয়। এই উভয় ব্রাহ্মণে এবংবিধ ভাষাগত, যজ্ঞবিধিগত ও বিষয় সন্নিবেশগত প্রভেদের অসদ্ভাব নাই। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উল্লিখিত কোন কোন বিষয় শাংখ্যায়ন সূত্র ভিন্ন কৌষিতকী ব্রাহ্মণের কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। পক্ষান্তরে কৌষিতকী ব্রাহ্মণের উপাখ্যানাদি ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পাওয়া যায় না। এই সমস্ত বৈষম্য থাকা সত্ত্বেও বাক্যগত, বিষয়গত, আখ্যায়িকাগত সাদৃশ্য ও অভিন্নতা দৃষ্টে, তাহাদিগকে কোনক্রমেই বিভিন্নমূলক স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না।

ব্রাহ্মণসমূহ এক সময়ে কতিপয় সুবিজ্ঞ যাগযজ্ঞবিৎ ঋষিশ্রেষ্ঠ কর্ত্তৃক বিরচিত হয় নাই। বহুকাল হইতে প্রাচীন আর্য্য সমাজের চিন্তাপ্রবাহ বংশ ও শিষ্য পরম্পরায় যে প্রণালীতে প্রবাহিত হইয়া কালক্রমে পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইতেছিল, সংহিতার ন্যায় ব্রাহ্মণগ্রন্থসমূহ তাহারই মূর্ত্তিমতী আবর্ত্তময়ী প্রতিমূর্ত্তি আমাদের সম্মুখে উপস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছে। যখন

দীর্ঘকালব্যাপী, আড়ম্বরপূর্ণ ও কৃচ্ছ্রসাধ্য বৈদিক যাগানুষ্ঠান পুরোহিতদিগের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ প্রবর্ত্তিত করিল, যখন বিভিন্ন শ্রেণীস্থ হোতাদি পুরোহিত-গণের যাগাদি ক্রিয়াকলাপে অনুষ্ঠেয় বিশেষ বিশেষ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানের উপযোগী বিশেষ বিশেষ বিষয়ে শিক্ষাপ্রদান আবশ্যকীয় হইয়া উঠিল, তখন প্রাচীন ঋষিদিগের প্রামাণিক অভিমত, তদ্বিরুদ্ধে প্রতিবাদীর আপত্তি ও বাদানুবাদ, সংহিতা নির্দ্দিষ্ট যাগযজ্ঞানুষ্ঠানের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদির পরস্পর সম্পর্ক, তাহাদের উৎপত্তি, প্রয়োজনীয়তা, বৈধাবৈধতা এবং নিগূঢ় রহস্য প্রভৃতি বিষয় লইয়া ত্রিবিধ পুরোহিতের জন্য তিন খানি ব্রাহ্মণগ্রন্থ সংকলিত হয়। কোন স্থলে বা যাগাদিতে প্রযোজ্য মন্ত্রের সরল ও প্রকৃত অর্থের পরিবর্ত্তে স্বকপোল কল্পিত কাল্পনিক অর্থ প্রদত্ত হইয়াছে, কোন স্থলে বা বিহিত বিধানে যাগের অনুষ্ঠাতার প্রশংসা ও ফলভোগ বর্ণিত হইয়াছে, কোন স্থলে বা যাগবিদ্বেষীর প্রতি অতি কঠোর শাস্তি বিহিত ও নিন্দাবাদ বর্ষিত হইয়াছে। বৈদিক মন্ত্রের ব্যাখান ও প্রয়োগাদি নির্দ্দেশকালে, মন্ত্র ও যাগযজ্ঞাদির উৎপত্তি প্রভৃতি বিষয়ে নানাবিধ আখ্যায়িকা ও উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে। ঐতরেয় ও কৌষিতকী প্রভৃতি প্রাচীনতর ব্রাহ্মণে তৎপূর্ব্বতন ব্রাহ্মণাংশ উদ্ধৃত হইয়া সমালোচিত হইয়াছে। তাহাতে গাথা ও আখ্যানবিৎ প্রভৃতি শব্দ দৃষ্টে, তৎপূর্ব্ব সময়েও যে আখ্যায়িকাপূর্ণ ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিদ্যমান ছিল, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। ইতিপূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থই পরবর্ত্তী পুরাণ, ইতিহাস, ও আখ্যায়িকা প্রভৃতির আদিম প্রসূতি।

সমুদয় ব্রাহ্মণ গ্রন্থ এক সময়ে বিরচিত হয় নাই। কোন গ্রন্থ বা প্রাচীন, কোন গ্রন্থ বা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে বিরচিত ও সঙ্কলিত হইয়াছে। প্রাচীন ও আধুনিক ব্রাহ্মণ বিভিন্ন চরণে অতি প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত থাকিয়া, চরণস্থ ঋষিবর্গের কণ্ঠে কণ্ঠে পুরুষ পরম্পরায় বিচরণ করিত। পরে তাহা বহু যত্নে ও বহু আয়াসে সুবিজ্ঞ ক্রিয়াকাণ্ডবিৎ ঋষিগণকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণরূপে সংগৃহীত হয়।

মহর্ষি পাণিনিও ব্রাহ্মণগ্রন্থের এই দুই প্রধান ভাগ স্বীকার করিয়াছেন *।

---

* পাণিনির একটি সূত্রে উল্লিখিত হইয়াছে যে প্রাচীন ঋষিগণ-প্রোক্ত ব্রাহ্মণ ও কল্পশাস্ত্র বুঝাইতে সেই ঋষিবাচক শব্দের উত্তর ণিনিপ্রত্যয় হয়।

পুরাণ প্রোক্তেষু ব্রাহ্মণকল্পেষু। শাট্যায়নিনঃ, ভাল্লবিনঃ। (পাণিনি, ৪।৩।৫)

তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে কঠ ও তৈত্তিরীয়াদি ব্রাহ্মণ পুরাতন, এবং যাজ্ঞবল্ক্য প্রোক্ত শতপথ ও সৌলভ ব্রাহ্মণ নূতন শ্রেণীর অন্তর্নিবিষ্ট। নূতন ও পুরাতন ব্রাহ্মণে ভাষা, ভাব ও বিষয়গত কোনও পার্থক্য নাই। তাহাদের যাহা কিছু বিভিন্নতা, তাহা কালগত।

বেদের ব্রাহ্মণভাগ রচিত হওয়ার পূর্ব্বে যজমান স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া ভক্তি-প্রবণ হৃদয়ে স্বকীয় অভীষ্ট দেবতার প্রসন্নতা প্রাপ্তির নিমিত্ত বা তৎসমীপে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনার্থ পবিত্র আজ্যাহুতি স্বগৃহ-প্রতিষ্ঠিত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করিতেন। তখন যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড অর্থবিহীন মন্ত্র মাত্র আবৃত্তিতে পরিণত হয় নাই। ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিরচনের পূর্ব্বেই তাহা যাজক পুরোহিতগণের হস্তে নিপতিত হইয়া স্বার্থকত্ববিহীন হইতে আরম্ভ হয়। ভাবাবেশ মুগ্ধ সরলমনা প্রাচীন ঋষিগণের যদৃচ্ছাসম্ভূত সুমধুর কবিত্বময় প্রাচীন সূক্তগুলি কোন না কোন যজ্ঞে প্রযুক্ত হওয়ার নিমিত্তই বিরচিত হইয়াছে মনে করিয়া, ব্রাহ্মণ রচয়িতা ঋষিগণ, তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্যের সম্পূর্ণ বিকৃতি সাধন পূর্ব্বক স্বাভিপ্রায়ানুরূপ স্বকপোলকল্পিত অর্থ আর্য্যসমাজে শিষ্য পরম্পরায় প্রচার করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণপ্রণেতা ঋষিবর্গ ইচ্ছাপূর্ব্বক যে

যাজ্ঞবল্ক্যাদিভ্যঃ প্রতিষেধ, স্তুল্যকালত্বাৎ। (কাত্যায়ন)

যাজ্ঞবল্ক্যানি ব্রাহ্মণানি। সৌলভানীতি তুল্যকালানি। [পতঞ্জলি]

কাত্যায়ন স্বীয় বার্ত্তিকে নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে শাট্টায়নাদি প্রোক্ত ব্রাহ্মণের তুল্য কালীয় যাজ্ঞবল্ক্য-প্রোক্ত (শতপথ) ব্রাহ্মণ বুঝাইতে যাজ্ঞবল্ক্য শব্দের উত্তর ণিনি না হইয়া অণ্ প্রত্যয় হয়। কাত্যায়নের এই বিশেষবিধি দৃষ্টে মক্ষমুলার বলেন যে কাত্যায়নের সহিত এককালত্ব প্রযুক্ত এস্থলে ণিনি প্রত্যয়ের প্রতিষেধ হইয়াছে। পক্ষান্তরে কৈয়ট ভট্টের মহাভাষ্যের টীকা দৃষ্টে শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত গুপ্ত বলেন যে যাজ্ঞবল্ক্য শাট্টায়ন প্রভৃতি পাণিনির পরবর্ত্তী ঋষিদিগের ন্যায় কাত্যায়নের এত পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন, যে কাত্যায়ন যে সমস্ত ব্রাহ্মণকে প্রাচীন বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, পাণিনির সময়ে তাহার অস্তিত্বই ছিল না।

প্রাচীন সংহিতাশাখা কঠ, চরক, মৌদ, পৈপ্পলাদ, শৌনকী, বাজসনেয়ী প্রভৃতি। ভাল্লবী, তৈত্তিরীয়, ঐতরেয়, বারতন্তবীয়, খাণ্ডিকীয়, ঔখীয়, আলম্বী, পালঙ্গী, কামলী, আর্চাভী, আরুণী, তাণ্ডী, শ্যামায়নি, কাঠ, কালাপ, হারিদ্রবী, তৌম্বুরবী, ঔলপী, ছাগলেয়ী, শাট্টায়নী —ইহারা প্রাচীন ব্রাহ্মণ। কৌষিকী, পৈঙ্গী, কাশ্যপী, ঔর্ণপরাজী, আশ্বরথ—ইহারা প্রাচীন কল্প। পারাশরী, শৈলালী, কর্ম্মন্দী, কৃশাশ্বী—ইহারা প্রাচীন সূত্র গ্রন্থ।

এই বিকৃতি সাধন করিয়াছিলেন, স্বেচ্ছা প্রণোদিত হইয়া যে তাঁহারা নানা কল্পিত ও ভ্রমাত্মক অর্থ ক্রিয়াকাণ্ডময় সাম ও যজুর্ব্বেদে এবং ঐতিহাসিক-তত্ত্বময় ঋগ্‌বেদে প্রবিষ্ট করিয়াছিলেন, তাহা বোধ হয় না। যাগাদি অনুষ্ঠান বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব্বতন বৈদিক ঋষিগণের হৃদয়কন্দরনিঃসৃত মনোমুগ্ধকর কবিতাবলী ও স্তোত্রমালার প্রকৃত অর্থ আর্য্যসমাজ হইতে ক্রমে ক্রমে বিলুপ্ত হইতে থাকে। যাগাদির বাহুল্য ও আড়ম্বর যতই বর্দ্ধিত হইতে লাগিল, ততই সরল ও স্বল্পাক্ষরগ্রথিত মন্ত্র হইতে আকর্ষিত হইয়া ঋষিগণের দৃষ্টি আড়ম্বরপূর্ণ যজ্ঞের প্রতি নিপতিত হইল। যাগাদি অনুষ্ঠানের ক্রমিক শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে গিয়া, বেদবিৎ ঋষিগণ মন্ত্রসমূহের প্রকৃত অর্থ বিস্মৃত হইলেন। তাঁহারা মন্ত্রগুলির প্রকৃত অর্থ সম্পূর্ণরূপে বিস্মৃত হইয়া, তাহাদের সম্পূর্ণ বিপরীত কাল্পনিক ব্যাখ্যান প্রচারে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে বেদমন্ত্রাদির প্রকৃত তাৎপর্য্য আর্য্যসমাজ হইতে বিলুপ্ত হইয়া, সংহিতার নানা কল্পিত ও ভ্রান্তিময় অর্থ ব্রাহ্মণগ্রন্থে প্রবেশাধিকার লাভ করে। এইরূপে কি ভাবাবিষ্ট দেবানুগৃহীত প্রাচীন ঋষিগণের প্রাকৃতিক শক্তির স্তুতিব্যঞ্জক সুমধুর কবিতালহরী, কি দেবতার প্রীতি সাধন উদ্দেশ্য স্বেচ্ছানুষ্ঠিত সারল্যময় অর্থপূর্ণ যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়া কলাপ সমস্তই ব্রাহ্মণরচয়িতাগণের স্মৃতি ও বুদ্ধি উভয়ের অতীত হইয়া পড়ে *। এইরূপে যাগাদির প্রকৃত মর্ম্ম ও তাৎপর্য্য বিস্মৃত হইয়া, ব্রাহ্মণ

---

* ব্রাহ্মণ রচয়িতাগণ কিরূপে নূতন উপাখ্যান ও নূতন দেবতার সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার দুইটি উদাহরণ প্রস্তাবিত বিষয়ের প্রমাণরূপে এস্থলে প্রদত্ত হইল।

(১) সূর্য্যের মনোহর রশ্মি স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বল বর্ণ বলিয়া সবিতা ঋক্‌সংহিতায় (১।২২।৫) হিরণ্যপাণি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। "হিরণ্যপাণিমূতয়ে সবিতারমুপহ্বয়ে।"

কৌষিতকী ব্রাহ্মণে এই সম্বন্ধে যে আশ্চর্য্য উপাখ্যান প্রদত্ত হইয়াছে, সায়নাচার্য্য তাহা প্রামাণিক বোধে গ্রহণ করিয়াছেন। দেবগণের অনুষ্ঠিত কোন যজ্ঞে সবিতা স্বয়ং ব্রহ্মাখ্য ঋত্বিক্ পদে বৃত হন। অধ্বর্য্যুগণের প্রদত্ত প্রাশিত্র নামক পুরোড়াশ হস্তে গ্রহণ করিবা মাত্র তাঁহার হস্ত ছিন্ন হইয়া যায়। তখন প্রাশিত্রদাতা অধ্বর্য্যুগণ তাঁহাকে সুবর্ণময় পাণি নির্ম্মিত করিয়া দেন। সায়নাচার্য্য "হিরণ্যপাণিং" শব্দের অর্থ করিয়াছেন, "যজমানায় দাতুং হস্তে সুবর্ণধারিণং।" বাজসনেয়ী সংহিতায় (১।১৬) ভাষ্যকারও প্রাগুক্ত নিতান্ত নীরস উপাখ্যানের আশ্রয় লইয়াছেন। পূর্ব্বোক্ত ঋক্ ভিন্ন ঋক্‌বেদের (১।৩৫।৯-১০, ৩।৫৪।১১, ৬।৫০।৮, ৬।৭১।৪, ৭।৩৮।৩) ঋকে, সামবেদের (১।৪৬৭) মন্ত্রে, বাজসনেয়ী সংহিতার (১।১৬,

রচয়িতাগণ যজ্ঞীয় ত্রুটি ভ্রমাদি প্রতীকারের নিমিত্ত যথোচিত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানার্থ পুঙ্খানুপুঙ্খ নিয়মাবলী বিধিবদ্ধ করেন। এমন কি কোন কোন ব্রাহ্মণগ্রন্থের এক তৃতীয়াংশ প্রায়শ্চিত্তাদির ব্যবস্থা ও তদালোচনায় পরিপূর্ণ।

৪।২৫) মন্ত্রে, এবং অথর্ব্ববেদীয় (৩।২১।৮, ৭।১৪।২, ৭।১১৫।২) মন্ত্রে সবিতা হিরণ্যপাণি ও হিরণ্যহস্ত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন।

স্বর্ণের ন্যায় উজ্জ্বলকিরণ বিশিষ্ট সূর্য্যকে কবিগণ সুবর্ণপাণি বলিয়া বর্ণনা করিত। ভারতীয় ঋষিগণ এই সুন্দর উপমাঘটিত বিশেষণটির প্রকৃত মর্ম্ম বিস্মৃত হইয়া, যজ্ঞে সূর্য্যের হস্ত বিনাশের উপাখ্যান সৃষ্টি করিলেন। পক্ষান্তরে মৃগয়াপ্রিয় জার্ম্মেনগণ ওডিন পুত্র টির্ দেবের হস্ত ব্যাঘ্রের মুখে স্থাপন করায়, তাহা ব্যাঘ্রদংশনে বিচ্ছিন্ন হয় বলিয়া কল্পনা করিলেন।

[২] ঋক্‌সংহিতায় [১০।১২১] প্রজাপতি [হিরণ্যগর্ভ] নামে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তার অনুভব প্রকাশিত হইয়াছে। "কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম?" কোন দেবতাকে আজ্যাহুতি প্রদান পূর্ব্বক উপাসনা করিব? উক্ত সূক্তের প্রতি ঋকের অন্তে ঋগ্‌বেদীয় ঋষি এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিয়া, তাহার যথোচিত উত্তর প্রদান করিয়াছেন। পরবর্ত্তী ঋষিগণ এই সরল বাক্যের বিকৃত অর্থ করিয়া 'ক' নামধারী প্রজাপতির সৃষ্টি করিয়াছেন। সায়নাচার্য্য 'কস্মৈ' শব্দের অর্থ 'কায়, প্রজাপতয়ে' বলিয়া লিখিয়াছেন। মহীধর বাজসনেয়ী সংহিতার ভাষ্যে লিখিয়াছেন—'প্রজাপতির্বৈ কঃ'। তৈত্তিরীয় সংহিতা (১।৭।৬।৬), কৌষিতকী (২৪।৪) ও তাণ্ড্য (১৫।১০) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে 'ক' ই প্রজাপতি বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কারণ কোন নির্দ্দিষ্ট দেবতার স্তুতি ব্যতিরেকে জিজ্ঞাসাবাচক অনিশ্চিত শব্দদ্বারা কোনও সূক্ত কি মন্ত্র রচিত হইতে পারে না। এই কঠোর নিয়ম অনুসারেই ঋক্‌সংহিতায় ওষধি, বনস্পতি, নদ নদী,—এমন কি সোমলতার কণ্ডনার্থ যে উদূখল (মুষল) ব্যবহৃত হইত তাহা পর্য্যন্ত সূক্তের দেবতা (বিষয়) পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছে।

যে সকল মন্ত্রে সেই অনির্দ্দেশ্য ও দুর্জ্জ্ঞেয় পরমেশ্বরের স্তুতি মহিমাদি দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা "কদ্‌বৎ" এবং যে যজ্ঞে তাহা প্রযুক্ত হয় তাহা 'কায়' নামে অভিহিত হইয়াছে। তৈত্তিরীয়, [১।৮।৩।১] ও বাজসনেয়ী (২৪।১৫) সংহিতায় এই 'কায়' (প্রাজাপত্য) যজ্ঞের উল্লেখ আছে। এই শব্দ সাধন করিবার জন্য মহর্ষি পাণিনি একটি স্বতন্ত্র সূত্র (৪।২।২৫) প্রণয়ন করিতে বাধ্য হইয়াছেন। মনু সংহিতায় অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে চতুর্থতম প্রাজাপত্য বিবাহ 'কায়' নামে আখ্যাত হইয়াছে। পুরাণাদি গ্রন্থেও এই নবাবিষ্কৃত দেবতার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

দশানাং তনয়স্ত্বেকো দক্ষো নাম প্রজাপতিঃ।
তস্য দ্বে নামনী, লোকে দক্ষ ক ইতি চোচ্যতে॥
(মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)

The further the practice of sacred institutions has advanced,

এই সমস্ত কারণে অধ্যাপক মক্ষমূলার বৈদিক ব্রাহ্মণগুলিকে নিতান্ত নীরস, অকর্ম্মণ্য ও শব্দাড়ম্বরপূর্ণ গ্রন্থ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যুক্তি, ভাব, ও ভাষার সবিশেষ পারিপাট্য, এবং বিজ্ঞতা, চিন্তাশীলতা ও মস্তিষ্কশালিতার সবিশেষ পরিচয় এই সকল গ্রন্থে অসদ্ভাব না থাকিলেও,—অধ্যাপক মক্ষমূলার ইহাদিগকে আর্য্যসমাজে ঋষিদিগের অপ্রতিহত প্রাধান্য সংস্থাপনের বিষময় ফল এবং সমগ্র হিন্দুজাতির নৈতিক ও মানসিক অধোগতির প্রকৃষ্ট পরিচায়ক উন্মত্তের প্রলাপোক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই।*

---

the less distinctly are those who practise them conscious of their meaning. Gradually, around the central portion of the ceremony, which in its origin was perfectly transparent and intelligible, there grows up a mass of subordinate observances, which, in proportion as they are developed in detail, become more loosely connected with the fundamental thought. In all the religious systems of antiquity, it is religious worship, which is the product of religious feelings inspired by a conception of the Divine, and which becomes the parent of a more developed and firmly defined theology.

(Prof. Roth's *Nirukta.*)

* The *Brâhmanas,* no doubt, represent a most interesting phase in the history of the Indian mind. But judged by themselves, as literary productions, they are most disappointing. There is no lack of striking thoughts, bold expressions, sound reasoning and curious traditions in these works. But these are only like precious gems set in brass and lead. Their general character is marked by shallow and insipid grandiloquence, by priestly conceit and antiquarian pedantry. No one would have supposed that at so early a period and in so primitive a state of society, there could have risen a literature, which for pedantry and downright absurdity can hardly be matched anywhere. Never was dogmatism more successfully veiled under the mask of free discussion than in the discussions of the *Brâhmanas.* It is important to the historian to know how soon

ব্রাহ্মণের পরিশিষ্ট আরণ্যক গ্রন্থদ্বারা যেমন ব্রাহ্মণগ্রন্থের পূর্ব্ববর্ত্তিত্ব সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণ বিরচনের পূর্ব্বে যে সমগ্র ঋক্‌সংহিতার একত্র সঙ্কলন, যাগাদি অনুষ্ঠানের বাহুল্য ও আড়ম্বর বৃদ্ধি এবং পুরোহিত-বর্গের শ্রেণীচতুষ্টয়ে বিভাগ নিষ্পন্ন হইয়াছিল, তাহা সুস্পষ্ট অনুভূত হয়। প্রাচীন ঋষিবর্গের সম্মিলিত পরামর্শ, আলোচনা ও মীমাংসা ব্যতিরেকে পুরোহিত ও ব্রাহ্মণগ্রন্থের এরূপ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ শ্রেণীবিভাগ সম্পন্ন হওয়া সম্ভব-পর নহে।

সামবেদীয় বংশ ও শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতপথ ব্রাহ্মণে ভারতীয় আর্য্যঋষি-গণের কতিপয় বংশাবলী প্রদত্ত হইয়াছে। বংশব্রাহ্মণের বংশাবলীতে ৫৩ জন বেদাচার্য্যের নাম দৃষ্ট হয়। শতপথ ব্রাহ্মণে পাঁচটি বংশাবলী আছে। তাহার শেষটিতে ৫৫, মধু ও যাজ্ঞবল্ক্য কাণ্ডে ৬০ জন আচার্য্যের নাম দৃষ্ট হয়। এই সকল ঋষিগণ উত্তরোত্তর বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণ অতি প্রাচীনকাল হইতে অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা করিয়া আসিতেছিলেন। কেবল ঋক্ ও কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় ব্রাহ্মণে বেদাচার্য্যগণের কোনও বংশাবলী প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই। যজ্ঞানু-ষ্ঠাতা ঋষিগণের ত্রিবিধ শ্রেণীবিভাগ, নবীন ও প্রাচীন ব্রাহ্মণ-চরণের উৎপত্তি, বিভিন্ন ব্রাহ্মণ রচনা ও সংকলনের সময় দুইশত (খ্রীঃ পূঃ ৮০০-৬০০) বৎসর বলিয়া অধ্যাপক মক্ষমুলার অনুমান করেন।

আমরা ইতিপূর্ব্বে শতপথ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ গ্রন্থহইতে নানাস্থল উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শন করিয়াছি। তাহা হইতে পাঠকবর্গ ব্রাহ্মণ গ্রন্থের ভাব ও ভাষার কিয়ৎপরিমাণে আভাস প্রাপ্ত হইয়াছেন। অতঃপর শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে

---

the fresh and healthy growth of a nation can be blighted by priest craft and superstition, in its youth, as well as in its dotage These works deserve to be studied, as the physician studies the twaddle of idiots and the ravings of madmen. They will disclose to the thoughtful eye the ruins of faded grandeur, the memories of noble aspirations. We feel astonished that human language and human thought should ever have been used for such purpose.

(Prof. Maxmullers' *History of Ancient Sanskrit Literature, p. 389.*)

জলপ্লাবনের সুপ্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা, এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ হইতে শুনঃশেফের প্রসিদ্ধ উপাখ্যান উদ্ধৃত ও অনুবাদিত করিয়া প্রদর্শন করিতেছি। শতপথ ব্রাহ্মণোক্ত প্রলয়কালের জলপ্লাবন বৃত্তান্ত মহাভারত, অগ্নিপুরাণ, মৎস্য-পুরাণ ও ভাগবত পুরাণে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ভাবে দৃষ্ট হয়। হিমালয় পর্ব্বতের উত্তরস্থিত কোন শীত-প্রধান দেশ হইতে আগমন পূর্ব্বক যে আর্য্য-গণ ভারতবর্ষে প্রবিষ্ট ও উপনিবিষ্ট হন, এই আখ্যায়িকায় তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়।

মনু ও প্রলয়ের জলপ্লাবন।

"মনবে হ বৈ প্রাতরবনেগ্যমুদকমাজহ্রু, যথেদং পাণিভ্যামবনেজনায়া-হরন্তি। এবং তস্যাবনেনিজানস্য মৎস্যঃ পাণী আপেদে। স হাস্মৈ বাচ-মুবাচ। 'বিভৃহি মা, পারয়িষ্যামি ত্বেতি।'

কস্মান্মা পারয়িষ্যসীতি?

ঔঘ ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নির্বোঢ়াঃ, ততস্ত্বা পারয়িতাস্মীতি।

কথং তে ভৃতিরিতি?

স হোবাচ। যাবদ্ বৈ ক্ষুল্লকা ভবামো, বহ্বী বৈ নস্তাবদ্ নাষ্ট্রা ভবত্যুত মৎস্য এব মৎস্যং গিলতি। কুম্ভ্যাং মাগ্রে বিভরাসি। স যদা তামতিবর্দ্ধা, অথ মা কর্ষূং খাত্বা তস্যাং বিভরাসি। স সদা তামতিবর্দ্ধা, অথ মা সমুদ্রমভ্যবহরাসি। তর্হি বা অতিনাষ্ট্রো ভবিতাস্মীতি।

শশ্বদ্ হ ঝষ আস। স হি জ্যেষ্ঠং বর্দ্ধতে।

অথেতিথীং সমাং তদৌঘ আগন্তা। তন্মা নাবমুপকল্প্যোপাসাসৈ। স ঔঘে উত্থিতে নাবমাপদ্যাসৈ। ততস্ত্বা পারয়িতাস্মীতি।

তমেবং ভৃত্বা সমুদ্রমভ্যবজহার। স যতিথীং তৎসমাং পরিদিদেশ, ততিথীং সমাং নাবমুপকল্প্যোপাসাঞ্চক্রে। স ঔঘ উত্থিতে নাবমাপেদে। তং স মৎস্য উপন্যাপুপ্লুবে। তস্য শৃঙ্গে নাবঃ পাশং প্রতিমুমোচ। তেনৈতমুত্তরং গিরি-মতিদুদ্রাব।

স হোবাচ। অপীপরং বৈ, ত্বা বৃক্ষে নাবং প্রতিবধ্নীষ্ব। তং তু ত্বা মা গিরৌ সন্তং উদকমন্তশ্চৈছৎসীৎ। যাবদুদকং সমবায়াৎ, তাবৎ তাবদন্ববসর্পা-সীতি।

স হ তাবৎ তাবদেবান্বসসর্প। তদপ্যেতদুত্তরস্য গিরে মনোরবসর্পণামিতি। ঔঘো হ তাঃ সর্ব্বাঃ প্রজা নিরুবাহ। অথেহ মনুরেবৈকঃ পরিশিশিষে। সোঽর্চ্চঞ্ছ্রাম্যংশ্চচার প্রজাকামঃ। তত্রাপি পাকযজ্ঞেনেজে। স ঘৃতং দধি মস্তু আমিক্ষাং ইত্যপ্সু জুহবাঞ্চকার। ততঃ সংবৎসরে যোষিৎ সংবভুব। সা হ পিব্দমানা ইব উদেয়ায়। তস্যৈ হ স্ম ঘৃতং পদে সন্তিষ্ঠতে। তয়া মিত্রাবরুণৌ সঙ্গগ্মাতে। তাং হোচতুঃ, 'কাসীতি। মনো দুর্হিতা ইতি। আবয়োর্ব্রূষ্বেতি। নেতি' হোবাচ। যএব গামজীজনত তস্যৈবাহমস্মীতি। তস্যাং অপিত্বংঈষাতে তদ্ বা জজ্ঞৌ, তদ্ বা ন জজ্ঞৌ। অতি ত্বেব ইয়ায়। সা মনুমাজগাম। তাং হ মনুরুবাচ, 'কাসীতি। তব দুহিতা ইতি। কথং ভগবতি মম দুহিতেতি। যা অমূরপ্সু আহুতীরহৌষী, ঘৃতং দধি মস্তামিক্ষাং, ততো গামজীজনথাঃ। সা আশীরস্মি। তাং মা যজ্ঞে হবকল্পয়। যজ্ঞে চেদ্ মাবকল্পয়িষ্যসি, বহু প্রজয়া পশুভি র্ভবিষ্যসি। যাম্ উ ময়া কাঞ্চ আশিষং আশাসিষ্যসে, সা তে 'সর্ব্বা সমর্দ্ধিষ্যত ইতি।' তাং এতন্মধ্যে যজ্ঞস্য অবাকল্পয়ৎ। মধ্যং হেত্যদ্ যজ্ঞস্য, যদন্তরা প্রযাজানুযাজান্। তয়ার্চ্চন্ শ্রাম্যন্ চচার প্রজাকামঃ। তয়া ইমাং প্রযজ্ঞে, যা ইয়ং মনোঃ প্রজাতিঃ। যামু এনয়া কাঞ্চ আশিষং আশাস্ত, সা অস্মৈ সর্ব্বা সমার্দ্ধ্যত। সা এষা নিধানেন, যদ্ ইড়া (ইলা)। স যো হ এবং বিদ্বান্ ইড়য়া চরতি, এতাং হ এব প্রজাপতিং প্রজায়তে যাং মনুঃ প্রাজায়ত। যাং উ এনয়া কাঞ্চাশিষমাসাস্তে, সা অস্মৈ সর্ব্বা সমৃধ্যতে। (শতপথ, ১।৮।১।১-১০)

প্রাতঃকালে হস্তমুখাদি প্রক্ষালনার্থ মনুর নিকট জল আনীত হইল। প্রক্ষালনকালে মনু স্বহস্তস্থিত জলমধ্যে একটী ক্ষুদ্রকায় মৎস্য দেখিতে পাইলেন। সেই মৎস্য মনুকে কহিল, 'আমাকে এক্ষণে রক্ষা করিলে আপনাকেও ভাবী অনিষ্টোৎপত্তি হইতে রক্ষা করিব'। 'আমাকে কোন্ আসন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবে'? 'জলপ্লাবনকালে সমস্ত প্রাণী দেশান্তরে নীত হইবে। আমি আপনাকে সেই আসন্ন বিপদ হইতে রক্ষা করিব।' 'তুমি কিরূপে আমার রক্ষা বিধান করিবে'? মৎস্যরূপী ভগবান কহিলেন, 'আমরা মৎস্যজাতি যে সময় পর্য্যন্ত ক্ষুদ্রকায় থাকি, সে সময়ে আমাদের বড় বিপদ। বৃহৎ মৎস্যগণ ক্ষুদ্রকায় মৎস্যগুলিকে অবলীলাক্রমে উদরসাৎ করে। আপনি প্রথমত আমাকে কুম্ভমধ্যে রাখিবেন। কুম্ভ হইতে যখন বৃহত্তর হইয়া উঠিব, তখন খাল খনন পূর্ব্বক তাহাতে আমাকে রাখিবেন। তদনন্তর কালক্রমে

বৃহত্তর হইয়া উঠিলে, আমাকে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষিপ্ত করিবেন। তখন আর কোন ভয় থাকিবে না'। অনন্তর সেই ক্ষুদ্রকায় মৎস্য মহা মৎস্যে পরিণত হইল, কালক্রমে অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইল। মৎস্য তখন কহিল, 'অমুক সময়ে জলপ্লাবন ঘটিবে। তখন নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। জলপ্লাবনের প্রারম্ভে পূর্ব্বনির্ম্মিত নৌকায় আরোহণ করিবেন। তাহা হইলেই আমি আপনাকে জলপ্লাবন হইতে উদ্ধার করিব'। সেই বর্দ্ধিত-কায় মৎস্যকে যত্নে রক্ষা করিয়া, মনু তাহাকে কালক্রমে সমুদ্রগর্ভে নিক্ষেপ করিলেন। মৎস্যের উপদেশানুসারে মৎস্য কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট সময়ে মনু নৌকা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে প্লাবনারম্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। মৎস্য মনুর নিকট সমাগত হইলে, মনু তাহার শৃঙ্গে নৌকার রজ্জু বন্ধন করিয়া দিলেন। এই উপায়ে তিনি উত্তরস্থ (হিমালয়) পর্ব্বত অতিক্রম করিলেন। তদনন্তর মৎস্য কহিল "আমি আপনাকে জলপ্লাবন হইতে রক্ষা করিয়াছি। নৌকার রজ্জু সম্মুখস্থ বৃক্ষে বন্ধন করুন। পর্ব্বতোপরি অবস্থিতির সময় জলপ্লাবনে যেন আপনাকে ভাসমান অবস্থায় দেশান্তরে লইয়া না যায়, এই নিমিত্ত বলিতেছি যে জল ক্রমে ক্রমে হ্রাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন আপনি অবতরণ করেন। নতুবা বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা। মনু মৎস্যের পরামর্শ অনুসারে তদনুরূপই অনুষ্ঠান করিলেন। ইহাই "উত্তরস্থ পর্ব্বত হইতে মনুর অবতরণ" নামে প্রসিদ্ধ। জলপ্লাবনে সমস্ত প্রাণীবর্গ নিঃশেষে বিনষ্ট হইলে, মনু একাকীই অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। তিনি প্রজা উৎপাদনের অভিলাষী হইয়া অর্চ্চনায় ও তপস্যায় রত হইলেন। সেই সময়ে পাকযজ্ঞেরও অনুষ্ঠান করিলেন। তিনি জলমধ্যে ঘৃত, দধি, ক্ষীর ও নবনীত নিক্ষেপ করিয়া যজ্ঞাহুতি প্রদান করিলেন। তন্মধ্যে সংবৎসরকালে একটী স্ত্রীলোক উৎপন্ন হইল। গাত্র হইতে ঘৃত ক্ষরণ করিতে করিতে সেই সুস্নিগ্ধা কন্যা জল হইতে উত্থিত হইল। তাহার প্রতি পদে ঘৃত ক্ষরিতে লাগিল। পথিমধ্যে মিত্র ও বরুণ সেই ঘৃতক্ষারিণী সুস্নিগ্ধা কন্যাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'তুমি কে?' 'মনুর দুহিতা।' 'বল, তুমি আমাদের কন্যা'। 'না, যে আমাকে জন্ম দিয়াছেন আমি তাহারই'। দেবদ্বয় সেই কন্যার অংশভাক্ হইতে প্রার্থনা করিল। সেই কন্যা তাহাতে সম্মতি বা অসম্মতি জ্ঞাপন না করিয়াই মনুর সদনে উপনীত হইল। মনু তাহাকে কহিল, 'তুমি কে'? 'আপনার কন্যা'। 'ভগবতি! তুমি কিরূপে

আমার কন্যা হইলে’ ? ‘আপনি দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, ক্ষীর ও নবনীতের যে আহুতি জলমধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছেন, আমি তাহা হইতে উৎপন্ন হইয়াছি। আমি আপনার যজ্ঞাহুতির আশীর্ব্বাদ স্বরূপিনী। আমাকে যজ্ঞে নিয়োগ করিয়া বহু পুত্রবান ও বহু পশুর অধিস্বামী হউন। আপনি আমাদ্বারা যে বর প্রাপ্তির কামনা করিবেন, তাহাই প্রাপ্ত হইবেন।’ তদনুসারে মনু তাহাকে যজ্ঞের মধ্যরূপে নিযুক্ত করিলেন। এই জন্যই যজ্ঞের প্রারম্ভে ও সমাপ্তির মধ্যে বর প্রার্থিত হইয়া থাকে। প্রজা প্রাপ্তির অভিলাষে মনু তাহার সহিত অর্চ্চনায় ও তপস্যায় নিরত হইলেন। তাহা দ্বারা মনুর যে সন্তান সন্ততি জন্মিল, তাহারা মানব নামে আখ্যাত। মনু ইহাদ্বারা যে বর প্রার্থনা করিয়াছিলেন, তাহাই প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মনুর এই কন্যাই ইলা নামে বিখ্যাত। যিনি ইহা জানিয়া ইড়ার সহবাস করেন, তিনি মনুর ন্যায় সন্তান লাভ করেন। তিনি যাহা কামনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। *

ঋগ্‌বেদীয় প্রথম মণ্ডলের সাতটি সূক্ত (১।২৪-৩০) অজীগর্ত্ত পুত্র শুনঃশেফ কর্ত্তৃক বিরচিত। দেবশ্রেষ্ঠ বরুণের প্রীতিবিধানার্থ স্বীয় পুত্র রোহিতের পরিবর্ত্তে নরবলি প্রদানেচ্ছু রাজা হরিশ্চন্দ্র, ঋষি অজীগর্ত্তকে ধনলোভ প্রদর্শন করিয়া তাঁহার দ্বিতীয় পুত্রে শুনঃশেফকে আনয়ন করেন। যূপবদ্ধ শুনঃশেফ যূপকাষ্ঠ হইতে মুক্তি প্রাপ্তির জন্য মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পরামর্শ অনুসারে পূর্ব্বোক্ত সপ্তসূক্তে বরুণাদি † বিভিন্ন দেবগণের স্তুতি করিয়া, স্বীয় জীবন-নাশরূপ ঘোরতম বিপদ হইতে মুক্তিলাভ করেন। ঋগ্‌বেদীয় এই সপ্তসূক্তের পরস্পর কি সম্পর্ক, কোন্ সময়ে কি উপলক্ষে কোন্ ঋষি কর্ত্তৃক এই সূক্ত কয়টি বিরচিত হয়, তাহা এই উপাখ্যান হইতে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে। অতি প্রাচীনকালে অন্যান্যজাতির ন্যায় ভারতীয় আর্য্যগণের মধ্যেও যে ভয়াবহ নরমেধের অনুষ্ঠান হইত এবং নরবলির প্রথা প্রচলিত ছিল, পুত্রকলত্র সহ

---

* এই উপাখ্যান অধ্যাপক ওয়েবার, মক্ষমূলার, মনিয়ার উইলিয়ামস, ও ডাক্তর মুর কর্ত্তৃক অনুবাদিত হইয়াছে।

† শুনঃশেফো বৈ এতং আজীগর্ত্তি র্বরুণগৃহীতোহপশ্যৎ। তয়া স বৈ বরুণপাশাদমুচ্যত।

(কাঠক ব্রাহ্মণ, ১৯।১১)

ঋগ্‌বেদের অন্যত্র (৫।২।৭) অগ্নি স্তবে তুষ্ট হইয়া সহস্র যূপ হইতে শুনঃশেফকে বন্ধনমুক্ত করেন বলিয়া লিখিত আছে।

অরণ্যবাসী আর্য্য ঋষিগণও যে দারিদ্র্যানলের মুর্ম্মুর দাহনে দগ্ধীভূত হইয়া, সময় সময় প্রিয়তম পুত্রসন্তানাদি বিক্রয়রূপ অনার্য্যোচিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না *,—তাহা এই সুপ্রসিদ্ধ আখ্যায়িকায় সুন্দররূপে বিবৃত হইয়াছে।

শুনঃশেফের উপাখ্যান কালক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও রূপান্তরিত হইয়া রামায়ণ (১।৬১-৬২ অধ্যায়), মহাভারত (অনুশাসন পর্ব্ব), বিষ্ণু পুরাণ (৪।৭), এবং ভাগবত পুরাণে (৭।৭ ও ১৬) প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা মক্ষমূলার, ওয়েবার, রোথ্, হোগ্, মিউর, রোজেন্, ও উইল্সন্ প্রভৃতি পাশ্চাত্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক ইউরোপীয় নানাভাষায় অনুবাদিত ও সমালোচিত হইয়াছে।

শুনঃশেফের উপাখ্যান।

হরিশ্চন্দ্রো হ বৈধস ঐক্ষ্বাকো রাজপুত্র আস। তস্য হ শতং জায়া বভুবুঃ। তাসু পুত্রং ন লেভে। তস্য হ পর্ব্বত-নারদৌ গৃহ ঊষতুঃ। স হ নারদং প্রপ্রচ্ছ।

যন্বিমং পুত্রমিচ্ছন্তি, যে বিজানন্তি যে চ ন।
কিংস্বিৎ পুত্রেণ বিন্দতে, তন্ম আচক্ষ্ব নারদ॥ ইতি

স একয়া পৃষ্টো দশভিঃ প্রত্যুবাচ।

ঋণমস্মিন্ সন্নয়ত্যমৃতত্বঞ্চ গচ্ছতি।
পিতা পুত্রস্য জাতস্য পশ্যেচ্চেজ্জীবতো মুখং॥
যাবন্তঃ পৃথিব্যাং ভোগা, যাবন্তো জাতবেদসি।
যাবন্তো অপ্সু প্রাণিনাং, ভূয়াৎ পুত্রে পিতুস্তথা॥
শশ্বৎ পুত্রেণ পিতরোঽত্যায়ন্ বহুলং তমঃ।
আত্মা হি জজ্ঞ আত্মনঃ, স ইরাবত্যতিতারিণী॥

---

* অজীগর্ত্তিঃ সুতং হন্তুং উপাসর্পদ্ বুভুক্ষিতঃ।
ন চালিপ্যত পাপেন, ক্ষুৎপ্রতীকারমাচরন্॥ (মনুসংহিতা, ১০।১০৫)

টীকাকার কুল্লূক ভট্ট এই শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—

ঋষিরজীগর্ত্তাখ্যো বুভুক্ষিতঃ সন্ পুত্রং শুনঃশেফনামানং স্বয়ং বিক্রীতবান্ যজ্ঞে। গোশতলাভায় যজ্ঞযূপে বদ্ধা বিশসিতা ভূত্বা হন্তুং প্রচক্রমে। ন চ ক্ষুৎপ্রতীকারার্থং তথা কুর্ব্বন্ পাপেন লিপ্তঃ।

কিন্নু মলং, কিমজিনং, কিমু শ্মশ্রূণি, কিং তপঃ ?
পুত্রং ব্রহ্মাণ ইচ্ছধ্বং, স বৈ লোকো বদাবদঃ ॥
অন্নং হ প্রাণঃ, শরণং হ বাসো,
রূপং হিরণ্যং, পশবো বিবাহাঃ।
সখা হ জায়া, কৃপণং হ দুহিতা *,
জ্যোতি র্হ পুত্রঃ পরমে ব্যোমন্ ॥
পতি র্জায়া প্রবিশতি গর্ভো ভূত্বা স মাতরং।
তস্যাং পুনর্নবো ভূত্বা, দশমে মাসি জায়তে ॥
তজ্জায়া জায়া ভবতি, যদস্যাং জায়তে পুনঃ।
আভূতিরেষা-ভূতি র্বীজমেতন্নিধীয়তে ॥
দেবাশ্চৈতাং ঋষয়শ্চ তেজঃ সমভরন্মহৎ।
দেবা মনুষ্যান্ অব্রুবন্নেষা বো জননী পুনঃ ॥
নাপুত্রস্য লোকোঽস্তীতি, তৎসর্ব্বে পশবো বিদুঃ।
তস্মাত্তু পুত্রো মাতরং স্বসারং চাধিরোহতি ॥
এষ পন্থা উরুগায়ঃ সুশেবো
যং পুত্রিণ আক্রমন্তে বিশোকাঃ।
তং পশ্যন্তি পশবো বয়াংসি চ
তস্মাত্তে মাত্রাপি মিথুনীভবন্তি ॥

স হোবাচ, "স বৈ মে ব্রূহি, যথা মে পুত্রো জায়েত" ইতি। তমুবাচ, 'বরুণং রাজানং উপধাব। "পুত্রো মে জায়তাং,তেন ত্বা যজা" ইতি। তথেতি, স বরুণং রাজানং উপসসার। "পুত্রো মে জায়তাং, তেন ত্বা যজা" ইতি। তথেতি। তস্য হ পুত্রো জজ্ঞে রোহিতো নাম। তং হোবাচ, "অজনি বৈ তে পুত্রো, যজস্ব মা অনেন" ইতি। স হোবাচ, "যদা বৈ পশু র্নির্দশো ভবতি, অথ স মেধ্যো ভবতি। নির্দশো নু অস্ত্ব, অথ ত্বা যজা" ইতি। তথেতি। স হ নির্দশ

* সম্ভবে স্বজনদুঃখকারিকা,
সংপ্রদান-সময়েঽর্থহারিকা।
যৌবনেঽপি বহুদোষকারিকা,
দারিকা হৃদয়দারিকা পিতুঃ ॥

আস। তং হোবাচ। "নির্দশো নু অভূৎ। যজস্ব মা অনেন" ইতি। স হোবাচ। "যদা বৈ পশোর্দন্তা জায়ন্তে, অথ স মেধ্যো ভবতি। দন্তা নু অস্য জায়ন্তাম্, অথ ত্বা যজা" ইতি। তথেতি। তস্য হ দন্তা জজ্ঞিরে। তং হোবাচ। "অজ্ঞত বা অস্য দন্তা। যজস্ব মানেন" ইতি। স হোবাচ, "যদা বৈ পশোর্দন্তা পদ্যন্তে, অথ স মেধ্যো ভবতি। দন্তা ন্বস্য পদ্যন্তাং, অথ ত্বা যজা" ইতি। তথেতি। তস্য হ দন্তাঃ পেদিরে। তং হোবাচ। "অপৎসত বা অস্য দন্তা। যজস্ব মানেন" ইতি। স হোবাচ। "যদা বৈ পশোর্দন্তাঃ পুনর্জায়ন্তে, অথ স মেধ্যো ভবতি। দন্তা ন্বস্য পুনর্জায়ন্তামথত্বা যজা" ইতি। তথেতি। তস্য হ দন্তাঃ পুনর্জজ্ঞিরে। তং হোবাচ, "অজ্ঞত বা অস্য পুনর্দন্তা, যজস্ব মানেন" ইতি। স হোবাচ, "যদা বৈ ক্ষত্রিয়ঃ সান্নাহুকো ভবতি, অথ স মেধ্যো ভবতি। সংনাহং তু প্রাপ্নোতু, অথ ত্বা যজা" ইতি। তথেতি। স হ সংনাহং প্রাপৎ। তং হোবাচ, "সংনাহং নু প্রাপ্নোৎ, যজস্ব মানেন" ইতি। স "তথা" ইত্যুক্ত্বা, পুত্রং আমন্ত্রয়ামাস। "তত অয়ং বৈ মহ্যং ত্বাং দদাৎ। হন্ত ত্বয়া অহং ইমং যজা" ইতি। স হ "ন" ইত্যুক্ত্বা, ধনুরাদায় অরণ্যং অপাতস্থৌ। স সংবৎসরং অরণ্যে চচার।

অথ হ ঐক্ষ্বাকং বরুণো জগ্রাহ। তস্য হ উদরং জজ্ঞে। তদু হ রোহিতঃ শুশ্রাব। সঃ অরণ্যাৎ গ্রামং এয়ায়। তং ইন্দ্রঃ পুরুষরূপেণ পর্যোত্য উবাচ

"নানাশ্রান্তায় শ্রীরস্তীতি রোহিত শুশ্রুমঃ।

পাপো নৃষদ্বরো জন, ইন্দ্র ইচ্চরতঃ সখা॥ চরৈব রোহিত" ইতি।

"চরৈব" ইতি বৈ মা ব্রাহ্মণোঽবোচদিতি হ দ্বিতীয়ং সংবৎসরমরণ্যে চচার। সোঽরণ্যাৎ গ্রামং এয়ায়। তমিন্দ্রঃ পুরুষরূপেণ পর্য্যেত্যোবাচ।

"পুষ্পিণ্যৌ চরতো জঙ্ঘে, ভূষ্ণুরাত্মা ফলগ্রহিঃ।

শেরেঽস্য সর্ব্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ॥ চরৈবেতি"।

চরৈবেতি বৈ মা ব্রাহ্মণোঽবোচদিতি হ তৃতীয়ং সংবৎসরমরণ্যে চচার। সোঽরণ্যাৎ গ্রামমেয়ায়। তমিন্দ্রঃ পুরুষরূপেণ পর্য্যেত্যোবাচ।

"আস্তে ভগ আসীনস্যোর্দ্ধস্তিষ্ঠতি তিষ্ঠতঃ।

শেতে নিপদ্যমানস্য, চরাতি চরতো ভগঃ॥ চরৈবেতি"।

চরৈবেতি বৈ মা ব্রাহ্মণোঽবোচদিতি হ চতুর্থং সংবৎসরমরণ্যে চচার। সোঽরণ্যাদ্ গ্রামমেয়ায়। তমিন্দ্রঃ পুরুষরূপেণ পর্য্যেত্যোবাচ।

"কলিঃ শয়ানো ভবতি, সংজিহানস্তু দ্বাপরঃ।

উত্তিষ্ঠংস্ত্রেতা ভবতি, কৃতং সম্পদ্যতে চরন্ ॥ চরৈবেতি ॥"

চরৈবেতি বৈ মা ব্রাহ্মণোঽবোচদিতি হ পঞ্চমং সংবৎসরমরণ্যে চচার। সোঽরণ্যাদ্ গ্রামমেয়ায়। তমিন্দ্রঃ পুরুষরূপেণ পর্য্যেত্যোবাচ।

"চরন্ বৈ মধু বিন্দতি, চরন্ স্বাদুং উদুম্বরং।

সূর্য্যস্য পশ্য শ্রেমাণং, যো ন তন্দ্রয়তে চরন্ ॥ চরৈবেতি"।

চরৈবেতি বৈ মা ব্রাহ্মণোঽবোচদিতি হ ষষ্ঠং সংবৎসরং অরণ্যে চচার।

সোঽজীগর্ত্তং সৌযবসিং ঋষিং অশনয়া পরীতং অরণ্য উপেয়ায়। তস্য হ ত্রয় পুত্রা আসুঃ, শুনঃপুচ্ছঃ, শুনঃশেপঃ, শুনোলাঙ্গুল ইতি। তং হোবাচ "ঋষেঽহং তে গবাং শতং দদাম্যহং। এষাং একেন আত্মানং নিস্ক্রীণা" ইতি। স জ্যেষ্ঠং পুত্রং নিগৃহ্লান উবাচ, "ন নু ইমং" ইতি। "নো এব ইমং" ইতি কনিষ্ঠং মাতা। তৌ হ মধ্যমে সম্পাদয়াঞ্চক্রতুঃ শুনঃশেপে। তস্য হ শতং দত্ত্বা স, তমাদায় সোঽরণ্যাদ্ গ্রামমেয়ায়। স পিতরমেত্য উবাচ। "তত হন্ত অহং অনেন আত্মানং নিস্ক্রীণা" ইতি। স বরুণং রাজানং উপসসার। "অনেন ত্বা যজা" ইতি। "তথেতি ভূয়ান্ বৈ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়াদিতি" বরুণ উবাচ। তস্মা এতং রাজসূয় যজ্ঞক্রতুং প্রোবাচ। তমেতং অভিষেচনীয়ে পুরুষং পশুমালেভে।

তস্য হ বিশ্বামিত্রো হোতাসীৎ, জমদগ্নিরধ্বর্য্যু, বশিষ্টো ব্রহ্মা, অয়াস্য উদ্‌গাতা। তস্মা উপাকৃতায় নিযোক্তারং ন বিবিদুঃ। স হোবাচ অজীগর্ত্তঃ সৌযবসি, "মহ্যং অপরং শতং দত্ত, অহমেনং নিযোক্ষ্যামি" ইতি। তস্মা অপরং শতং দদুঃ। তং স নিনিযোজ। তস্মা উপাকৃতায় নিযুক্তায়াপ্রীতায় পর্য্যগ্নিকৃতায় বিশসিতারং ন বিবিদুঃ। স হোবাচ অজীগর্ত্তঃ সৌযবসি, "মহ্যং অপরং শতং দত্ত, অহমেনং বিশসিষ্যামি" ইতি। তস্মা অপরং শতং দদুঃ সোঽসিং নিঃশান এয়ায়। অথ হ শুনঃশেপ ঈক্ষাঞ্চক্রে। "মানুষমিব বৈ মা বিশসিষ্যন্তি। হন্ত অহং দেবতা উপধাবামি" ইতি। স প্রজাপতিমেব প্রথমং দেবতানাং উপসসার। "কস্য নূনং কতমস্য অমৃতানাং" ইত্যেতয়ার্চা। তং প্রজাপতিরুবাচ, "অগ্নি র্বৈ দেবানাং নেদিষ্ট, ত্বমেব উপধাব" ইতি সোঽগ্নিমুপসসার। "অগ্নের্বয়ং প্রথমস্য অমৃতানাং" ইত্যেতয়ার্চা। তমগ্নিরুবাচ, "সবিতা বৈ প্রসবানামীশে, তমেব উপধাব" ইতি। স সবিতারমুপসসার। "আভি ত্বা দেব সবিতব্রি" ইত্যেতেন তৃচেন। তং সবিতোবাচ। "বরুণায় বৈ রাজ্ঞে নিযুক্তোঽসি, তমেব উপধাব" ইতি। স বরুণং রাজানং

উপসসার। অত উত্তরাভিরেকত্রিংশতা তং বরুণ উবাচ। অগ্নি র্বৈ দেবানাং মুখং সুহৃদয়তম, স্তং নু স্তুহি, অথ ত্বোৎস্রক্ষ্যাম" ইতি। সোঽগ্নিং তুষ্টাব, অত উত্তরাভি র্দ্বাবিংশত্যা। তমগ্নিরুবাচ, বিশ্বান্ নু দেবান্ স্তুহি। অথ ত্বা উৎস্রক্ষ্যাম ইতি। স বিশ্বান্ দেবাংস্তুষ্টাব, "নমো মহদ্ভ্যো, নমো অর্ভকেভ্য" ইত্যেতয়র্চা। তং বিশ্বে দেবা উচুঃ, "ইন্দ্রো বৈ দেবানাং ওজিষ্টো বলিষ্টঃ সহিষ্ঠঃ সত্তমঃ পারয়িষ্ণুতমঃ। তং নু স্তুহ্যথ ত্বোৎস্রক্ষ্যাম" ইতি। স ইন্দ্রং তুষ্টাব। "যচ্চিদ্ধি সত্য সোমপা" ইতি চৈতেন সূক্তেন, উত্তরস্য চ পঞ্চদশভিঃ। তস্মা ইন্দ্র স্তূয়মানঃ প্রীতো মনসা হিরণ্যরথং দদৌ। তমেতয়া প্রতীয়ায় শশ্বদিন্দ্র ইতি। তমিন্দ্র উবাচ, "অশ্বিনৌ নু স্তুহি, অথত্বোৎস্রক্ষ্যাম" ইতি। সোঽশ্বিনৌ তুষ্টাব, অত উত্তরেণ তৃচেন। তমশ্বিনা উচতুঃ, "উষসং নু স্তুহ্যথ ত্বোৎস্রাক্ষ্যাম ইতি। স উষসং তুষ্টাব, অত উত্তরেণ তৃচেন। তস্য হ স্ম র্চ্যৃক্তায়াং বিপাশো মুমুচে, কনীয় ঐক্ষ্বাকস্য উদরং ভবতি। উত্তমস্যামের্চ্যৃক্তায়াং বিপাশো মুমুচে, অগদ ঐক্ষ্বাক আস।

তং ঋত্বিজ উচু, "ত্বমেব নোঽস্য অহ্নঃ সংস্থাং অধিগচ্ছেঃ। অথ হ এনং শুনঃশেপো হ ঞ্জঃসবং দদর্শ। তমেতাভি শ্চতসৃভি রভিসুষাব। "যচ্চিৎ হি তং গৃহে" ইত্যথৈনং দ্রোণকলসং অভ্যবনিনায়, "উচ্ছিষ্টং চম্বোর্ভর" ইত্যেতয়র্চা। অথ হাস্মিন্নম্বারব্ধে পূর্ব্বাভি শ্চতসৃভিঃ সস্বাহাকারাভি র্জুহবাঞ্চকার। অথৈনং অবভৃথং অভ্যবনিনায়, "ত্বং নো অগ্নে বরুণস্য বিদ্বান্" ইত্যেতাভ্যাং। অথৈনং অত উর্দ্ধং অগ্নিমাহবনীয়ং উপস্থাপয়াঞ্চকার, "শুন শ্চিচ্ছেপং নিদিতং সহস্রাদিতি।

অথ হ শুনঃশেপো বিশ্বামিত্রস্য অঙ্কং আসসাদ। স হোবাচ অজীগর্ত্তঃ সৌযবসিঃ, "ঋষে পুনর্মে পুত্রং দেহি" ইতি। "ন" ইতি হোবাচ বিশ্বামিত্রো, "দেবা বা ইমং মহ্যং অরাসত" ইতি। স হ দেবরাতো বৈশ্বামিত্র আস। তস্যৈতে কাপিলেয়-বাভ্রবাঃ। স হোবাচ অজীগর্ত্তঃ সৌযবসি, "ত্বং বেহি, বিহ্বয়াবহা" ইতি। স হোবাচ অজীগর্ত্ত সৌযবসিঃ,

আঙ্গিরসো জন্মনাস্যাজীগর্ত্তিঃ শ্রুতঃ কবিঃ।
ঋষে পৈতামহাত্তন্তো মাপগাঃ, পুনরেহি মাং॥" ইতি

স হোবাচ শুনঃশেপঃ, "অদর্শ ত্বা শাসহস্তং, ন যচ্ছূদ্রেষ্বলপ্সত।
গবাং ত্রীণি শতানি ত্বং অবৃণীথা মদ্ অঙ্গির॥" ইতি

স হোবাচ অজীগর্ত্তঃ সৌযবসি,

"তদ্ বৈ মা তাত ! তপতি, পাপং কর্ম্ম ময়া কৃতং।
তদহং নিহ্নবে তুভ্যং প্রতিযন্তু শতা গবাং ॥" ইতি

স হোবাচ শুনঃশেপো,

"যঃ সকৃৎ পাতকং কুর্য্যাৎ, কুর্য্যাদেনস্ততোঽপরং।
নাপাগাঃ শৌদ্রান্ ন্যায়াদসংধেয়ং ত্বয়া কৃতং ॥ ইতি

'অসন্ধেয়ং' ইতি হ বিশ্বামিত্র উপপপাদ।

স হোবাচ বিশ্বামিত্রো,

"ভীম এব সৌযবসিঃ শাসেন বিশিশাসিষুঃ।
অস্থাস্মৈতস্ত পুত্রো তু, ম'মৈবোপেহি পুত্রতাম্ ॥" ইতি

স হোবাচ শুনঃশেপঃ,

"স বৈ যথা নো জ্ঞপয়া রাজপুত্র তথা বদ।
যথৈবাঙ্গিরসঃ সন্নুপেয়াং তব পুত্রতাং ॥" ইতি

স হোবাচ বিশ্বামিত্রো,

"জ্যেষ্ঠো মে ত্বং পুত্রাণাং স্যা, স্তব শ্রেষ্ঠা প্রজা স্যাৎ।
উপেয়াদৈবং মে দায়ং, তেন বৈ ত্বোপমন্ত্রয়ে ॥ ইতি

স হোবাচ শুনঃশেপঃ,

"সংজ্ঞানানেষু বৈ ব্রূয়াৎ, সৌহার্দ্দায় মে শ্রিয়ৈ।
যথাহং ভরতর্ষভ উপেয়াং তব পুত্রতাং ॥" ইতি

অথ হ বিশ্বামিত্রঃ পুত্রান্ আমন্ত্রয়ামাস,

"মধুচ্ছন্দা শৃণোতন ঋষভো রেণুরষ্টকঃ।
যে কে চ ভ্রাতরঃ স্থনা, অস্মৈ জৈষ্ঠায় কল্পধ্বম্ ॥" ইতি

তস্ত হ বিশ্বামিত্রস্ত একশতং পুত্রা আসুঃ। পঞ্চাশদেব জ্যায়াংসো মধুচ্ছন্দসঃ, পঞ্চাশৎ কনীয়াংসঃ। তদ্ যে জ্যায়াংসো, ন তে কুশলং মেনিরে। তান্ অনুব্যাজহারান্তান্ বঃ প্রজা ভক্ষীষ্টে"তি। ত এতে অন্ধ্রাঃ পুণ্ড্রা শবরাঃ পুলিন্দা মূতিবা ইত্যুদন্ত্যা বহবো ভবন্তি, বৈশ্বামিত্রা দস্যূনাং ভূয়িষ্ঠাঃ। স হোবাচ মধুচ্ছন্দাঃ পঞ্চাশতা সার্দ্ধং।

"যন্ন পিতা সংজ্ঞানীতে, তস্মিংস্তিষ্ঠামহে বয়ং।
পুরস্তা সর্ব্বে কুর্ম্মহে তামন্বঞ্চো বয়ং স্মসি ॥ ইতি

অথ হ বিশ্বামিত্রঃ প্রতীতঃ পুত্রান্ তুষ্টাব। "তে বঃ পুত্রা পশুমন্তো বীরো-বন্তো ভবিষ্যথ।

যে মানং মেহনুগৃহ্নন্তো বীরবন্তমকর্ত্ত মা॥
পুরএত্রা বীরবন্তো দেবরাতেন গাথিনাঃ।
সর্ব্বে রাধ্যা স্থ পুত্রা, এষ বঃ সদ্বিবাচনং॥
এষ বঃ কুশিকা বীরো দেবরাত স্তমন্বিত।
যুষ্মাংশ্চ দায়ং মে উপেতা, বিদ্যাং যামু চ বিদ্মসি॥
তে সম্যঞ্চো বৈশ্বামিত্রাঃ সর্ব্বে সাকং সরাতয়ঃ।
দেবরাতায় তস্থিরে ধৃত্যৈ শ্রৈষ্ঠ্যায় গাথিনাঃ॥
অধীয়ত দেবরাতো রিক্থয়োরুভয়োঃ ঋষিঃ।
জহ্নূনাং চাধিপত্যে দৈবে বেদে চ গাথিনাং॥"

তদেতৎপর-ঋক্‌শতগাথং শৌনঃশেপমাখ্যানং তদ্ হোতা রাজ্ঞেঽভিষিক্তায় আচষ্টে। হিরণ্যকশিপাবাসীন আচষ্টে, হিরণ্যকশিপাবাসীনঃ প্রতিগৃহ্ণাতি। যশো বৈ হিরণ্যং। যশসে বৈনং তৎসমর্দ্ধয়ত্যোমিত্যৃচঃ প্রতিগরঃ। এবং তথেতি গাথায়া ওমিতি বৈ দৈবং, তথেতি মানুষং। দৈবেন চৈবৈনং তন্মানুষেন চ পাপাদেনসঃ প্রমুঞ্চতি। তস্মাদ্ যো রাজা বিজিতী স্যাদপি অ-যজমান, আখ্যাপয়েত এব এতৎ শৌনঃশেপমাখ্যানং। ন হাস্মিন্নল্পং চনৈনঃ পরিশিষ্যতে সহস্রমাখ্যাত্রে। দদ্যাচ্ছতং প্রতিগরিত্র এতে, চৈবাসনে শ্বেতা-শ্বতরো রথো হোতুঃ। পুত্রকামা হাপি আখ্যাপয়েরন্, লভন্তে হ পুত্রান্, লভন্তে হ পুত্রান্॥

ইক্ষ্বাকুবংশীয় বেধস তনয় হরিশ্চন্দ্র নামে এক অপুত্রক রাজা ছিলেন। শত পত্নী থাকা সত্বেও তাহার কোন সন্তান সন্ততি জন্মে নাই। তাঁহার গৃহে মহর্ষি পর্ব্বত ও নারদ বাস করিতেন। তিনি নারদকে জিজ্ঞাসা করিলেন।" হে না-রদ জ্ঞানী ও অজ্ঞানী সকলেই যে পুত্র প্রাপ্তির কামনা করিয়া থাকে, সেই পুত্র দ্বারা তাঁহাদের কি লাভ হয়? ইহা আমাকে অনুগ্রহপূর্ব্বক বল।' রাজা এক শ্লোকে যাহা জিজ্ঞাসা করিলেন, নারদ দশশ্লোকে তাহার উত্তর দিলেন। 'জীবন্মান জাত পুত্রের মুখ দর্শন করিয়া পিতা পিতৃণ হইতে মুক্ত হয় এবং অমরত্ব প্রাপ্ত হয়। পুত্র দর্শনে পিতার যে আহ্লাদ জন্মে, তাহা প্রাণীবর্গের কি পার্থিব ভোগ, কি অগ্নি, কি জল কিছুতেই তদনুরূপ সুখ উৎপন্ন হয় না।

পুত্রোৎপত্তি দ্বারা পিতা বহলীভূত পাপরূপ অন্ধকার হইতে পরিমুক্ত হন। পুত্র স্বকীয় আত্মা হইতে জন্মেন বলিয়াই আত্মজ নামে খ্যাত। পুত্র সংসার সমুদ্র উত্তরণের আহার্য্যপূর্ণ অর্ণবযান স্বরূপ। গার্হস্থ্য, ব্রহ্মচর্য্য, বানপ্রস্থ, পরিব্রাজক আশ্রম অবলম্বনে ফল কি? (কর্দম, মৃগচর্ম্ম, লোম ও তাপ কি?) হে ব্রাহ্মণগণ পুত্র পাওয়ার জন্ত যত্নবান হও। পুত্রই চতুরাশ্রম প্রাপ্তির একমাত্র নিদান। অন্নই মনুষ্যের প্রাণ, বস্ত্র তাহার অঙ্গরক্ষক, সুবর্ণ তাহার সৌন্দর্য্যবর্দ্ধক, পশুপালন তাহার উপজীবিকা, পত্নী তাহার ব্রহ্মলোক গমনের পথপ্রদর্শক আলোকস্বরূপ। মাতার গর্ভে শিশুরূপে তৎপতি: প্রবিষ্ট হইয়া, নবীন কলেবর ধারণ পুরঃসর দশম মাসে ভূমিষ্ঠ হন। পতি পত্নীগর্ভে পুত্ররূপে সঞ্জাত হন বলিয়াই পত্নী জায়া নামে অভিহিত হইয়াছেন। পতির বীজ গর্ভে ধারণ করিয়া পুত্ররূপে প্রসব করেন বলিয়া, পত্নী আভূতি (জন্মদায়িনী প্রসূতি) নামে খ্যাত। দেবতা ও ঋষিগণ স্ব স্ব মহৎ তেজ ইহাতে অনুপ্রবিষ্ট করিয়া কহিলেন, 'ইনি তোমাদের জননী, ইহা হইতেই তোমরা জন্ম পরিগ্রহ করিবে।' পশুগণও জানে যে পুত্রহীন ব্যক্তি জীবন্মৃত তুল্য। এই জন্তই পশুপুত্র স্বীয় মাতা ও ভগিনীতে অভিগত হয়। পুত্রবান্ ব্যক্তি শোক বিহীন সুখসেব্য শ্রেষ্ঠ জীবন যাপন করে। পশুপক্ষীগণ এই তত্ত্ব অবগত আছে বলিয়াই মাতার সহিত সঙ্গত হইতেও সঙ্কুচিত হয় না।

ইহা শ্রবণ করিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্র নারদকে কহিলেন, 'যে উপায়ে আমি পুত্র লাভ করিতে পারি, তাহা নির্দ্দেশ করুন। নারদ কহিলেন, রাজন্ দেবশ্রেষ্ঠ বরুণের নিকট গমন পূর্ব্বক তৎসমীপে পুত্র কামনা কর। পুত্র জন্মিলে তাহাকে বরুণের নিকট যজ্ঞীয় পশুরূপে বলি প্রদান করিবে বলিয়া প্রতিশ্রুত হও। নারদের বচনানুসারে রাজা বরুণের নিকট গমন করিলেন এবং কহিলেন 'আমার একটী পুত্র জন্মগ্রহণ করিলে, তাহাকে আপনার সমীপে বলি স্বরূপে উৎসর্গ করিব।' বরুণ রাজাকে কহিলেন, 'তাহাই হউক।' বরুণের বরে রাজার রোহিত নামে পুত্র জন্মিল। তদনন্তর বরুণ রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া, তাঁহাকে স্বীয় অঙ্গীকার পরিপালনার্থ আদেশ করিলেন। রাজা কহিলেন, "দশ দিন গত না হইলে পশুও বলিরূপে দেবতার উদ্দেশে উৎসৃষ্ট হইতে পারে না। রোহিতের বয়স দশদিনের অধিক হইলেই তাহাদ্বারা আপনাকে পরিতুষ্ট করিব।" বরুণ তাহাতেই সম্মত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

এইরূপ অঙ্গীকার পালনের সময় উপস্থিত হইলেই, বরুণ রাজার সমীপে আগমন করিতেন। রাজা ও পুত্রের দন্তোদ্গম হউক, প্রথমোদ্গত দন্তপাতের পর পুনরায় দন্ত উদ্গম হউক, ক্ষত্রিয়তনয়ের ক্ষত্রিয়োচিত বর্ম্মচর্ম্মাবৃতত্ব সম্পন্ন হউক—এইরূপে চারিবার প্রত্যাখ্যান পূর্ব্বক বরুণকে বিদায় দিলেন। অতঃপর রাজপুত্র ক্ষত্রিয়োচিত রণবেশে সুসজ্জিত হইলে, বরুণ রাজসমীপে আগত হইলেন। রাজা আর কালবিলম্ব অনুচিত ভাবিয়া, স্বীয় প্রতিজ্ঞা কার্য্যে পরিনত করিতে তৎপর হইলেন। পুত্রকে আহ্বান করিয়া কহিলেন, "বৎস! দেবশ্রেষ্ঠ বরুণের প্রসাদেই আমি তোমাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হইয়াছি। হায়! তোমাকে ইহাঁর নিকট স্বীয় প্রতিশ্রুতি রক্ষার অনুরোধে বলি দিতে হইতেছে।" রাজপুত্র তাহাতে অসম্মতি প্রকাশ করিলেন। অনন্তর শরাসন গ্রহণ পূর্ব্বক অরণ্যে প্রবিষ্ট হইয়া এক বৎসর তথায় বাস করিলেন।

বরুণ রাজা হরিশ্চন্দ্রকে গ্রহণ করিলে, রাজার উদর বরুণের অভিশাপে বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। বৎসরান্তে রোহিত ইহা শ্রবণ করিয়া গ্রামে প্রত্যাগত হইল। ইন্দ্র মনুষ্যরূপ ধারণ পুরঃসর তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া কহিলেন, 'রোহিত! ভ্রমনে নিবৃত্ত হইওনা। শুনিয়াছি পর্য্যটন ভিন্ন সুখ নাই। পর্য্যটন না করিলে সজ্জনও দুর্জ্জন বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন। দেব ইন্দ্রই পর্য্যটকের মিত্র।" ব্রাহ্মণবেশধারী ইন্দ্রের এবংবিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া, রোহিত পুনরায় অরণ্যে প্রত্যাগত হইয়া তথায় এক বৎসর কাল পর্য্যটনে অতিবাহিত করিলেন। তদনন্তর তিনি গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পুরুষরূপী ইন্দ্র তৎ সমীপে উপনীত হইয়া কহিলেন,—রোহিত পর্য্যটনে আত্মার পরিতৃপ্তিরূপ ফললাভ ঘটিয়া থাকে। পথশ্রমজনিত পুণ্যবলে পর্য্যটকের সমস্ত পাপ বিধ্বংশ হয়।" ইহা শুনিয়া রোহিত তৃতীয় বৎসর ও বনে অতিবাহিত করিলেন। তিনি গ্রামে প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ইন্দ্র তাহার সমীপে ব্রাহ্মণবেশে পুনরায় উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"যে অলসভাবে বসিয়া থাকে, সৌভাগ্যলক্ষ্মী তাহার প্রতি অপ্রসন্ন থাকেন। তাহার উত্থান, শয়ন, ভ্রমণের সঙ্গে সঙ্গে তাহার সৌভাগ্যেরও উত্থান, শয়ন ও উন্নতি হইয়া থাকে। রোহিত, পর্য্যটনে ক্লান্ত হইওনা।' ইহা শ্রবনান্তর তিনি চতুর্থ বৎসরও অরণ্যে বাস করিয়া, গ্রামে প্রত্যাগমন করিলেন। পুনর্ব্বার ব্রাহ্মণবেশে ইন্দ্র তাহার সমীপে আগত হইয়া কহিল,—"নিদ্রিত ব্যক্তি কলিযুগের তুল্য, জাগ্রতব্যক্তি

দ্বাপরযুগের, নিদ্রোত্থিত ব্যক্তি ত্রেতাযুগের, পর্য্যটনশীল ব্যক্তি সত্যযুগের তুল্য *। রোহিত ভ্রমণে বিরত হইওনা।" তদনন্তর রোহিত পঞ্চম বৎসরও

---

* চারিযুগ সম্বন্ধে ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই নির্দ্দেশ সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন সন্দেহ নাই। দ্যূতক্রীড়ায় পাশার বিভিন্ন অবস্থান কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি এই চারি নামে অভিহিত হইত। বাজসনেয়ী সংহিতায় (৩০।১৮) কলির পরিবর্তে "আস্কন্দ" শব্দ দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।৪।১।১৬) পাশার এই চারি নামই, এবং ছান্দোগ্য উপনিষদে (৪।১।৪) কেবল কৃতের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। সামবেদীয় ষড়বিংশ ব্রাহ্মণের একটি শ্লোকে লিখিত আছে যে চন্দ্রকলা হইতে যুগ চতুষ্টয়ের এই প্রাচীন নাম সমুদ্ভূত হইয়াছে। গ্রীকদূত মেগাস্থিনিসের ভারতবর্ষের বৃত্তান্তে হিন্দুগণের মধ্যে চারিযুগ প্রচলনের বিষয় উল্লিখিত আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের এই শ্লোক মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্ব ও মনুসংহিতায় পরিগৃহীত হইয়াছে।

কৃতং ত্রেতাযুগঞ্চৈব দ্বাপরং কলিরেব চ।
রাজ্ঞো বৃত্তানি সর্ব্বাণি রাজা হি যুগমুচ্যতে॥
কলিঃ প্রসুপ্তো ভবতি, স জাগ্রৎ দ্বাপরং যুগং।
কর্ম্মস্বভ্যুদ্যতস্ত্রেতা, বিচরংস্তু কৃতং যুগং॥
(মনুসংহিতা, ৯।৩০১—৩০২)

ঋক্‌সংহিতার বহুতর স্থলে কালবাচক যুগ শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহা হইতে যুগের বিভাগ বা কাল পরিমাণ কিছুই জানা যায় না। পাঠকবর্গ ঋক্‌সংহিতার ১।১৩৯।৮, ১।১৫৮।৬, ১।১৮৪।৩, ৩।২৬।৩, ৩।৩৩।৮, ৬।৮।৫, ৬।১৫।৮, ৬।৩৬।৫, ৭।৭০।৪, ১০।১০।১০, ১০।৭২।১—২, ১০।৯৪।১২, এবং ১০।৯৭।১ সংখ্যক সূক্ত ও ঋক্ দেখিবেন।

যা ওষধীঃ পূর্ব্বা জাতা দেবেভ্যস্ত্রিযুগং পুরা। (১০।৯৭।১)
শতং তে অযুতং হায়নান্ দ্বে যুগে ত্রীণি চত্বারি কৃণ্মঃ। (অথর্ব্ববেদ, ৮।২।২১)

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে ও মনুসংহিতায় লিখিত আছে, যে মনুষ্যের এক বৎসর পরিমিত কাল দ্বারা দেবগণের এক দিন পরিগণিত হয়।

একং বৈ এতদ্দেবানাং অহ, র্যৎ সংবৎসরঃ। (৩।৯।২২।১)
দৈবে রাত্র্যহনী বর্ষং। (মনুসংহিতা, ১।৬৭)।

ব্রাহ্মণপ্রণেতা ঋষিগণের মধ্যে যে ক্রমে ক্রমে পৌরাণিক সুদীর্ঘকালস্থায়ী কল্প-যুগাদির কাল্পনিক পরিমাণ প্রচলিত হইতেছিল, তাহা ইহা হইতে অনুভব হইতেছে। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের স্থলান্তরে (৩।১২।৯) লিখিত আছে যে প্রাচীন ও অমর বিশ্বস্রষ্টাগণ লক্ষ বৎসর ব্যাপী যে সত্রের অনুষ্ঠান করেন, তপ তাহার গৃহপতি, ব্রহ্ম (স্তুতি) ব্রহ্মা পুরোহিত, সত্য হোতা, অমরত্ব উদ্গাতা, ভূত (অতীত) কাল প্রস্তোতা, ভবিষ্যৎ প্রতিহর্ত্তা, এবং প্রাণ তাহার অধ্বর্য্যু ছিলেন। পুরুষ সূক্তের (১০।৯০।৬) ঋকের সহিত ইহার তুলনা করুন।

আদর্শমগ্নিং চিত্বানা পূর্ব্বে বিশ্বসৃজোঽমৃতাঃ।
শতং বর্ষসহস্রাণি দীক্ষিতাঃ সত্রমাসত॥ ২

অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া গ্রামে প্রত্যাগত হইলে, পূর্ব্ববৎ ইন্দ্র তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইয়া কহিলেন,—"ভ্রমণকারী মধুর উডুম্বর ফল ও মধু আস্বাদনের

তপ আসীদ্ গৃহপতি, ব্র্ক্ষ ব্রহ্মাভবৎ স্বয়ং।
সত্যং হ হোতৈষামাসীদ্ যদ্ বিশ্বসৃজ আসত ॥ ৩
অমৃতমেভ্য উদ্গায়ৎ সহস্রং পরিবৎসরান্।
ভূতং হ প্রস্তোতৈষামাসীদ্, ভবিষ্যৎ প্রতিচাহরৎ।
প্রাণোঽধ্বর্য্যুরভবৎ ইদং সর্ব্বং সিষাসতাং।
বিশ্বসৃজঃ প্রথমাঃ সত্রমাসত, ততো হ যজ্ঞে ভুবনস্য গোপা।
হিরণ্ময় শকুনি ব্র্ক্ষ নাম, যেন সূর্য্যস্তপতি তেজসেদ্ধঃ ॥ ৭

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৯)

মনুসংহিতা (১।৬৭—৭২), বিষ্ণুপুরাণ (১।৩।১০—২০) এবং মহাভারতীয় বনপর্ব্বে চারিযুগের পরিমাণ কাল সবিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মনুষ্যদিগের এক বৎসরে, দেবতাদিগের এক দিবস হয়। দৈব দ্বাদশ সহস্র বর্ষ পরিমিত কালাত্মক এক যুগে, মনুষ্যগণের চারি যুগ হয়। তন্মধ্যে কৃত যুগের পরিমাণ ৪৮, ত্রেতার ৩৬, দ্বাপরের ২৪, ও কলির ১২ শত দৈবী বৎসর কাল। সহস্র দেবযুগে ব্রহ্মার এক দিন (কল্প) এবং তৎপরিমিত কালে এক রাত্রি হয়। এই ব্রাহ্ম দিবারাত্রির শত সংখ্যক বৎসরে (১ বৎসর=৩৬৫ দিন) ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল (পরা) পূর্ণ হয়। এই পরার অর্দ্ধেক পরিমাণে এক পরার্দ্ধ হয়। ব্রহ্মার এক দিনে চতুর্দ্দশ মনু রাজত্ব করেন। ব্রাহ্ম দিনের (কল্প) $\frac{১}{১৪}$ পরিমিত কালেই এক মন্বন্তর হয়।

দিব্যৈ র্বর্ষসহস্রৈস্তু কৃতত্রেতাদি-সংজ্ঞিতং।
চতুর্যুগং দ্বাদশভি, স্তদ্‌বিভাগং নিবোধ মে ॥
চত্বারি ত্রীণি দ্বে চৈকং কৃতাদিষু যথাক্রমং।
দিব্যাব্দানাং সহস্রাণি যুগেষ্বাহুঃ পুরাবিদঃ ॥
কৃতস্ত্রেতা দ্বাপরঞ্চ কলিশ্চৈব চতুর্যুগং।
প্রোচ্যতে তৎসহস্রঞ্চ ব্রহ্মণো দিবসং মুনে ॥
ব্রহ্মণো দিবসে ব্রহ্মন্ মনবশ্চ চতুর্দ্দশ।
মন্বন্তরং মনোঃ কালঃ,———— ॥
চতুর্দ্দশগুণো হ্যেষ কালো ব্রাহ্মমহঃ স্মৃতঃ।
ব্রাহ্ম্যো নৈমিত্তিকো নাম, তস্যান্তে প্রতিসঞ্চরঃ ॥
তৎপ্রমাণাং হি তাং রাত্রিং, তদন্তে সৃজ্যতে পুনঃ।
এবং তু ব্রহ্মণো বর্ষং, এবং বর্ষশতঞ্চ তৎ।
শতং হি তস্য বর্ষাণাং পরমায়ু র্মহাত্মনঃ ॥
তৎপরাখ্যং, তদর্দ্ধঞ্চ পরার্দ্ধমভিধীয়তে। (বিষ্ণুপুরাণ, ১।৩অ)

রণ অনুভব করে। দেখ, সূর্য্যদেব নিয়ত পরিভ্রমণ করিয়াও পরিশ্রান্ত না হওয়ায়, কি মনোরম অনুভূত হয়। রোহিত ভ্রমণ করিতে থাক।" ইহা শ্রবণে তিনি ষষ্ঠ বৎসরও অরণ্যে পরিভ্রমণ করিয়া যাপন করিলেন।

অরণ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি সুযবসির পুত্র অজীগর্ত্ত ঋষিকে অরণ্যমধ্যে ক্ষুধাতুর ও উপবাসক্লিষ্ট রূপে অবস্থিত দেখিতে পাইলেন। তাঁহার শুনঃপুচ্ছ, শুনঃশেফ ও শুনোলাঙ্গুল নামে তিন পুত্র ছিল *। রাজপুত্র রোহিত অজীগর্ত্তকে সম্বোধন করিয়া করিয়া কহিলেন,—"যদি আপনি পিতৃ-দায়গ্রস্ত আমাকে মুক্ত হওয়ার জন্য একটী পুত্র প্রদান করেন, তবে আপ-নাকে গোশত দানে পরিতুষ্ট করিব। ইহা শুনিয়া অজীগর্ত্ত জ্যেষ্ঠপুত্রকে, তৎপত্নী কনিষ্ঠকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন,—"ইহাকে নয়, ইহাকেও নয় †। তাঁহারা উভয়ে মধ্যমপুত্র শুনঃশেফকে শত গোর পরিবর্ত্তে প্রদান

---

* রামায়ণ, মহাভারত, হরিবংশ ও বিষ্ণুপুরাণের মতে শুনঃশেফ ভৃগুবংশীয় ঋচীকের দ্বিতীয় পুত্র।

গবাং শত সহস্রেণ বিক্রীণিষে সুতং যদি।
পশোরর্থে মহাভাগ কৃতকৃত্যোঽস্মি ভার্গব॥ ১৪
এবমুক্তো মহাতেজা ঋচীকস্ত্বব্রবীদ্ বচঃ। (রামায়ণ, ১।৬১)

ঋচীকস্যাত্মজশ্চৈব শুনঃশেফো মহাতপাঃ॥
বিমোক্ষিতো মহাসত্রাৎ পশুতামপ্যুপাগতঃ।
হরিশ্চন্দ্রক্রতৌ দেবাংস্তোষয়িত্বাত্মতেজসা॥
পুত্রতামনুসংপ্রাপ্তো বিশ্বামিত্রস্য ধীমতঃ।
নাভিবাদয়তো জ্যেষ্ঠং দেবরাতং নরাধিপ॥
পুত্রাঃ পঞ্চাশদেবাপি শপ্তাঃ শ্বপচতাং গতাঃ।
(মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব)

ঔর্ব্বস্যৈব ঋচীকস্য সত্যবত্যাং মহাযশাঃ॥
জমদগ্নিস্তপোবীর্য্যাজ্জজ্ঞে ব্রহ্মবিদাং বরঃ।
মধ্যমশ্চ শুনঃ-শেফঃ শুনঃ-পুচ্ছঃ কনিষ্ঠকঃ॥ ... ...
বিশ্বামিত্রস্য চ সুতা দেবরাতাদয়ঃ স্মৃতাঃ। (হরিবংশ)

বিশ্বামিত্রপুত্রস্তু ভার্গব এব শুনঃশেফো নাম দেবৈর্দত্তঃ। ততশ্চ দেবরাত নামাভবৎ।
(বিষ্ণুপুরাণ, ৪।৭)

† প্রায়েন হি নরশ্রেষ্ঠ! জ্যেষ্ঠাঃ পিতৃষু বল্লভাঃ।
মাতৄণাঞ্চ কনীয়াংস, তস্মাদ্ রক্ষে কনীয়সং॥ ১৯

করিতে স্বীকৃত হইল। রাজপুত্র গোশত প্রদান পুরঃসর শুনঃশেফকে সঙ্গে লইয়া, অরণ্য হইতে গ্রামে পিতৃসদনে উপনীত হইল। রোহিত * রাজা

উক্তবাক্যে মুনৌ তস্মিন্, মুনিপত্ন্যাং তথৈব চ।
শুনঃশেফঃ স্বয়ং রাম! মধ্যমো বাক্যমব্রবীৎ॥ ২০
পিতা জ্যেষ্ঠমবিক্রেয়ং, মাতা চাহ কনীয়সং।
বিক্রেয়ং মধ্যমং মন্যে, রাজপুত্র নয়স্ব মাম্॥ ২১ (রামায়ণ, ১।৬১)

* অথর্ব্ববেদে এক রোহিতের বিষয় উল্লিখিত আছে। তিনি সর্ব্বদেবশ্রেষ্ঠ প্রজাপতি, তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও পালনকর্ত্তা। তিনিই কাল। তিনি যজ্ঞ স্বরূপ। তিনি দেবগণের অমরত্বপ্রদাতা। তিনি অগ্নি ও সূর্য্যদেব হইতে অধিকতর জ্যোতিষ্মান্ এবং সমস্ত জ্যোতির্ম্ময় পদার্থের জ্যোতিঃপ্রদাতা। এই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রোহিত দেবগণকর্ত্তৃক সৃজিত হয়।

যদ্ রোহিতমজনয়ন্ত দেবাঃ। (অথর্ব্ববেদ সংহিতা, ১৩।৩।২৩)

রোহিতো দ্যাবাপৃথিবী জজান, তত্র তন্তুং পরমেষ্ঠী ততান।
তত্র শিশ্রিয়ে অজ একপাদো, অদৃংহদ্ দ্যাবাপৃথিবী বলেন॥ ৬
রোহিতো দ্যাবাপৃথিবী অদৃংহৎ, তেন স্বঃ স্তভিতং, তেন নাকঃ।
তেনান্তরীক্ষং বিমিতা রজাংসি, তেন দেবা অমৃতত্বমবিন্দন্॥ ৭
রোহিতো যজ্ঞস্য জনিতা মুখঞ্চ, রোহিতায় বাচা স্তোত্রেণ মনসা জুহোমি।
রোহিতং দেবা যন্তি সুমনস্যমানাঃ,————————— ॥ ১৩
রোহিতো যজ্ঞং ব্যদধাদ্ বিশ্বকর্ম্মণে, তস্মাত্তেজাংসি উপ মা ইমান্যাগুঃ। ১৪
যো রোহিতো বৃষভস্তিগ্মশৃঙ্গঃ, পরি অগ্নিং পরিসূর্য্যং বভূব।
যো বিষ্টভ্নাতি পৃথিবীং দিবঞ্চ, তস্মাদ্দেবা অধিসৃষ্টীঃ সৃজন্তে॥ ২৫
রোহিতো দিবমারুহদ্ মহতঃ পরি অর্ণবাৎ। সর্ব্বা রুরোহ রোহিতো রুহঃ। ২৬
রোহিতে দ্যাবাপৃথিবী অধিশ্রিতে বসুজিতি গোজিতি॥ ৩৭
স যজ্ঞঃ প্রথমো ভূতো ভব্যো অজায়ত।
তস্মাদ্ হ যজ্ঞে ইদং সর্ব্বং, যৎকিঞ্চ ইদং বিরোচতে, রোহিতেন ঋষিণা ভৃতং॥ ৫৫
(অথর্ব্বসংহিতা, ১৩।১)

রোহিতঃ কালো অভবদ্ রোহিতোঽগ্রে প্রজাপতিঃ।
রোহিতো যজ্ঞানাং মুখং, রোহিতঃ স্বর্ আভরৎ॥ ৩৯
রোহিতো লোকো অভবদ্, রোহিতোঽত্যতপদ্দিবং।
রোহিতো রশ্মিভির্ভূমিং সমুদ্রমনুসঞ্চরৎ॥ ৪০
সর্ব্বা দিশঃ সমচরদ্ রোহিতোঽধিপতির্দিবঃ।
দিবং সমুদ্রমাদ্ ভূমিং সর্ব্বং ভূতং বিরক্ষতি॥ ৪১ (অথর্ব্বসংহিতা, ১৩।২)

হরিশ্চন্দ্রকে কহিল,—"পিতঃ! আমার পরিবর্ত্তে এই ব্রাহ্মণবালককে গ্রহণ করিয়া, বরুণদেবকে পরিতৃপ্ত করুন।" রাজা ইহাতে সম্মত হইয়া, বরুণের নিকট শুনঃশেফকে বলি দিবেন বলিয়া অঙ্গীকার করিলেন। বরুণ দেব তাহাতে সম্মত হইয়া কহিলেন, "ভাল তাহাই হউক, ক্ষত্রিয় হইতে ব্রাহ্মণই যোগ্যতর *।"

---

* পুরুষসূক্ত ভিন্ন ঋক্‌সংহিতার বিভিন্ন স্থলে (১।১০৮।৭, ৪।৫০।৮, ৮।৭।২০, ৮।৪৫।৩৯, ৮।৫৩।৭, ৮।৮১।৩০, ৯।১১২।১ ১০।৮৫।২৯ ১০।১০৭।৬, এবং ১০।১২৫) পুরোহিত বাচক 'ব্রাহ্মণ' শব্দের দশবার উল্লেখ আছে, কিন্তু 'ব্‌রাহ্মণ' শব্দ ঋক্‌সংহিতায় ৪৬ বার দৃষ্ট হয় বলিয়া ডাক্তার মিউর নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরুষসূক্ত ভিন্ন 'ক্ষত্রিয়' শব্দ ঋক্‌সংহিতায় (৮।১০৪।১৩ এবং ১০।১০৯।৩) ঋকে বিদ্যমান আছে। (২।৪৩।২) ঋকে 'ব্‌রহ্মপুত্র' শব্দ দৃষ্টে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে এই প্রাচীনতর ঋক্ বিরচনের সময়ে ব্‌রাহ্মণের পৌরোহিত্য পদ আর্য্যসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ঋক্‌সংহিতার (১।১০৮।৭, ৪।৫০।৮-৯, এবং ৫।৪৭।৭ ও ১৪) ঋকে ব্‌রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের প্রভেদ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতার ১।৯৪।৬, ১।১৬২।৫, ২।১।২, ২।৩৬, ২।৩৭, ২।৪৩, ৪।৯।৩, ১০।৫২।২ এবং ১০।১২৪।১) ঋক্ ও সূক্ত অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করিয়া দেখিলে স্পষ্টই উপলব্ধি হয় যে এই সকল ঋক্ ও সূক্ত রচনার সময়ে বেদবিহিত ক্রিয়াকাণ্ড সবিশেষ বাহুল্য ও আড়ম্বর পূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল, এবং তাহা যথাবিধানে সম্পাদন করার নিমিত্ত পুরোহিতবর্গের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ প্রবিষ্ট হয়। ১।১৬৪।৪৫, ৮।৫০।৯, এবং ১০।৭১।৮-৯ ঋকে জ্ঞানী ও মূর্খ, বুদ্ধিমান ও নির্ব্বোধ যাজক ব্‌রাহ্মণের বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে। ১০।৯৭।২২ ঋকে বিহিতবিধানে যাগযজ্ঞাদি ক্রিয়াকাণ্ড নির্ব্বাহের আবশ্যকতা সুস্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে।

ব্‌রাহ্মণের অবমাননা সর্ব্বতোভাবে পরিহর্ত্তব্য। ব্‌রাহ্মণের ক্ষমতা ও মাহাত্ম সম্বন্ধে কতিপয় শ্লোক অথর্ব্বসংহিতা হইতে এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

য এনং হন্তি মৃদুং মন্যমানো, দেবপীয়ু ধনকামো ন চিত্তাৎ।
সং তস্য ইন্দ্রো হৃদয়ে অগ্নিমিন্ধে, উভে এনং দ্বিষ্টো নভসী চরন্তং॥ ৫
ন ব্‌রাহ্মণো হিংসিতব্যো, অগ্নিঃ প্রিয়তনোরিব।
সোমো হি অস্য দায়াদ, ইন্দ্রো অস্যাভিশস্তিপাঃ॥ ৬
জিহ্বা জ্যা ভবতি, কুল্মলং বাক্, নাড়ীকা দন্তা স্তপসাভিদগ্ধাঃ।
তেভি ব্‌রহ্মা বিধ্যতি দেবপীয়ূন্, হৃদ্‌বলৈ র্ধনুভি র্দেবজুতৈঃ॥ ৮
তীক্ষ্ণেষবো ব্‌রাহ্মণা হেতিমন্তো, যামস্যন্তি শরব্যাং ন সা মৃষা।
অনুহায় তপসা মন্যুনা চ, উত দূরাদবভিন্দন্তি এনং॥ ৯

হরিশ্চন্দ্র সেই দিবসেই তাহাকে সোমযাগে বলি দিতে লইয়া গেলেন, সেই যজ্ঞের হোতৃপদে বিশ্বামিত্র, অধ্বর্য্যুপদে জমদগ্নি, ব্রহ্মাপদে বশিষ্ঠ, ও

দেবপীয়ুশ্চরতি মর্ত্ত্যেষু, গরগীর্ণো ভবতি অস্থিভূয়ান্।
যো ব্রাহ্মণং দেববন্ধুং হিনস্তি, ন স পিতৃযানমপ্যেতি লোকং॥ ১৩
(অথর্ব্বসংহিতা, ৫।১৮)

তদ্ বৈ রাষ্ট্রমাস্রবতি, নাবং ভিন্নমিবোদকং।
ব্রহ্মাণং যত্র হিংসন্তি, তদ্ রাষ্ট্রং হন্তি দুচ্ছুনা॥ ৮
তং বৃক্ষা অপসেধন্তি, "ছায়াং নো মোপাগা" ইতি।
যো ব্রাহ্মণস্য সদ্ধনং, অভি নারদ! মন্যতে॥ ৯
নবৈব তা নবতয়ো, যা ভূমি র্ব্যধূনুত।
প্রজাং হিংসিত্বা ব্রাহ্মণীং অসংভব্যং পরাভবন্॥ ১১
যাং মৃতায়ানুবধ্নন্তি কূদ্যং পদযোপনীং।
তদ্ বৈ ব্রহ্মজ্য! তে দেবা উপস্তরণমব্রুবন্॥ ১২
অশ্রূণি কৃপমাণস্য যানি জীতস্য বাবৃতুঃ।
তং বৈ ব্রহ্মজ্য! তে দেবা অপাং ভাগমধারয়ন্॥ ১৩
যেন মৃতং স্নপয়ন্তি, শ্মশ্রূনি যেন উন্দতে।
তং বৈ ব্রহ্মজ্য! তে দেবা অপাং ভাগমধারয়ন্॥ ১৪
ন বর্ষং মৈত্রাবরুণং ব্রহ্মজ্যমভিবর্ষতি।
নাস্মৈ সমিতিঃ কল্পতে, ন মিত্রং নায়তে বশং॥ ১৫
(অথর্ব্বসংহিতা, ৫।১৯)

ব্রাহ্মণকে নিরীহ বিবেচনায় যে দুর্ম্মতি তাঁহাকে হিংসা করে বা তাঁহার সম্পত্তি অপহরণের চেষ্টা করে, সর্গ ও ভূ এই উভয় লোকেরই সে ঘৃণাস্পদ হয় এবং ইন্দ্রদেব তাঁহার হৃদয়ে অগ্নি প্রজ্বালিত করিয়া দেন। অগ্নিস্পর্শে যেমন শরীর দগ্ধ হয়, দেববন্ধু ব্রাহ্মণের হিংসাজনিত পাপে সেইরূপ হিংস্রকের বিষম অনিষ্ট উৎপন্ন হয়। কারণ ব্রাহ্মণের ক্রোধরূপ শর অব্যর্থসন্ধানক্রমে দেব ও ব্রাহ্মণবিদ্বেষীকে আবিদ্ধ করে। সে ইহলোকে দেবদ্বেষী বলিয়া সর্ব্বত্র অবজ্ঞাত হয়। ব্রাহ্মণের ক্রোধরূপ বিষাক্ত বাণ দ্বারায় আহত হইয়া সে অস্থিচর্ম্মময় কঙ্কালরূপে পরিণত হয়। তাহার পিতৃলোকে সদ্গতি হয় না।

যেমন ভগ্ন নৌকা সত্বরে জলমগ্ন হয়, সেইরূপ ব্রাহ্মণদ্বেষীর রাজ্যধ্বংশ ঘটে। তাহার রাজ্যে নানা উৎপাত ও বিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়। বৃক্ষগণও ছায়াদানে তাহার আতপতাপ নিবারণ করে না। নবনবতিসংখ্যক ব্রাহ্মণোৎপীড়ককে পৃথিবী কিরূপ অসম্ভাবিত রূপে বিনষ্ট করিল, তাহা ভাবিলে বিস্মিত হইতে হয়। যে বস্ত্র দ্বারা মৃত ব্যক্তির পদ বন্ধন করা হয়,

উদ্গাতৃপদে অয়াস্য ঋষি বৃত হইয়াছিলেন। শুনঃশেফ যজ্ঞস্থলে নীত হইল, তাঁহাকে যূপকাষ্ঠে বন্ধনার্থ যজ্ঞস্থলে কেহ ছিলনা। সৌযবসি অজীগর্ত্ত কহিল, —"আমাকে আর শত গো প্রদান করিলে আমি তাহাকে যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিয়া দিতে পারি।" তদনুসারে শত গো গ্রহণ করিয়া অজীগর্ত্ত স্বপুত্রকে যজ্ঞীয় পশু রূপে বধ নিমিত্ত যূপকাষ্ঠে বন্ধন করিয়া দিল। যখন শুনঃশেফ যূপকাষ্ঠে আবদ্ধ হইল, তৎকর্তৃক যজ্ঞাগ্নি প্রদক্ষিণীকৃত হইল, হোতৃপুরোহিত তৎসাময়িক আপ্রীসূক্ত * উচ্চারণ করিলেন, তখন যজ্ঞস্থলে নরঘাতক বলি-প্রদাতা কেহই উপস্থিত ছিলনা। অজীগর্ত্ত কহিলেন,—"গোশত পুনর্ব্বার পাইলে, আমি ইহাকে বধ করিতে পারি। গোশত প্রদত্ত হইলে, অজীগর্ত্ত শাণিত অসি হস্তে বধার্থ উপস্থিত হইল।

হে ব্রাহ্মণাবমাননাকারিন্! তাহা তোমার শয্যাস্তরণ এবং যে অশ্রুজল উৎপীড়িত ব্যক্তির বক্ষঃস্থল অভিষিক্ত করে, বা মৃত ব্যক্তির দেহ ও শ্মশ্রু সিক্ত করণার্থ ব্যবহৃত হয়, তাহা তোমার পানীয় হইবে। মিত্রাবরুণ তাহার রাজ্যে বর্ষণ করেন না। বন্ধুবর্গ তাহার বশীভূত থাকে না। কোনও যুদ্ধে তাহার জয়লাভ হয় না।

অশক্যং স্রষ্টুমাকাশং, অচাল্যো হিমবান্ গিরিঃ।
অধার্য্যা সেতুনা গঙ্গা, দুর্জ্জয়া ব্রাহ্মণা ভুবি॥
ন ব্রাহ্মণবিরোধেন শক্যা শাস্তুং বসুন্ধরা।
ব্রাহ্মণা হি মহাত্মানো দেবানামপি দেবতা॥

(মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব)

* ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডল ভিন্ন প্রতি মণ্ডলে এক একটী আপ্রীসূক্ত আছে, কেবল দশম মণ্ডলে দুইটী সূক্ত দৃষ্ট হয়। প্রতিসূক্তে একাদশটী ঋক্, কেবল প্রথম মণ্ডলের সূক্তটীতে দ্বাদশ ও দ্বিতীয় মণ্ডলের সূক্তটীতে ত্রয়োদশটী ঋক্, দেখিতে পাওয়া যায়। এই সূক্তগুলি বিভিন্ন গোত্রজ ঋষিগণ কর্ত্তৃক প্রণীত।

কণ্বোঽঙ্গিরোঽগস্ত্যঃ শুনকো বিশ্বামিত্রোঽত্রিরেবচ।
বশিষ্ঠঃ কশ্যপো বধ্র্যশ্বো জমদগ্নিরথোত্তমঃ॥

দেবগণের প্রীতি এতদ্দ্বারা যজ্ঞে সম্পাদিত হইত বলিয়া, ইহাদের নাম আপ্রী। প্রতি গোত্রের নিমিত্ত বিভিন্ন আপ্রীসূক্ত প্রযুক্ত হইত। হোতাপুরোহিত যজ্ঞীয় পশ্বাদি হননের পূর্ব্বে ইহা পাঠ করিতেন। আপ্রীসূক্তের ঋগ্বেদে বিদ্যমানতায় ইহা স্পষ্ট প্রমাণীকৃত হইতেছে যে ব্রাহ্মণ গ্রন্থ বিরচনের ও পুরোহিতগণের শ্রেণীবিভাগের বহুপূর্ব্বে ভারতবর্ষে যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠিত হইতে আরব্ধ হয়; মণ্ডল বিভাগ ক্রমে ঋগ্বেদ সঙ্কলনের পূর্ব্বে বিভিন্ন গোত্রজ সূক্ত রচয়িতা ঋষিগণের মধ্যে বিদ্যাবিষয়ক পরস্পর আলোচনা প্রচলিত ছিল।

শুনঃশেফ মনে মনে ভাবিলেন, "নিশ্চয়ই তাহারা আমাকে পশুর ন্যায় যজ্ঞস্থলে বধ করিবে। হায়! আমি এক্ষণে অনন্যোপায় হইয়া দেবগণের শরণ লই।" তিনি দেবাধিদেব প্রজাপতির "কস্য নূনং ইত্যাদি (১।২৪।১) ঋগ্‌দ্বারা স্তব আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া প্রজাপতি কহিলেন,—"অগ্নি দেবগণের অতি প্রিয়, তাঁহার প্রসন্নতা প্রাপ্তির চেষ্টা কর। "অগ্নের্বয়ং প্রথমং" ইত্যাদি। স্তবে অগ্নি পরিতুষ্ট হইয়া, তাঁহাকে সর্বলোক প্রসবিতা সবিতার প্রীতি উৎপাদনার্থ উপদেশ দিলেন। "আভি ত্বা দেব সবিতার" (১।২৪।৩, ৪, ৫) ইত্যাদি তৃচে পরিতুষ্ট হইয়া, সবিতা দেবশ্রেষ্ঠ বরুণের উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন। বরুণের নিমিত্তই তাঁহার বন্ধনদশা ঘটিয়াছিল। একত্রিশ ঋক্ (১।২৪।৬-১৫, ৬১।২৫।১-২১) দ্বারা শুনঃশেফ বরুণদেবের তুষ্টি বিধান করিলেন। বরুণ তাঁহাকে কহিলেন,— "অগ্নি দেবগণের মুখ ও প্রিয়তম সুহৃৎ, তাঁহাকে স্তবে তুষ্ট করিতে পারিলে তোমার বন্ধন মুক্ত করিয়া দিব। দ্বাত্রিংশতি ঋকে (১।২৬ ও ২৭) অগ্নি স্তয়মান হইয়া, বিশ্বদেবগণের স্তুতি করিতে তাঁহাকে অনুজ্ঞা দিলেন। "নমো মহদ্ভ্যো" (১।২৭।১৩) প্রভৃতি ঋকে বিশ্বদেবগণ পরিতুষ্ট হইয়া তাহাকে দেবশ্রেষ্ঠ ইন্দ্রদেবের প্রীতি সম্পাদন করিতে কহিলেন। "যচ্চিদ্ধি সত্য" (১।২৮।১-৪, ও ১ ২৯।১-৭ ও ১।৩০।১-১৬) ইত্যাদি দশ ঋকে ইন্দ্রদেবকে পরিতুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে শুনঃশেফ সুবর্ণ-রথ প্রাপ্ত হইলেন। পরবর্ত্তী তৃচ্ (১ ৩০।১৭-১৯) দ্বারা অশ্বিনীকুমারেরা প্রসন্ন হইলে, তাঁহারা শুনঃশেফকে ঊষাদেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হইতে পরামর্শ দিলেন। তৎপরবর্ত্তী তৃচ্ (১।৩০।২০-২২) দ্বারা শুনঃশেফ তদনন্তর ঊষাকে সন্তুষ্ট করিলেন। ঊষাদেবীর স্তুতি উচ্চারিত হইবামাত্র শুনঃশেফের বন্ধন মোচন হইতে লাগিল, হরিশ্চন্দ্রের উদরও তৎসঙ্গে সঙ্গে ক্ষীয়মাণ হইতে লাগিল। যখন ঊষার স্তুতি পরিসমাপ্ত হইল, তখন শুনঃশেফ সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মুক্ত হইলেন, হরিশ্চন্দ্রও উদরী-রোগ হইতে সর্ব্বতোভাবে মুক্ত হইলেন।

অনন্তর যজ্ঞরত ঋত্বিজ্‌গণ শুনঃশেপকে সেই দিনের যজ্ঞকার্য্য সম্পাদন করিতে অনুরোধ করিলে, অঞ্জঃসব নামক নূতনাবিস্কৃত যজ্ঞে ব্যবহারার্থ নব রচিত চারি ঋক্ (১।২৮।৫-৮) দ্বারা সোম প্রস্তুত, এক ঋক্ (১।২৮।৯) উচ্চারণ পূর্ব্বক দ্রোণকলসে তাহা রক্ষণ, এবং পূর্ব্বোক্ত চারিঋক্ পাঠ করিয়া স্বাহা

উচ্চারণ পূর্ব্বক তিনি যজ্ঞে আহুতি প্রদান করিলেন। অনন্তর "ত্বনো অগ্নে বরুণস্য" ইত্যাদি দুই ঋকে অবভৃত যাগ সমাপন পুরঃসর, "শুনশ্চিচ্ছেপং" ইত্যাদি ঋক্‌দ্বারা আহবনীয় অগ্নি প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

যজ্ঞ সমাপনান্তর শুনঃশেফ বিশ্বামিত্রের নিকটে গমন করিলেন। ইহা দেখিয়া অজীগর্ত্ত কহিলেন'—"ঋষি বিশ্বামিত্র! আমার পুত্র শুনঃশেফকে প্রত্যর্পণ কর।" তদুত্তরে বিশ্বামিত্র কহিলেন,—'দেবতারা আমাকে তোমার পুত্র প্রদান করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমার নিকট প্রত্যর্পণ করিতে পারি না।" এই নিমিত্ত বিশ্বামিত্রের পোষ্যরূপে গৃহীত শুনঃশেফের দেবরাত নামান্তর হইল। কাপিলেয় ও বহ্বৃচগণ এই বিশ্বামিত্রতনয় শুনঃশেফেরই সন্তান সন্ততি। সৌযবসি অজীগর্ত্ত তদনন্তর কহিল,—"চল আমরা উভয়েই ইহাকে স্বসন্নিধানে আহ্বান করি।"

অজীগর্ত্ত। তুমি আঙ্গিরসকুলোৎপন্ন অজীগর্ত্তের পুত্র, বিদ্বান্ ও কবি। পৈতৃক কুল পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্যকুলে গমন করা তোমার পক্ষে অনুচিত। আমার নিকট আগমন কর।

শুনঃশেফ। তিন শত গাভী পাইয়া আমাকে শাণিত কৃপাণ হস্তে বধ করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। পুত্র বধের নিমিত্ত অসঙ্কুচিতচিত্তে শাণিত অসি ধারণ শূদ্রাদি নীচজাতির মধ্যেও কখন দেখা যায় না।

অজীগর্ত্ত। এই সর্ব্বথা বিসদৃশ পাপকার্য্যের নিমিত্ত আমি অনুতাপনলে দগ্ধ হইতেছি। এই তিন শত গাভী তোমাকেই দান করিতেছি। (গাভী প্রদাতাকেই প্রত্যর্পণ করিয়া স্বকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি—ওয়েবার ও মিউরকৃত অনুবাদ)।

শুনঃশেফ। যে একবার পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, ভবিষ্যতেও সে পাপানুষ্ঠান করিতে সঙ্কুচিত হয় না। আপনি শূদ্রোচিত পাপকার্য্য হইতে অব্যাহতি পাওয়ার জন্য কোনও প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান করেন নাই। আপনি যাহা করিয়াছেন, কোন ক্রমেই সেই পাপ হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

বিশ্বামিত্র। সেই পাপের মুক্তি নাই। শাণিত অসি হস্তে বধোদ্যত সূযবসি পুত্রকে কি ভয়ানকই দেখাইতেছিল। বৎস! তুমি আমারই পুত্র থাক। কদাপি আর তাহার পুত্রত্ব স্বীকার করিও না।

শুনঃশেফ। আমি আঙ্গিরসকুলোৎপন্ন হইয়া কিরূপে আপনার পুত্ররূপে

গৃহীত হইতে পারি, হে রাজপুত্র! তদ্বিষয়ে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন।

বিশ্বামিত্র। তুমি আমার সর্ব্বজ্যেষ্ঠ পুত্র হইবে। তোমার শ্রেষ্ঠ সন্ততি জন্মিবে, তুমি আমার উত্তরাধিকারী বলিয়া আমার অধিগত দেবদত্ত প্রসাদ লাভ করিবে।

শুনঃশেফ। যদি আপনার পুত্রগণ এই প্রস্তাবে সম্মত হয়, তবে যেরূপে তাঁহাদের সৌহার্দ্দ লাভ করিয়া সুখী হইতে পারি, সেই প্রকার তাঁহাদিগকে উপদিষ্ট করুন। হে ভরতর্ষভ! তাহা হইলেই আমি আপনার পুত্রভাবে গৃহীত হইতে পারি।

অনন্তর বিশ্বামিত্র মধুচ্ছন্দা প্রভৃতি পুত্রগণকে নিকটে আহ্বান করিয়া কহিলেন, হে মধুচ্ছন্দ, ঋষভ, অষ্টকাদি পুত্রগণ! তোমরা শুনঃশেফের (ভ্রাতৃগণ মধ্যে) সর্ব্বজ্যেষ্ঠত্বে সম্মত হও। বিশ্বামিত্রের শত পুত্র ছিল। তন্মধ্যে মধুচ্ছন্দার জ্যেষ্ঠ পঞ্চাশ জন, এবং তাঁহার কনিষ্ঠও পঞ্চাশ জন ছিলেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রগণ পিতৃ প্রস্তাব অনুমোদন না করায়, বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে এই বলিয়া অভিশপ্ত করিলেন,—'তোমাদের সন্ততিগণ অন্ত্যজজাতিরূপে ভারতবর্ষের প্রান্তভাগে অবস্থিতি করুক। বিশ্বামিত্রের অভিশাপগ্রস্ত সন্ততিবর্গই উত্তরকালে অন্ধ্র, পৌণ্ড্র, শবর, পুলিন্দ, মূতিবা প্রভৃতি অন্ত্যজ জাতিরূপে পরিণত হইয়াছেন। দস্যুদিগের অধিকাংশই বিশ্বামিত্র-তনয়গণের সন্তানবর্গ।

মধুচ্ছন্দা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের সহিত পরামর্শ করিয়া কহিলেন,—'পিতা যাহা আদেশ করিয়াছেন, তাহাই প্রতিপালন করা আমাদের কর্ত্তব্য। ভ্রাতঃ শুনঃশেফ, আমরা আপনাকে জ্যেষ্ঠত্ব পদে বরণ করিলাম, আমরা সর্ব্বতোভাবে আপনার ছন্দানুবর্ত্তী হইয়া চলিব।'

বিশ্বামিত্র মধুচ্ছন্দাদির বাক্যে পরিতুষ্ট হইয়া কহিলেন,—'বৎসগণ! আমার প্রতি সমুচিত সম্মান প্রদর্শনপূর্ব্বক আমাকে একটী পুত্ররত্ন প্রদান করিয়াছ। তোমাদের সন্তানবর্গ পশুমন্ত ও সমৃদ্ধিশালী হউক। জ্ঞানী দেবরাতের অনুবর্ত্তী হইয়া তোমরা সর্ব্বসমৃদ্ধি লাভ করিবে।' এইরূপে শুনঃশেফ গাথীবংশের পবিত্রবেদ ও আঙ্গিরস জহ্নুকুলের আধিপত্য প্রাপ্ত হইলেন।

শুনঃশেফের এই পবিত্র আখ্যান হোতা অভিষিক্ত রাজার সমীপে বর্ণনা করেন। ইহা শ্রবণ করিলে ধন,যশ, ও পুত্র লাভ হয় এবং সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়

রাজন্যবর্গের রাজ্যাভিষেকের সময়ে হোতা ও অধ্বর্য্যু পুরোহিত পরস্পর কথোপকথন ক্রমে এই সুদীর্ঘ উপাখ্যান পাঠ করিতেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই ভারতীয় আর্য্যগণ কথোপকথন ক্রমে যে নাটক রচনা করিতে জানিতেন, তাহা এই সুপ্রসিদ্ধ আখ্যায়িকা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ঋক্ সংহিতায়ও (৩৷৩৩,১০৷১০,১০৷২৭, এবং ১০৷৯৫) উত্তর প্রত্যুত্তরক্রমে এবংবিধ নাটকীয় কথোপকথনের অসদ্ভাব নাই।

ব্রাহ্মণ গ্রন্থের গদ্যপদ্যময় সরলভাবপূর্ণ ভাষা, লৌকিক ব্যাকরণ বিরুদ্ধ বিভক্তি প্রত্যয়াদির অসারসিক প্রয়োগ, সংহিতোক্ত মন্ত্রের উদ্দেশ্য, পরস্পর সম্পর্ক এবং উৎপত্তি প্রণালী, সূক্তপ্রণেতার মানসিক অবস্থা ও সূক্ত রচনার প্রয়োজন, ব্রাহ্মণভাগে যে ভূরি পরিমাণে দৃষ্ট হয়—শুনঃশেফের এই মনোহর আখ্যায়িকায় তাহা স্পষ্টাক্ষরে নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে। ইহা হইতে তৎকালীন আর্য্যসমাজের অবস্থাও পরিজ্ঞাত হওয়া যাইতেছে। যে সময়ের প্রমাণসিদ্ধ ঐতিহাসিক তত্ত্ব জগতের কোন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না, যে স্মরণাতীত কালের ইতিহাস বিস্মৃতির অতল গর্ভে চিরদিনের জন্য নিমজ্জিত হইয়াছে, বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণ গ্রন্থে সেই সময়ের জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি আমাদের নয়নফলকে প্রতিবিম্বিত হইতেছে।

জগতের সভ্যতম প্রাচীন জাতিদিগের মধ্যে অভীষ্ট দেবতার প্রীতি ও সন্তোষ বিধানার্থ সময় সময় রোমহর্ষণ নরবলি প্রদত্ত হইত, প্রাণীশ্রেষ্ঠ মনুষ্যের শোণিতপাতে সময় সময় আরাধ্য দেবতার উপাসনা ভক্তির অতিমাত্র উদ্রেক হেতু উপাসক কর্ত্তৃক কলঙ্কিত হইত, উপাস্য দেবতার অধিষ্ঠানভূমি কখন কখন মানব রক্তপাতে অনুরঞ্জিত হইত। প্রচীন কালের অনেকানেক সভ্য জাতির মধ্যে এই হৃদয়বিদারক ভয়াবহ প্রথা প্রচলিত ছিল বটে *, কিন্তু ভারতবর্ষীয় বৈদিক সাহিত্য ভিন্ন তাহার নিদর্শন কুত্রাপি

* জগতের প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন সুসভ্য জাতির জনপ্রবাদ ও ইতিহাস, উপাস্য দেবতার প্রসন্নতা লাভার্থ তাহাদের মধ্যে নরবলি প্রদত্ত হইত বলিয়া, শোণিতরঞ্জিত জ্বলন্ত অক্ষরে সাক্ষ্য দিতেছে। গ্রীক্, রোম্যান্, জার্ম্মেন্, ফিনিসিয়ান্, ইহুদীয়, মেক্সিকান্, ও পেরুবিয়ান্ প্রভৃতি যাবতীয় সুসভ্য প্রাচীন জাতিই আরাধ্য দেবতার উপাসনায়, সময় সময় নরবলি প্রদান পুরঃসর মনুষ্যের শোণিত পাতে স্ব স্ব ধর্ম্ম কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে। আব্রাহাম স্বীয় প্রিয়পুত্রকে, ও গ্রীক বীরকেশরী এগামেম্নন প্রিয়তমা দুহিতা

পরিলক্ষিত হয় না। ঋগ্‌বেদ সংহিতায় পুরুষসূক্ত ভিন্ন অন্য কোনও স্থলে

ইফিজেনিয়াকে আরাধ্য দেবতার প্রসন্নতা লাভার্থ বলি প্রদান করিতে উদ্যত হইয়াছিলেন। ফিনিসিয়ানেরা মোলক্ দেবের নিকট নির্ম্মম হৃদয়ে স্বীয় সন্তানাদি বলি দিত।

গ্রীসের অন্তর্গত আর্কেডিয়া প্রদেশে লাইকেয়েন্ দেবরাজ ইন্দ্রের (জিয়াস্ লাই-কেয়েন্‌স্) নিকট বৎসর বৎসর যে নরবলি দিতে আরম্ভ করেন, প্রবল পরাক্রান্ত রোমের সম্রাট্‌দিগের শাসনকালেও আর্কেডিয়ায় তাহা প্রচলিত ছিল। সম্রাট্ এড্রিয়ান্ রোম সাম্রাজ্যের স্থলে স্থলে নরবলি প্রবর্ত্তিত দেখিয়া, তন্নিবারণার্থ নিষেধ আজ্ঞা প্রচার করেন। গ্রীস্‌দেশের অন্তর্গত লুকাস্ নগরীতে এপলো (সূর্য্য) দেবের উৎসব সময়ে প্রতি বৎসর এক এক জন মনুষ্য গিরিশিখর হইতে সাগরগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইত। গ্রীসের সুপ্রসিদ্ধ আথেন্স নগরীতে নাগরিক ও নগরবাসিনীগণের পক্ষ হইতে প্রতি বর্ষে ও বিশেষ বিপৎপাতের সময়ে এপলো দেবের উদ্দেশে এক জন নর ও একটি নারী অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হইয়া দগ্ধী-ভূত ও ভস্মসাৎ হইত। এই রোমহর্ষণ উৎসব 'থার্গেলিয়া' নামে প্রসিদ্ধ। মেছিলিয়া নগরী-তেও এবংবিধ ভীষণ উৎসব বৎসর বৎসর সম্পাদিত হইত। প্রসিদ্ধ গ্রীক চরিতাখ্যায়ক প্লূতার্ক গ্রীক বীরকেশরী থেমিষ্টোক্লিশের জীবনচরিতে লিখিয়াছেন, যে তিনি সেলামিসের ইতিহাস প্রসিদ্ধ অর্ণবযুদ্ধে জয় লাভ করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে তিন জন হতভাগ্য পারসীক বন্দীকে ডায়োনিসিয়াস্ দেবের নিকট বলিদান করিয়া, স্বীয় বিমল যশে দুরপনেয় কলঙ্ক-কা-লিমা অর্পণ করেন।

রোম্যান্‌গণের মধ্যেও নরবলির উদাহরণের অসদ্ভাব নাই। প্রাচীন ইতালীয়গণের মধ্যে "সেবাইন"গণ দুর্ভিক্ষাদি আকস্মিক বিপৎপাত নিবারণার্থ মার্চ্চ ও এপ্রিল মাসে বসন্ত-জাত মনুষ্যপশ্বাদি উপাস্য দেবতার সমীপে বলি দান করিত। কার্টিয়াস ও ডেছাই ভ্রাতৃ-বৃন্দের আত্মোৎসর্গ বিবরণ কোন্ ইতিহাসজ্ঞ পাঠক অবগত না আছেন? বীরপ্রসবিনী রাজপুতনার ইতিহাসে এবংবিধ আত্মোৎসর্গের কাহিনী ভূরি পরিমাণে দৃষ্ট হয়। রাজপুত-নায় কত কত রোমহর্ষণ ও হৃদয় বিদারক "জোহার" সংঘটিত হইয়াছে, তাহার ইয়ত্তা নাই। জুলিয়াস সিজারের সৈন্যগণ রোম নগরীতে বিদ্রোহানল প্রজ্বালনের চেষ্টা করিলে, তাহাদের দুইজন বিদ্রোহী ধৃত হইয়া যুদ্ধদেবতা মার্‌সের মন্দিরে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল। সুপ্রসিদ্ধ গ্রীক্ ঐতিহাসিক ডাওনিসিয়াস্ বলেন যে সেটারণের (শনিশ্চর) নিকট প্রাচীনকালীয় নরবলি প্রদান প্রথা উঠিয়া গেলে, স্বদেশীয়গণের পরিতোষার্থ এই উৎসব গ্রীকবীর হার্কিউ-লিস্ কর্ত্তৃক পুনরায় প্রবর্ত্তিত হয়। রোম নগরে প্রতি বৎসর মে মাসের ত্রয়োদশ দিবসে দেবগণের প্রসন্নতা প্রাপ্তির নিমিত্ত "লেমিউরিয়া" নামক উৎসব সম্পাদিত হইত। তাহাতে তৃণ নল বাঁশাদি নির্ম্মিত ত্রিশটী মনুষ্যাকৃতি প্রতিমূর্ত্তি দেবসেবিকা চিরকুমারীগণ কর্ত্তৃক টাইবার নদের জলে নিক্ষিপ্ত হইত। প্রাচীন মেক্সিকো ও পেরুবাসীগণ দেবশ্রেষ্ঠ সূর্য্যের নিকট নরবলি প্রদান করিয়া, তাঁহার প্রসাদ লাভ করিত। সামাজিক ও রাজ-

নরবলির সুস্পষ্ট উল্লেখ নাই *। কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ (৬।৮), বাজসনেয়ী সংহিতা (৩০ অধ্যায়), শতপথ ব্রাহ্মণ প্রভৃতি গ্রন্থে নরবলির কেবল উল্লেখ কেন, নরমেধের সবিশেষ বিবরণও দৃষ্ট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে নরমেধ যজ্ঞে পুরুষ হইতে মেধ বহির্গত হইয়া, উত্তরোত্তর অশ্ব, বৃষভ, ভেড়া, ছাগল, পৃথিবী, এবং অন্নে প্রবিষ্ট হইল। কালক্রমে অন্ন নির্ম্মিত পুরোডাশই মনুষ্যাদি প্রাণীবর্গের স্থান অধিকার করিল। অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে যে নরমেধের অনুষ্ঠান হইত, ভারতীয় দেবগণ যে নরবলি গ্রহণ করিত, তাহার সন্দেহ নাই। যাঁহারা দেবতার পরিতুষ্টির নিমিত্ত গঙ্গাসাগরে স্বীয় পুত্র কন্যা অম্লান বদনে ভাসাইয়া দিত, যাঁহারা দেবপ্রসাদ লাভার্থ সতীদাহাদি কার্য্যে স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে সঙ্কুচিত হইত না,—যাঁহারা অশনে, বসনে, শয়নে, স্বপনে, অভীষ্ট দেবতার প্রতি গভীর ভক্তি ও শ্রদ্ধার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিতে কখনও ত্রুটি করেন নাই,—যাঁহারা প্রিয়তম বস্তু মাত্রকেই দেবোদ্দেশ্যে উৎসর্গ করিয়া পরমা তৃপ্তি লাভ করিত,—যাঁহারা পুনর্জ্জন্ম ও আত্মার অবিনশ্বরতায় দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন পূর্ব্বক দেবোদ্দেশ্যে উৎসৃষ্ট প্রাণিবর্গ মাত্রকেই ভববন্ধন মুক্ত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন,—তাঁহাদের মধ্যে নরবলির ভীষণ অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? এই নিমিত্তই অধ্যাপক মক্ষমুলার, ডাক্তার হোগ এবং রাজেন্দ্রলাল

Wrong

নৈতিক এবং ধর্ম্মবিষয়ক গোড়ামির দরুণ প্রায় প্রতি দেশের ইতিহাসই নরশোণিতে ও নরদাহনের দুরপনেয় কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে। ইদানীন্তন কালেও তাহার উদাহরণের অসদ্ভাব নাই।

* রোজেন সাহেবের মতের অনুসরণ করিয়া ঋগ্‌বেদ সংহিতার অনুবাদক শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয় বলেন যে "ঋগবেদ রচনার সময়ে নরবলি প্রথা (আর্য্যসমাজে) প্রচলিত ছিল না। কেননা যে গ্রন্থে সোম ও ঘৃত অভিষবের কথা সহস্রবার বলা হইয়াছে, নরবলির প্রথা সে সময়ে প্রচলিত থাকিলে সে গ্রন্থে তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই কেন?"

শতপথ ব্রাহ্মণে (১৩।৬।৬।১) লিখিত আছে যে পঞ্চরাত্রব্যাপী পুরুষমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া, পুরুষ নারায়ণ সর্ব্ববিধ প্রাণীবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন।

পুরুষ হ নারায়ণোঽকাময়ত, 'অতিতিষ্ঠেয়ং সর্ব্বাণি ভূতানি; অহমেবেদং সর্ব্বং স্যাং' ইতি। স এতং পুরুষমেধং পঞ্চরাত্রং যজ্ঞক্রতুমপশ্যৎ। তমাহরৎ। তেনাযজত। তেনেষ্ট্বাত্যতিষ্ঠৎ সর্ব্বাণি ভূতানি ইদং সর্ব্বমভবৎ। অতিতিষ্ঠতি সর্ব্বানি ভূতানি, ইদং সর্ব্বং ভবতি, য এবং বিদ্বান্ পুরুষমেধেন যজতে, যো বা এতদেবং বেদ।

মিত্র প্রভৃতি পুরাতত্ত্ববিৎ মহোদয়েরা প্রাচীন ভারতে নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

আমরা শুনঃশেফের উপাখ্যানে (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭।১৩-১৮) কি হৃদয়বিদারক দৃশ্য দর্শন করিলাম! কি রোমহর্ষণ ব্যাপারই প্রত্যক্ষবৎ অনুভব করিলাম! বনবাসী শ্রেষ্ঠকুলোৎপন্ন জনৈক ঋষি ক্ষুৎপিপাসাতুর হইয়া, কয়েকটি পশুর বিনিময়ে স্বীয় প্রিয়তম পুত্রকে সুপ্রসিদ্ধ রাজর্ষি পুত্রের নিকট বিক্রয় করিতেছেন। রাজপুত্র আত্মজীবনের পরিবর্ত্তে নিরপরাধী তাপস তনয়ের প্রাণসংহারে উদ্যত হইতেছেন, এবং ধার্ম্মিকবর রাজা হরিশ্চন্দ্র * স্বীয় অবিনয়ী পুত্রের মমতায় মুগ্ধ হইয়া, এই নৃশংসকার্য্য অনুমোদন পুরঃসর কার্য্যে পরিণত করিতেছেন। যৎসামান্য অর্থের প্রলোভনে তপোনিরত ঋষি স্বকীয় ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইয়া অপরের অসাধ্য কর্ম্ম সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, নৃশংস ঘাতকের ন্যায় শাণিত অসি হস্তে আপনার পুত্রের বধ সাধনার্থ দণ্ডায়মান হইয়াছেন। ব্রাহ্মণ হইয়া হীনজাতীয় শূদ্রাদিরও † ঘৃণিত কার্য্য সম্পাদনার্থ অসঙ্কুচিত চিত্তে উদ্যোগী হইয়াছেন। এই অসম্ভাবিত বিপৎপাতে শুনঃশেফ নির্ম্মম মনুষ্যগণের হস্ত হইতে পরিত্রাণ প্রাপ্তির নিমিত্ত ভক্তিরসাভিষিক্তচিত্তে দেবগণের স্তুতি আরম্ভ করিলেন। অনন্তর দেবগণের প্রসাদে বিপন্মুক্ত হইয়া তিনি স্বীয় বাঞ্ছিত

---

* রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের সুবিস্তীর্ণ মনোহর উপাখ্যান পদ্মপুরাণ, ও মার্কণ্ডেয় পুরাণে (১।৭-৯ অধ্যায়) দৃষ্ট হয়। তাহাতে হরিশ্চন্দ্রের দানশীলতা, স্বার্থত্যাগ ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, এবং বিশ্বামিত্র ঋষির নৃশংসতা, কঠোরতা, ও স্বার্থপরতা,—জ্বলন্ত অক্ষরে বর্ণিত আছে। যাঁহারা ইহুদী ধর্ম্মবীর যোবের সহিষ্ণুতা দেখিয়া বিস্মিত হন, তাঁহারা মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের উপাখ্যান পাঠ করিয়া দেখুন যে জগতে এবংবিধ প্রভুভক্তি, ধর্ম্মপরায়ণতা ও সহিষ্ণুতার দৃষ্টান্ত একান্ত বিরল কি না? এমন উজ্জ্বল চিত্র জগতের সাহিত্যের ইতিহাসে কুত্রাপি লক্ষিত হয় কি না? রাজা হরিশ্চন্দ্রই সম্যকরূপে পরিজ্ঞাত ছিলেন যে,

নামুত্র হি সহায়ার্থং পিতা মাতা চ তিষ্ঠতঃ।
ন পুত্রদারং ন জ্ঞাতি, ধর্ম্মস্তিষ্ঠতি কেবলঃ॥ (মনুসংহিতা ৪।২৩৯)

† শূদ্র শব্দ শুচ্ ও দ্রু ধাতুদ্বয় হইতে উৎপন্ন বলিয়া, নিরুক্তকার যাস্ক নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পুরাণাদিতেও এই ব্যুৎপত্তি গৃহীত হইয়াছে।

শোচন্তশ্চ দ্রবন্তশ্চ, পরিচর্য্যাসু যে রতাঃ।
নিস্তেজসোঽল্পবীর্য্যাশ্চ, শূদ্রান্ তানব্রবীত্তু সঃ॥ ১৬৫ (বায়ুপুরাণ।)

ফল লাভ করিলেন। নরপিশাচ পিতাকে পরিত্যাগ পুরঃসর তিনি মহর্ষি বিশ্বামিত্রের * শরণাপন্ন হইলেন। বিশ্বামিত্র তাঁহাকে জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে

---

* বিশ্বত্রয়েণ যো মিত্রং কর্ত্তুং ন শকিতাঃ পুরা।
বিশ্বামিত্রস্তু তে মৈত্রীং ইষ্টঞ্চাহর্ত্তুমিচ্ছতি॥ (মার্কণ্ডেয় পুরাণ, ৮।২৩৪)

বিশ্বামিত্র ও তাঁহার বংশধর ঋষিগণ—ঋক্‌সংহিতার তৃতীয় মণ্ডলের স্রষ্টা কবি বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। গাথিনো বিশ্বামিত্রাঃ। স তৃতীয়ং মণ্ডলমপশ্যৎ।

ঋক্‌সংহিতার ৩।৩৩, ৩।৪৩।৪-৫, ৩।৫৩, ১০।১৬৭।৪, ৩।১।২১, ৩।১৮।৪, ১০।৮৯।১৭ ঋকে বিশ্বামিত্র ও তদ্‌বংশীয় কৌশিক ঋষিগণ যে দিব্যজ্ঞানযুক্ত ঋক্‌প্রণেতা ও অগ্নিদেবের প্রাচীন উপাসক ছিলেন, তাহা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয়। ৩।৫৩।৯ ঋকে বিশ্বামিত্রের আলৌকিক ক্ষমতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে।

মহান্ ঋষি র্দেবজা দেবজূতো, অস্তভ্নাৎ সিন্ধুং অর্ণবং নৃচক্ষাঃ।
বিশ্বামিত্রো যদবহৎ সুদাসং, অপ্রিয়ায়ত কুশিকেভিরিন্দ্রঃ॥

বিশ্বামিত্র মহান্ ঋষি। তিনি দেবের জনয়িতা, ও দেব কর্তৃক আকৃষ্ট। তিনি নেতৃগণের উপদেষ্টা। তিনি জলপূর্ণ সিন্ধুর বেগ নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি পিজবনের পুত্র সুদাসের পৌরোহিত্য কর্ম্ম করিয়া প্রভূত ধন গ্রহণ পুর্ব্বক স্বীয় অবাসস্থানে প্রত্যাগমন কালে শতদ্রু ও বিপাশা নদীর সঙ্গম স্থলে উপনীত হইলেন। তিনি ৩।৩৩।১-৩ ঋক্ তিনটি দ্বারা অগাধজলবিশিষ্ট নদী দ্বয়ের স্তব করিয়া, নদীর অপর তীরে উত্তীর্ণ হন।

তত্রেতিহাসমাচক্ষতে। বিশ্বামিত্রঃ ঋষিঃ সুদাসঃ পৈজবনস্য পুরোহিতো বভুব। স বিত্তং গৃহীত্বা বিপাট্‌-ছতুদ্র্যোঃ সম্ভেদং অযযৌ। অনুযযুরিতরে। স বিশ্বামিত্রো নদীস্তুষ্টা গাধা ভবত ইতি। (নিরুক্ত, ২।২৪)

অথোত্তীর্ষু বিশ্বামিত্রোঽগাধজলে তে নদ্যৌ দৃষ্ট্বা উত্তরণার্থং আদ্যাভিস্তিসৃভিস্তুষ্টাব।
(ঋক্‌সংহিতার ভাষ্যকার সায়নাচার্য্য)

"তৎকালে ঋষিগণ ফলমূলাহারী বনবাসী ছিলেন না। তাঁহারা সাংসারী গৃহস্থ ছিলেন, পুত্রকলত্রাদির সহিত সংসারে বাস করিয়া বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতেন। বিশ্বামিত্র বোধ হয় একজন রাজা ছিলেন, অথবা তৎকালের অনেক ঋষিগণের ন্যায় যুদ্ধকালে যোদ্ধাশ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং যখন বহুকাল পরে ভারতবর্ষে জাতি বিভাগ স্থিরীকৃত হয়, তখন এই উপাখ্যান কল্পিত হইল যে বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণ হইলেন। ঋগ্বেদে এ উপাখ্যানের কোনও উল্লেখ নাই। বিশ্বামিত্রবংশীয় ও বশিষ্ঠবংশীয়গণের মধ্যে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল।"

শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয়ের এই উক্তির প্রামাণিকতায় আস্থাবান হইতে পারিতেছি না। কারণ ঋক্‌সংহিতায় এক স্থলে (৩।৩৩।৫) স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে—'হে ইন্দ্র আমাকে

গ্রহণ করিয়া, স্বীয় পুত্রগণ মধ্যে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব প্রখ্যাপিত করিলেন। মক্ষমূলার বলেন যে দুর্দ্ধর্ষ বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব * প্রাপ্তির অনতি বিলম্বেই এই ঘটনা সংঘটিত হইয়া থাকিবে। নতুবা তিনি 'রাজপুত্র' ও "ভরতর্ষভ" নামে কখনও সম্ভাষিত হইতেন না। ডাক্তার মিউরের নির্দ্দেশ অনুসারে এই উপাখ্যানে কোনও ঐতিহাসিক তত্ত্বপূর্ণ বিবরণ নাই।

উপনিষদ্ গ্রন্থ।

যে উপদেশ বাক্য শ্রবণে দিব্য জ্ঞানের উদয় হইয়া ঈশ্বরের সামীপ্যলাভ সংঘটিত হয়, যাহার অধ্যয়ন ও অনুধ্যানে মায়া মোহ জনিত অজ্ঞতা বিদূরিত হইয়া যাবতীয় বিশ্বভুবন স্থিত পদার্থে জগদীশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শন জনিত অনি-

---

লোকের রক্ষক কর, সকলের স্বামী কর, ঋষি কর, অভিষুত সোমের পানকর্ত্তা কর, এবং ক্ষয়রহিত ধন প্রদান কর।' এই সূক্তের বক্তা ঋষি বিশ্বামিত্র।

* মহাভারতের আদিপর্ব্বে (১৭৫ অধ্যায়), উদ্যোগ, অনুশাসন ও শল্য পর্ব্বে, রামায়ণের বালকাণ্ডে (৫১-৬৪ অধ্যায়) বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্রের বিসংবাদ এবং বিশ্বামিত্রের ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির সবিশেষ বিবরণ দৃষ্ট হয়। বশিষ্ঠাশ্রমে একদা উপনীত হইয়া গাধিপুত্র রাজা বিশ্বামিত্র ব্রহ্মতেজের নিকট ক্ষত্রিয় তেজ সম্পূর্ণ পরাভূত হইতে দেখিয়া, ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত কঠোর তপশ্চর্য্যা আরম্ভ করেন, এবং অবশেষে তপস্যার ফল স্বরূপ তাঁহার ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্তি ঘটে। বিশ্বামিত্রের কার্য্যাবলী অনুশাসন পর্ব্বে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে।

তেন হ্যমিতবীর্য্যেণ বশিষ্ঠস্য মহাত্মনঃ।
হতং পুত্রশতং সদ্য স্তপসাপি পিতামহ॥
মহান্ কুশিকবংশাশ্চ ব্রহ্মর্ষিশতসঙ্কুলঃ!
স্থাপিতো নরলোকেঽস্মিন্ বিদ্বান্ ব্রাহ্মণসংযুতঃ॥
ঋচীকস্যাত্মজশ্চৈব শুনঃশেফো মহাতপা।
বিমোক্ষিতো মহাসত্রাৎ পশুতামপ্যুপাগতঃ॥
ত্রিশঙ্কু র্বন্ধুতি মুক্ত ঐক্ষাকুঃ প্রীতিপূর্ব্বকং।
অবাক্‌শিরা দিবং নীতো দক্ষিণামাশ্রিতো দিশং॥
ততো বিঘ্নকরী চৈব পঙ্কচূড়া সুসম্মতা।
রম্ভা নামাপ্সরাঃ শাপাদ্ যস্য শৈলত্বমাগতা॥
তথৈবাস্য ভয়াদ্ বদ্ধা বশিষ্ঠঃ সলিলে পুরা।
আত্মানং মজ্জয়ন্ শ্রীমান্ বিপাসঃ পুনরুত্থিতঃ।

(মহাভারত, অনুশাসন পর্ব্ব)

র্ব্বচনীয় আনন্দ উপলব্ধি হয়, যাহার অনুশীলনে জগৎপতি ও তৎসৃষ্ট জগতের একত্ব অনুভূত হইয়া যাবতীয় ভেদাভেদ ও মায়া-মোহজ অজ্ঞতা তিরোহিত হয়, যাহার চিন্তনে ও মননে সুখদুঃখাদি বিষয়ক ভেদজ্ঞান অন্তর্হিত হইয়া মোক্ষ লাভ সংঘটিত হয়—সেই ভক্তিরসাশ্রিত জ্ঞানগর্ভ উপদেশ বাক্যের নাম উপনিষদ্ *। ইহাতে জ্ঞানকাণ্ডময় একেশ্বরবাদ বর্ণিত ও প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহা কর্ম্মকাণ্ডাত্মক বেদের শিরোভূষণ রূপে তাহার অন্তিম ভাগে সংগৃহীত, আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে। বস্তুতঃ বেদের সংহিতা, ব্রাহ্মণ বা আরণ্যক ভাগে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অথবা একত্র সংগৃহীত অবস্থায় পরমব্রহ্ম প্রতিপাদক যে সকল বচন ও উপদেশ বিদ্যমান আছে, তাহাই প্রকৃত পক্ষে উপনিষৎ পদের বাচ্য। বেদ সংহিতায় ভারতীয় বিজ্ঞান, দর্শন এবং তত্ত্বজ্ঞানের যে বীজ প্রথম সংরোপিত হয়, আরণ্যকে তাহা অঙ্কুরিত ও মুকুলিত, এবং উপনিষদে তাহা সুবিশাল বৃক্ষরূপে পরিণত হয়। পারমার্থিক জ্ঞানের অনুশীলন, এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের আদিম কারণের অনুসন্ধান ও পর্য্যালোচনা ঋগ্বেদ সংহিতায় প্রথমত আরব্ধ হয় বটে, কিন্তু উপনিষদেই সেই জ্ঞান সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয় †। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপাদক, তৎস্বরূপ, জগতের উৎ-

---

* উপনিষদ্ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ (১) সমীপে উপবেশন।

মনসা ইদুপসীদত। (ঋক্‌সংহিতা, ৯।১১।৬)

বায়ঃ সুপর্ণা উপসেদুরিন্দ্রং। (ঋক্‌বেদ, ১০।৭৩।১১)

(২) বশ্যতা, অধীনতা।

ক্ষত্রায় তদ্ বিশমধস্তাদ্ উপনিষাদিনীং করোতি (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৯।৪।৩।৩)

গুরুভক্ত ও বিদ্যাশিক্ষার্থী শিষ্যবর্গ গুরুর সমীপে উপবেশন পূর্ব্বক সংযতমনে তন্মুখনিঃসৃত সত্যপূর্ণ উপদেশ শ্রবণ করিয়া কৃতার্থম্মন্য হইতেন বলিয়া, (৩) দৃঢ়ভক্তি অর্থে এই শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

যদেব বিদ্যয়া করোতি শ্রদ্ধয়োপনিষদা, তদেব বীর্য্যবত্তরং। (ছান্দোগ্যোপনিষদ্)

(৪) যে গুহ্য রহস্যপূর্ণ দেবাদেশ বা অপৌরুষেয় বাক্য দ্বারা জিতেন্দ্রিয় হওয়া যায়, যদ্দ্বারা অজ্ঞতা বিদূরিত হইয়া দিব্যজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায়,—তাহাই এক্ষণে উপনিষৎ পদের প্রতিপাদ্য। পাণিনির জীবিকোপনিষদাবৌপম্যে' (১।৪।৭৯) সূত্রে উপনিষদ্ শব্দের যে উল্লেখ দৃষ্ট হয়, তাহা পবিত্র বেদাংশ বাচক নয়।

† হিন্দু সমাজস্থ বিভিন্ন লোকে বিবিধ সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া কর্ম্মকাণ্ড প্রণালী অবলম্বন করিয়া চলিতেছিল বটে, কিন্তু কাল ক্রমে অচিন্ত্য ও অনির্ব্বচনীয় স্বরূপ বিশ্বকারণের

পত্তি প্রণালী, জীবের প্রকৃতি ও সুখদুঃখ, পরলোক ও মুক্তি প্রভৃতি বিষয়ের

অনুসন্ধান বিষয়ের কিছু কিছু বাহুল্য হইয়া আসিল। মনুষ্যেরা অসভ্যাবস্থা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, ধন প্রাণের বিঘ্ন ভয় হইতে ক্রমশঃ যত বিমুক্ত হইতে থাকেন, ততই নানাবিষয়ের বিবেচনা করিতে অবসর প্রাপ্ত হন। এবং এই অখিল ব্রহ্মাণ্ড কিরূপে উৎপন্ন হইল, কেই বা ইহা উৎপাদন করিল, সেই বিশ্বকারণের স্বরূপই বা কিরূপ, এই সমস্ত অতি দুর্ব্বোধ নিগূঢ় বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধানে প্রবৃত্ত হন। ভারতবর্ষীয় আর্য্যেরাও এই পদ্ধতি অনুসারে এই সকল বিষয়ে অনুধ্যানশীল হইতে লাগিলেন এবং যুক্তি পরম্পরা অবলম্বন করিয়া এক মাত্র অদ্বিতীয় স্বরূপ বিশ্বকারণের অস্তিত্ব-জ্ঞান উপার্জ্জন করিলেন। এই জ্ঞান লাভটি কদাচ সর্ব্বসাধারণের ক্রমাগত জ্ঞানোন্নতির পরিণাম নহে, অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান কোন কোন বিচক্ষণ ব্যক্তির জ্ঞান পরিপাকের ফল সন্দেহ নাই। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি উপনিষদ্ নামে বিখ্যাত। উপনিষৎ-কর্ত্তারা যে অতিমাত্র অনুধ্যানশীল ছিলেন এবং পরমার্থ চিন্তা বিষয়ে প্রগাঢ় পরিশ্রম করিয়াছিলেন, উপনিষৎ আবৃত্তি মাত্রই তাহা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হইতে থাকে। তাঁহারা জগতের মূল ও স্বরূপ নির্দ্দেশ বিষয়ে মধ্যে মধ্যে যে সমস্ত অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, তাহা পরিমার্জ্জিত বুদ্ধি ব্যতিরেকে উদ্ভাবিত হওয়া সম্ভব নয়। তাঁহাদের সময়ে বিজ্ঞান শাস্ত্রের শ্রীবৃদ্ধি হয় নাই বলিয়া, তদীয় গ্রন্থ গুলি সর্ব্বস্থলে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর না হউক, তথাচ এক এক স্থলে এক একটি এরূপ অভিপ্রায় প্রকটিত আছে যে বোধ হয়, অধুনাতন কালোত্তর-বুদ্ধিমান অত্যল্প লোক ব্যতিরেকে অন্যে তাহার প্রকৃত তাৎপর্য্য গ্রহে সমর্থ হয় না। উপনিষৎ প্রণেতা প্রাচীন পণ্ডিতেরা অনেকানেক বচনে পরামার্থ চিন্তনের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বিশ্বকারণ যে অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় স্বরূপ তাহা নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা।
অস্তীতি ব্রুবতোঽন্যত্র কথং তদুপলভ্যতে ॥ (কঠোপনিষদ্, ৬।১২)

তাঁহারা পরমার্থ বিষয়ে বুঝি কেবল এই অনুক্ত দুইটি কথা সুস্পষ্ট লিপিবদ্ধ করিতে অবশিষ্ট রাখিয়াছেন। (১) যাঁহারা এই অদ্ভুত জগতের অদ্ভুত কারণের অদ্ভুত স্বরূপ নির্দ্দেশ করিতে না পারিয়া তাঁহাতে কল্পিত গুণ ও কল্পিত স্বরূপ আরোপ করেন, তাহারাই যথার্থ জ্ঞানান্ধ। (২) যাঁহারা অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় স্বরূপ বিশ্বকারণকে বিজ্ঞাত ও বিজ্ঞেয় স্বরূপ বলিয়া উপদেশ প্রদান করেন, তাঁহারই প্রকৃত রূপ অপ্রকৃতবাদী।

যদিও অতি প্রাচীন ঋগ্‌বেদের অপেক্ষাকৃত আধুনিক সূক্তবিশেষে উল্লিখিত রূপ জ্ঞানানুশীলনের আরম্ভ হয়, কিন্তু উপনিষদ্ মধ্যে তাহা বহুলীকৃত ও একরূপ প্রণালীবদ্ধ হইয়া আসে। সমস্ত উপনিষদ্ নিতান্ত এক সময়ের ও তাহার প্রত্যেকে কেবল এক একটি পণ্ডিতের বিরচিত নহে। সেই সমুদায়ে নানা সময়ের ও নানা লোকের প্রণীত নানাবিধ শ্লোক

অতি নিগূঢ় রহস্য উপনিষদেই বিশিষ্ট রূপে আলোচিত ও মীমাংসিত হইয়াছে*। উপনিষদে এমন সকল অমূল্য ভাবরত্ন সন্নিবিষ্ট আছে, যে জগতের সাহিত্যের অন্য কোথায়ও তৎতুল্য উদার ও গম্ভীর ভাব নাই বলিলেও অত্যুক্তি দোষে দূষিত হইতে হয় না। এই নিমিত্তই বোধহয় অদ্বৈত ব্রহ্মবাদী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় স্বপ্রকাশিত কেনোপনিষদের ভূমিকায়, উপনিষদ্ বিরোধী বেদমন্ত্রাদির প্রামাণিকতা নাই বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই, এবং ব্রিটিস মিউজিয়াম পরিদর্শন কালে ডাক্তার রোজেন্‌কে মুদ্রাঙ্কিত করণার্থ ঋগ্-বেদের প্রতিলিপি লইতে দেখিয়া, বুদ্ধিমান ব্যক্তিও বেদের ন্যায় একান্ত অকর্ম্মন্য বিষয়ে এবংবিধ রূপে সময় ক্ষেপন করিতে লজ্জিত হয় না ভাবিয়া, একান্ত বিস্ময়াপন্ন হন। বেদকে যিনি অসঙ্কুচিত চিত্তে অকর্ম্মন্য ও অপ্রামাণিক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কেবল সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষা দিলে এদেশীয় লোক চিরকাল নির্ব্বোধ ও অজ্ঞানাচ্ছন্ন থাকিবে বলিয়া যাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, প্রকৃত জ্ঞান লাভ উদ্দেশ্যে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করিয়া আয়ুঃক্ষয় একান্ত নিষ্প্রয়োজন বলিয়া যাঁহার মনের ধারণা ছিল,—

সঙ্কলিত হয়। এমন কি তাহাতে মন্ত্রভাগ হইতেও অনেকানেক বচন উদ্ধৃত হইয়াছে ও ব্রাহ্মণোক্ত কোন কোন উপাখ্যান পুনরায় বিবৃত হইয়াছে।

উপনিষদ্ বিশেষে তাৎকালিক হিন্দুরা যেরূপ অবস্থাপন্ন ছিলেন, তাহা কিছু কিছু লক্ষিত হইতে পারে। তাহা পাঠ করিলে বোধ হয়, সে সময়ে হিন্দুরা এক প্রকার সভ্য হইয়া উঠিয়াছেন (কঠ, ১।১৬।২৩-২৫)। যে সময়ে প্রাচীন উপনিষদ্ সমুদয় বিরচিত হয়, সে সময়ে হিন্দুদিগের বর্ণবিভাগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল সন্দেহ নাই। উহার মধ্যে স্থানে স্থানে ব্রাহ্মণাদি বর্ণবিশেষের সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে। সে সময়ে ক্ষত্রিয়কুলোদ্ভব নরপতিরা অনেকেই আত্মজ্ঞানের উপদেষ্টা ছিলেন। ব্রাহ্মণ সন্তানেরা তাঁহাদের সমীপে শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়া তদ্বিষয়ে উপদিষ্ট হইতেন। বৃহদারণ্যকোপনিষদে মৈত্রেয়ী প্রভৃতি স্ত্রীগণকে বেদবাক্য দ্বারা আত্মজ্ঞান উপদেশ দেওয়া হয় এইরূপ লিখিত আছে। অতএব সেই উপনিষদের সেই সেই অংশ রচিত হইবার সময়ে স্ত্রীলোকের বেদাধিকার নিষেধ বিষয়ক ব্যবস্থা প্রচলিত হয় নাই বলিতে হইবে।" ("ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়" প্রথম ভাগের উপক্রমণিকা)

* কিং কারণং ব্রহ্ম? কুতঃ স্ম জাতা? জীবাম কেন? ক্ক চ সংপ্রতিষ্ঠিতাঃ?
অধিষ্ঠিতাঃ কেন সুখেতরেষু, বর্ত্তামহে ব্রহ্মবিদো ব্যবস্থাং?॥
কালঃ, স্বভাবো, নিয়তি, যদৃচ্ছা, ভূতানি যোনিঃ পুরুষ ইতি চিন্ত্যা।
সংযোগ এষাং ন ত্বাত্মভাবাদাত্মাপ্যনীশঃ সুখদুঃখহেতোঃ॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্)

সেই অলৌকিক প্রতিভাশালী সুপ্রসিদ্ধ রাজা রামমোহন রায়ই * উপনিষদোক্ত মত অবলম্বন পূর্ব্বক অদ্বৈত ও নিরাকার ব্রহ্মবাদী ব্রাহ্মধর্ম্ম সংস্থাপন করেন, এবং কতিপয় উপনিষদাদি অনুবাদিত ও প্রচারিত করিয়া সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত করিয়া গিয়াছেন।

ঋক্ ও অথর্ব্ব সংহিতায় একমাত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের অনুভব কি পর্য্যন্ত বিদ্যমান আছে, তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে কয়েকটি কথা বলিয়া, ঔপনিষদিক ব্রহ্মজ্ঞানের সহিত তাহার তুলনা করিব। ঋক্‌সংহিতার (৩।৫৫) সূক্ত দৃষ্টে সুস্পষ্ট উপলব্ধি হয় যে বৈদিক ঋষিগণ প্রকৃতির অনন্ত কার্য্যপরম্পরাকে প্রথমত দেবতা জ্ঞানে অর্চ্চনা করিয়া, সেই কার্য্যপ্রণালীর অভ্যন্তরে নিগূঢ় নিয়মবদ্ধ একতা দর্শন পুরঃসর প্রকৃতির একমাত্র নিয়ন্তা জগদীশ্বরের সত্ত্বা অনুভব

---

* রামমোহন রায় (১৭৭৪—১৮৩৩খৃঃ) হুগলী জিলার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শৈশবকালে গ্রাম্য পাঠশালায় বাঙ্গলা, পাটনায় পারসী ও আরবী এবং বারাণসীতে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করেন। এতদ্ভিন্ন তিনি গ্রীক্, ল্যাটিন্, হিব্রু, ইংরেজী, ফরাসী প্রভৃতি দশটি প্রধান ভাষায় লব্ধাধিকারী হন। সংস্কৃত শাস্ত্রের প্রগাঢ় অনুশীলনে তিনি প্রচলিত হিন্দু ধর্ম্মের পৌত্তলিকতায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ধ্বজা সর্ব্বাগ্রে উড্ডীয়মান করেন। নবপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্ম সর্ব্বসাধারণের মধ্যে প্রচারার্থ তিনি সকলের বোধগম্য বাঙ্গলা ভাষায় নানা ধর্ম্মবিচারবিষয়ক পুস্তক ও পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। তিনি বাঙ্গলাভাষায় গদ্য রচনার জনক বলিয়া বর্ণিত হইয়া থাকেন। তিনি অর্থ, ব্যাখ্যা, বৃত্তি ও অনুবাদ সমেত কেন (১৭৩৮শক, ১৩ই আষাঢ়), ঈশ (১৭৩৮, ৩১ আষাঢ়), কঠ (১২২৪ সাল, ১৬ ভাদ্র), মুণ্ডক ও মাণ্ডুক্য (১২২৪ সাল, ২১ আশ্বিন), ৫৫৮টি সভাষ্য বেদান্তসূত্র (১৭৩৭), বেদান্তসার (১৭৩৮), ছান্দোগ্য ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্; বজ্রসূচী (নির্ণয়াধ্যায়) (১৭৪৯), কুলার্ণবতন্ত্র (পঞ্চম খণ্ড), আত্মানাত্মবিবেক, গায়ত্রীর পরমোপাসনাবিধি (১৮২৭ খৃঃ), গায়ত্রীর অর্থ, গুরু পাদুকা, ব্রহ্মোপাসনা পদ্ধতি, মান্দ্রাজের শঙ্কর শাস্ত্রীর ও সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সহিত বিচার, ভট্টাচার্য্যের সহিত বিচার (১৭৩৯, ১৩ জ্যৈষ্ঠ), গোস্বামীর সহিত বিচার (১২২৫, ২ আষাঢ়), কবিতাকারের সহিত বিচার (১৭৯২), সংস্থাপনাকাঙ্ক্ষীর প্রশ্নোত্তর (১৭৪৪, ৩০ বৈশাখ), পথ্যপ্রদান [পাষণ্ডপীড়নের প্রত্যুত্তর], সহমরণ বিষয়ক পুস্তিকাত্রয়, মদ্যপান বিষয়ক বিচার, ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ [১৭৪৮], ব্রহ্মোপাসনার অনুষ্ঠান, প্রার্থনা পত্র, ক্ষুদ্রপত্রী, গৌড়ীয় ব্যাকরণ [১৮৩৩], সংবাদ কৌমুদী [১৮২০], ব্রাহ্মণ সেবধি মুদ্রিত ও প্রচারিত করেন। তাঁহার গ্রন্থাবলীতে রচয়িতার প্রগাঢ় বিদ্যা, বুদ্ধি, তর্কশক্তি, শাস্ত্রের সারগ্রাহিতা, বিনয়, গাম্ভীর্য্য ও উদারতা প্রভৃতি সদ্গুণের একশেষ প্রদর্শিত হইয়াছে।

করিতে শিক্ষা করিয়াছিলেন। প্রাকৃতিক কার্য্যপরম্পরার ঐক্য ও সামঞ্জস্য দৃষ্টে, বৈদিক সূক্ত প্রণেতা ঋষি এই চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে দেবগণের কার্য্য সমূহ ভিন্ন নহে। তাঁহাদের সমবেত শক্তি, ক্ষমতা ও সামর্থ্যই ঐশ্বরিক বল। ভিন্ন ভিন্ন প্রাকৃতিক ক্রিয়া অনন্তরূপী ঈশ্বরের বিভিন্ন শক্তি ও সৌন্দর্য্যের অভিব্যক্তি ব্যতীত আর কিছুই নহে। একই অগ্নি যজ্ঞীয় বেদীমধ্যে বিরাজিত আছেন, পৃথিবীতে বিকাশিত রহিয়াছেন,আকাশে উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং বনে প্রজ্জলিত হইয়া স্বীয় দীপ্তি দ্বারা বনভাগ আলোকিত করিতেছেন (৩।৫৫।৪)। অগ্নি উত্তাপ রূপে শস্য উৎপাদন করেন, সূর্য্যরূপে পশ্চিমদিকে অস্ত গমন করিয়া, পূর্ব্বদিকে সমুদিত হন। তিনি আকাশে বিচরণ করেন, ভূমিতে বসতি করেন (৩।৫৫।৫-৭)। দিবা ও রাত্রি পরস্পরের অগ্র পশ্চাৎ একই নিয়মে নিরন্তর আসিতেছে ও যাইতেছে। আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টি ও বাষ্পরূপী রস প্রদান করিতেছে (৩।৫৫।১১-১২)। যে নৈসর্গিক নিয়মানুসারে এক দিকে বজ্র উৎপন্ন হইতেছে, সেই অলঙ্ঘ্য নিয়মের বলেই অন্যদিকে বৃষ্টি-পাত হইতেছে (৩।৫৫।১৭)। একই সৃষ্টিকর্ত্তা মনুষ্য ও পশু পক্ষী দিগকে সৃজন করিয়াছেন। তিনিই ধান্যাদি শস্য উৎপাদন করিয়া জীবগণকে পালন করিতেছেন, ধন প্রদানে মনুষ্যগণকে সমৃদ্ধ করিতেছেন, এবং বৃষ্টিদানে পৃথিবীকে সুশীতল ও শস্যপূর্ণ করিতেছেন। একই দেববলের অলংঘ্য শাসনে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অহরহ পরিচালিত হইয়া, সর্ব্বশক্তিমানের অনন্ত শক্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। * মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং। (৩।৫৫।১)

---

* মহাভাগ্যাৎ দেবতায়া এক আত্মা বহুধা স্তূয়তে। একস্যাত্মনোঽন্যে দেবা প্রত্যঙ্গানি ভবন্তি। অপি চ সত্বানাং প্রকৃতি-ভূমভিঃ ঋষয়ঃ স্তবন্তি ইত্যাহুঃ। প্রকৃতি-সার্ব্বনাম্ন্যাচ্চ ইতরেতরজন্মানো ভবন্তি ইতরেতরপ্রকৃতয়ঃ, কর্ম্মজন্মান আত্মজন্মানঃ। আত্মা এবৈষাং রথো ভবতি, আত্মা অশ্বঃ, আত্মা আয়ুধং, আত্মা ইষব, আত্মা সর্ব্বং দেবস্য। [নিরুক্ত, ৭।৪]

ইন্দ্রং মিত্রং বরুণং অগ্নিমাহুঃ, অথো দিব্যঃ স সুপর্ণো গরুত্মান্।
একং সদ্ বিপ্রা বহুধা বদন্তি, অগ্নিং যমং মাতরিশ্বানমাহুঃ॥ [ঋকবেদ, ১।১৬৪।৪৬]
সুপর্ণং বিপ্রা কবয়ো বচোভি, রেকং সন্তং বহুধা কল্পয়ন্তি॥ [ঋক্‌বেদ ১০।১১৪।৫)
স বরুণঃ সায়মগ্নির্ভবতি, স মিত্রো ভবতি প্রাতরুদ্যান্।
স সবিতা ভূত্বা অন্তরীক্ষেণ যাতি, স ইন্দ্রো ভূত্বা তপতি মধ্যতো দিবং॥

(অথর্ব্বসংহিতা ১৩।৩।১৩)

ঋগ্‌বেদীয় ধর্ম্ম মানবীয় ধর্ম্মপ্রণালী সমূহের আদিম প্রস্রবণ। মানবীয় মন কিরূপে প্রকৃতির অনুপম সৌন্দর্য্যে বিমোহিত হইয়া, প্রকৃতি দেবীর উপাসনায় প্রথমতঃ প্রবৃত্ত হয়, ভাবাবিষ্ট ভক্তিপ্রবণ হৃদয় প্রাকৃতিক শক্তি গুলিতে কালক্রমে কিরূপে আলৌকিকত্ব ও দেবত্ব আরোপ করিতে ভাল বাসে, মানবীয় প্রীতি, ভক্তি, স্নেহ, ইচ্ছা, প্রেম ও দয়া প্রভৃতি গুণনিচয় আরাধ্য দেবতাতে আরোপণ পূর্ব্বক সরলহৃদয় ইষ্টদেবভক্ত মনুষ্য কল্পনা বলে নির্জীব দেবশক্তির সজীবতা বিধান করিয়া কিরূপে কৃতার্থম্মন্য হয়, বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র ঈশ্বরের অনন্ত শক্তির এক একটি শক্তিতে পৃথক্ পৃথক্ তদধিষ্ঠাত্রী দেবতার অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া, অনন্ত শক্তিমান্ দেবাধিদেব পর-ব্রহ্মের প্রেমে ব্যাকুলিত হৃদয়ে কিরূপে মানব আত্মসমর্পণ পুরঃসর অপরিসীম আনন্দ অনুভব করে,—মানবীয় ধর্ম্মের এই ক্রমিক বিকাশ ও চরম উন্নতি ঋক্‌সংহিতা ভিন্ন পৃথিবীর কোনও জাতির পবিত্র ধর্ম্মগ্রন্থে পরিলক্ষিত হয় না। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য ও কার্য্য রূপিনী কল্পিত দেবদেবীগণের স্তুতিগর্ভ সুমধুর পদাবলীতে বৈদিক আর্য্যধর্ম্ম আরব্ধ হইয়া, প্রাকৃতিক কার্য্যসমূহের একমাত্র নিয়ন্তা জগদীশ্বরের অনুধ্যানে ও আরাধনায় পর্য্যবসিত হইয়াছে। প্রাকৃতিক কার্য্য কলাপের অনুশীলন হইতে কিরূপে মানবীয় চিন্তা সেই কার্য্যের একমাত্র অদ্বিতীয় নিয়ন্তার অনুভবে ক্রমে ক্রমে অধিরোহণ করে, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ময়ী প্রতিমূর্ত্তির দর্শন ও তজ্জনিত আলোচনা হইতে মনুষ্য কিরূপে প্রকৃতির ঈশ্বরকে চিনিতে পারে, তাহা জগতের ধর্ম্ম শাস্ত্র সমূহের মধ্যে কেবল ঋক্-সংহিতায়ই দৃষ্টিগোচর হয়। কেবল ঋক্‌বেদেই জড়পদার্থের প্রশংসা, চৈতন্যবাদ ও তৎপরিণতি একেশ্বর বাদ,—পৃথিবীস্থ যাবতীয় ধর্ম্মের শৈশব, কৈশোর,

---

অদিতির্দ্যৌ অদিতিরন্তরীক্ষং, অদিতির্মাতা, স পিতা, স পুত্রঃ।
বিশ্বে দেবা অদিতিঃ পঞ্চজনা, অদিতির্জাতং, অদিতির্জনিত্বং॥ (ঋগ্‌বেদ, ১।৮৯।১০)
স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা পরমং তপো যৎ, স এব পুত্র, স পিতা, স মাতা॥
(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৩।১)

দেবস্ত্বষ্টা সবিতা বিশ্বরূপঃ, পুপোষ প্রজাঃ পুরুধা জজান।
ইমা চ বিশ্বা ভুবনানি অস্য, মহদ্দেবানামসুরত্বমেকং॥ (ঋগ্‌বেদ, ৩।৫৫।১৯)
এক এবাগ্নির্বহুধা সমিদ্ধ, একঃ সূর্য্যো বিশ্বমনুপ্রভূতঃ।
একৈবোষা সর্ব্বমিদং বিভাতি, একং বৈ ইদং বি বভূব সর্ব্বং॥ (বালখিল্য, ১০।২)

ও প্রৌঢ় এই ত্রিকালীয় বিভিন্ন অবস্থার একত্র সমাবেশ পরিদৃষ্ট হয়। প্রকৃতির উপাসনাতেই আর্য্যধর্ম্মের উৎপত্তি,—প্রকৃতির হিতকর, বিস্ময়কর, ভক্তিপ্রদ ও ভীতিজনক কার্য্যেই আর্য্যধর্ম্মের অবস্থিতি,—প্রাকৃতিক শক্তি-সমূহে কল্পনার প্রসাদে দেবভাবের আরোপ হইতে ক্রমে সর্ব্বশক্তিমান্ জগদীশ্বরের অনুধ্যানেই তাহার চরম উন্নতি। ঋক্‌সংহিতায় আর্য্যধর্ম্মের এই ত্রিবিধ অবস্থাই সমাবিষ্ট রহিয়াছে। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে প্রকৃতির মনোরম দৃশ্য ও কার্য্যগুলি একেবারে দেবদেবীর রূপ ধারণ করিয়াছে। তাহাতে প্রাকৃতিক শক্তিরূপী দেবগণের উদ্দেশ্যে ভক্তিরসাপ্লুত স্তুতি, অথবা প্রাকৃতিক কার্য্য সমূহের একমাত্র নিয়ন্তা ঈশ্বরের স্তোত্রমালা মাত্র বর্ত্তমান আছে। অতএব তাহা ঋগ্‌বেদ সংহিতার ন্যায় সম্পূর্ণ ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর নহে।

ঋক্‌সংহিতায় কোন কোন স্থলে অগ্নি, বরুণ, ইন্দ্র, ত্বষ্টা প্রভৃতি দেবগণের প্রত্যেককে ভক্তিমান কবি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা ও একমাত্র অধীশ্বর বলিয়া সময় সময় বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। বৈদিক ঋষি যে সময়ে যে দেবতার স্তুতি করিতে বসিয়াছেন, তাঁহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পদে বরণ করিয়া আন্তরিক গভীর শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি ও কৃতজ্ঞতা উপহার প্রদানে পরিতুষ্ট করিয়াছেন। বৈদিক ঋষি এইরূপে ক্রমে ক্রমে প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ও নিয়ন্তা একেশ্বরের অনুভবে যে উপনীত হইয়াছেন, তাহাতে আর সংশয় নাই। এইরূপে ঋক্‌-সংহিতার রচনা সময়ে বহু দেবতার উপাসনা হইতে ক্রমে ক্রমে একেশ্বর-বাদ প্রবর্ত্তিত হয়। এই নিমিত্তই আমরা ঋগ্‌বেদ সংহিতায় বিশ্বকর্ম্মা (১০।৮১-৮২), হিরণ্যগর্ভ (১০।১২১), প্রজাপতি (ঋক্‌সংহিতার ১০।৮৫।৪৩, ১০। ১৬৯।৪, ১০।১৮৪।১ এবং অথর্ব্বসংহিতার ১০।৭।৭-৪১, ১০।৮।১৩, ১১।৩।৫২, ১১।৪।১২, ১১।৫।৭, ১১।৭।৩, ১৯।৫৩।৮-১০), ব্রহ্মণস্পতি ও দক্ষ এবং অদিতি (১০।৭২), পুরুষ (ঋক্‌সংহিতা ১০।৯০, অথর্ব্ব সংহিতা ১০।২), স্কম্ভ (অথর্ব্বসংহিতা ১০।৭-৮) এবং ব্রহ্ম (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।২।৩ এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।৮।৮।৯-১০), কাল (অথর্ব্বসংহিতা, ১১।৪) প্রভৃতি দেবতার ঈশ্বররূপে উল্লেখ ও বর্ণনা দেখিতে পাই।

(বিশ্বকর্ম্মা)।

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বদ্, ঋষি র্হোতা ন্যসীদৎ পিতা নঃ।
স আশিষা দ্রবিণমিচ্ছমানঃ, প্রথমচ্ছদ অবরান্ আবিবেশ ॥ ১

কিং স্বিদাসীদধিষ্ঠানং, আরম্ভণং কথমৎ স্বিৎ কথাস্বিৎ।
যতো ভূমিং জনয়ন্ বিশ্বকর্ম্মা, বিদ্যামোর্ণোৎ মহিনা বিশ্বচক্ষাঃ॥ ২
বিশ্বতশ্চক্ষু উত বিশ্বতো মুখো, বিশ্বতো বাহুরুত বিশ্বতস্পাৎ।
স বাহুভ্যাং ধমতি সংপতত্রৈ, দ্যাবাভূমী জনয়ন্ দেব একঃ॥ ৩
কিংস্বিদ্ বনং ক উ স বৃক্ষ আস, যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিনো মনসা পৃচ্ছতেদু তদ্, যদধ্যতিষ্ঠৎ ভুবনানি ধারয়ন্॥ ৪
যা তে ধামানি পরমানি যাবমা, যা মধ্যমা বিশ্বকর্ম্মন্নুতেমা।
শিক্ষা সখিভ্যো হবিষি স্বধা বঃ, স্বয়ং যজ স্বতন্বং বৃধানঃ॥ ৫
বাচস্পতিং বিশ্বকর্ম্মাণমূতয়ে, মনোযুবং বাজে অদ্যা হুবেম।
সনো বিশ্বানি হবনানি জোষৎ, বিশ্বশম্ভুরবসে সাধুকর্ম্মা। ৬

(ঋগ্‌বেদ সংহিতা, ১০।৮১)

আমাদিগের পিতা সেই ঋষি বিশ্বভুবনে হোম করিতে বসিয়াছিলেন। তিনি অভিলাষ সহকারে ধনের কামনা করিয়া, প্রথমাগত ব্যক্তিদিগকে আচ্ছাদন পূর্ব্বক পশ্চাদাগতদিগের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিলেন। সৃষ্টি কালে তাঁহার অধিষ্টান (আশ্রয়স্থল) কিছিল? কোন্ স্থান হইতে কিরূপে তিনি সৃষ্টি কার্য্য আরম্ভ করিলেন? সেই বিশ্বদর্শী দেব বিশ্বকর্ম্মা কোন্ স্থানে থাকিয়া পৃথিবী নির্ম্মাণ পূর্ব্বক প্রকাণ্ড আকাশ উপরে বিস্তারিত করিয়া দিলেন? সেই এক প্রভুর সকল দিকে চক্ষু, মুখ, ও পদ। ইনি বিবিধ পক্ষ সঞ্চালন পূর্ব্বক দুই হস্তে নির্ব্বাণ করেন। তাহাতে বৃহৎ দ্যুলোক ও ভূলোক সৃষ্ট হয়। সে কোন্ বন্? কোন্ বৃক্ষের কাষ্ঠ?—যাহা হইতে দ্যুলোক ও ভূলোক সৃজন করা হইয়াছে। হে বিদ্বান্ গণ তোমরা আপন মনে জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, তিনি কিসের উপর দাঁড়াইয়া ব্রহ্মাণ্ড ধারণ করেন? হে যজ্ঞভাগগ্রাহিন্ বিশ্বকর্ম্মা! তোমার যে সকল উত্তম, মধ্যম ও নিম্নবর্ত্তী ধাম আছে, যজ্ঞের সময় সে গুলি আমাদিগকে বলিয়া দাও। তুমি নিজে নিজের যজ্ঞ করিয়া নিজ শরীর পুষ্টি কর। এই যজ্ঞে আমাদের রক্ষার জন্য বাক্যাধিপতি বিশ্বকর্ম্মাকে ডাকিতেছি। মন তাঁহাতে সংলগ্ন হয়। তিনি সকল কল্যাণের উৎপত্তি স্থান। তাঁহার কার্য্যমাত্রই চমৎকার। আমাদের যজ্ঞ স্বীকার পূর্ব্বক তিনি আমাদিগকে রক্ষা করুন।

চক্ষুষঃ পিতা মনসা হি ধীরো, ঘৃতমেনে অজনৎ নম্নমানে।
যদেদন্তা অদৃহন্ত পূর্ব্বে, আদিদ্দ্যাবা-পৃথিবী অপ্রথেতাং॥ ১
বিশ্বকর্ম্মা বিমনা আদ্ বিহায়া, ধাতা বিধাতা পরমোত সংদৃক্।
তেষামিষ্টানি সমিষা, মদন্তি, যত্রা সপ্ত ঋষীন্ পর একমাহুঃ॥ ২
যো নঃ পিতা জনিতা যো বিধাতা, ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা।
যো দেবানাং নামধা একএব, তং সংপ্রশ্নং ভুবনা যন্তি অন্যা॥ ৩
তে আযজন্ত দ্রবিণং সমস্মৈ, ঋষয়ঃ পূর্ব্বে জরিতারো ন ভূনা।
অসূর্ত্তে সূর্ত্তে রজসি নিষত্তে, যে ভূতানি সমকৃণ্বন্নিমানি॥ ৪
পরো দিবা পর এনা পৃথিব্যা, পরো দেবেভিরসুরৈর্যদস্তি।
কং স্বিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্রে আপো, যত্র দেবাঃ সমপশ্যন্ত বিশ্বে।
তমিদ্ গর্ভং প্রথমং দধ্রে আপো, যত্র দেবা সমগচ্ছন্ত বিশ্বে।
অজস্য নাভাবধ্যেকমর্পিতং, যস্মিন্ বিশ্বানি ভুবনানি তস্থুঃ॥ ৬
ন তং বিদাথ য ইমা জজান, অন্যৎ যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চ, অসুতৃপ উক্থশাস শ্চরন্তি॥৭
(ঋক্‌বেদ সংহিতা, ১০।৮২) *

---

* পূর্ব্বোদ্ধৃত সূক্তদ্বয় (১০।৮১-৮২) বাজসনেয়ী সংহিতায় (১৭।১৭-২৩ এবং ২৫-৩১) অবিকল উদ্ধৃত দৃষ্ট হয়। (৮১।৪) ঋক্, তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (২।৮।৯।৬) উদ্ধৃত হইয়া, ইহার উত্তরে 'ব্রহ্ম' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ব্রহ্ম বনং, ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীৎ, যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।

এই সুপ্রসিদ্ধ ঋক্ ইতিপূর্ব্বে (১০।৩১।৭) ঋকে পুনর্ব্বার উল্লিখিত দৃষ্ট হয়।

বিশ্বকর্ম্মা যাবতীয় পদার্থের একমাত্র স্রষ্টা। তিনি সর্ব্বকামপ্রদ। তিনি তারকাখচিত স্বর্গ-লোকে একাকী বসতি করেন। মনুষ্যের কল্পনায় তাঁহার অপেক্ষা জ্ঞানবান্, কার্য্যকুশল, ও ক্ষমতাশালী দেবতা সম্ভব হয় না। তিনিই প্রজাপতি "প্রজাপতি র্বিশ্বকর্ম্মা বিমুক্তু" (বাজসনেয়ী সংহিতা, ১২।৬১)। ঋগ্‌বেদীয় (১০।৮১।৫) ঋকের প্রকৃত মর্ম্ম বিস্মৃত হওয়ায়, লোক সমাজে নিম্নোল্লিখিত উপাখ্যান তৎসম্বন্ধে প্রচারিত হইয়াছে। ভুবনের তনয় বিশ্বকর্ম্মা যাবতীয় বস্তু আহুতিরূপে সর্ব্বমেধ যজ্ঞে অর্পণ করিয়া, অবশেষে আত্মাহুতি প্রদান্ করেন।

তত্রেতিহাসং আচক্ষতে। বিশ্বকর্ম্মা ভৌবনঃ সর্ব্বমেধে সর্ব্বানি ভূতানি জুহবাঞ্চকার। স আত্মানমপি অন্ততো জুহবাঞ্চকার। তদভিবাদিন্যেষা ঋগ্ ভবতি "য ইমা বিশ্বা ভুবনানি জুহ্বৎ" (১০।৮১।১)। (নিরুক্ত, ১০।২৬)

সেই সুধীর পিতা উত্তমরূপে দৃষ্টি করিয়া, মনে মনে আলোচনা পূর্ব্বক পরস্পর সম্মিলিত জলাকৃতি এই দ্যাবা পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন। যখন

শতপথ ব্রাহ্মণে স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম সম্বন্ধে এবংবিধ উপাখ্যান দৃষ্টিগোচর হয়। তিনি সর্ব্বমেধে আপনাকে আহুতি দিয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও সর্ব্বাধিপত্য লাভ করেন।

ব্রহ্মা বৈ স্বয়ম্ভুঃ তপোঽতপ্যত। তদৈক্ষত, 'ন বৈ তপস্যানন্ত্যমস্তি। হন্ত! অহং ভূতেষ্বাত্মানং জুহবানি, ভূতানি চ আত্মনীতি।' তৎ সর্ব্বেষু ভূতেষ্বাত্মানং হুত্বা, ভূতানি চাত্মনি,—সর্ব্বেষাং ভূতানাং শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যং আধিপত্যং পর্য্যৈৎ। তথৈবৈতৎ যজমানঃ সর্ব্বমেধে সর্ব্বান্ মেধান্ হুত্বা সর্ব্বাণি ভূতানি শ্রৈষ্ঠ্যং স্বারাজ্যমাধিপত্যং পর্য্যেতি।

(শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৩।৭।১।১)

বিশ্বরূপো মহাদেবঃ সর্ব্বমেধে মহামখে।
জুহাব সর্ব্বভূতানি তথৈবাত্মানমাত্মনা॥ (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)

ইতিপূর্ব্বে ঋগ্‌বেদীয় পুরুষ সূক্ত উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইয়া প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতে পরব্রহ্ম পুরুষরূপে উপাসিত হইয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ্ ও অথর্ব্ব সংহিতা হইতে পুরুষের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক কতিপয় শ্লোক এস্থলে উদ্ধৃত হইল।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তং, আদিত্যবর্ণং তমসঃ পরস্তাৎ।
তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥ ৮
যস্মাৎ পরং নাপরমস্তি কিঞ্চিৎ, যস্মাৎ নাণীয়ো ন জ্যায়োঽস্তি কশ্চিৎ।
বৃক্ষ ইব স্তব্ধো দিবি তিষ্ঠত্যেক, স্তেনেদং পূর্ণং পুরুষেণ সর্ব্বং॥ ৯

(শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৩।৮-৯)

অথর্ব্ববেদে পুরুষের অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। মানবীয় শরীরের বিভিন্ন অংশ সম্বন্ধীয় এরূপ প্রকৃষ্ট জ্ঞান, সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণ ব্যতিরেকে কখনও জন্মিতে পারে না। এখানে পুরুষের সত্ত্বা ও শক্তি অপরাপর দেবগণ হইতে লব্ধ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ব্রহ্মকর্ত্তৃক ভূলোক ও স্বর্গলোক সৃষ্ট হইয়াছে। ব্রহ্মপুরে অবস্থিত আছেন বলিয়া, তিনি পুরুষ নামে প্রসিদ্ধ। ব্রহ্ম হইতে পুরুষের দৃষ্টি, প্রাণবায়ু ও সন্ততি উদ্ভূত হইয়াছে।

কেন পার্ষ্ণী আভৃতে পুরুষস্য, কেন মাংসং সংভৃতং, কেন গুল্‌ফৌ।
কেনাঙ্গুলী পেশনীঃ কেন খানি,———— ॥ ১
কস্মান্নু গুল্‌ফাবধরাবকৃণ্বন্, অষ্ঠীবন্তাবুত্তরৌ পুরুষস্য।... ॥ ২
কতি দেবাঃ কতমে তে আসন্, যে উরো গ্রীবাশ্চিক্যুঃ পুরুষস্য।
কতি স্তনৌ ব্যদধুঃ, কঃ কফোড়ৌ, কতি স্কন্ধান্, কতি পৃষ্টীরচিন্বন্॥ ৪
কঃ সপ্ত খানি বি ততর্দ্দ শীর্ষাণি, কর্ণাবিমৌ নাসিকে চক্ষণী মুখং।... ॥ ৬

ইহার চতুঃসীমা ক্রমশঃ দূর হইয়া উঠিল, তখন দ্যুলোক ও ভূলোক পৃথক্ হইয়া গেল। বিশ্বকর্ম্মা নিজে বৃহৎ, তাঁহার মন বৃহৎ। তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডস্থিত যাবতীয় পদার্থ নির্ম্মাণ, ধারণ ও অবলোকন করেন।

প্রিয়াপ্রিয়াণি বহুলা স্বপ্নং সংবাধ-তন্দ্র্যঃ, আনন্দানুগ্রো নন্দাংশ্চ কস্মাদ্ বহতি পুরুষঃ
আর্ত্তিরবর্ত্তি র্নিরিতিঃ কুতো নু পুরুষে মতিঃ, রাধিঃ সমৃধিঃ ॥ ৯
কো অস্মিন্ রূপমদধাৎ, কো মহিমানঞ্চ নাম চ।
গাতুং কো অস্মিন্ কঃ কেতুং, কশ্চরিত্রাণি পুরুষে ॥ ১২
কো অস্মিন্ প্রাণমবয়ৎ, কো অপানং ব্যানং উ।
সমানমস্মিন্ কো দেবো অধিশিশ্রায় পুরুষে ॥ ১৩
কো অস্মিন্ যজ্ঞমদধাৎ, একো দেবো অধি পুরুষে।
কোঽস্মিন্ সত্যং, কুতো মৃত্যুঃ কুতোঽমৃতং ॥ ১৪
কো অস্মৈ বাসঃ পর্য্যধাৎ, কো অস্যায়ুরকল্পয়ৎ।
বলং কো অস্মৈ প্রাযচ্ছৎ, কো অস্যাকল্পয়জ্জবং ॥ ১৫
কেনাপো অম্বতনুত, কেনাহরকরোৎ রুচে।
উষস কেন অম্বৈন্ধ, কেন সায়ংভবং দধে ॥ ১৬
কো অস্মিন্ রেতো ন্যদধাৎ, তন্তুরাতায়তামিতি।
মেধাং কো অস্মিন্নধ্যোহৎ————————॥ ১৭
কেন ইমাং ভূমিমরুণোৎ, কেন পর্য্যভবদ্দিবং।
কেনাভি মহান্ পর্ব্বতান্, কেন কর্ম্মাণি পুরুষঃ ॥ ১৮
কেনেয়ং ভূমি র্বিহিতা, কেন দ্যৌরুত্তরা হিতা।
কেনেদমূর্দ্ধং তির্য্যক্ চ, অন্তরীক্ষং ব্যচো হিতং ॥২৪
ব্রহ্মণা ভূমি র্বিহিতা, ব্রহ্মা দ্যৌরুত্তরা হিতা।
ব্রহ্মেদমূর্দ্ধং তির্য্যক্ চ অন্তরীক্ষং ব্যচো হিতং ॥ ২৫
ঊর্দ্ধো নু সৃষ্টা স্তির্য্যন্ সৃষ্টাঃ, সর্ব্বা দিশঃ পুরুষ আবভূব।
পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ, যস্যাঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ ২৮
যো বৈ তাং ব্রহ্মণো বেদ, অমৃতেনাবৃতাং পুরং।
তস্মৈ ব্রহ্ম চ ব্রহ্মাশ্চ চক্ষুঃ প্রাণং প্রজাং দদুঃ ॥ ২৯
ন বৈ তং চক্ষু র্জহাতি, ন প্রাণো জরসঃ পুরা।
পুরং যো ব্রহ্মণো বেদ, যস্যাঃ পুরুষ উচ্যতে ॥ ৩০
অষ্টাচক্রা নবদ্বারা দেবানাং পূরযোধ্যা।
তস্যাং হিরণ্ময়ঃ কোষঃ স্বর্গঃ জ্যোতিষাবৃতঃ ॥ ৩১

সপ্তর্ষি মণ্ডলের পরবর্ত্তী স্থানে তিনি একাকী অবস্থান করেন। তিনি আমাদিগের জন্মদাতা পিতা, তিনি বিধাতা, তিনি ভুবনের সকল ধাম অবগত আছেন, তিনি একমাত্র হইয়াও সকল দেবের নাম ধারণ করেন। স্থাবরজঙ্গম স্বরূপ এই বিশ্বভুবন গঠিত হইলে, যে সকল প্রাচীন ঋষি এই সমস্ত প্রাণী সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্তব করিতে করিতে অনেক ধন ব্যয় করিয়া যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়াছিলেন। যাহা দ্যুলোকের অপর পারে, যাহা এই পৃথিবী ও দেবগণকে অতিক্রম করিয়া বিদ্যমান আছে, জলগণ এমন কোন্ গর্ভ ধারণ করিয়াছিলেন, যাহার মধ্যে তাবৎ দেবতা অন্তর্ভূত থাকিয়া পরস্পরকে একস্থানে মিলিত দেখিতেছেন? সেই অজাত পুরুষের নাভিদেশে যে সৃষ্টি সংস্থাপিত হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড অবস্থিত আছে। ইহাই জলগণ আপন গর্ভ স্বরূপ ধারণ করিয়াছিল, ইহার মধ্যেই দেবতারা পরস্পর সাক্ষাৎ করেন। যিনি ইহা সৃষ্টি করিয়াছেন, তাঁহাকে তোমরা বুঝিতে পার না। তোমাদিগের অন্তঃকরণ তাহা বুঝিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হয় নাই। কুজ্ঝটিকাতে আচ্ছন্ন হইয়া, লোকে নানা প্রকার জল্পনা করে। তাঁহারা আপন প্রাণের * তৃপ্তির জন্য আহারাদি করে এবং স্তব স্তুতি উচ্চারণ করত বিচরণ করে।

তস্মিন্ হিরণ্ময়ে কোষে ত্র্যরে ত্রি প্রতিষ্ঠিতে।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাত্মন্বৎ, তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ
প্রভ্রাজমানাং হরিণীং যশসা সং পরিবৃতাং।
পুরং হিরণ্ময়ীং ব্রহ্ম আবিবেশাপরাজিতাং॥ ৩৮

(অথর্ব্ব বেদসংহিতা, ১০। ২)

* অথর্ব্বসংহিতায় (১১।৪) সর্ব্বদেবময় প্রাণের একটি সুন্দর উপাসনা বর্ণিত আছে।

প্রাণায় নমো, যস্য সর্ব্বমিদংবশে।
যো ভূতঃ সর্ব্বস্যেশ্বরো, যস্মিন্ সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং॥ ১
নমস্তে প্রাণ ক্রন্দায়, নমস্তে স্তনয়িত্নবে।
নমস্তে প্রাণ বিদ্যুতে, নমস্তে প্রাণ বর্ষতে॥ ২
যৎ প্রাণঃ স্তনয়িত্নুনা অভিক্রন্দতি ওষধীঃ।
প্রবীয়ন্তে গর্ভান্ দধতে অথো বহ্বী র্বিজায়ন্তে॥ ৩
যৎ প্রাণঃ ঋতাবাগতে অভিক্রন্দতি ওষধীঃ।
সর্ব্বং তদা প্রমোদতে, যৎ কিঞ্চ ভূম্যামধি॥ ৪

(হিরণ্যগর্ভ)।

নিম্নে যে সূক্তটি উদ্ধৃত হইতেছে, তাহা বাজসনেয়ী ও অথর্ব্ব সংহিতায় দৃষ্টিগোচর হয়। জলময় গর্ভ হইতে প্রজাপতি উৎপন্ন হইয়াছেন বলিয়া, এই সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে।

হিরণ্যগর্ভঃ সমবর্ত্ততাগ্রে, ভূতস্য জাতঃ পতিরেক আসীৎ।
স দাধারা পৃথিবীং দ্যামুতেমাং, কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ১
য আত্মদো বলদো যস্য বিশ্বে, উপাসতে প্রাশিষং যস্য দেবাঃ।
যস্য ছায়ামৃতং, যস্য মৃত্যুঃ, কস্মৈ ··· ॥ ২

যদা প্রাণো অভ্যবর্ষাদ্, বর্ষেণ পৃথিবীং মহীং।
পশব স্তৎ প্রমোদন্তে, "মহো বৈ নো ভবিষ্যতি" ॥ ৫
অভিবৃষ্টা ওষধয় প্রাণেন সমবাদিরন্।
"আয়ু র্বৈ নঃ প্রতিহরঃ সর্ব্বা নঃ সুরভিরকঃ" ॥ ৬
নমস্তে অস্তু আয়তে, নমোঽস্তু পরায়তে।
নমস্তে প্রাণ তিষ্ঠতে, আসীনায়োত তে নমঃ ॥ ৭
যা তে প্রাণ প্রিয়া তনূ, র্যা তে প্রাণ প্রেয়সী।
অথো যদ্ ভেষজং তব, তস্য নো ধেহি জীবসে ॥ ৯
প্রাণঃ প্রজা অনু বস্তে, পিতা পুত্রমিব প্রিয়ং।
প্রাণো হ সর্ব্বস্যেশ্বরো, যচ্চ প্রাণতি যচ্চ নঃ ॥ ১০
প্রাণো মৃত্যুঃ, প্রাণ স্তক্মা, প্রাণং দেবা উপাসতে।
প্রাণো হ সত্যবাদিনং উত্তমে লোকে আ দধৎ ॥ ১১
প্রাণো বিরাট্ প্রাণো দেষ্ট্রী, প্রাণং সর্ব্বে উপাসতে।
প্রাণো হ সূর্য্যশ্চন্দ্রমা, প্রাণমাহুঃ প্রজাপতিং ॥ ১২
প্রাণমাহু র্মাতরিশ্বানং, বাতো হ প্রাণ উচ্যতে।
প্রাণে হ ভূতং ভব্যঞ্চ, প্রাণে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং ॥ ১৫
আথর্ব্বণীরাঙ্গিরসী দৈবীর্মনুষ্যজা উত।
ওষধয় প্রজায়ন্তে, যদা ত্বং প্রাণ জিন্বসি ॥ ১৬
যস্তে প্রাণ ইদং বেদ, যস্মিংশ্চাসি প্রতিষ্ঠিতঃ।
সর্ব্বে তস্মৈ বলিং হরানমুষ্মিন্ লোক উত্তমে ॥ ১৮
যথা প্রাণ বলিহৃত স্তুভ্যং সর্ব্বাঃ প্রজা ইমাঃ।
এব তস্মৈ বলিং হরান্ যস্ত্বা শৃণবৎ সুশ্রবঃ ॥ ১৯

(অথর্ব্ববেদ সংহিতা, ১১।৪)

যঃ প্রাণতো নিমিষতো মহিত্বা, এক ইদ্ রাজা জগতো বভূব।
য ঈশে অস্য দ্বিপদ শ্চতুষ্পদঃ, কস্মৈ ... ॥ ৩
যস্যেমে হিমবন্তো মহিত্বা, যস্য সমুদ্রং রসয়া সহাহুঃ।
যস্যেমাঃ প্রদিশো যস্য বাহূ, কস্মৈ ... ॥ ৪
যেন দ্যৌরুগ্রা, পৃথিবী চ দৃঢ়া, যেন স্বঃ স্তভিতং, যেন নাকং।
যোঽন্তরীক্ষে রজসো বিমানঃ, কস্মৈ ... ॥ ৫
যং ক্রন্দসী অবসা তস্তভানে, অভ্যৈক্ষেতাং মনসা রেজমানে।
যত্রাধি সুর উদিতো বিভাতি, কস্মৈ... ॥ ৬
আপো হ যৎ বৃহতী র্বিশ্বমায়ন্, গর্ভং দধানা জনয়ন্তীরগ্নিং।
ততো দেবানাং সমবর্ত্ততাসুরেকঃ, কস্মৈ... ॥ ৭
যশ্চিদাপো মহিনা পর্য্যপশ্যদ্, দক্ষং দধানা জনয়ন্তী র্যজ্ঞং।
যো দেবেষ্বধিদেব এক আসীৎ, কস্মৈ... ॥ ৮
মা নো হিংসীজ্জনিতা যঃ পৃথিব্যা, যো বা দিবং সত্যধর্ম্মা জজান।
যশ্চাপশ্চন্দ্রা বৃহতীর্জ্জানা, কস্মৈ... ॥ ৯
প্রজাপতে ন ত্বদেতান্যন্যো, বিশ্বা জাতানি পরিতা বভূব।
যৎকামাস্তে জুহুম স্তন্নো অস্ত, বয়ং স্যাম পতয়ো রয়ীণং ॥ ১০

সর্ব্ব প্রথমে কেবল হিরণ্যগর্ভই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি জাত মাত্রই সর্ব্বভূতের অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। তিনি এই পৃথিবী ও আকাশকে স্বস্থানে স্থাপিত করিলেন। কোন্ দেবতাকে হব্য দ্বারা পূজা করিব? তিনি বল ও জীবাত্মা দিয়াছেন। দেবতারাও তাঁহার আজ্ঞা মান্য করেন। মৃত্যু তাঁহার বশতাপন্ন। তাঁহার ছায়া অমৃত স্বরূপ। তিনি নিজ মহিমা দ্বারা দর্শনেন্দ্রিয় বিশিষ্ট গতিশীল যাবতীয় প্রাণীবর্গের রাজা হইয়াছেন। তিনি সমুদয় দ্বিপদ ও চতুষ্পদের একমাত্র প্রভু। তাঁহার মহিমা দ্বারা এই সকল হিমাচ্ছন্ন পর্ব্বত উৎপন্ন হইয়াছে। সসাগরা ধরা তাঁহারই সৃষ্টি বলিয়া উল্লিখিত হয়। এই সকল দিগ্‌বিদিক্ তাঁহার বাহুস্বরূপ। এই সমুন্নত আকাশ ও পৃথিবীকে যিনি স্বস্থানে সুদৃঢ় ভাবে স্থাপন করিয়াছেন, যিনি স্বর্গলোক ও নাগলোককে স্তম্ভিত করিয়া রাখিয়াছেন, যিনি অন্তরীক্ষ লোক পরিমাণ করিয়াছেন। দ্যাবা পৃথিবী সশব্দে যাঁহা কর্ত্তৃক স্তম্ভিত ও উল্লাসিত হইয়াছিল, সেই দীপ্তিশালী দ্যাবা পৃথিবী যাঁহাকে মহিমান্বিত বলিয়া মনে মনে বুঝিতে পারিয়া-

ছিল। যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া সূর্য্য উদিত ও দীপ্তিযুক্ত হইতেছে। ভূরি পরিমাণ জল সমস্ত বিশ্বভুবন আচ্ছন্ন করিয়াছিল। গর্ভ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহারা অগ্নিকে উৎপন্ন করিল। তাহা হইতে দেবতাদিগের এক মাত্র প্রাণ স্বরূপ তিনি আবির্ভূত হইলেন। যখন জন্তুগণ জল ধারণ পূর্ব্বক অগ্নিকে উৎপন্ন করিল, তখন যিনি মহিমা দ্বারা সেই জলের সর্ব্ব ভাগে নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। তিনি দেবতাদিগের উপর অদ্বিতীয় দেবতা হইলেন। যিনি পৃথিবীর জন্মদাতা, যাঁহার ধারণশক্তি অপ্রতিহত, যিনি আকাশকেও জন্ম দিয়াছেন, যিনি ভূরি পরিমাণ আনন্দবর্দ্ধক জল সৃজন করিয়াছেন,—তিনি যেন আমাদিগকে হিংসা না করেন। হে প্রজাপতি! তুমি ব্যতীত আর অন্য কেহ এই সমস্ত উৎপন্ন বস্তুকে আয়ত্ত করিয়া রাখিতে পারে নাই। যে কামনাতে আমরা তোমার হোম করিতেছি, তাহা যেন আমাদিগের সিদ্ধ হয়। আমরা যেন ধনের অধিপতি হই।

(স্কম্ভ ও ব্রহ্ম)।

নিম্নোদ্ধৃত অথর্ব্ববেদীয় সূক্তে জগদীশ্বর স্কম্ভ নামে উপাসিত হইয়াছেন। তিনি সর্ব্ববিধ প্রকারেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন বলিয়া, তাঁহার নাম স্কম্ভ বা স্তম্ভ।

কস্মিন্নঙ্গে তপো অস্যাধিতিষ্ঠতি, কস্মিন্নঙ্গে ঋতমস্যাধ্যাহিতং।
ক ব্রতং ক শ্রদ্ধাস্য তিষ্ঠতি, কস্মিন্নঙ্গে সত্যমস্য প্রতিষ্ঠিতং॥ ১
কস্মাদঙ্গাদ্দীপ্যতেঽগ্নিরস্য, কস্মাদঙ্গাৎ পবতে মাতরিশ্বা।
কস্মাদঙ্গাৎ বিমিমীতেঽধি চন্দ্রমা, মহঃ স্কম্ভস্য মিমানো অঙ্গং॥ ২
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি ভূমিরস্য, কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি অন্তরীক্ষং।
কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি আহিতা দ্যৌঃ, কস্মিন্নঙ্গে তিষ্ঠতি উত্তরং দিবঃ॥ ৩
ক প্রেপ্সন্ দীপ্যতে উর্দ্ধোঽগ্নিঃ, ক প্রেপ্সন্ পবতে মাতরিশ্বা।
যত্র প্রেপ্সন্তীরভিযন্তি আবৃতঃ, স্কম্ভং তং ব্রূহি কতমঃ স্বিদেব সঃ॥ ৪
ক অর্দ্ধমাসাঃ ক যন্তি মাসাঃ, সংবৎসরেণ সহ সংবিদানাঃ।
যত্র যন্তি ঋতবো যত্র আর্ত্তবাঃ, স্কম্ভং তং… ॥ ৫
ক প্রেপ্সন্তী যুবতী বিরূপে, অহোরাত্রে দ্রবতঃ সংবিদানে।
যত্র প্রেপ্সন্তী অভিযন্তি আপঃ, স্কম্ভং… ॥ ৬

যস্মিন্ স্তব্ধ্বা প্রজাপতি র্লোকান্ সর্ব্বানধারয়ৎ। স্কম্ভং… ॥ ৭

যৎ পরমমবমং যচ্চ মধ্যমং, প্রজাপতিঃ সসৃজে বিশ্বরূপং।

কিয়তা স্কম্ভঃ প্রবিবেশ তত্র, যন্ন প্রাবিশৎ কিয়ত্তদ্ বভূব ॥ ৮

কিয়তা স্কম্ভঃ প্রবিবেশ ভূতং, কিয়দ্ ভবিষ্যদন্বাশয়েঽস্য।

একং যদঙ্গমক্রিণোৎ সহস্রধা, কিয়তা স্কম্ভঃ প্রবিবেশ তত্র ॥ ৯

যত্র লোকাংশ্চ কোশাংশ্চ, আপো ব্রহ্মজনা বিদুঃ।

অসচ্চ যত্র সচ্চান্তঃ, স্কম্ভং… ॥ ১০

যত্র তপঃ পরাক্রম্য, ব্রতং ধারয়ত্যুত্তরং।

ঋতঞ্চ যত্র শ্রদ্ধা চ, আপো ব্রহ্ম সমাহিতা ॥ স্কম্ভং… ॥ ১১

যস্মিন্ ভূমিরন্তরীক্ষং দ্যৌ যস্মিন্নর্ধ্যাহিতা।

যত্রাগ্নিশ্চ চন্দ্রমাঃ সূর্য্যো বাত স্তিষ্ঠন্তি আর্পিতা ॥ ১২

যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবা অঙ্গে সর্ব্বে সমাহিতাঃ। স্কম্ভং… ॥ ১৩

যত্রর্ষয়ঃ প্রথমজা ঋচঃ সাম যজু র্মহী।

একর্ষি র্যস্মিন্নার্পিত, স্কম্ভং… ॥ ১৪

যত্রামৃতঞ্চ মৃত্যুশ্চ পুরুষেঽধি সমাহিতে।

সমুদ্রো যস্য নাড্যঃ পুরুষেঽধি সমাহিতা ॥ ১৫

যস্য চতস্রঃ প্রদিশো নাড্যস্তিষ্ঠন্তি প্রথমাঃ।

যজ্ঞো যত্র পরাক্রান্তঃ, স্কম্ভং… ॥ ১৬

যে পুরুষে ব্রহ্ম বিদু স্তে বিদুঃ পরমেষ্ঠিনং।
যো বেদ পরমেষ্ঠিনং, যশ্চ বেদ প্রজাপতিং ॥ } ১৭
জ্যেষ্ঠং যে ব্রাহ্মণং বিদু স্তে স্কম্ভমনুসংবিদুঃ ॥

যস্য শিরো বৈশ্বানরশ্চক্ষুরঙ্গিরসো ঽভবন্।

অঙ্গানি যস্য যাতবঃ, স্কম্ভং… ॥ ১৮

যস্য ব্রহ্ম মুখমাহু, র্জিহ্বাং মধুকশামুত।

বিরাজমূধো যস্যাহুঃ, স্কম্ভং … … ॥ ১৯

যস্মাৎ ঋচো অপাতক্ষন্, যজুর্যস্মাদপাকষন্।

সামানি যস্য লোমানি, অথর্ব্বাঙ্গিরসো মুখং ॥ ২০

অসচ্ছাখাং প্রতিষ্ঠন্তীং পরমমিব জনা বিদুঃ।

উতো সংমন্যন্তেঽবরে যে তে শাখামুপাসতে॥ ২১
যত্রাদিত্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ বসবশ্চ সমাহিতাঃ।
ভূতঞ্চ যত্র ভব্যঞ্চ সর্ব্বে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ॥ ২২
যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবা নিধিং রক্ষন্তি সর্ব্বদা।
নিধিং তং অদ্য কো বেদ, যং দেবা অভিরক্ষথ॥ ২৩
যত্র দেবা ব্রহ্মবিদো ব্রহ্ম জ্যেষ্ঠমুপাসতে।
যো বৈ তান্ বিদ্যাৎ প্রত্যক্ষং, স ব্রহ্মা বেদিতা স্যাৎ॥
বৃহন্তো নাম তে দেবা, যে ঽসতঃ পরিজজ্ঞিরে। *
একং তদঙ্গং স্কম্ভস্য, অসদাহুঃ পরো জনাঃ॥ ২৫

---

* ইতিপূর্ব্বে ঋগ্‌বেদীয় (১০।১২৯।১-৪) ঋকে প্রদর্শিত হইয়াছে যে সৃষ্টির পূর্ব্বে সৎ কি অসৎ কিছুই ছিল না। শতপথ ব্রাহ্মণে লিখিত আছে যে তখন কেবল মন (কাম) বিদ্যমান ছিল। মন হইতে কণ্ঠ স্বর, ও স্বর হইতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, উদ্ভূত হইল। তদনন্তর যথাক্রমে চক্ষু, কর্ণ, ক্রিয়া (যজ্ঞ) এবং অগ্নি উত্তরোত্তর উৎপন্ন হয়।

ন ইব বৈ ইদং অগ্রে অসদাসীৎ, নৈব সদাসীৎ। আসীদিব বৈ ইদং, অগ্রে ন ইব আসীৎ। তদ্ হ তদ্ মন এব আস। ১॥ তস্মাদেতদ্ ঋষিণাভ্যনুক্তং, "ন অসদাসীৎ নো সদাসীৎ তদানীং" (১০।১২৯।১) ইতি। ন ইব হি সদ্ মনো, ন ইব অসৎ। ২॥ তদিদং মনঃ সৃষ্টমাবিরবুভূষদ্ নিরুক্ততরং মূর্ত্ততরং। তদাত্মানমন্বৈচ্ছৎ। তৎ তপোঽতপ্যত। তৎ প্রামূর্চ্ছৎ। তৎষট্ ত্রিংশতং সহস্রাণ্যপশ্যদাত্মনোঽগ্নীনর্কান্ মনোময়ান্ মনশ্চিতঃ। ৩॥
(শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৫।৩)

তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে সৃষ্টির পূর্ব্বে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নামরূপধারী সুস্পষ্ট প্রতীয়মান না থাকিয়া, অব্যক্তাবস্থায় অসৎরূপে বিদ্যমান ছিল। বেদান্ত দর্শনোক্ত এই নাম ও রূপ শব্দ অথর্ব্ব সংহিতায় (১০।২।১২, এবং ১১।৭।১) এবং শতপথ ব্রাহ্মণে (১১।২।৩) দৃষ্ট হয়।

যদা পূর্ব্বসৃষ্টিঃ প্রলীনা, উত্তরসৃষ্টিশ্চ নোৎপন্না, তদানীং সদসতী দ্বে অপি নাভূতাং। নামরূপাবিষ্টত্বেন স্পষ্ট-প্রতীয়মানং জগৎ সৎশব্দেন উচ্যতে। নরবিষাণাদি-সমানং শূন্যং অসদিত্যুচ্যতে। তদুভয়ং নাসীৎ, কিন্তু কাচিদব্যক্তাবস্থা আসীৎ। সা চ বিস্পষ্টত্বাভাবাৎ ন সতী, জগদুৎপাদকত্বেন সদ্ভাবাদ্ নাপ্যসতী। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।৮।৯।৩)

ইদং বৈ অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ। ন দ্যৌরাসীৎ, ন পৃথিবী, নান্তরীক্ষং। তদসদেব সদ্ মনো 'কুরুত', 'স্যাম্' ইতি। তদতপ্যত। তস্মাৎ তপনাদ্ ধূমোঽজায়ত। অসতোঽধিমনোঽসৃজ্যত। মনঃ প্রজাপতিমসৃজত। প্রজাপতিঃ প্রজা অসৃজত। তদ্ বৈ ইদং মনস্যেব পরমং প্রতিষ্ঠিতং, যদিদং কিঞ্চ। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।২।৯।১)

যত্র স্কম্ভঃ প্রজনয়ন্ পুরাণং ব্যবর্ত্তয়ৎ।
একং তদঙ্গং স্কম্ভস্য, পুরাণমনুসংবিদুঃ॥ ২৬

আমরা দেখিতেছি শতপথ ও তৈত্তিরীয় এই উভয় ব্রাহ্মণই, মন হইতে জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেছে।

যদিদং স্থাবরজঙ্গমরূপং ভূলোকাদিরূপং চ জগদিদানীং দৃশ্যতে, তৎ কিমপি সৃষ্টেঃ পূর্ব্বং নৈব আসীৎ। তৎ তাদৃশং অসদ্রূপমেব বর্ত্তমানং স্যাৎ। সদ্রূপতাং প্রাপ্নুয়ামিত্যেতাদৃশং মনোঽকুরুত। তথাচ উপনিষদি পূর্ব্বং অসদ্রূপং পশ্চাৎ সদ্রূপোৎপত্তিশ্চ বিস্পষ্টমাম্নায়তে, "অসদ্ বৈ ইদমগ্রে আসীৎ, ততো বৈ সদজায়ত" ইতি। অত্র অসৎশব্দেন ন শশবিষাণাদিসমানং শূন্যত্বং বিবক্ষিতং। কিং তর্হি? অনভিব্যক্ত-নামরূপত্বং। অতএব বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি, "তদ্ হ ইদং তর্হি অব্যাকৃতমাসীৎ। তদ্ নামরূপাভ্যামেব ব্যাকৃয়েত" ইতি। ভূমিরাপ ইত্যাদিকং নাম, কাঠিন্য-দ্রবতাদিকং রূপং। ঐতরেয়িনস্তু অধীয়তে, "আত্মা বৈ ইদমেক এব অগ্রে আসীৎ, নান্যৎ কিঞ্চন মিষদ্" ইতি। তস্মাৎ "নৈব কিঞ্চনাসীৎ" ইত্যয়ং নিষেধঃ পরমাত্মনির্ম্মিত-নামরূপাত্মক-জগদ্-বিষয়ো, ন তু কৃৎস্নবিষয়ঃ। নামরূপরাহিত্যেন অসৎশব্দবাচ্যং সদেবাবস্থিতং পরমাত্মতত্ত্বং, স্বাত্মনি অন্তর্হিত-প্রাণিকর্ম্মপ্রেরিতং সৎ নামরূপাকারেণ আবির্ভবেয়মিতি পর্য্যালোচনারূপং মনোঽকুরুত। যথা—গাঢ়নিদ্রাং প্রাপ্তস্য পুরুষস্য কর্ম্মফলভোগায় প্রবোধ উৎপদ্যতে, তথা সর্ব্বান্ প্রাণিনঃ স্বস্ব-কর্ম্মফলং ভোজয়িতুং ঈদৃশো বিচারঃ পরমাত্মনঃ প্রাদুরভূৎ। তথাবিধবিচারযুক্তং তৎ পরমাত্মতত্ত্বরূপং নামরূপসৃষ্টিসাধনরূপং তপোঽকুরুত। নাত্র তপঃ কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়নাদিরূপং, কিন্তু স্রষ্টব্যপদার্থবিশেষবিষয়ং পর্য্যালোচনং। অতএব আথর্ব্বণিকা আমনন্তি, "যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্ববিৎ, যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ" ইতি। কৃচ্ছ্রাদিরূপত্বাভাবাৎ অশরীরস্যাপি সর্ব্বশক্তিযুক্তস্য পর্য্যালোচনমুপপন্নং।

(সায়নাচার্য্যের কৃত তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ ভাষ্য)

অসৎ হইতে সৎ পদার্থের উৎপত্তি নিম্নোদ্ধৃত স্থলেও সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়।

দেবানাং যুগে প্রথমে অসতঃ সদজায়ত। (ঋক্ সংহিতা, ১০।৭২।২-৩)
অসচ্চ সচ্চ পরমে ব্যোমন্, দক্ষস্য জন্মন্নদিতেরুপস্থে।
অগ্নি র্নঃ প্রথমজা ঋতস্য, পূর্ব্বে আয়ুনি বৃষভশ্চ ধেনুঃ॥ (১০।৫।৭)
সন্নুচ্ছিষ্টে অসংশ্চোভৌ, মৃত্যুর্বাজঃ প্রজাপতিঃ। (অথর্ব্ব সংহিতা, ১১।৭।৩)
অসতি সৎ প্রতিষ্ঠিতং, সতি ভূতং প্রতিষ্ঠিতং।
ভূতং হ ভব্যে আহিতং, ভব্যং ভূতে প্রতিষ্ঠিতং॥ (অথর্ব্ব সংহিতা, ১৭।১।১৯)
অসতঃ সৎ যে ততক্ষুঃ ঋষয়ঃ সপ্ত॥ (তৈত্তিরীয় আরণ্যক, ১।১১।১)

সদেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং। তদ্ হ একে আহুঃ, অসদেব ইদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং, তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত। ১॥ কুতস্তু খলু সৌম্য এবং স্যাদিতি

যস্য ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবা অঙ্গে গাত্রে বিভেজিরে।
তাং বৈ ত্রয়স্ত্রিংশদ্ দেবানেকে ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥ ২৭

হোবাচ। কথং অসতঃ সৎ জায়েত ইতি। সৎ ত্বেব সৌম্য ইদমগ্রে আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ং। তদৈক্ষত, "বহু স্যাং প্রজায়েয়" ইতি।২॥ (ছান্দোগ্য উপনিষদ্, ৬।২।১-২)

অসদেবেদং অগ্রে আসীৎ। তৎ সদাসীৎ। (ছান্দোগ্য, ৩।১৯।১)

আমরা পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যসমূহে দেখিতে পাইতেছি যে অব্যক্ত ও অস্পষ্ট অবস্থায় অবস্থিত জগৎ প্রজাপতির ইচ্ছানুসারে ব্যক্ত ও স্পষ্ট অবস্থায় পরিণত হইয়া বর্ত্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। সেই পরমাত্মা (মন) সৃজ্যমান জগতের রচনাদি বিষয় মনে মনে পর্য্যালোচনা করিতে করিতে, তাঁহার জ্ঞান ও ইচ্ছার বিষয়ীভূত জগৎ সৃষ্ট হইল। কারণ সকলেই কোন বিষয় কামনা করিয়া,তাহা প্রাপ্তির নিমিত্ত যত্নপর হইয়া থাকে। যিনি সর্ব্ব কামনার আস্পদ, সর্ব্বকামপ্রদাতা, তিনি প্রাণীবর্গের হিতার্থে কামনা পরবশ হইয়া জগৎ সৃষ্টি করিলেন।

স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা, ইদং সর্ব্বমসৃজত, যদিদং কিঞ্চ। (তৈত্তিরীয় উপনিষদ্,২।৬)

তপ ইতি জ্ঞানমুচ্যতে। "যস্য জ্ঞানময়ং তপ" ইতি শ্রুত্যন্তরাৎ আপ্তকামত্বাচ্চ ইতরস্যাসম্ভব এব। স আত্মা তপস্তপ্তবান্, সৃজ্যমান-জগদ্-রচনাদি-বিষয়সমালোচনামকরোৎ। কাময়িতৃত্বাৎ অস্মদাদিবৎ অনাপ্তকামং চেৎ। ন। স্বাতন্ত্র্যাৎ। যথান্যান্ পরবশীকৃত্য কামাদিদোষাঃ প্রবর্ত্তয়ন্তি, ন তথা ব্রহ্মণঃ প্রবর্ত্তকঃ কামঃ। কথং তর্হি সত্যজ্ঞানলক্ষণঃ স্বাত্মভূতত্বাৎ বিশুদ্ধঃ। ন তৈ ব্রহ্ম প্রবর্ত্ত্যতে। তেষাং তু তৎপ্রবর্ত্তকং ব্রহ্ম, প্রাণিকর্ম্মাপেক্ষয়া। তস্মাৎ স্বাতন্ত্র্যং কামেষু ব্রহ্মণঃ। অতো ন অনাপ্তকামং ব্রহ্ম, সাধনান্তরানপেক্ষত্বাচ্চ। কিঞ্চ যথান্যেষাং অনাত্মভূতা ধর্ম্মাদি-নিমিত্তাপেক্ষাঃ কামাঃ স্বাত্মব্যতিরিক্ত-কার্য্যকরণ-সাধনান্তরাপেক্ষাশ্চ, ন তথা ব্রহ্মণো নিমিত্তাদ্যপেক্ষত্বং। (সায়নাচার্য্যের তৈত্তিরীয়োপনিষদ্-ভাষ্য)

কামের প্রভাব ও সর্ব্বেশ্বরত্ব অথর্ব্ব সংহিতায় (৯।২, ও ১৯।৫২) এবং তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের (২।৮।৯।৫) ভাষ্যে বর্ণিত হইয়াছে।

কামস্য সর্ব্বব্যবহারহেতুত্বং বাজসনেয়িনঃ সমামনন্তি। অথো খল্বাহুঃ, "কামময়মেবায়ং পুরুষ" ইতি। ব্যাসোঽপি স্মরতি, "কামবন্ধনমেবেদং নান্যদস্তীহ বন্ধনং" ইতি। অস্মদনুভবেঽপি তথা দৃশ্যতে। সর্ব্বো হি পুরুষঃ প্রথমং কিঞ্চিৎ কাময়িত্বা, তদর্থং প্রযতমানঃ সুখং দুঃখং বা লভেত। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ-ভাষ্য)

কামো জজ্ঞে প্রথমো, নৈনং—দেবা আপুঃ পিতরো ন মর্ত্ত্যাঃ।
ততস্ত্বমসি জ্যায়ান্ বিশ্বহা মহান্, তস্মৈ তে কাম নাম ইৎ কৃণোমি॥ ১৯
যাবতী দ্যাবা পৃথিবী বরিম্ণা, যাবদাপঃ সিষ্যদুর্যাবদগ্নিঃ। তত ...॥ ২০
যাবতী র্দিশঃ প্রদিশো বিষুচী, র্যাবতীরাশা অভিচক্ষণা দিবঃ। তত ...॥ ২১
যাবতী র্ভৃঙ্গা জত্বঃ কুরূরবো, যাবতী র্বঘা বৃক্ষসর্প্যো বভূবুঃ। তত ...॥ ২২

হিরণ্যগর্ভং পরমং অনত্যুদ্যং জনা বিদুঃ।
স্কম্ভস্তদগ্রে প্রাসিঞ্চৎ হিরণ্যং লোকে অন্তরা॥ ২৮
স্কম্ভে লোকা স্কম্ভে তপঃ, স্কম্ভেঽধ্য ঋতমাহিতং।
স্কম্ভ ত্বা বেদ প্রত্যক্ষঃ, ইন্দ্রে সর্ব্বং সমাহিতং॥ ২৯
ইন্দ্রে লোকা ইন্দ্রে তপ, ইন্দ্রেঽধ্য ঋতমাহিতং।
ইন্দ্র ত্বা বেদ প্রত্যক্ষং, স্কম্ভে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং॥ ৩০
নাম্না নাম জোহবীতি পুরা সূর্য্যাৎ পুরোষসঃ।
যদজঃ প্রথমং সংবভূব, স হ তৎ স্বারাজ্যমিয়ায়
যস্মান্নান্যৎ পরমস্তি ভূতং॥ ৩১
যস্য ভূমিঃ প্রমা, অন্তরীক্ষমুতোদরং।
দিবং যশ্চক্রে মূর্দ্ধানং, (তস্মৈ) জ্যেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ॥ ৩২
যস্য সূর্য্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চ পুনর্নবঃ।
অগ্নিং যশ্চক্রে আস্যং, তস্মৈ··· ॥ ৩৩
যস্য বাতঃ প্রাণাপানং চক্ষুরাঙ্গিরসোঽভবন্।
দিশো যশ্চক্রে প্রজ্ঞানীঃ, তস্মৈ··· ॥ ৩৪
স্কম্ভো দধার দ্যাবাপৃথিবী উভে ইমে, স্কম্ভো দধার উর্বন্তরীক্ষং।
স্কম্ভো দধারা প্রদিশঃ ষড়ুর্ব্বীঃ, স্কম্ভ ইদং বিশ্বং ভুবনমাবিবেশ॥ ৩৫
যঃ শ্রমাৎ তপসো জাতো, লোকান্ সমানশে।
সোমং যশ্চক্রে কেবলং, তস্মৈ··· ॥ ৩৬
কথং বাতো নেলয়তি, কথং ন রমতে মনঃ।
কিমাপঃ সত্যং প্রেপ্সন্তী র্নেলয়ন্তি কদাচন॥ ৩৭
মহদ্ যক্ষং ভুবনস্য মধ্যে, তপসি ক্রান্তং সলিলস্য পৃষ্ঠে।
তস্মিন্ শ্রয়ন্তে যে উ কে চ দেবা, বৃক্ষস্য স্কন্ধঃ পরিত ইব শাখাঃ॥ ৩৭

জ্যায়ান্ নিমিষতোঽসি তিষ্ঠতো, জ্যায়ান্ সমুদ্রাদসি কাম মন্যো। তত ··· ॥ ২৩
ন বৈ বাতশ্চ, ন কামমাপ্নোতি, নাগ্নিঃ সূর্য্যো নোত চন্দ্রমাঃ। তত ··· ॥ ২৪
যাস্তে শিবা স্তন্বঃ কাম ভদ্রা, যাভিঃ সত্যং ভবতি যৎ বৃণীষে।
তাভিস্ত্বমস্মান্ অভিসংবিশস্ব, অন্যত্র পাপীরপবেশয় ধিয়ঃ॥২৫

যস্মৈ হস্তাভ্যাং পাদাভ্যাং বাচা শ্রোত্রেণ চক্ষুষা।
যস্মৈ দেবাঃ সদা বলিং প্রযচ্ছন্তি বিমিতেঽমিতং ॥ ৩৯
অপ তস্য হতং তমো ব্যাবৃত্তঃ স পাপ্মনা।
সর্ব্বাণি তস্মিন্ জ্যোতীংষি যানি ত্রীণি প্রজাপতৌ ॥ ৪০
যো বেতসং হিরণ্ময়ং তিষ্ঠন্তং সলিলে বেদ।
স বৈ গুহ্যঃ প্রজাপতিঃ ॥ ৪১ (অথর্ব্বসংহিতা, ১০।৭)

দেবাধিদেব স্কন্তের কোন্ অঙ্গে তপ, ঋত (যজ্ঞ), ব্রত, শ্রদ্ধা (বিশ্বাস), সত্য, অগ্নি, মাতরিশ্বা (বায়ু)*, চন্দ্রমা, পৃথ্বী, অন্তরীক্ষ, এবং দ্যুলোক অবস্থিত আছে? মাস, ঋতু, বৎসর, দিবা, রাত্রি, ও জলরাশি কীদৃশ স্কম্ভ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে? প্রজাপতি সর্ব্বলোক স্কম্ভ দেবে অধিষ্ঠিত রাখিয়াছেন। প্রজাপতির সৃষ্ট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র স্কম্ভ বিশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক অনুপ্রবিষ্ট রহিয়াছেন। এক অঙ্গকে সহস্র সহস্র ভাগে বিভক্ত করিয়া, তিনি ভূত ও ভবিষ্যৎকালে † পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। বিভিন্ন লোক, কোষ, জল, সৎ ও

---

* মাতরিশ্বা দেব বিবস্বতের দূত। তিনি গ্রীকবীর প্রমিথিয়াসের ন্যায় স্বর্গলোকে গুপ্তভাবে পরিরক্ষিত অগ্নিদেবকে পৃথিবীতে আনয়ন করিয়া, ভৃগুবংশীয়দিগের হস্তে সমর্পণ করেন। ভৃগুবংশীয়েরা যাগযজ্ঞাদি দ্বারা অগ্নির মাহাত্ম্য পৃথিবীতে প্রচার করেন। এই নিমিত্ত অগ্নি "ভৃগবাণ" নামে সময় সময় আখ্যাত হয়। ঋক্‌সংহিতার ১।৬০।১,১।৯৩।৬,১।১৪৩।২,৩।২।১৩, ৩।৫।১০,৩।৯।৫ এবং ৬।৮।৪ ঋকে ইহার উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

আ অন্যং (অগ্নিং) দিবো মাতরিশ্বা জভার ॥
স জায়মানঃ পরমে ব্যোমনি আবিরগ্নিরভবন্ মাতরিশ্বনে ॥

৬।১৬।১৩ ঋকে অথর্ব্বন্ অগ্নিদেবের ভূলোকে আনয়নকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ১০।১২০।৯ ঋকে অর্থর্ব্বনের ভগিনীগণ "মাতরিশ্বরী" নামে কথিত হইয়াছে।

ঋগ্‌বেদীয় ১।৯৬।৩-৪,৩।২৯।৪,১০।১১৪।১ ঋকে মাতরিশ্বা অগ্নিরই নামান্তর বলিয়া বোধ হয়। যাস্ক মাতরিশ্বার বায়ু অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

† অথর্ব্বসংহিতায় ও মহাভারতে কাল জগতের উৎপাদক ও পরিরক্ষক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহা কালবাদ মতের মূলসূত্র বলিয়া গণ্য হইতে পারে।

কালো অশ্বো বহতি সপ্তরশ্মিঃ, সহস্রাক্ষো অজরো ভূরিরেতাঃ।
তমারোহন্তি কবয়ো বিপশ্চিত, তস্য চক্রা ভুবনানি বিশ্বা ॥১
সপ্ত চক্রা বহতি কাল এব, সপ্তস্য নাভীরমৃতং নু অক্ষঃ।
স ইমা বিশ্বা ভুবনানি অর্ব্বান্, কালঃ স ঈয়তে প্রথমো নু দেবঃ ॥২

অসৎ, এবং ব্রহ্মজ্ঞান স্কম্ভ হইতেই উৎপন্ন হইয়াছে। ত্রয়স্ত্রিংশৎ * দেবতাগণ স্কম্ভ দেবেই সমাহিত আছে। ঋক্, যজুঃ ও সাম বেদ, এবং প্রাচীন ঋষিগণ

পূর্ণঃ কুম্ভো অধিকালে আহিত, স্তং নু পশ্যামো বহুধা নু সন্তং।
স ইমা বিশ্বা ভুবনানি প্রত্যন্, কালং তমাহুঃ পরমে ব্যোমন্ ॥৩
স এব সং ভুবনানি আভরৎ, স এব সং ভুবনানি পর্য্যৈৎ।
পিতা সন্নভবৎ পুত্র এষাং, তস্মাদ্ বৈ নান্যৎ পরমস্তি তেজঃ ॥৪
কালোঽমূং দিবমজনয়ৎ, কাল ইমাঃ পৃথিবীরুত।
কালেন ভূতং ভব্যঞ্চ ইষিতং হ বৈ তিষ্ঠতে।
কালো ভূমিমসৃজত, কালে তপতি সূর্য্যঃ।
কালে হ বিশ্বা ভূতানি, কালে চক্ষু র্বি পশ্যতি ॥৬
কালে মনঃ কালে প্রাণঃ, কালে নাম সমাহিতং।
কালেন সর্ব্বা নন্দন্তি আগতেন প্রজা ইমাঃ ॥৭
কালে তপঃ কালে জ্যেষ্ঠং, কালে ব্রহ্ম সমাহিতং।
কালো হ সর্ব্বস্যেশ্বরো, যঃ পিতাসীৎ প্রজাপতেঃ ॥৮
তেনেষিতং তেন জাতং, তদ্ উ তস্মিন্ প্রতিষ্ঠিতং।
কালো হ ব্রহ্ম ভূত্বা বিভর্ত্তি পরমেষ্ঠিনং ॥ ৯
কালঃ প্রজা অসৃজত, কালো অগ্রে প্রজাপতিং।
স্বয়ম্ভুঃ কশ্যপঃ কালাৎ, তপঃ কালাদজায়ত ॥ ১০
কালাদাপঃ সমভবন্, কালাদ্ ব্রহ্ম তপো দিশঃ।
কালেনোদেতি সূর্য্যো, কালে নি বিশতে পুনঃ ॥ ১১
কালেন বাতঃ পবতে, কালেন পৃথিবী মহী।
দ্যৌর্মহী কালে আহিতঃ ॥ ১২
কালে হ ভূতং ভব্যঞ্চ মন্ত্রো অজনয়ৎ পুরা।
কালাদ্ ঋচঃ সমভবন্, যজুঃ কালাদজায়ত ॥ ১৩
কালে যজ্ঞং সমৈরয়ন্ দেবেভ্যো ভাগমক্ষিতং।
কালে গন্ধর্ব্বাপ্সরসঃ, কালে লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ ॥ ১৪
কালেঽয়ং অঙ্গিরা দিবো অথর্ব্বা চাধিতিষ্ঠতঃ।
ইমঞ্চ লোকং পরমংচ লোকং, পুণ্যাশ্চ লোকান্ বিধৃতাশ্চ পুণ্যাঃ ॥ ১৫
সর্ব্বান্ লোকানভিজিত্য ব্রহ্মণা, কালঃ স ঈয়তে পরমো নু দেবঃ ॥ ১৬

(অথর্ব্বসংহিতা, ১৯।৫৪)

মৈত্রী উপনিষদে, শাঙ্খ্যকারিকায় এবং মহাভারতীয় আদি, শান্তি ও অনুশাসন পর্ব্বে

তাহাতেই বসতি করেন। সেই অবিনাশী পুরুষে অমরতা ও মৃত্যু অবস্থিত আছে। সমুদ্র তাঁহার নাড়ী স্বরূপ, চারিদিক্ তাঁহার প্রাথমিক নাড়িকা।

কাল সম্বন্ধে এবংবিধ নির্দ্দেশ লক্ষিত হয়। মৈত্রী উপনিষদ্ সূর্য্যকে কালের উৎপাদক ('সূর্য্যো যোনি কালস্য') বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া, কালও অকাল ব্রহ্মের এই দ্বিবিধ রূপের নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে কালশ্চ অকালশ্চ। অথ যঃ প্রাগাদিত্যাৎ, সোঽকালোঽকলঃ। অথ য আদিত্যাদ্যঃ, স কালঃ সকলঃ।

কালাৎ স্রবন্তি ভূতানি, কালাদ্ বৃদ্ধিং প্রযন্তি চ।
কালে চাস্তং নিযচ্ছন্তি, কালো মূর্ত্তিরমূর্ত্তিমান॥ (মৈত্রী উপনিষদ্)

* ঋগ্বেদ সংহিতার অনেকানেক ঋকে (১।৩৪।১১, ১।৪৫।২, ১।১৩৯।১১, ৩।৬।৯, ৮।২৮।১, ৮।৩০।২, ৮।৩৫।৩, ৯।৯২।৪) দেবতার সংখ্যা ত্রয়স্ত্রিংশৎ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। তাঁহারা সপত্নীক দিব্যলোক, অন্তরীক্ষ লোক ও ভূলোকে বাস করেন।

যে দেবাসো দিবি একাদশ স্থ, পৃথিব্যামধি একাদশ স্থ।
অপ্সুক্ষিতো মহিনা একাদশ স্থ, তে দেবাসো যজ্ঞমিমং জুষধ্বং॥ (১।১৩৯।১১)
যে দেবা দিবিষদো অন্তরীক্ষসদশ্চ, যে যে চ ইমে ভূম্যামধি। (অথর্ব্ব, ১০।৯।১২)

যেমন হোতা, উদ্গাতা, অধ্বর্য্যু ও ব্রহ্মা এই চারি শ্রেণীতে, অনুষ্ঠেয় স্ব স্ব কর্ম্মানুসারে পুরোহিতগণ বিভক্ত, সেইরূপ মহত্ত্ব বা পৃথক্ পৃথক্ কার্য্যানুষ্ঠান অনুসারে দেবগণ বিভিন্ন নাম ধারণ করিয়াছে। একই পুরোহিত যেমন স্বীয় অনুষ্ঠিত বিভিন্ন কর্ম্মানুসারে হোতাদি বিভিন্ন নামে অভিহিত হয়, সেইরূপ ভূলোকস্থ অগ্নি, অন্তরীক্ষলোকস্থিত ইন্দ্র বা বায়ু, এবং দ্যুলোকবাসী সূর্য্য, বিভিন্ন নামে পরিচিত ও স্তুত হইতেছেন।

তিস্র এব দেবতা, ইতি নৈরুক্তাঃ। অগ্নিঃ পৃথিবীস্থানো, বায়ুর্বা ইন্দ্রো বা অন্তরীক্ষস্থানঃ, সূর্য্যো দ্যুস্থানঃ। তাসাং মহাভাগ্যাৎ একৈকস্যা অপি বহূনি নামধেয়ানি ভবন্তি। অপি বা কর্ম্মপৃথক্ত্বাদ্ যথা হোতা অধ্বর্য্যু ব্রহ্মা উদ্গাতা ইত্যপ্যেকস্য সতঃ। অপি বা পৃথগ্ বা স্যুঃ। পৃথগ্ হি স্তুতয়ো ভবন্তি, তথাভিধানানি। (নিরুক্ত, ৭।৫)

সূর্য্যো নো দিবস্পাতু, বাতো অন্তরীক্ষাৎ। অগ্নির্ন পার্থিবেভ্যঃ॥ (১০।১৫৮।১)

শতপথ ব্রাহ্মণের মতে অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, দ্যৌ ও পৃথিবী সমুদয়ে এই তেত্রিশটী দেবতা।

অষ্টৌ বসব, একাদশ রুদ্রা, দ্বাদশ আদিত্যা—ইমে এব দ্যাবাপৃথিবী ত্রয়স্ত্রিংশৌ। ত্রয়স্ত্রিংশদ্ বৈ দেবাঃ। প্রজাপতি শ্চতুস্ত্রিংশঃ। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ৪।৫।৭।২)

শতপথ ব্রাহ্মণের স্থলান্তরে (১১।৬।৩।৫) দ্যাবাপৃথিবীর পরিবর্ত্তেইন্দ্র ও প্রজাপতিকে লইয়া ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার সংখ্যা পরিগণনা করা হইয়াছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (২।১৮) লিখিত আছে

তিনি যজ্ঞময়। যাঁহারা পুরুষরূপী ব্রহ্মের বিষয় অবগত আছেন, তাঁহারা যথাক্রমে পরমেষ্ঠি, প্রজাপতি ও স্কম্ভ দেবকে উত্তরোত্তর জ্ঞাত হইতে সক্ষম হন।

বৈশ্বানর (অগ্নি) সেই স্কম্ভের শীর্ষদেশ, অঙ্গিরস তাঁহার চক্ষু, যাতু (দৈত্য)

যে অষ্টবসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, প্রজাপতি ও বষট্‌কার এই তেত্রিশ জন সোমপায়ী দেবতা। একাদশ প্রযাজ, অনুযাজ ও উপযাজ এই তেত্রিশ জন অসোমপ মাংসাহারী দেবতা।

মহাভারতীয় বন, উদ্যোগ, অনুশাসন ও শান্তি পর্ব্বে এই ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। রামায়ণে অশ্বিনীকুমার দ্বয়কে তেত্রিশ প্রধান দেবতার মধ্যে গণনা করা হইয়াছে।

আদিত্যং জজ্ঞিরে দেবা স্ত্রয়স্ত্রিংশদরিন্দম।
আদিত্যা বসবো রুদ্রা অশ্বিনৌ চ পরন্তপ॥ (রামায়ণ, আরণ্যকাণ্ড, ১৪;১১।

পৌরাণিক অষ্ট বসুর নাম—ধর, ধ্রুব, সোম, সবিতা (বিষ্ণু), অনিল, অনল, প্রত্যুষ (প্রভুষ) প্রভাস (প্রভাব)। বিভিন্ন পুরাণে দেবনামাবলী বিভিন্নরূপ দৃষ্ট হয়। অজ, একপদ, অহিব্রধ্ন, পিনাকী, ঋত, পিতৃরূপ, বৃষাকপি, ত্র্যম্বক, শম্ভু, হবন, ঈশ্বর—সমুদয়ে একাদশ রুদ্র।

মৃগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ নিঋতিশ্চ মহাযশাঃ।
অজৈকপাদহির্ব্রধ্নঃ পিনাকী চ পরন্তপঃ॥
দহনোঽথেশ্বরশ্চৈব কপালী চ বিশাম্পতিঃ।
স্থাণুর্ভগশ্চ ভগবান্ রুদ্রাস্তত্রাবতস্থিরে॥
ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণাংশো ভগস্তথা।
ইন্দ্রো বিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা॥
পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতাঃ॥

(মহাভারত, আদিপর্ব্ব। ১২১ অধ্যায়)

যেমন ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবনামের মধ্যে পরস্পর বৈসাদৃশ্য দৃষ্ট হয়, সেইরূপ দেবসংখ্যার সম্বন্ধে ঋকসংহিতায়ই গোলযোগ সংঘটিত হইয়াছে। ঋক্‌সংহিতায় (৩।৯।৯ এবং ১০।৫২।৬) দেবসংখ্যা ৩৩৩৯ বলিয়া কথিত হইয়াছে। বাজসনেয়ী সংহিতা (৩৩।৭), শতপথ ব্রাহ্মণ (১১।৬।৩।৪) এবং বৃহদারণ্যক উপনিষদেও এবংবিধ সংখ্যা নির্দ্দেশ দেখিতে পাওয়া যায়।

ত্রীণি শতা ত্রী সহস্রাণি অগ্নিং ত্রিংশচ্চ দেবা নব চাসপর্য্যন্ (ঋক্‌বেদ, ৩ ৯ ৯)

ঋক্‌সংহিতায় মহৎ ও ক্ষুদ্র, যুবক ও বৃদ্ধ বলিয়া দেবগণের শ্রেণীবিভাগ করা হইয়াছে। স্থলান্তরে সকল দেবতাকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

গণ তাঁহার অঙ্গ, ব্রহ্ম তাঁহার মুখ, মধুকশা তাঁহার জিহ্বা, বিরাজ তাঁহার উধ (পালান)। তাঁহা হইতে ঋক্ ও যজুঃ মন্ত্র গৃহীত হইয়াছে। সাম মন্ত্র তাঁহার লোম, এবং অথর্ব্ববেদ তাঁহার মুখস্বরূপ। সৎ ও অসৎ এই উভয়ই তাঁহাতে একত্র বিরাজিত। আদিত্য, রুদ্র ও বসুগণ তাঁহার অন্তর্গত। তিনি সর্ব্বলোক ও সর্ব্বকাল ধারণ করিয়া রাখিয়াছেন। তেত্রিশ দেবতা অবিজ্ঞাত তাঁহার ধন রক্ষা করিতেছেন। ব্রহ্মবিৎ দেবগণ, তাঁহাতে অবস্থিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেছেন। স্কন্তের একাঙ্গভূত অসৎ হইতে প্রধান প্রধান ও পুরাণ দেবগণ সমুৎপন্ন হইয়াছেন। ব্রহ্মবিদেরাই তাঁহার অঙ্গভূত ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতাদিগকে পরিজ্ঞাত আছেন। লোক মধ্যে স্কম্ভ যে হিরণ্য বর্ষণ করেন, তাহা হইতেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবিনাশী হিরণ্যগর্ভ উদ্ভূত হইয়াছেন। যে ইন্দ্রদেবে সর্ব্বলোক, তপস্যা, ও যাগানুষ্ঠান প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, তিনি স্কন্তের অঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই নহেন। সেই অজ স্বেচ্ছায় উৎপন্ন হইয়া, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ লোকের আধিপত্য প্রাপ্ত হন। তিনি দ্যুলোক, ভূলোক, অন্তরীক্ষ লোক ও ছয় দিক্ সৃজন পূর্ব্বক সমগ্র বিশ্বে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন। সেই পরব্রহ্মের উপাসনা করি,—ভূলোক যাঁহার অধিষ্ঠান ভূমি, অন্তরীক্ষ যাঁহার উদর, দ্যুলোক যাঁহার শীর্ষদেশ, সূর্য্য ও চন্দ্র যাঁহার চক্ষু, অগ্নি যাঁহার মুখ, বায়ু যাঁহার নিঃশ্বাস প্রশ্বাস, এবং দশ দিক্ যাঁহার ইন্দ্রিয় স্বরূপ। বৃক্ষমূলের চতুর্দ্দিকে যেমন তদুৎপন্ন শাখা প্রশাখা প্রসারিত হয়, সেইরূপ সমুদয় দেবগণ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হইয়া, তাঁহাতেই সম্মিলিত আছে। সমগ্র বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড অনন্তস্বরে সেই তমোনুদ, অজ্ঞতাহারক, অপাপবিদ্ধ অনন্তরূপীর গুণাবলী কীর্ত্তন করিতেছে।

নমো মহদ্ভ্যো, নমো অর্ভকেভ্যো, নমো যুবভ্যো, নমঃ আশিনেভ্যঃ।

যজাম দেবান্ যদি শক্নবাম, ন জ্যায়সঃ শংসম্ আ বৃক্ষি দেবাঃ॥ (১ ২৭ ১৩)

ন হি বো অস্তি অর্ভকো, দেবাসো ন কুমারকঃ। বিশ্বে সতো মহান্ত ইৎ॥ (৮ ৩০ ১)

অথর্ব্ব বেদে লিখিত আছে যে জলে ও স্থলে, বৃক্ষে ও লতায় বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্রই দেবগণ বিরাজিত আছেন।

যে দেবা দিবি স্থ, যে পৃথিব্যাং, যে অন্তরীক্ষে, ওষধীষু, পশুষু, অপ্সু, অন্তঃ।

(অথর্ব্ব সংহিতা, ১ ৩০ ৩)

অথর্ব্ব ও বাজসনেয়ী সংহিতা, তৈত্তিরীয় ও শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে ব্রহ্ম প্রতিপাদক কতিপয় অংশ এস্থলে উদ্ধৃত ও অনুবাদিত হইয়া প্রদর্শিত হইতেছে। ইহার সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের মাহাত্ম ও সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে।

যিনি বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত রহিয়াছেন, যিনি ভূতাদি কাল ও স্বরাদি লোক ত্রয় ধারণ করিয়া আছেন, যিনি অনন্ত ও অন্তবান্, যিনি বিশ্বরূপ ধারণ পূর্ব্বক যাবতীয় প্রাণীবর্গের অভ্যন্তরে অদৃশ্যভাবে অবস্থিত আছেন, —সেই একমাত্র পরব্রহ্মকে কৃতাঞ্জলিপুটে নমস্কার করি। স্থিতিশীল, গতিশীল, নিমিষবান্, উড্ডীয়মান চৈতন্যময় প্রাণীবর্গের এবং অচেতন পদার্থ সমূহের একমাত্র নিয়ন্তা, সেই দেবাধিদেব বিশ্বের সর্ব্বত্র নিরন্তর বর্ত্তমান আছেন। তাঁহারই অনুল্লঙ্ঘনীয় শাসন প্রভাবে সূর্য্য উদিত ও অস্তমিত হইতেছে। দেব মনুষ্যাদি রথচক্রে অরের ন্যায় তদীয় মায়া প্রভাবে তাঁহাতে সংলগ্ন রহিয়াছে। সত্বাদি গুণত্রয় দ্বারা তিনি জগতস্থ পদার্থ সমুদয় পরস্পর সংগ্রথিত করিয়া রাখিয়াছেন। গোষ্ঠ যেমন গোবৃষভাদির আবাস স্থান, ব্রহ্ম তেমনি দেবগণের একমাত্র আশ্রয় স্থল। সমুদ্রগামী বণিক্‌গণ যেমন পোত মধ্যে নিভৃতে ও নিরুপদ্রবে বসতি করে, সেইরূপ সমস্ত বিশ্ব ব্রহ্মে অবস্থিত আছে। সূর্য্য তাঁহারই জ্যোতিতে জ্যোতির্ম্ময় হইয়া বিশ্বভুবন প্রকাশিত করিতেছে। তিনিই বিশ্বের উৎপাদক ও পরিচালক। সেই স্বয়ম্ভু ব্রহ্ম আমাদের পিতারূপে আমাদিগকে পরিপালন করেন, মাতারূপে আমাদিগকে উৎপাদন করেন, এবং পুত্ররূপে আমাদিগকে পরিপোষণ করেন। সেই অজর অমর, অনাদি, অনন্ত, চিরযৌবনসম্পন্ন, অভাবশূন্য, পরিপূর্ণ, সর্ব্ববিধ শান্তির আস্পদ পরমাত্মাকে জানিতে পারিলে, মৃত্যুজনিত ভয় সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হয়।

যো ভূতঞ্চ ভব্যঞ্চ, সর্ব্বং যশ্চাধিতিষ্ঠতি।
স্বর্যস্য চ কেবলং, তস্মৈ জেষ্ঠায় ব্রহ্মণে নমঃ। ১
স্কম্ভেনেমে বিষ্টভিতে, দ্যৌশ্চ ভূমিশ্চ তিষ্ঠতঃ।
স্কম্ভ ইদং সর্ব্বমাত্মন্বং, যৎ প্রাণৎ নিমিষচ্চ যৎ॥ ২

যদেজতি পততি যচ্চ তিষ্ঠতি, প্রাণদপ্রাণং নিমিষচ্চ যৎ ভুবং।
তদ্ দধার পৃথিবীং বিশ্বরূপং, তৎ সংভূয় ভবত্যেকমেব॥ ১১
অনন্তং বিততং পুরুত্রা অনন্তং, অন্তবচ্চ আ সমন্তে।
তে নাকপালশ্চরতি বিচিন্বন্, বিদ্বান্ ভূতমুত ভব্যমস্য॥ ১২

যতঃ সূর্য্য উদেতি, অস্তং যত্র চ গচ্ছতি।
তদেব মন্যেঽহং জ্যেষ্ঠং, তদ্ উ নাত্যেতি কিঞ্চন॥ ১৬
যত্র দেবা মনুষ্যাশ্চ অরা নাভাবিব শ্রিতাঃ।
অপাং ত্বা পুষ্পং পৃচ্ছামি, যত্র তন্মায়য়া হিতং॥ ৩৪
পুণ্ডরীকং নবদ্বারং, ত্রিভি র্গুণেভিরাবৃত।
তস্মিন্ যদ্ যক্ষমাতন্বৎ, তদ্ বৈ ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥ ৪৩
অকামো ধীরো অমৃতঃ স্বয়ম্ভুঃ, রসেন তৃপ্তো ন কুতশ্চনো নঃ।
তমেব বিদ্বান্ ন বিভায় মৃত্যোঃ, আত্মানং ধীরমজরং যুবানং॥ ৪৪ *

(অথর্ব্বসংহিতা, ১০।৮)

ব্রহ্ম দেবানজনয়ৎ, ব্রহ্ম বিশ্বমিদং জগৎ।
ব্রহ্মণঃ ক্ষত্রং নির্ম্মিতং, ব্রহ্ম ব্রাহ্মণ আত্মনা॥ ৯
অন্তরস্মিন্নিমে লোকা, অন্তর্বিশ্বমিদং জগৎ।
ব্রহ্মৈব ভূতানাং জ্যেষ্ঠং, তেন কোঽর্হতি স্পর্দ্ধিতুং॥ ১০
ব্রহ্মন্ দেবাস্ত্রয়স্ত্রিংশৎ, ব্রহ্মন্ ইন্দ্রপ্রজাপতী।
ব্রহ্মন্ হ বিশ্বা ভূতানি, নাবীবান্তঃ সমাহিতাঃ॥ ১১

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।৮।৮)

---

* অথর্ব্ব সংহিতার অন্যত্র এই ব্রহ্মের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।
য আপো যশ্চ দেবতা যা বিরাড্ ব্রহ্মণা সহ।
শরীরং ব্রহ্ম প্রাবিশৎ, শরীরেঽধি প্রজাপতিঃ॥ ৩০
সূর্য্যশ্চক্ষুর্বাতঃ প্রাণং পুরুষস্য বিভেজিরে।
অথাস্যেতরমাত্মানং দেবাঃ প্রাযচ্ছন্ অগ্নয়ে॥ ৩১
তস্মাদ্ বৈ বিদ্বান্ পুরুষং ইদং ব্রহ্মেতি মন্যতে।
সর্ব্বা হি অস্মিন্ দেবতা, গাবো গোষ্ঠে ইবাসতে॥ ৩২ (অথর্ববেদ, ১০।৮)
যো বিদ্যাৎ ব্রহ্ম, পরুংষি যস্য সম্ভারা, ঋচো যস্য অনূক্যং।
সামানি যস্য লোমানি, যজুর্হৃদয়মুচ্যতে, পরিস্তরণং ইদ্ হবিঃ॥ (ঐ, ৯।৬।১)
যজ্ঞীয় দ্রব্য যাঁহার গ্রন্থি, আজ্যাহুতি যাঁহার শয্যা, ঋক্‌মন্ত্র যাঁহার মেরুদণ্ড, সামমন্ত্র যাঁহার লোম, এবং যজুর্মন্ত্র যাঁহার হৃদয় স্বরূপ—তিনিই ব্রহ্ম।
ব্রহ্ম সূর্য্যসমং জ্যোতিঃ, দ্যৌঃ সমুদ্রসমং সরঃ॥ (বাজসনেয়ী সংহিতা, ২৩।৪৮)
ভূতং ভবিষ্যৎ প্রস্তৌমি মহৎ ব্রহ্মৈকমক্ষরং॥ (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৪।১৯)

যেনেদং বিশ্বং পরিভূতং, যদস্তি প্রথমজং দেবং হবিষা বিধেম।
স্বয়ম্ভু ব্র্হ্ম পরমং তপো যৎ, স এব পুত্র, স পিতা, স মাতা॥
তপো হ যক্ষং প্রথমং সংবভূব॥ (তৈত্তিরীর ব্রাহ্মণ ৩।১২।৩।১)
বিশ্বসৃজঃ প্রথমঃ সত্রমাসত, সহস্রসমাং প্রসূতে নয়ন্তঃ।
ততো হ জজ্ঞে ভুবনস্য গোপা, হিরণ্ময়ঃ শকুনির্ব্রহ্ম নাম॥
যেন সূর্য্য স্তপতি তেজসেদ্ধঃ। নাবেদবিৎ মনুতে তং বৃহতং॥
(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৯।৭)

উদ্ধৃতাংশের সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের মাহাত্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীতি হয় যে উপনিষদ্ ও বেদান্তাদি দর্শন বিরচিত হওয়ার বহুপূর্ব্ব হইতে ভারতীয় আর্য্য-সমাজস্থ প্রজ্ঞাবান্ মনীষী ঋষিগণের চিন্তাপ্রণালী যে ভাবে প্রবাহিত হইয়া আসিতেছিল, আর্য্যসমাজের সেই ধারাবাহিক চিন্তা প্রবাহ কোনও কালে নিরুদ্ধ বা বিলুপ্ত না হইয়া, উপনিষদাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থে কালক্রমে লিপিবদ্ধ হইয়া চিরস্থায়ী আকার ধারণ করে। যে নামরূপাত্মক মায়াবাদ বেদান্ত * দর্শনে বিশেষরূপে বিবৃত ও সমালোচিত হইয়াছে, তাহার পূর্ব্বাভাস বৈদিক ব্রাহ্মণ ভাগে লক্ষিত হয় †।

---

* 'বেদান্ত' শব্দের উল্লেখ তৈত্তিরীয় আরণ্যকে (১০।১২) প্রথমত দৃষ্ট হয়। দার্শনিক অর্থে ইহা প্রযুজ্য হইয়াছে কিনা, তাহা নিশ্চয় বলিতে পারি না।

বেদান্তবিজ্ঞান-সুনিশ্চিতার্থাঃ, সন্ন্যাসযোগাৎ যতয়ঃ শুদ্ধসত্বাঃ।
তে ব্রহ্মলোকেষু পরান্তকালে, পরামৃতাঃ পরিমুচ্যন্তি সর্ব্বে॥

† শতপথ ব্রাহ্মণের নিম্নোদ্ধৃত অংশে পরব্রহ্ম ও নামরূপাত্মক এই পরিদৃশ্যমান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের বিষয় অবতারিত হইয়াছে। নাম ও রূপ ব্রহ্মের এই দুই প্রধান অভিব্যক্তি দ্বারা, তিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পরিব্যাপ্ত করিয়া রাখিয়াছেন। নাম কথায় ভাষা দ্বারা, ও রূপ মানসিক ভাব দ্বারা প্রকাশিত হয়।

ব্রহ্ম বৈ ইদমগ্রে আসীৎ। তদ্ দেবান্ অসৃজত। তদ্দেবান্ সৃষ্ট্বা এষু লোকেষু ব্যারোহয়ৎ। অস্মিন্নেব লোকে অগ্নিং, বায়ুং অন্তরীক্ষে, দিব্যেব সূর্য্যং। ১॥ অথ যে অত ঊর্দ্ধা লোকা, তদ্ যা অত ঊর্দ্ধা দেবতা, স্তেষু তা দেবতা ব্যারোহয়ৎ সঃ। যথা হৈব ইমে আবির্লোকা, ইমাশ্চ দেবতা, এবং উ হৈব তে আবির্লোকা তাশ্চ দেবতা। যেষু তা দেবতা ব্যারোহয়ৎ। ২॥ অথ ব্রহ্ম এব পরার্দ্ধমগচ্ছৎ। তৎ পরার্দ্ধং গত্বা ঐক্ষত, 'কথং ন্বিমান্ লোকান্ প্রত্যবেয়াং'

প্রজাপতি।

বৈদিক সংহিতাদি গ্রন্থ সমূহে প্রজাপতির * দ্বিবিধরূপ কল্পিত হইয়াছে।

ইতি। তদ্ দ্বাভ্যামেব প্রত্যবৈৎ, রূপেণ চৈব, নাম্না চ সঃ। যস্য কস্য চ নাম অস্তি, তন্নাম। যস্য উ অপি নাম নাস্তি, যদ্ বেদ রূপেণ। 'ইদং রূপং' ইতি তদ্ রূপং। এতাবৎ বৈ ইদং, যাবৎ রূপং চৈব নাম চ। ৩॥ তে হ এতে ব্রহ্মণো মহতী অভ্বে। স যো হ এতে ব্রহ্মণো মহতী অভ্বে বেদ, মহৎ হৈব অভ্বং ভবতি। ৪॥ তে হৈতে ব্রহ্মণো মহতী যক্ষে। স যো হ এতে ব্রহ্মণো মহতী যক্ষে বেদ, মহদ্ হৈব যক্ষং ভবতি। তয়োরন্যতরজ্জ্যায়ো রূপমেব; যদ্ হ্যপি নাম, রূপমেব তৎ। স যো হেতয়োর্জ্যায়ো বেদ, জ্যায়ান্ হ তস্মাদ্ ভবতি, যস্মাজ্জ্যায়ান্ বুভূষতি। ৫॥ মর্ত্ত্যা হ বৈ অগ্রে দেবা আসুঃ। স যদৈব তে ব্রহ্মণা আপুরথামৃতা আসুঃ। স যং মনস আঘারয়তি। মনো বৈ রূপং। মনসা হি বেদ, 'ইদং রূপং' ইতি। তেন রূপমাপ্নোতি। অথ যং বাচ আঘারয়তি। বাগ্ বৈ নাম। বাচা হি নাম গৃহ্ণাতি। তেন উ নাম আপ্নোতি। এতাবদ্ বৈ ইদং সর্ব্বং যাবদ্ রূপঞ্চৈব নাম চ। তৎসর্ব্বমাপ্নোতি। সর্ব্বং বৈ অক্ষয্যং। এতেন উ হ অস্য অক্ষয্যং সুকৃতং ভবতি, অক্ষয্যো লোকঃ। ৬॥

(শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১।২।৩)

* ঋক্‌সংহিতায় সবিতা, সোম ও হিরণ্যগর্ভের বিশেষণরূপে 'প্রজাপতি' শব্দ দৃষ্ট হয়। তৎপর পশ্বাদি ধন ও সন্ততি প্রদাতা বলিয়া প্রজাপতি স্বতন্ত্র দেবরূপে (১০।৮৫।৪৩, ১০।১৬৯ ৪, এবং ১০।১৮৪।১) বর্ণিত হইয়াছেন। অথর্ব্ববেদ সংহিতায় কোথায়ও বা তিনি কাল কি ব্রহ্মচারী হইতে উৎপন্ন, কোথায়ও বা প্রাণময়, কোথায়ও বা যজ্ঞাবশিষ্ট উচ্ছিষ্টে অবস্থিত, কোথায়ও বা অন্নাহুতি দ্বারা ত্রয়স্ত্রিংশৎ লোকের স্রষ্টা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। অথর্ব্ববেদে সাধারণত প্রজাপতির সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি হয় না।

প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে অন্তরদৃশ্যমানো বহুধা বিজায়তে।
অর্দ্ধেন বিশ্বং ভুবনং জজান, যদস্য অর্দ্ধং কতমঃ স কেতুঃ॥ (১০।৮।১৩)

ইতিপূর্ব্বে শতপথ ব্রাহ্মণ হইতে প্রজাপতির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদক নানা স্থল উদ্ধৃত হইয়াছে। এস্থলে তাহার পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। কাঠক ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে স্বীয় দুহিতা বাক্ প্রজাপতির সহচারিণী বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রজাপতি র্বৈ ইদমাসীৎ। তস্য বাগ্ দ্বিতীয়া আসীৎ। তাং মিথুনং সমভবৎ। সা গর্ভমধত্ত। সা অস্মাদপাক্রামৎ। সা ইমা প্রজা অসৃজত। সা প্রজাপতিমেব পুনঃ প্রাবিশৎ।

(কাঠক ব্রাহ্মণ, ১২।৫)

প্রজাপতি র্বৈ ইদমেক আসীৎ। তস্য বাগেব স্বমাসীৎ, বাগ্ দ্বিতীয়া। স ঐক্ষত, 'ইমামেব বাচং বিসৃজৈ। ইয়ং বৈ ইদং সর্ব্বং বিভবন্তী এষ্যতি' ইতি। স বাচং ব্যসৃজত। সা ইদং সর্ব্বং বিভবন্তী ঐৎ। সা উর্দ্ধা উদাতনোৎ, যথা অপাং ধারা সন্ততা, এবং।

(পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ, ২০।১৪।২)

কোন স্থলে তিনি বিশ্বস্রষ্টা পরমেশ্বরের পদে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন, কোন স্থলে বা তিনি ত্রয়স্ত্রিংশৎ দেবতার অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। *

প্রজাপতিশ্চরতি গর্ভে, অন্তরজায়মানো বহুধা বিজায়তে।
তস্য যোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরা, তস্মিন্ হ তস্থু র্ভুবনানি বিশ্বা॥
(বাজসনেয়ী সংহিতা, ৩১।১৯)

যস্মাজ্জাতং ন পুরা কিঞ্চনৈব, য আবভূব ভুবনানি বিশ্বা।
প্রজাপতিঃ প্রজয়া সংবরাণ, স্ত্রীণি জ্যোতিংষী সচতে স ষোড়শী॥
(ঐ, ৩২।৫)

প্রজাপতি বিশ্বভুবনের একমাত্র উৎপাদক। সমুদয় বিশ্ব তাঁহাতেই অবস্থিত আছে। তিনি জাত না হইয়াও, বহু লোকের উৎপাদন করিয়াছেন। তাঁহার অবির্ভাবের পূর্ব্বে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্ট হয় নাই। তিনি আবির্ভূত হইয়া, স্বীয় ইচ্ছার বিষয়ীভূত বিশ্ব সৃজন করেন।

পূর্ব্বোদ্ধৃত সমস্ত একেশ্বরপ্রতিপাদক বৈদিক বাক্য ও মন্ত্র সমূহ হইতে স্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে যে বহুদেববাদিত্ব হইতে কালক্রমে একেশ্বরবাদ আর্য্যধর্ম্মে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে †। আদিম আর্য্য জাতি বহু ভাগে

---

* শতপথ ব্রাহ্মণ ও মৈত্রী উপনিষদে প্রজাপতির মূর্ত্তিমান ও অমূর্ত্তিমান, অপ্রকৃত ও প্রকৃত, ব্যক্ত ও অব্যক্ত, সসীম ও অসীম রূপের বিষয় উল্লিখিত দৃষ্ট হয়।

দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে, মূর্ত্তঞ্চামূর্ত্তঞ্চ। যদ্ মূর্ত্তং, তদসত্যং। যদমূর্ত্তং, তৎ সত্যং।
(মৈত্রী উপনিষদ্, ৬।৩)

প্রজাপতি র্বৈ এষ যজ্ঞো ভবতি। উভয়ং বৈ এতৎ প্রজাপতিঃ। নিরুক্তশ্চানিরুক্তশ্চ, পরিমিতশ্চাপরিমিতশ্চ। তদ্ যদ্ যজুষা করোতি, যদেবাস্য নিরুক্তং পরিমিতং রূপং, তদস্য তেন সংস্করোতি। অথ যৎ তুষ্ণীং, যদেবাস্য অনিরুক্তমপরিমিতং রূপং, তদস্য তেন সংস্করোতি।
(শতপথ ব্রাহ্মণ, ১৪।১।২।১৮)

† বেদসংহিতা পাঠ করিয়া দেখিলে অক্লেশেই প্রতীতি জন্মিতে পারে, যে পূর্ব্বকালীন ঋষিগণ সমধিক শক্তিসম্পন্ন ও সবিশেষ প্রভাবশালী বিভিন্ন প্রাকৃতিক পদার্থ সমুদায়কে ভিন্ন ভিন্ন জীবিতবান্ সচেতন দেবতা বলিয়া প্রত্যয় যাইতেন। অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি, মনুষ্যের ন্যায় ইচ্ছানুসারে স্বস্ব ব্যাপার সম্পাদন করিতেছেন, ইহাই তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মনুষ্যেরা উপাস্য দেবতাকে মানবধর্ম্মাক্রান্ত জ্ঞান করিয়া, মানব মনের

বিভক্ত ও পৃথক্ পৃথক্ হওয়ার পূর্ব্বে কেবল একেশ্বরবাদী ছিলেন, তদনন্তর কালক্রমে তাহাদিগের মধ্যে বহুতর দেবদেবীর উপাসনা প্রবর্ত্তিত হয়,—সুপণ্ডিত পিক্‌তে সাহেবের এই মতের পরিপোষক প্রমাণ আর্য্যবংশোদ্ভব

স্নেহ ক্ষমাদি উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম অনন্তগুণিত করিয়া ঈশ্বরস্বরূপে সমারোপণ করিয়া আসিতেছেন। প্রাচীন আর্য্যেরা এই মানবত্ব সমারোপণ রীতির অনুবর্ত্তী হইয়া বিশ্বাস করিতেন, যে প্রাকৃতিক শক্তিরূপী দেবতাগণ নরজাতির ন্যায় ইচ্ছানুগত হইয়া ইতস্ততঃ গমনাগমন করেন, ক্ষুৎপিপাসার বশবর্ত্তী হইয়া অন্ন জল গ্রহণ করেন, ক্রোধ হিংসার পরবশ হইয়া শক্রদল সংহার করেন, দার পরিগ্রহ পুরঃসর গৃহধর্ম্ম পরিপালন করেন, এবং দয়া দাক্ষিণ্যের অনুসারী হইয়া ভক্ত জনের মনোরথ পূর্ণ করেন।

পৃথিবীস্থ অন্যান্য প্রাচীন মানবজাতির ন্যায়, সূর্য্য চন্দ্রাদি প্রত্যক্ষগোচর ভৌতিক পদার্থের উপাসনা বৈদিক হিন্দুদিগেরও জাতীয় ধর্ম্ম ছিল। তুষারমণ্ডিত হিমালয়, গিরিনিঃসৃত নির্ঝর, আবর্ত্তময়ী বেগবতী নদী, চিত্তচমৎকারক ভয়ানক জলপ্রপাত, অযত্নসম্ভূত উষ্ণপ্রস্রবণ, দিগ্‌দাহকারী দাবদাহ, বসুমতীর তেজঃপ্রকাশিনী সুচঞ্চল শিখানিঃসারিনী লেলায়মানা জ্বালামুখী, সহস্র সহস্র জনের সন্তাপনাশক বিস্তৃতশাখাপ্রসারক বিশাল বটবৃক্ষ, শ্বাপদনাদে নিনাদিত বিবিধবিভীষিকাসংযুক্ত জনশূন্য মহারণ্য, পর্ব্বতাকার তরঙ্গবিশিষ্ট প্রসারিত সমুদ্র, প্রবল ঝঞ্ঝাবাত, ঘোরতর শিলাবৃষ্টি, জীবিতাশাসংহারক হৃৎকম্পকারক বজ্রধ্বনি, প্রলয়শঙ্কা সমুদ্ভাবক ভীতিজনক ভূমিকম্প, প্রখররশ্মিপ্রদীপ্ত নিদাঘ মধ্যাহ্ন, মনঃপ্রফুল্লকরী সুধাময়ী শারদীয় পূর্ণিমা, অসংখ্য তারকামণ্ডিত তিমিরাবৃত গগনমণ্ডল প্রভৃতি ভারতভূমি সম্বন্ধীয় নৈসর্গিক বস্তু ও নৈসর্গিক ব্যাপার অচিরাগত কৌতূহলাক্রান্ত হিন্দুজাতীয়দিগের অন্তঃকরণ এরূপ ভীত, অভিভূত ও চমৎকৃত করিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা প্রভাবশালী প্রাকৃত পদার্থ সমুদয়কে সচেতন দেবতা জ্ঞান করিয়া সর্ব্বাপেক্ষায় তদীয় আরাধনাতেই প্রবৃত্ত থাকিলেন। উপাসকেরা অন্নাদি লাভের উদ্দেশ্যে এবং বিপদুদ্ধার ও দুঃখপরিহার প্রার্থনায়, তাঁহাদের স্তুতি করিতেন, তাঁহাদিগকে ঘৃতাহুতি প্রদান করিতেন এবং সোমরস নিবেদন করিয়া দিতেন।

অগ্নি, বায়ু, উষা প্রভৃতি নৈসর্গিক দেবতাপ্রতিপাদক অনেকানেক সূক্তের ভাষা ও রচনা, তাহাদিগকে অতিমাত্র পুরাতন বলিয়া সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ঈশ্বরপ্রতিপাদক সূক্তসমূহ ঋগ্‌বেদসংহিতার অনতিপ্রাচীন দশম মণ্ডলেরই অন্তর্গত। যত সময় ব্যাপিয়া ঋক্‌বেদসংহিতার সূক্ত সমুদয় রচিত হয়, তাহার শেষ ভাগেই বহুতর সাকার দেবদেবীর উপাসনার সঙ্গে ঋষিবিশেষ কর্ত্তৃক বিশ্বকারণের বিষয়ও পর্য্যালোচিত হইত, এবং কোন না কোন নামে এক পরম দেবতার গুণ ও মহিমাদি অপরিস্ফুটরূপে চিন্তিত ও অনুশীলিত হইত।"

(ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়)

কোন জাতির ইতিহাসে পাওয়া যায় না। ঔপমিতিক শব্দবিদ্যা দ্বারাও তাঁহার বিরুদ্ধ পক্ষই সমর্থিত হইতেছে।

যেমন যাগযজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ও ক্রিয়াকলাপ ব্রাহ্মণসূত্রাদি গ্রন্থ বিরচিত হওয়ার বহুপূর্ব্বে হইতেই আর্য্যসমাজে অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছিল, সেইরূপ ভারতবর্ষের নির্জ্জন ও নিবিড় অরণ্য মধ্যে তপোনিরত প্রতিভাশালী আর্য্য মহর্ষিগণের অন্তঃকরণে আত্মতত্ত্ব, জগৎতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, ধর্ম্মতত্ত্ব প্রভৃতি নিগূঢ় দুর্ব্বোধ বিষয়ক চিন্তা প্রথমতঃ উদ্ভূত হইয়া, সুপ্রণালীবদ্ধভাবে আরণ্যক ও উপনিষদাদি গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়। সংহিতায় যে চিন্তাপ্রণালী লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা বিলুপ্ত বা বিচ্ছিন্ন না হইয়া, উপনিষদ্ গ্রন্থে পূর্ণরূপে বিকাশিত হয়। প্রাচীন আর্য্যসমাজের চিন্তাশীল ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়, যুবা ও বৃদ্ধ, বিদ্বান্ ও বিদুষীগণের পরস্পর কথোপকথন ও বাদানুবাদের বিষয়ীভূত প্রসঙ্গগুলি উত্তরবর্ত্তী কালে সংহিতা ও উপনিষদাদি গ্রন্থে সঙ্কলিত হয়।

সভ্যতার আদি প্রবর্ত্তক ভারতীয় আর্য্য ও গ্রীসদেশীয় গ্রীক্‌গণ মনুষ্য জাতিকে মনুষ্যপদবীতে অধিরোহণ করিতে শিক্ষা দিয়াছেন। এই উভয় জাতির মধ্যে যখন গ্রীক্‌গণ কেহ জল,—কেহ বায়ু, কেহ অগ্নি,—কেহ তেজ, জল, ক্ষিতি ও মরুতের একত্র সমাবেশ—জগতের আদি কারণ বলিয়া পরস্পর বাগ্‌বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন,—যখন ফিডিয়াস্ একেশ্বরবাদ অবলম্বন হেতু স্বদেশের মায়া মমতা একেবারে বিসর্জ্জন দিয়া দেশত্যাগ পূর্ব্বক পলায়নপর হইতে বাধ্য হইয়াছিলেন,—যখন একেশ্বরবাদ গ্রহণ ও লোকপ্রিয় দেবতাবর্গের নিন্দাবাদের অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়া, মালিটাসবাসী এক্সিয়োকাসের রূপবতী তনয়া প্রভূত ক্ষমতাশালিনী রমণীরত্ন এস্‌পেসিয়া আথেন্স নগরের বিচারাগারে আনীত হইয়া, কম্পিত হৃদয়ে নির্ম্মম বিচারকের কঠোর আদেশের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এবং এথিনিয়ানদিগের উদারমনা অবিচলিতচিত্ত অধিনায়ক বাগ্মীবর পেরিক্লিস স্বকীয় পদ-মর্য্যাদা বিস্মৃত হইয়া বিগলিতনেত্রে প্রিয়তমা পত্নীর দোষক্ষালন ও জীবন পরিরক্ষণের নিমিত্ত বিচারস্থলে প্রকাশ্যভাবে ক্ষমা প্রার্থনা পূর্ব্বক স্বীয় অসামান্য বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে শ্রোতৃবৃন্দের ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বিচারকের পাষাণ হৃদয়কেও বিগলিত করিয়া প্রিয়তমার উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন,—যখন সত্যনিষ্ঠ, জগতের গুরু স্থানীয়, দার্শনিক-প্রধান মহাত্মা সক্রেটিস্ নীতি, ধর্ম্ম ও সত্যের অনুরোধে

স্বদেশীয় অজ্ঞ ভ্রাতৃবৃন্দের পরিতোষের নিমিত্ত বিষপানে আত্মজীবন উৎসর্গীকৃত করিয়া অবিনশ্বর কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছিলেন,—যখন সততা ও ন্যায়পরায়ণতা অপরাধে স্বদেশবৎসল মহাত্মা এরিষ্টাইডিস্ থেমিষ্টোক্লিসের কূটচক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে আথেন্স নগরী হইতে বর্ষত্রয়ের জন্য নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন,—যখন বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক শিরোমণি, জগদ্‌বিজয়ী মহাবীর আলেক্‌জাণ্ডারের পূজনীয় গুরু এরিষ্টোটল্ আথেন্সের প্রধানতম বিচারালয়ে নাস্তিকতাবাদী বলিয়া আহুত হইয়া, ইউবিয়া দ্বীপে স্বকীয় শিষ্যমণ্ডলী সহ পলায়ন পুরঃসর দর্শনশাস্ত্রের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অমার্জ্জনীয় অপরাধ হইতে গ্রীসদেশকে কিয়ৎকালের জন্য রক্ষা করিয়াও বিদ্বেষপরবশ উত্তেজিত শত্রুবর্গের হস্ত হইতে পরিত্রাণের উপায়ান্তর না দেখিয়া, বিষপানে মহামতি সক্রেটিসের মৃত্যুর শোকাবহ অভিনয় দ্বিতীয়বার জগতকে প্রদর্শন করিয়া, অনপনেয় কলঙ্ক কালিমায় গ্রীসকে চিরকালের জন্য কলঙ্কিত করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, —যখন "আমি যদি আলেক্‌জাণ্ডার না হইয়া ডাইওজিনিস হইতাম", বীরকেশরী দিগ্বিজয়ী মহানুভব সম্রাটের এই আক্ষেপোক্তি গ্রীক্‌ভূমে প্রতিধ্বনিত হয় নাই,—সেই সময়ের বহুকাল পূর্ব্ব হইতেই ভারতীয় আর্য্যমনীষীগণ কর্ত্তৃক একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়, এবং ধর্ম্ম, জগৎ ও ঈশ্বর সম্পর্কীয় নিগূঢ় তত্ত্বের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া, তত্ত্ববিদ্যার উচ্চতম সোপান অধিরোহণে কৃতকার্য্যতা লাভ করিয়া, আর্য্যগণ সমস্ত জগতের বরণীয় গুরু বলিয়া প্রীতি, শ্রদ্ধা ও ভক্তির পবিত্র পুষ্পাঞ্জলি পাইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে অধিকারী হন।

বৈদিক একেশ্বরবাদে জগৎস্রষ্টা ঈশ্বর ও তৎসৃষ্ট জগৎ বিভিন্ন। ঔপনিষদিক একেশ্বরবাদে ঈশ্বর ও জগৎ অভিন্ন। ঈশ্বর জগতের নিমিত্ত ও উপাদান এই উভয় কারণই বটেন। যেমন ঊর্ণনাভি ঊর্ণজাল সৃজন ও গ্রহণ করে, যেমন পৃথিবী হইতে ওষধি সকল উৎপন্ন হয়, যেমন জীবিত মনুষ্যের শরীর হইতে কেশলোমাদি সমুদ্ভূত হয়, সেইরূপ অবিনাশী পরমেশ্বর হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।

যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ, যথা পৃথিব্যাং ওষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি, তথাক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বং॥

(মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।৭)।

যেমন রাত্রিকালে সহসা রজ্জু দেখিলে, সর্প বলিয়া ভয় হইতে পারে,

সেইরূপ সৎস্বরূপ পরব্রহ্ম বিদ্যমান আছেন বলিয়া, জগৎও বিদ্যমান আছে —এই ভ্রম জন্মিতেছে। সেই সত্য স্বরূপ, জ্ঞান স্বরূপ, নির্গুণ, নিরাকার, নির্ব্বিকার, চিন্ময় স্বরূপ ভিন্ন অন্য কোন বস্তু বিদ্যমান নাই। মায়া অদ্বিতীয় পরব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ। তিনি মায়াবচ্ছিন্ন হইলেই জগতের উৎপত্তি হয়।

মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যাৎ, মায়িনং তু মহেশ্বরং।

তস্যাবয়বভূতৈস্তু, ব্যাপ্তং সর্ব্বমিদং জগৎ॥ (শ্বেতাশ্বতরোপনিষদ্, ৪।১০)

যেমন বৃক্ষশ্রেণীর অন্তরালস্থ মহান্ আকাশ, তাহার অভ্যন্তর দিয়া দর্শন করিলে দর্শকের নিকট খণ্ড খণ্ডবৎ প্রতীয়মান হয় কিন্তু বাস্তবিক তাহা খণ্ডিত হয় না,—সেইরূপ নিত্যমুক্ত স্বভাব ব্রহ্ম মায়াবচ্ছিন্ন হইলেও অবচ্ছিন্ন না হইয়া, পূর্ণ ও মুক্ত স্বরূপই থাকেন। তিনি অশব্দ, অস্পর্শ, অরূপ, অস্থূল, নির্গুণ, নির্বিশেষ, সর্ব্বগত, নির্লিপ্ত ও বাক্যমনের অগোচর।

অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং, তথা রসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।
অনামগোত্রং মম রূপমীদৃশং, ভজস্ব নিত্যং পবনাত্মজ! আর্ত্তিহং॥
দৃশিস্বরূপং গগনোপমং পরং, সকৃদ্বিভাতং ত্বজমেকমক্ষরং।
অলেপকং সর্ব্বগতং যদব্যয়ং, তদেব চাহং সকলং বিমুক্ত ওঁ॥
দৃশিস্তু শুদ্ধোঽহমবিক্রিয়াত্মকো, ন মেঽস্তি কশ্চিৎ বিষয়ঃ স্বভাবতঃ।
পুরস্তিরশ্চোর্দ্ধমধশ্চ সর্ব্বতঃ, সুপূর্ণভূমাহমিতীহ ভাবয়॥
অজোঽমরশ্চৈব তথাজরোঽমৃতঃ, স্বয়ং প্রভুঃ সর্ব্বগতোঽহমব্যয়ং।
ন কারণং কার্য্যমতীত্য নির্ম্মলঃ, সদৈব তৃপ্তোঽহমি তীহ ভাবয়॥ *

(মুক্তিকোপনিষদ্)।

---

* অবিনাশি তু তদ্ বিদ্ধি, যেন সর্ব্বমিদং ততং।
বিনাশমব্যয়স্যাস্য ন কশ্চিৎ কর্ত্তুমর্হতি॥ ১৭
ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিৎ, নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো, ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥ ২০
বেদাবিনাশিনং নিত্যং য এনমজমব্যয়ং।
কথং স পুরুষঃ পার্থ! কং ঘাতয়তি, হন্তি কং॥ ২১
নৈনং ছিন্দন্তি শস্ত্রাণি, নৈনং দহতি পাবকঃ।
ন চৈনং ক্লেদয়ন্ত্যাপো, ন শোষয়তি মারুতঃ॥ ২৩

যেমন সর্পভ্রম দূরীকৃত হইলে রজ্জুমাত্র বোধ হয়, সেইরূপ তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা পরব্রহ্মে সংসারভ্রম বিদূরিত ও বিনষ্ট হইয়া পরব্রহ্মের বিশুদ্ধ জ্ঞান পরিস্ফুরিত ও প্রকাশিত হইয়া থাকে, এবং বিশ্বসংসার মায়াময় বলিয়া উপলব্ধি হইয়া থাকে। জীবও বাস্তবিক পরব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই নহে। আত্মার স্বভাবস্থ ভাব পরমাত্মা (পরব্রহ্ম), এবং জীবশরীরস্থ ভাব জীবাত্মা নামে অভিহিত। যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে শত শত স্ফুলিঙ্গ বহির্গত হইয়া ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হয়, সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে নির্গত হইয়া সৃষ্ট বস্তুর মধ্যে প্রবিষ্ট হয়। অনন্তর কর্ম্মফলাশ্রয়ী মায়া (অবিদ্যা)র বিক্ষেপ ও আবরণ শক্তিপ্রভাবে জীবাত্মা মায়াপাশে আবদ্ধ হইয়া, সৃষ্ট পদার্থের ব্যক্ততার কারণ হয়। যেমন সূর্য্যকিরণ বিভিন্ন পদার্থে নিপতিত হইয়া সেই সেই বস্তুর গুণধর্ম্ম বা দর্শকের নেত্রদোষ অনুসারে সেই সেই গুণধর্ম্ম হইতে নির্লিপ্ত হইয়াও তত্তৎ গুণধর্ম্মযুক্ত বলিয়া প্রতীতি হয়, সেইরূপ জীবশরীরস্থ আত্মা মায়াজনিত মোহ ও সুখদুঃখে নির্লিপ্ত থাকিয়াও লিপ্তবৎ পরিদৃশ্যমান হন।

জীবাত্মা মায়াপ্রভাবে পুনঃ পুনঃ কর্ম্মানুযায়ী জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকে। জীবাত্মা যখন দুশ্ছেদ্য মায়াবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া পরমাত্মার প্রত্যক্ষদর্শন লাভ করে, তখনই তাহার মুক্তি সাধিত হয়। নানানামধারিণী নদীসমূহ পৃথক্ পৃথক্ বোধ হইলেও, যেমন সমুদ্রে পতিত হওয়ার পরে তাহাদের পৃথকত্ব

অচ্ছেদ্যোঽয়মদাহ্যোঽয়ং, অক্লেদ্যোঽশোষ্য এব চ।
নিত্যঃ সর্ব্বগতঃ স্থাণুরচলোঽয়ং সনাতনঃ।
অব্যক্তোঽয়মচিন্ত্যোঽয়ং, অবিকার্য্যোঽয়মুচ্যতে॥ ২৪
আশ্চর্য্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনং, আশ্চর্য্যবৎ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্য্যবচ্চৈনমন্যঃ শৃণোতি, শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ॥ ২৯
দেহী নিত্যমবধ্যো ঽয়ং দেহে সর্ব্বস্য ভারত।
তস্মাৎ সর্ব্বাণি ভূতানি, ন ত্বং শোচিতুমর্হসি॥ ৩০

(ভগবদ্গীতা, ২।১৭-৩০)

নিত্য, সূক্ষ্ম, সর্ব্বব্যাপী, অবিনাশী, স্বয়ম্ভু, অশরীরি, নির্ম্মল ও পাপরহিত আত্মার—জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই, উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, বৃদ্ধিও নাই, হ্রাসও নাই।

সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়,—সেইরূপ যখন জীবাত্মা নিষ্কাম হইয়া পরমাত্মায় মনোনিবেশ পূর্ব্বক পরমাত্মার সহিত আপনার একত্ব অবলোকন করে, যখন মায়ামোহজ ভেদাভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইয়া সমস্ত জগৎ তাহার নিকট ঈশ্বরময় বোধ হয়, যখন তাহার পাপপুণ্য ও সুখদুঃখ জ্ঞান তিরোহিত হয়, তখনই জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হইয়া মোক্ষলাভের অধিকারী হয়। *

তত্ত্বজ্ঞান আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া আর্য্যগণ উৎপত্তিবিনাশাদি ক্রিয়ার প্রভাবদর্শন পুরঃসর জগতস্থ যাবতীয় বস্তুর নশ্বরতা ও অনিত্যতা কল্পনা করিয়া মায়াবাদে যেমন মুগ্ধ হইয়াছেন, প্রাকৃতিক ক্রিয়াশক্তির প্রভূত প্রভাব অবলোকন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাশক্তির অভাব কল্পনা করিয়া অদৃষ্টবাদে তাঁহারা সেইরূপ মুহ্যমান হইয়াছেন। মানবীয় ইচ্ছাশক্তি সর্ব্বদা ও সর্ব্বত্র প্রাকৃ-

---

* অত্র (সুষুপ্তৌ) পিতা অপিতা ভবতি, মাতা অমাতা, লোকা অলোকা, দেবা অদেবা, বেদা অবেদা, যজ্ঞা অযজ্ঞা। অত্র স্তেনোঽস্তেনো ভবতি, ভ্রূণহা অভ্রূণহা, পৌল্কসোঽপৌল্কসঃ, চণ্ডালোঽচণ্ডালঃ, শ্রমণোঽশ্রমণঃ, তাপসোঽতাপসঃ। নম্বাগতং পুণ্যেন, অনম্বাগতং পাপেন, তীর্ণো হি তদা সর্ব্বান্ শোকান্ হৃদয়স্য ভবতি। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৪।৩।২২)

ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদাঃ, পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রং গুরু র্নৈব শিষ্যঃ, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহং শিবোঽহং॥

(শঙ্করাচার্য্যের নির্ব্বাণষট্‌ক)

ছান্দোগ্যোপনিষদে ব্রহ্মলোকের সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

এই জীবনরূপ সেতু উত্তীর্ণ হইলে, পর পারে জরা, মৃত্যু, শোক, পাপ কি পুণ্য কিছুই নাই। এখানে অন্ধের অন্ধত্ব, ক্লিষ্টের ক্লেশ ও পাপীর পাপ দূরীভূত হয়। এখানে দিবারাত্রির প্রভেদ নাই। ইহাই স্বকীয় জ্যোতির্বিভাসিত ব্রহ্মলোক। ভেদাভেদ জ্ঞান তিরোহিত হইলে জীবাত্মার এই সর্ব্বসুখাস্পদ ব্রহ্মলোক প্রাপ্তি ঘটে।

নৈনং সেতুমহোরাত্রে তরতঃ—ন জরা, ন মৃত্যু, র্ন শোকো, ন সুকৃতং, ন দুষ্কৃতং। সর্ব্বে পাপ্মানো হতা নিবর্ত্তন্তে। অপহতপাপ্মা হ্যেষ ব্রহ্মলোকঃ। তস্মাৎ বা এতং সেতুং তীর্ত্বা, অন্ধঃ সন্ অনন্ধো ভবতি। বিদ্ধঃ সন্ অবিদ্ধো ভবতি। উপতাপী সন্ অনুপতাপী ভবতি। তস্মাদ্ বা এতং সেতুং তীর্ত্বাপি নক্তমহরেব অভিনিষ্পদ্যতে। সকৃদ্বিভাতো হ্যেষ বৈ ব্রহ্মলোকঃ। (ছান্দোগ্যোপনিষদ্,৮।৪।১-২)

পরলোকের এমন পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, সম্পূর্ণ ও সুন্দর ছবি অন্য কোন সাহিত্যে আছে কিনা সন্দেহ স্থল।

তিক মহাশক্তির পদানুসরণ করিয়া থাকে। স্বাধীন ইচ্ছা হইতে যে কর্ম্মসূত্র সমুৎপন্ন হইয়াছে, তাহাই মানবীয় ভাগ্যের নেতা ও পরিচালক। বাহ্যজগৎ হইতে যথোপযুক্ত শক্তি ও সামর্থ্য সংগ্রহ করিয়া, মানবীয় স্বাধীন ইচ্ছা অনবরত তদনুযায়িনী হইয়া পরিচালিত হইতেছে। এই বাহ্যজগতস্থিত ঘটনাচক্রের নিয়ন্তা ও পরিচালক বিশ্বপতি স্বয়ং। সূর্য্যচন্দ্রাদি স্বর্গীয় জ্যোতির্ম্ময় বস্তু হইতে পার্থিব সূক্ষ্মতম পরমাণু পর্য্যন্ত যাবতীয় পদার্থ, বিশ্বনিয়ন্তার একই অলঙ্ঘ্য নিয়মের অনুবর্ত্তী হইয়া নিয়ত পরিচালিত হইতেছে। অদৃষ্টবাদীগণ মানবীয় ইচ্ছাশক্তির পরিচালক এই ঐশ্বরিক মহাশক্তিকে অদৃষ্টশক্তি বলিয়া স্বীকার না করিয়া, মানবীয় ইচ্ছাশক্তির অস্তিত্ব পর্য্যন্ত বিস্মৃত হইয়া, মানবকে অদৃষ্টহস্তে ক্রীড়াপুত্তল করিয়া তুলিয়াছেন। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত কায়িক, বাচনিক ও মানসিক এই ত্রিবিধ কর্ম্ম-দ্বার দিয়া মনুষ্য যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, সমস্তই অদৃষ্টবশে অগ্রে স্থিরীকৃত হইয়া রহিয়াছে। জীবগণ স্বকৃত কর্ম্মানুসারে শুভাশুভ ফল ভোগ করে। মনুষ্য পূর্ব্ব জন্মে যেরূপ কর্ম্ম করে, পর জন্মে সেইরূপ ফল প্রাপ্ত হয়। সৃজ্যমান প্রাণিবর্গের পূর্ব্বজন্মকৃত ধর্ম্মাধর্ম্মানুসারে পরমেশ্বর তাহাদিগকে সৃজন করেন। এই অদৃষ্টবাদে মনুষ্যের স্বাধীন ইচ্ছা ও কর্ত্তৃত্ব বিলুপ্ত হইয়াছে, মানব স্বাবলম্বনবিহীন অলস জীবে পরিণত হইয়াছেন। *

বৈদিক একেশ্বরবাদে এই মায়াবাদ ও অদৃষ্টবাদের সুস্পষ্ট চিহ্ন কুত্রাপি পরিলক্ষিত হয় না। উপনিষদেই ইহা প্রথমত আবির্ভূত হইয়া, পরবর্ত্তী দর্শনশাস্ত্রে এতদূর বদ্ধমূল হইয়াছে যে ভারতীয় জ্ঞানী ও অজ্ঞানী, ধনী ও

---

* অদ্বৈতবাদিতার দোষ এই যে, তাহা ভারতচিত্তকে পূর্ব্বকর্ম্মপাশ এবং তদানুষঙ্গিক অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা দিয়া, তাহার স্বাবলম্বনবৃত্তির হ্রাস করিয়াছে; আশার উৎসাহের পরিবর্ত্তে মানবহৃদয়ে নৈরাশ্য বিরাজ করিতেছে; মায়াবাদ শিক্ষা দিয়া, পৃথিবীর উপর মমতাশূন্য করিয়াছে, "মানব জীবন পাপভার বহন মাত্র" ইহা শিক্ষা দিয়া সংসারে আস্থাশূন্য ও নিরুৎসাহ করিয়াছে; ভয়াবহ পুনর্জ্জন্মতত্ত্ব শিক্ষা দিয়া চিত্ত লৌকিক বিষয় হইতে অপসারিত করিয়া অলৌকিক বিষয়ে অযথা আকর্ষণ করিয়াছে। অদ্বৈতবাদের এই কুফলই ভারতের অধুনাতন দুর্দ্দশার অন্যতম কারণ।

(শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত বাল্মীকি ও তৎসাময়িক বৃত্তান্ত।)

দরিদ্র, সকলের নিকটেই ইহার অপ্রতিহত আধিপত্য সমভাবে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে।

বেদান্তাদি দর্শন শাস্ত্রের ন্যায় প্রাচীন উপনিষদ্ গ্রন্থ সমূহে কোন একটি নির্দ্দিষ্ট মত অবলম্বিত ও প্রতিপাদিত না হইয়া, পরস্পর বিরুদ্ধ বা বিভিন্ন মত সমর্থিত ও সমালোচিত হইয়াছে *। যে ঋষি যে সময়ে বিশ্বকারণকে যেরূপ গুণসম্পন্ন ও যেরূপ স্বভাবাক্রান্ত অনুমান করিয়াছেন, তিনি তখন

---

* কোন স্থলে বা জীবব্রহ্মের অভেদ ভাব, কোন স্থলে বা স্বতন্ত্র ভাব বর্ণিত হইয়াছে। কোন স্থলে ঈশ্বর পুরুষ, আত্মা, ব্রহ্ম, অক্ষর, অব্যাকৃত, মায়ী, সৎ ও অসৎ প্রভৃতি বহুবিধ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা হইতে মক্ষমুলার এই অপসিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, যে স্বতন্ত্রার্থবাচক এই সকল শব্দকে ভাষ্যকারেরা একার্থপ্রতিপাদক বলিয়া ব্যাখ্যা করিয়া জনসমাজে ভ্রান্ত মত প্রচার করিয়াছেন।

এতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং। স আত্মা। তৎ ত্বমসি শ্বেতকেতো ইতি।

(ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৬।৮।৭)

সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং। (ছান্দোগ্য, ৬।২।১)

তদ্ধৈক আহুঃ, 'অসদেবেদং অগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ং। তস্মাদসতঃ সজ্জায়েত।

(ছান্দোগ্য, ৬।২।১)

এষ মে আত্মা অন্তর্হৃদয়েঽণীয়ান্ ব্রীহের্বা, যবাদ্ বা, সর্ষপাদ্ বা শ্যামাকাদ্ বা। এষ মে আত্মান্তর্হৃদয়ে এতদ্ ব্রহ্ম। এতমিতঃ প্রেত্য অভিসম্ভবিতাস্মীতি। যস্য স্যাদ্ অদ্ধা, ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্যঃ। (ছান্দোগ্য, ৩।১৪।৩-৪)

এষ মে আত্মা। এতমিত আত্মানং প্রেত্য অভিসংভবিষ্যামীতি। যস্য স্যাদদ্ধা, ন বিচিকিৎসাস্তীতি হ স্মাহ শাণ্ডিল্য এবমেতদীতি। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৬।৩।২)

স বা এষ মহানজ আত্মা, অজরোঽমরোঽমৃতোঽভয়ঃ।

(বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৪।৪।২৫)

যো বা এতদক্ষরং গার্গি! অবিদিত্বা, অস্মিন্ লোকে জুহোতি যজতে তপস্তপ্যতে, বহূনি বর্ষসহস্রাণি অন্তবদ্ এবাস্য তদ্ ভবতি। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ৩।৮।১০)

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম। (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্)

যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রযন্তি অভিসংবিশন্তি,—তদ্ বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্ ব্রহ্মেতি। (তৈত্তিরীয়োপনিষদ্)

দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া, সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।
তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি, অনশ্নন্ অন্যোঽভিচাকশীতি। (মুণ্ডকোপনিষদ্, ৩।১)

স্বকীয় চিন্তার ফল স্বরূপ তাহাই লোকসমাজে প্রচারিত করিয়াছেন। উপনিষৎপ্রণেতাগণ প্রকৃতি দেবীর নিগূঢ় তত্ত্বদর্শী ভাবাবেশমুগ্ধ শ্রেষ্ঠ-কল্পের কবি ছিলেন বলিয়া, স্ব স্ব হৃদয়নিহিত ভাব ও কল্পনার আবরণে ঈশ্বরের স্বরূপ, সৃষ্টির ব্যক্তাব্যক্ততা, জীবাত্মাও পরমাত্মার অবস্থান এবং পরস্পর সম্বন্ধ, যোগসাধন ও মোক্ষলাভের উপায়, পরলোক, পুনর্জ্জন্ম প্রভৃতি বহুবিধ বিষয়—আবৃত করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন। উপনিষদ্ সমূহের উদ্দেশ্য এক হইলেও, ভিন্ন ভিন্ন উপায় অবলম্বনে সেই উদ্দেশ্য সংসাধিত হইয়াছে। তাঁহারা স্বস্ব বিরচিত উপনিষদে অন্যান্য বহুতর আনুষঙ্গিক বিষয় অবতারণা করিয়া, সেই নিত্য, সত্য, শুদ্ধ, সর্ব্বজ্ঞ, অনন্ত ও নির্ব্বিকার পুরুষের মাহাত্ম কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন।

অধ্যাপক মক্ষমূলারের মতে উপনিষদ্ প্রণেতাগণ প্রকৃত প্রস্তাবে দার্শনিক ছিলেন কিনা সন্দেহ স্থল। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ভাষ্যকারগণ প্রাচীন উপনিষদ্ গুলির আদ্যন্ত বেদান্তদর্শনানুযায়ী ব্যাখ্যা করিয়া, তাহাদিগকে দর্শনশাস্ত্রের অঙ্গীভূত করিয়া তুলিয়াছেন। তাঁহারা স্থানে স্থানে স্বমতবিরোধী বাক্য গুলির প্রকৃত তাৎপর্য্য গোপন করিয়া, স্বমতানুসারী বিকৃত, দুর্ব্বোধ ও অপ্রকৃত ব্যাখ্যা অসঙ্কুচিত চিত্তে জনসমাজে প্রচারিত করিয়া গিয়াছেন!

আরণ্যকের ন্যায় উপনিষৎও ঈশ্বর প্রণীত অপৌরুষেয় প্রামাণিক গ্রন্থ বলিয়া সর্ব্বসাধারণের নিকট সবিশেষ সমাদৃত হইয়াছে। আরণ্যক ও উপনিষৎ বিভিন্ন গ্রন্থকার কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিরচিত হইয়া থাকিবে। আরণ্যক ব্রাহ্মণেরই অঙ্গীভূত পরিশিষ্ট স্বরূপ, উপনিষদ্ নামত মাত্র আরণ্যকের অন্তর্ভুক্ত। আরণ্যক কি ব্রাহ্মণের সহিত তাহাদের বিষয়, ভাব কি ভাষা গত কোনও সাদৃশ্য বর্ত্তমান নাই। বরং অনেক সময় বৈদিক সংহিতাদির নিন্দাবাদে তাহা পরিপূর্ণ দৃষ্ট হয়। এই সকল কারণে আরণ্যক ও উপনিষদ্ যে পরস্পর সম্পূর্ণ বিসদৃশ, তাহা নিঃসংসয়িতভাবে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

উপনিষৎপ্রণেতাগণ জনসমাজে স্বস্ব নাম প্রচার করিয়া স্বরচিত উপনিষদের মাহাত্ম ও প্রামাণিকত্ব বিলুপ্ত করেন নাই। উপনিষৎ অপৌরুষেয়, ভারতীয় আর্য্যসমাজের এই বদ্ধমূল দৃঢ়বিশ্বাস স্বস্ব মানবীয় নামসংযোগে অপনোদন করা সর্ব্বতোভাবে অকর্ত্তব্য বিধায়, উপনিষৎবক্তারা লোকলো-

চনের অন্তরালেই অবস্থিত রহিয়াছেন। গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি ইদানীন্তনকালীয় দার্শনিকগণের নাম তাঁহাদের প্রণীত কতিপয় অল্প সংখ্যক আধুনিক উপনিষদে দৃষ্ট হয়।

উপনিষদে জ্ঞানকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। জ্ঞানই ব্রহ্মপ্রাপ্তি ও মোক্ষলাভের কারণ। বৈদিক কর্ম্মকাণ্ডের অনুষ্ঠান দ্বারা যে পুণ্য উপার্জ্জিত হয়, তৎফলের তারতম্যতা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন উচ্চ লোক * সকল প্রাপ্তি হয়, কিন্তু তদ্দ্বারা কোন মতে মুক্তি হয় না †। এই কর্ম্মকাণ্ডানুষ্ঠান জন্য পুণ্য ও পুণ্যফল অচিরস্থায়ী ও পরিণামবিশিষ্ট। কিন্তু কর্ম্মকাণ্ড একেবারে পরিত্যজ্য নহে। প্রথমে কর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা অসৎ পথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক জিতেন্দ্রিয় হইয়া

---

* পুনর্জ্জন্ম প্রক্রিয়া ছান্দোগ্যোপনিষদে (৫।১০) এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে।

মনুষ্য কর্ম্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন দেবলোক, পিতৃলোক বা তদপকৃষ্ট লোকে কর্ম্মফল ভোগ করিয়া, ভোগাবশেষে গমনকালীয় লোকপর্য্যায়ের বিপরীতভাবে প্রত্যাগমন করে। আকাশে বায়ুর সঙ্গে মিলিয়া তাহার ধূমত্ব প্রাপ্তি ঘটে। তদনন্তর খণ্ড ও বিচ্ছিন্ন মেঘমালার সহিত বিমিশ্রিত হইয়া, ক্রমে নিবিড় জহধরপটলে সংলিপ্ত হয়। অনন্তর জলধারার বর্ষণ ক্রমে ধান্য বা তাদৃশ কোন আহার্য্য দ্রব্যে প্রবিষ্ট হয়। পূর্ব্বকর্ম্মসূত্রানুসারে যেরূপ উচ্চ বা অধম জন্তু-রূপে জন্মগ্রহণ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়,বা নিকৃষ্টতর জাতি অথবা অধম জন্তু দ্বারা ভক্ষিত হইয়া রেতরূপে পরিণত হয়। তদনন্তর স্ত্রীপুরুষের সংযোগে পুণ্যক্ষয় জন্য জন্ম পুনরায় পরিগ্রহ হইয়া থাকে।

† ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপাঃ পূতপাপা, যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোকং, অশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেবভোগান্॥ ২০
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ীধর্ম্মমনুপ্রপন্না, গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ ২১
অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ।
নতু মামভিজানন্তি, তত্ত্বেনাতশ্চ্যবন্তি তে॥ ২৪
যান্তি দেবব্রতা দেবান্, পিতৄন্ যান্তি পিতৃব্রতাঃ।
ভূতানি যান্তি ভূতেজ্যা, যান্তি মদ্যাজিনোঽপি মাং॥ ২৫
যৎ করোষি যদশ্নাসি, যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যৎ তপস্যসি কৌন্তেয়! তৎ কুরুষ্ব মদর্পণং॥ ২৭

(ভগবদ্গীতা, ৯ অধ্যায়)

ব্রহ্মজ্ঞান সাধন করা কর্ত্তব্য *। লব্ধব্রহ্মজ্ঞান ব্যক্তি কামনাশূন্য হইয়া সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন করিতে পারেন, বা কার্য্যের ফলজনিত কামনা রহিত হইয়া নিষ্কাম ভাবে কর্ম্মকাণ্ডানুষ্ঠানের অনুসরণ করিতে পারেন। †

---

* ঋণানি ত্রীণ্যপাকৃত্য মনো মোক্ষে নিবেশয়েৎ।
অনপাকৃত্য মোক্ষং তু সেবমানো ব্রজত্যধঃ॥ ৩৫
অনধীত্য দ্বিজো বেদান্, অনুৎপাদ্য তথা সুতান্।
অনিষ্ট্বা চৈব যজ্ঞৈশ্চ,মোক্ষমিচ্ছন্ ব্রজত্যধঃ॥ ৩৭ (মনুসংহিতা, অধ্যায় ৬)
ন কর্ম্মণাং সমারম্ভান্নৈষ্কর্ম্ম্যং পুরুষোঽশ্নুতে।
ন চ সন্ন্যাসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি॥ ৪
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি, ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবং।
তস্মাৎ সর্ব্বগতং ব্রহ্ম, নিত্যং যজ্ঞে প্রতিষ্ঠিতং॥ ১৫
তস্মাদসক্তঃ সততং কার্য্যং কর্ম্ম সমাচর।
অসক্তো হ্যাচরন্ কর্ম্ম পরমাপ্নোতি পুরুষঃ॥ ১৯ (ভগবদ্গীতা, ৩ অধ্যায়)

† মহাভারতীয় শান্তিপর্ব্বে জ্ঞান ও কামাসক্তচিত্তে কর্ম্মানুষ্ঠানের পার্থক্য সুন্দররূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কর্ম্মণা বধ্যতে জন্তু, বিদ্যয়া তু প্রমুচ্যতে।
তস্মাৎ কর্ম্ম ন কুর্ব্বন্তি যতয়ঃ পারদর্শিনঃ॥
কর্ম্মণা জায়তে প্রেত্য মূর্ত্তিমান্ ষোড়শাত্মকঃ।
বিদ্যয়া জায়তে নিত্যং অব্যক্তং হ্যব্যয়াত্মকং॥
কর্ম্ম ত্বেকে প্রশংসন্তি স্বল্পবুদ্ধিরতা নরাঃ।
তেন তে দেহজালানি রময়ন্ত উপাসতে॥
যে স্ম বুদ্ধিং পরাং প্রাপ্তা ধর্ম্মনৈপুণ্যদর্শিনঃ।
ন তে কর্ম্ম প্রশংসন্তি, কূপং নদ্যাং পিবন্নিব॥
কর্ম্মণঃ ফলমাপ্নোতি সুখদুঃখে ভাবাভাবৌ।
বিদ্যয়া তদবাপ্নোতি, যত্র গত্বা ন শোচতি॥
যত্র গত্বা ন ম্রিয়তে, যত্র গত্বা ন জায়তে।
ন পুনর্জায়তে যত্র, যত্র গত্বা ন বর্ত্ততে॥
যত্র তদ্ ব্রহ্ম পরমং অব্যক্তমচলং ধ্রুবং।
অব্যাকৃতমনায়াসং অমৃতং চাবিয়োগী চ॥

মহাভারতীয় বনপর্ব্বে মুদ্গল ঋষির উপাখ্যানে স্বর্গলোকের এক অতি মনোহর বর্ণনা আছে।

উপনিষদের মতে পরমাত্মাবিষয়ক প্রকৃত জ্ঞান লাভ ও পরমাত্মার উপাসনা, এই উভয়বিধ উপায় ভিন্ন কিছুতেই মুক্তি হয় না। আত্মার বিষয় দর্শন, শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন দ্বারাই তাহার উপাসনা হয় *। যুক্তি ও তর্ক দ্বারা এই আত্মজ্ঞান জন্মে না। দৃঢ় ভক্তি, শ্রদ্ধা † ও ধর্ম্মবিশ্বাসই এই তত্ত্বজ্ঞান লাভের এক মাত্র উপায়। 'নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া' (কঠোপনিষদ্, ২।৯)। আত্মজ্ঞানী এই নশ্বর জীবন পরিত্যাগ পুরঃসর অমরত্ব প্রাপ্ত হন, এবং পূর্ণস্বরূপ পরব্রহ্মে লীন হন।

সোঽস্য এষা সর্ব্বস্যান্তমেবাত্মা। স এষ সর্ব্বসামপাং মধ্যে। স এষ সর্ব্বৈঃ

---

* আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ। (বৃহদারণ্যকোপনিষদ্, ২।৪।৫)

† শ্রদ্ধা (ধর্ম্মবিশ্বাস) সম্বন্ধে ঋক্‌সংহিতার (১০।১৫১) সূক্ত বিরচিত হইয়াছে। শ্রদ্ধার প্রশংসা নানাবিধ বৈদিক গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

শ্রদ্ধয়াগ্নিঃ সমিধ্যতে, শ্রদ্ধয়া হূয়তে হবিঃ। (ঋক্‌সংহিতা, ১০।১৫১।১)

দক্ষিণা শ্রদ্ধামাপ্নোতি, শ্রদ্ধয়া সত্যমাপ্যতে। (বাজসনেয়ী সংহিতা, ১৯।৩০)

দৃষ্ট্বা রূপে, ব্যাকরোৎ সত্যানৃতে প্রজাপতিঃ।

অশ্রদ্ধামনৃতেঽদধাৎ, শ্রদ্ধাং সত্যে প্রজাপতিঃ॥ (বাজসনেয়ী সংহিতা, ১৯।৭৭)

শ্রদ্ধা দেবানধিবস্তে, শ্রদ্ধা বিশ্বমিদং জগৎ। (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ২।৮।৮।৬)

শ্রদ্ধয়া দেবো দেবত্বমশ্নুতে, শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠা লোকস্য দেবী।

কামবৎসা অমৃতং দুহানা, শ্রদ্ধা দেবী প্রথমজা ঋতস্য॥

বিশ্বস্য ভর্ত্রী জগতঃ প্রতিষ্ঠা, তাং শ্রদ্ধাং হবিষা যজামহে।

সা নো লোকমমৃতং দধাতু, ঈশানা দেবী ভুবনস্যাধিপত্নী॥

(তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ, ৩।১২।৩।১)

দেবা বিত্তমমন্যন্ত সদৃশং যজ্ঞকর্ম্মণি।

শ্রোত্রিয়স্য কদর্য্যস্য, বদান্যস্য চ বার্দ্ধুষেঃ॥

মীমাংসিত্বোভয়ং দেবাঃ, সমমন্নমকল্পয়ৎ।

প্রজাপতিস্তানুবাচ, 'বিষমং কৃতং' ইত্যুত।

শ্রদ্ধাপূতং বদান্যস্য, হতং অশ্রদ্ধয়েতরৎ॥ (মনুসংহিতা, ৪।২২৪-২৫)

অশ্রদ্ধা পরমং পাপং, শ্রদ্ধা পাপপ্রমোচনী॥ (মহাভারত, শান্তিপর্ব্ব)

নায়ং লোকোঽস্তি ন পরো, ন সুখং সংশয়াত্মনঃ।

উচু র্জ্ঞানবিদো বৃদ্ধাঃ প্রত্যয়ো মোক্ষলক্ষণং॥

শুষ্কতর্কং পরিত্যজ্য, আশ্রয়স্ব শ্রুতিং স্মৃতিং॥ (মহাভারত, বনপর্ব্ব)

কামৈঃ সম্পন্নঃ। আপো বৈ সর্ব্বে কামাঃ। স এষোঽকামঃ সর্ব্বকামো, ন হ্যেতং কশ্চন কামঃ। তদেষঃ শ্লোকো ভবতি,—

বিদ্যয়া তদারোহন্তি, যত্র কামাঃ পরাগতাঃ।
ন তত্র দক্ষিণা যন্তি, নাবিদ্বাংসস্তপস্বিনঃ॥ ইতি

ন হৈব তং লোকং দক্ষিণাভি, র্ন তপসা, নৈবংবিদশ্নুতে। এবংবিদাং হৈব স লোকঃ। (শতপথ ব্রাহ্মণ, ১০।৫।৪।১৫)

সকলের অন্তস্বরূপ আত্মা, সর্ব্বকামনার বিষয়ীভূত জল মধ্যে অবস্থিতি করেন। ইনি সমস্ত কামনার বিষয় প্রাপ্ত হইয়া আছেন। ইনি কামনা শূন্য। যে লোকে কামনা যায় না, যে খানে অজ্ঞানী তপস্বী ব্যক্তি যাইতে পারে না, অজ্ঞানী ব্যক্তি দক্ষিণা বা তপস্যা দ্বারা যে লোক প্রাপ্ত হইতে পারে না,—বিদ্যাদ্বারা জ্ঞানীলোক সেই স্থান প্রাপ্তির অধিকারী হয়।

পরব্রহ্ম ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম, কার্য্য ও কারণ, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান কাল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। তিনি বিদিত ও অবিদিত সমুদয় পদার্থ হইতে ভিন্ন। আমরা তাঁহাকে জানিতে পারি না। আমাদের অজ্ঞানান্ধ চক্ষু তাঁহাকে দেখিতে পায় না। তিনি বাক্য মন ও চিন্তার অতীত। *

উপনিষদ্ আর্য্যসমাজের স্বাধীন চিন্তার প্রথম পথ প্রদর্শক। উপনিষদ্ প্রতিভাশালী আর্য্য ঋষিগণের পরিশুদ্ধ যুক্তিপ্রণালী ও তত্ত্বজ্ঞানের একমাত্র প্রসূতি। জ্ঞানব্রত উপনিষদ্‌বক্তাগণ স্ব স্ব রচিত গ্রন্থে মনস্বিতা ও বুদ্ধির প্রখরতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। ব্যক্তিগত স্বাধীন চিন্তার উপাসক উপনিষদ্‌প্রণেতাগণ জ্ঞানকাণ্ডাত্মক উপনিষদের শ্রেষ্ঠত্ব সংস্থাপন

---

* অন্যত্র ধর্ম্মাৎ, অন্যত্রাধর্ম্মাৎ, অন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যৎ, তৎ পশ্যসি, তদ্ বদ॥ (কঠোপনিষদ্, ২।১৪)
ন তত্র চক্ষু র্গচ্ছতি, ন বাগ্ গচ্ছতি, নো মনো।
ন বিদ্মো, ন বিজানীমো, যথৈতদনুশিষ্যাৎ॥
অন্যদেব তদ্ বিদিতাদ্, অথো অবিদিতাদধি।
ইতি শুশ্রুমঃ পূর্ব্বেষাং, যে ন স্তদ্ ব্যাচচক্ষিরে॥ (কেনোপনিষদ্, ১।৩)
যস্যামতং তস্য মতং, মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং, বিজ্ঞাতমবিজানতাং॥ (কেনোপনিষদ্, ১।১১)

করিতে গিয়া, কর্ম্মকাণ্ডবহুল বহুসমাদৃত বেদের নিন্দাবাদ করিতেও সঙ্কুচিত হন নাই। তাঁহারা বৈদিক দেবোপাসনা ও কর্ম্মানুষ্ঠান, মোক্ষোপায়ভূত ঔপনিষদিক জ্ঞানানুশীলনের বিরোধী বলিয়া, বেদবেদাঙ্গাদির প্রতি প্রকাশ্যভাবে নানা স্থলে অবজ্ঞা ও অনাদর প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করেন নাই তাঁহারা অপৌরুষেয় বেদসংহিতাদির প্রামাণ্যের উপর স্ব স্ব বিরচিত গ্রন্থের প্রামাণিকতা সংস্থাপিত করিয়াও, জ্ঞানচর্চ্চা ও মোক্ষলাভের প্রধান অন্তরায় স্বরূপ বলিয়া বেদাদিকে নিকৃষ্টা বিদ্যা নামে অভিহিত করিয়াছেন। তাঁহারা বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠায়ীগণের প্রতি নিতান্ত অশ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন। এমন কি তাঁহাদের প্রতি পারলৌকিক দুর্গতির ব্যবস্থা করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই। *

---

* ব্রহ্মবিৎ জ্ঞানীগণ শ্রেষ্ঠা ও নিকৃষ্টা এই উভয় বিদ্যাই শিক্ষণীয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। যাহা দ্বারা সেই অবিনাশী পর ব্রহ্মকে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহাই পরা বিদ্যা। তদ্ ব্যতিরিক্ত বেদাদি যাবতীয় শাস্ত্র অপরা বিদ্যা নামে অভিহিত হয়। ব্রহ্ম হইতেই এই উভয়বিধ বিদ্যা উৎপন্ন হইয়াছে।

ব্রহ্মা দেবানাং প্রথমঃ সংবভূব, বিশ্বস্য কর্ত্তা, ভুবনস্য গোপ্তা।
স ব্রহ্মবিদ্যাং সর্ব্ববিদ্যাপ্রতিষ্ঠাং, অথর্ব্বায় জ্যেষ্ঠপুত্রায় প্রাহ॥ ১
অথর্ব্বণে যাং প্রবদেত ব্রহ্মা, অথর্ব্বা তাং পুরোবাচাঙ্গিরে ব্রহ্মবিদ্যাং।
স ভরদ্বাজায় সত্যবাহায় প্রাহ, ভারদ্বাজোঽঙ্গিরসে পরাবরাং॥ ২

শৌনকো হ বৈ মহাশালোঽঙ্গিরসং বিধিবৎ উপপন্নঃ পপ্রচ্ছ। কস্মিন্নু ভাবে বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতীতি।৩॥ তস্মৈ স হোবাচ। দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে, ইতি হ স্ম যদ্ ব্রহ্মবিদো বদন্তি, পরা চৈবাপরা চ। ৪॥ তত্রাপরা, ঋগ্‌বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্ববেদঃ, শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষং ইতি। অথ পরা, যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে।৫॥

(মুণ্ডক উপনিষদ্ ১।১-৫)

যাহারা কেবল বেদবিহিত যজ্ঞাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা ঘোর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। আর যাহারা বিদ্যা জ্ঞানে তাহাতে নিরত হয়, তাহারা তাহা অপেক্ষাও অধিকতর অন্ধকারে প্রবিষ্ট হয়। আত্মঘাতকেরা মরণের পর ঘোর অন্ধকারে আবৃত অসূর্য্য লোকে গমন করিয়া থাকে।

অন্ধং তমঃ প্রবিশন্তি, যেঽবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো, য উ বিদ্যায়াং রতাঃ॥

ছান্দোগ্য উপনিষদে মহর্ষি নারদ ও সনৎকুমারের পরস্পর কথোপকথন প্রসঙ্গে ঔপনিষদিক আত্মতত্ত্বজ্ঞানের মাহাত্ম ও প্রাধান্য সবিশেষ পরিকীর্ত্তিত হইয়াছে। সমগ্র সাঙ্গোপাঙ্গ বেদাদি শাস্ত্র শিক্ষা করিয়াও মহর্ষি নারদের জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত না হওয়াতে, তিনি সর্ব্বোৎকৃষ্ট আত্মতত্ত্ব লাভার্থে ঋষিশ্রেষ্ঠ সনৎকুমারের সমীপে শিক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হন। তত্ত্বজ্ঞানের শিক্ষা সমাপনান্তে, তাঁহার হৃদয়স্থিত শোকানল নির্ব্বাপিত হয়।

অসূর্য্যা নাম তে লোকা, অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি, যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

(বাজসনেয়ী সংহিতোপনিষদ্)

উপনিষদের মতে পরমাত্মার উপাসনাতে, এবং জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে অভিন্ন, এই জ্ঞানের উৎপত্তিতেই মুক্তি লাভ হয়। তদ্ভিন্ন অন্য কিছুতেই মোক্ষপ্রাপ্তি ঘটে না। এই আত্মজ্ঞান কি উপদেশ, কি বুদ্ধিবৃত্তি, কি বেদাদি শ্রুতি কিছুতেই উপলব্ধ হয় না। যদৃচ্ছাক্রমে জ্ঞানী ব্যক্তির নিকট আত্মজ্ঞান প্রকাশিত হয়।

নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো, ন মেধয়া, ন বহুনা শ্রুতেন।
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যঃ, তস্যৈষ আত্মা বৃণুতে তনুং স্বাং॥

(কঠোপনিষদ্, ২।২৩)

ভগবদ্গীতায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে যে কামনা পূর্ব্বক বৈদিক ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক এই উভয়বিধ সুখভোগ হয় মাত্র, কিন্তু তাহার নিষ্কাম অনুষ্ঠান দ্বারা চিত্তশুদ্ধি ঘটিলে, চিত্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভের উপযুক্ত হয়। পক্ষান্তরে পণ্ডিত কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডাক্তার মিউর প্রভৃতি সংস্কৃতবিৎ মহোদয়েরা এই নিম্নলিখিত কয়পংক্তি বেদের নিন্দাসূচক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

যামিমাং পুষ্পিতাং বাচং প্রবদন্ত্যবিপশ্চিতঃ।
বেদবাদরতাঃ পার্থ! নান্যদস্তীতি বাদিনঃ॥ ৪২
কামাত্মনঃ স্বর্গপরা জন্মকর্ম্মফলপ্রদাং।
ক্রিয়াবিশেষবহুলাং ভোগৈশ্বর্য্যগতিং প্রতি॥ ৪৩
ত্রৈগুণ্যবিষয়া বেদা, নিস্ত্রৈগুণ্যো ভবার্জ্জুন।
নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্॥ ৪৫
যাবানর্থ উদপানে সর্ব্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্ব্বেষু বেদেষু, ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ } ৪৬ (ভগবদ্গীতা, ২।৪২-৪৬)
কর্ম্মণ্যেবাধিকারাস্তে, মা ফলেষু কদাচন॥

"অধীহি ভগব" ইতি হ উপসসাদ সনৎকুমারং নারদঃ। তং হোবাচ। "যদ্ বেথ, তেন মা উপসীদ। তত স্তে ঊর্দ্ধং ব্যাখ্যাস্যামি" ইতি। ১॥ স হোবাচ,—"ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি, যজুর্ব্বেদং সামবেদং আথর্ব্বণং চতুর্থং, ইতিহাসপুরাণং পঞ্চমং, বেদানাং বেদং, পিত্র্যং, রাশিং, দৈবং, নিধিং, বাকোবাক্যং, একায়নং, দেববিদ্যাং, ব্রহ্মবিদ্যাং, ভূতবিদ্যাং, ক্ষত্রবিদ্যাং, সর্প-দেবযজনবিদ্যাং,—এতদ্‌ভগবোঽধ্যেমি" ।২ ॥ "সোঽহং ভগবো মন্ত্রবিদস্মি, নাত্মবিৎ। শ্রুতং হ্যেব মে ভগবদ্দৃশেভ্যঃ, "তরতি শোকমাত্মবিৎ" ইতি। সোঽহং ভগবঃ শোচামি *। তং মা ভগবান্ শোকস্য পারং তারয়তু" ইতি। ৩॥ তং হোবাচ, "যদ্ বৈ কিঞ্চৈতদ্ অধ্যগীষ্ঠা, নামৈব তৎ।...নাম উপাস্ব" ইতি। ৪ ॥ "স যো নাম ব্রহ্ম ইত্যুপাসতে, যাবৎ নাম্নো গতং তত্রাস্য যথা কামচারো ভবতি—যো নাম ব্রহ্ম ইত্যুপাসতে।" "অস্তি ভগবো নাম্নো ভূয়ঃ?" ইতি। "নাম্নো বাব ভূয়ো হ স্তি।" "তান্ মে ভগবান্ ব্রবীতু" ইতি। ৫ ॥ (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৭।১।১-৫)

এখানে বেদাধ্যয়ন ও ঋগ্‌বেদাদিতে বর্ণিত ক্রিয়াকলাপের যথা বিহিত অনুষ্ঠানে প্রকৃত প্রস্তাবে ব্রহ্মলাভ ঘটেনা বলিয়া, স্পষ্টরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। †

---

* স পুরাণান্ পঞ্চবেদান্ শাস্ত্রাণি বিবিধানি চ।
জ্ঞাত্বাপ্যনাত্মবিত্তেন, নারদোঽতিশুশোচ হি॥ (পঞ্চদশী, ১১।১৮)

† শব্দব্রহ্মণি দুষ্পারে চরন্ত উরুবিস্তরে।
মন্ত্রলিঙ্গৈর্ব্যবচ্ছিন্নং ভজন্তো ন বিদুঃ পরং॥
যদা যস্যানুগৃহ্নাতি ভগবান্ আত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতং॥
আহুর্ধূম্রধিয়ো বেদং সকর্ম্মকমতদ্‌বিদঃ।
আস্তীর্য্য দর্ভৈঃ প্রাগগ্রৈঃ কাৎস্নেন ক্ষিতিমণ্ডলং॥ (ভাগবত পুরাণ, ৪।২৯ অ)

উপনিষদের ন্যায় পুরাণও স্বপ্রাধান্য খ্যাপন করিতে চেষ্টা পাইয়া, অপৌরুষেয় বহুমানাস্পদ স্বপ্রমাণ শ্রুতিকে নিকৃষ্টতর বলিয়া অসঙ্কুচিত চিত্তে নির্দ্দেশ করিয়াছে।

প্রথমং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং পুরাণং ব্রহ্মণা স্মৃতং।
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদা স্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥ (বায়ু পুরাণ)
পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতং।
ব্রহ্মণস্তু সমাদেশাৎ বেদানাহৃতবানসৌ (কেশবঃ)॥ (পদ্মপুরাণ)

সুপ্রসিদ্ধ বেদবিৎ পণ্ডিত সত্যব্রত সামশ্রমী মহোদয়, গ্রন্থকার ও রচনাকাল বিবেচনায় সমুদয় উপনিষদ্‌কে বৈদিক, আর্ষ, কাব্য ও কৃত্রিম এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। যাহা বেদসংহিতা কি ব্রাহ্মণ বা আরণ্যক ভাগের কোনও স্থলে দৃষ্ট হয়—তাহাই বৈদিক উপনিষৎ। ইহারাই প্রকৃত প্রস্তাবে উপনিষৎ পদের বাচ্য। ঈশ, শতরুদ্রীয়, শিবসঙ্কল্প, ঐতরেয়, কৌষিতকী, তৈত্তিরীয়, কেন, ছান্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রভৃতি অল্পসংখ্যক উপনিষৎ এই সর্ব্বপ্রধান ও প্রামাণিক শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহাদের কোন কোন গ্রন্থের বিভিন্ন ভাগ ভিন্ন ভিন্ন উপনিষৎ নামে আখ্যাত হইয়া থাকে। যে সকল উপনিষদে সংহিতাদি বৈদিক গ্রন্থ হইতে নানা বচন গ্রন্থপ্রতিপাদনীয় বিষয়ের প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে, এবং যাহাতে বেদ তাৎপর্য্যের অনুযায়ী বাক্য বেদবিৎ ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিরচিত ও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে, তাহারা

পুরাণং সর্ব্বশাস্ত্রাণাং প্রথমং ব্রহ্মণা স্মৃতং।
নিত্যং শব্দময়ং পুণ্যং শতকোটিপ্রবিস্তরং॥
অনন্তরঞ্চ বক্ত্রেভ্যো বেদাস্তস্য বিনিঃসৃতাঃ॥ (মৎস্যপুরাণ, ৩।৩-৪)
যো বিদ্যাৎ চতুরো বেদান্ সাঙ্গোপনিষদো দ্বিজঃ।
ন চেৎ পুরাণং সংবিদ্যাৎ, নৈব স স্যাৎ বিচক্ষণঃ॥
ইতিহাস-পুরাণাভ্যাং বেদান্ সমুপবৃংহয়েৎ।
বিভেত্যল্পশ্রুতাদ্ বেদো, মাময়ং প্রহরিষ্যতি॥ (বায়ু পুরাণ)
একতশ্চতুরো বেদান্, ভারতঞ্চৈতদেকতঃ।
পুরা কিল সুরৈঃ সর্ব্বৈঃ সমেত্য তুলয়া ধৃতঃ॥
চতুর্ভ্যঃ সরহস্যেভ্যো বেদেভ্যো হ্যধিকং যদা।
তদাপ্রভৃতি লোকেঽস্মিন্, মহাভারতমুচ্যতে॥
ইদং হি বেদৈঃ সম্মিতং পবিত্রমপি চোত্তমং।
বেদেভ্যঃ স চ বেদানাং পারগো ভারতং পঠন্॥ (মহাভারত)
ইদং পবিত্রমাখ্যানং পুণ্যং বেদৈশ্চ সম্মিতং। (রামায়ণ)
প্রাহ ভাগবতং নাম পুরাণং ব্রহ্মসম্মিতং। (ভাগবত পুরাণ, ২।৮।২৮)
সারভূতং পুরাণেষু ব্রহ্মবৈবর্ত্তমুত্তমং।
পুরাণোপপুরাণানাং বেদানাং ভ্রমভঞ্জনং॥ (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ)

পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যে প্রতি বেদের সহিত পুরাণের সমতা বা তদপেক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে।

আর্ষ বা স্মার্ত্ত নামে অভিহিত। ভুবনবিখ্যাত শঙ্করাচার্য্য মাণ্ডুক্য প্রভৃতি এই দ্বিতীয় শ্রেণীস্থ উপনিষদের প্রামাণ্য স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যাহা বেদে নাই, যাহা শ্রুতির তাৎপর্য্য অনুযায়ী নহে, কিন্তু যাহাতে বৈষ্ণবাদি সাম্প্রদায়িক জ্ঞানী কবিগণ রাম কৃষ্ণ ও শিব প্রভৃতি পৌরাণিক ও তান্ত্রিক দেবগণের উপাসনা স্ব স্ব সম্প্রদায়ের উপযোগী করিয়া প্রণয়ন করিয়াছেন,—তাহাই কাব্যোপনিষৎ নামে উল্লিখিত হওয়ার উপযুক্ত। ইহাদের অধিকাংশ আধুনিক কালে বিরচিত এবং অথর্ব্ববেদের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল গ্রন্থে হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ, রাধা, নৃসিংহ, রাম, শিব, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি পৌরাণিক দেবগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে, এবং বিস্তীর্ণ রূপে তাঁহাদের উপাসনা লিপিবদ্ধ হওয়াতে ইহারা তন্ত্রের স্থান অধিকার করিয়া রহিয়াছে। ভারতীয় আর্য্যগণের নিকট বেদশ্রুতি প্রতিপাদিত ধর্ম্মই একমাত্র আদরণীয় উপলব্ধি করিয়া, পরবর্ত্তী সাময়িক বেদান্তাদি দর্শন-শাস্ত্র প্রণেতাগণ স্বাধীন চিন্তার আদিম প্রসূতি প্রাচীন উপনিষদ্ সমূহ হইতে স্বমতপরিপোষক কোন না কোন স্থলের আশ্রয় অবলম্বন পূর্ব্বক স্বরচিত গ্রন্থের প্রামাণিকতা সংস্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছেন। ইহা দেখিয়া ও প্রাচীন উপনিষদের কুত্রাপি স্বমতপরিপোষক বচনাদি প্রাপ্ত না হইয়া, আধুনিক নানাবিধ ধর্ম্মসম্প্রদায়প্রবর্ত্তক পণ্ডিতগণ স্বমতপ্রতিপাদক কৃত্রিম উপনিষদ্ সঙ্কলন ও রচনা পুরঃসর উপনিষদের সংখ্যা সবিশেষরূপে বর্দ্ধিত করিয়া গিয়াছেন। এই সকল আধুনিক উপনিষদ্ শ্রুতিমূলক প্রাচীন উপ-নিষদের ন্যায় অকৃত্রিম ও প্রামাণিক বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী, রামতাপনী প্রভৃতি এই তৃতীয় শ্রেণীর অন্ত-র্গত। বর্ত্তমান সময়েও নববিধান ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিত-বর গৌরগোবিন্দ রায় মহাশয় স্বীয় ভক্তিভাজন স্বর্গীয় আচার্য্য ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন মহোদয়ের প্রচারিত ধর্ম্মমতসমূহ যোগোপনিষৎ, ব্রহ্মগীতো-পনিষৎ, সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়োপনিষদ্ প্রভৃতি নামে প্রকাশিত করিয়া উত্তরকালীন উপনিষদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিতেছেন। অতীত কালে এইরূপে কত উপনিষদ্ সৃষ্ট ও প্রচারিত হইয়াছে, তাহার সংখ্যা কে নির্দ্দেশ করিতে পারে?

অর্থ বা তুষ্টি লাভের নিমিত্ত অতি আধুনিক কালে ধূর্ত্ত চাটুকারগণ কর্ত্তৃক অল্লোপনিষৎ প্রভৃতি একান্ত কৃত্রিম উপনিষদ্ প্রণীত হইয়াছে।

বেদচতুষ্টয়ের প্রত্যেকেরই অল্প বা অধিক পরিমাণে উপনিষৎ গ্রন্থ বিদ্যমান আছে। চারি বেদের প্রতি শাখারই এক এক খানি বিভিন্ন উপনিষদ্ বিদ্যমান ছিল বলিয়া, মুক্তিকোপনিষদ্ * যে নির্দ্দেশ করিয়াছে, তাহা কোন ক্রমেই সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। স্থান, আচার্য্য, শাখা ও সম্প্রদায় ভেদে উপনিষদের পাঠভেদ সংঘটিত হওয়া অসম্ভব নহে †। কিন্তু এবংবিধ বিভিন্নতা অতি অল্পসংখ্যক প্রাচীনতম বৈদিক উপনিষদের সম্বন্ধে হইয়া থাকিলেও, অধিকাংশ অপ্রাচীন উপনিষদ্ সম্পর্কে ঘটিয়াছিল বলিয়া সম্ভবপর বোধ হয় না। মুক্তিকোপনিষদে অষ্টোত্তরশত সংখ্যক উপনিষদের নাম দৃষ্ট হয় ‡।

---

* মুক্তিকোপনিষদ্ অতি আধুনিক। ইহার বক্তা রামচন্দ্র, শ্রোতা কপিরাজ হনুমান। ইহাতে লিখিত আছে যে মুমুক্ষুগণ মাণ্ডুক্যোপনিষদ্ পাঠেই সংসারপাশ হইতে পরিমুক্ত হন। মাণ্ডুক্যের ভক্তিপূর্ব্বক অধ্যয়নে যাঁহার মুক্তি লাভ না ঘটে, তিনি ঈশাদি দশোপনিষৎ পাঠ করিলেই, অভীপ্সিত ফল প্রাপ্ত হইবেন।

মাণ্ডুক্যমেকমেবালং মুমুক্ষূণাং বিমুক্তয়ে।
তথাপ্যসিদ্ধঞ্চেৎ জ্ঞানং, দশোপনিষদং পঠ ॥

শাখাভেদে উপনিষদের বিভিন্নতা থাকিলে, উপনিষদের সংখ্যা ১১৮০ হয়। কিন্তু ইহাতে ঋগ্বেদীয় ১০, সামবেদীয় ১৬, যজুর্ব্বেদীয় ৫১, এবং অথর্ব্ববেদীয় ৩১ খানি উপনিষদের নাম মাত্র দৃষ্ট হইয়া থাকে।

ঋগ্বেদাদিবিভাগেন বেদাশ্চত্বার ঈরিতাঃ।
তেষাং শাখা হ্যনেকাঃ স্যু, স্তাসূপনিষদ স্তথা ॥
ঋগ্বেদস্য তু শাখাঃ স্যুরেকবিংশতিসংখ্যকাঃ।
নবাধিকশতং শাখা যজুষো মরুতাত্মজ ॥
সহস্রসংখ্যকা জাতাঃ, শাখাঃ সাম্ন পরন্তপ।
অথর্ব্বণস্য শাখাঃ স্যুঃ, পঞ্চাশৎ ভেদতো হরে ॥
একৈকস্যা স্তু শাখায়া একৈকোপনিষন্ মতা। (মুক্তিকোপনিষৎ)

† মধুসূদন সরস্বতীর মতে উপনিষদের শাখাভেদে বিভিন্নতা নাই। কিন্তু যাজ্ঞিকী (নারায়ণীয়া) উপনিষদের ভাষ্যে সায়নাচার্য্য স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন—
তদীয়ঃ পাঠঃ সম্প্রদায়-দেশবিশেষেষু বহুবিধো দৃশ্যতে। তত্র যদ্যপি শাখাভেদঃ কারণং, তথাপি তৈত্তিরীয়াধ্যায়কৈ স্তত্তৎদেশনিবাসিভিঃ শিষ্টৈরাদৃতত্বাৎ, সর্ব্বোঽপি পাঠ উপাদেয় এব।

‡ ঈশঃ কেনঃ কঠঃ প্রশ্নো মুণ্ড-মাণ্ডুক্যৌ তিত্তিরিঃ।
ঐতরেয়শ্চ ছান্দোগ্যং বৃহদারণ্যকং তথা ॥

দিন দিন সংস্কৃতবিৎ পণ্ডিতবর্গের গবেষণা ও অনুসন্ধানে এত অধিক সংখ্যক উপনিষদ্ আবিষ্কৃত হইয়াছে ও হইতেছে, যে উপনিষদের প্রকৃত সংখ্যা নির্দ্দেশ কোনও ক্রমে সম্ভবপর নহে *। কোন কোন উপনিষদের বিভিন্ন অংশ

ব্রহ্মঃ কৈবল্যো জাবালঃ শ্বেতাশ্বো হংস আরুণিঃ।
গর্ভো নারায়ণো হংসো বিন্দুর্নাদঃ শিরঃ শিখা॥
মৈত্রায়ণী কৌষিতকী বৃহজ্জাবাল-তাপনী।
কালাগ্নিরুদ্রো মৈত্রেয়ী সুবালঃ ক্ষুরির্মন্ত্রিকা॥
সর্ব্বসারং নিরালম্বং রহস্যং বজ্রসূচিকং।
তেজো নাদো ধ্যানো বিদ্যা যোগতত্ত্বাত্মবোধকং॥
পরিব্রাট্ ত্রিশিখী সীতা চূড়া নির্ব্বাণমণ্ডলং।
দক্ষিণা শরভং স্কন্দং মহা-নারায়ণাদ্বয়ং॥
রহস্যং রামতাপনং বাসুদেবঞ্চ মুদ্গলং।
শাণ্ডিল্যং পৈঙ্গলং ভিক্ষুর্মহচ্ছারীরকং শিখা॥
তুরীয়াতীতঃ সন্ন্যাসঃ পরিব্রাজাক্ষমালিকা।
অব্যক্তৈকাক্ষরং পূর্ণা সূর্য্যাক্ষ্যধ্যাত্মকুণ্ডিকা॥
সাবিত্র্যাত্মা পাশুপতং পরব্রহ্মাবধূতকং।
ত্রিপুরাতাপনং দেবী ত্রিপুরা কঠভাবনা॥
হৃদয়ং কুণ্ডলী ভস্ম রুদ্রাক্ষ গণ দর্শনং।
তারসার মহাবাক্য পঞ্চব্রহ্মাগ্নিহোত্রকং॥
গোপালতাপনং কৃষ্ণং যাজ্ঞবল্ক্যং বরাহকং।
শাট্যায়নী হয়গ্রীবং দত্তাত্রেয়ঞ্চ গারুড়ং॥
কলি জাবালি সৌভাগ্য রহস্য ঋচ মুক্তিকা। (মুক্তিকোপনিষৎ)

চতুর্ব্বেদক্রমে উপনিষদের শ্রেণীবিভাগ, ভিন্ন ভিন্ন বেদের অন্তর্গত উপনিষদের অধ্যয়নের আরম্ভে ও অন্তে পঠনীয় বিভিন্ন শান্তিমন্ত্র পশ্চাৎ উল্লিখিত হইবে।

* ফরাসী পণ্ডিত পেঁরো সাহেবের অনুবাদিত ঔপনেখতে ৫০; ওয়ার্ড সাহেবকৃত 'হিন্দুদিগের আচার ব্যবহার ও দেবোপাখ্যান' নামক গ্রন্থে ৬২; বেবার ও কোলব্রুকের নির্দ্দেশ অনুসারে ৯৫; মুক্তিকা ও মহাবাক্যমুক্তাবলী উপনিষদের মতে ১০৮; এলিয়ট্ সাহেবের মতে ১২৩; রোয়ার সাহেবের নির্দ্দেশ অনুসারে ১৩৮ ও ১৫৪; মক্ষমুলারের মতে ১৪৯; বার্ণেলের মতে ১৭০; বেবারের বিভিন্ন নির্দ্দেশ অনুসারে ৯৬ ও ১৪৭ খানি উপনিষদ্ বিদ্যমান আছে। ভারতীয় বিভিন্ন প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্টের অর্থ সাহায্যে বিভিন্ন সংস্কৃতবিৎ

ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্ নামে পরিচিত হইয়াছে। একই উপনিষদের বিভিন্ন নাম দৃষ্টে, তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্বতন্ত্র উপনিষদ্ বলিয়াও অনেক সময়ে ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

ঋগ্‌বেদীয় ঐতরেয় আরণ্যক পাঁচ খণ্ডে বিভক্ত। ইহার দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড, বিশেষতঃ দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ চারি অধ্যায়, ঐতরেয় উপনিষদ্ নামে প্রসিদ্ধ। কৌষিতকী আরণ্যকের শেষ (তৃতীয়) অধ্যায়ই কৌষিতকী-ব্রাহ্মণোপনিষদ্ *। বাস্কল নামে যে একখানি উপনিষদ্ সুবিখ্যাত পেরোঁর অনুবাদিত ঔপনেখতে † দৃষ্ট হয়, তাহা ঋগ্‌বেদীয় বাস্কল শাখার গ্রন্থ হওয়াই সম্ভবপর।

পণ্ডিত কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর নাম নির্ঘণ্ট্ দৃষ্টে; অধ্যাপক বেবার ২৩৫ খানি উপনিষদের নাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহার অধিকাংশই এত আধুনিক; যে কোন ক্রমেই তাহা বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না।

* মুক্তিকোপনিষদের মতে—ঐতরেয়, কৌষিতকী, বহ্বৃচ, নির্ব্বাণ, নাদবিন্দু, আত্মপ্রবোধ, অক্ষমালিকা, মুদ্গল, সৌভাগ্য ও ত্রিপুরা এই দশ খানিই ঋগ্‌বেদীয় উপনিষদ্। ইহাদের অধ্যয়নের আরম্ভে ও শেষে নিম্নোল্লিখিত শান্তিমন্ত্র পাঠ করা কর্ত্তব্য।

ওঁ বাঙ্ মে মনসি প্রতিষ্ঠিতা। মনো মে বাচি প্রতিষ্ঠিতঃ। মাবিরাবী, র্মএধি, বেদস্য ম আণীস্থঃ। শ্রুতং মে মা প্রহাসীঃ। অনেনাধীতে। নাহোরাত্রান্ সংদধাম্। ঋতং বদিষ্যামি। সত্যং বদিষ্যামি। তন্মামবতু। তদ্ বক্তারমবতু। অবতু মাং, অবতু বক্তারং। ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ। হরি ওঁ।

† সুপ্রসিদ্ধ ফরাসী পণ্ডিত পেরোঁ ফরাসী ও ল্যাটিন এই উভয় ভাষাতেই "ঔপনেখৎ" অনুবাদ করেন। ১৭৯৫ খৃষ্টাব্দের ৯ই অক্টোবর এই ল্যাটিন অনুবাদ পরিসমাপ্ত হয়। ইহা সুলতান মহম্মদ দারার আদেশানুসারে সম্পাদিত সংস্কৃত উপনিষদের পারস্য অনুবাদ অবলম্বনে লিখিত হয়। যে পারসী অনুবাদ অবলম্বনে মহাত্মা পেরোঁ ল্যাটিন অনুবাদ সম্পাদন করেন, তাহা ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দে আত্মারাম কর্ত্তৃক লিখিত হয়। এই পারসী প্রতিলিপি ফরাসী রেজিডেণ্ট জেণ্টিল সাহেব অযোধ্যার নবাব সুজা উদ্দৌলার রাজধানী লক্ষ্ণৌ হইতে বঙ্গদেশে আনয়ন করেন। সুপ্রসিদ্ধ ভারত-ভ্রমণকারী বার্ণিয়ার ১৭৭৫ খৃঃ উহা ফ্রান্সের রাজধানী পেরিসে আনয়ন পূর্ব্বক প্রদর্শন করেন। ১৭৯৫ খৃঃ তাহা পেরোঁ কর্ত্তৃক ল্যাটিন ভাষায় অনুবাদিত হইয়া, ১৮০১-২ খৃঃ মুদ্রিত ও প্রচারিত হয়। ইউরোপে এইরূপে প্রকৃত প্রস্তাবে সংস্কৃত চর্চ্চার সূত্রপাত হয়। সুপ্রসিদ্ধ জার্ম্মেণ পণ্ডিত সৌপেন হৌয়ারের দার্শনিক মত এই উপনিষদ্ হইতেই সর্ব্বাংশে গৃহীত হয়। এই উপনিষদ্ পাঠেই মক্ষমুলার সংস্কৃত

সামবেদীয় কেন ও ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ব্রাহ্মণ ভাগেরই পরিশিষ্ট স্বরূপ। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণ দশ, এবং জৈমিনীয় (তলবকার) ব্রাহ্মণ নয় অধ্যায়ে

ভারতবর্ষের একাধীশ্বর সম্রাট সাহজিহানের জ্যেষ্ঠপুত্র সুলতান মহম্মদ দারা বিদ্যাবিনয়াদি নানাবিধ গুণে সমলঙ্কৃত ছিলেন। তাঁহার শিক্ষকের নাম বাবুলাল। ১৬৪০ খৃঃ কাশ্মীরে অবস্থিতি কালে, তিনি উপনিষদের অস্তিত্ব অবগত হন। উদারমতি মহাত্মা দারা ১৬৫৭ খৃঃ এই গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। সম্ভবত বারাণসী হইতে প্রচুর অর্থলোভ প্রদর্শন পূর্ব্বক কতিপয় সংস্কৃতবিৎ হিন্দুজাতীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে দিল্লী নগরীতে আনয়ন করিয়া, স্বীয় তত্ত্বাবধানে অশেষ গুণ ভূষিত দারা উপনিষদের এই পারসী অনুবাদ সম্পাদন করান। ইহারই তিন বৎসর পরে অতি নৃশংস স্বীয় কনিষ্ঠ ভ্রাতা আরঙ্গজীবের কূটকৌশলে পরম ধার্ম্মিক দারা নিহত হন।

মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্ব্ব হইতেই মুসলমানদিগের মধ্যে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুশীলন আরব্ধ হইয়া, নানা সংস্কৃত গ্রন্থ পহ্লবী, আরবী ও পারসী ভাষায় অনুবাদিত হয়। পারস্যরাজ খস্রু নওসেরোয়ার আদেশ ক্রমে, ৫৭০ খ্রীঃ "পঞ্চতন্ত্র" পহ্লবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। বাগ্‌দাদের অধীশ্বর আল্ মনসুরের আদেশক্রমে ৭৬০ খ্রীঃ আলম কাফা পহ্লবী ভাষা হইতে তাহার যে আরবী অনুবাদ সম্পাদন করেন, তদবলম্বনে পঞ্চদশ শতাব্দীতে হুসেন বেগ "আনোয়ার সোহেলি" নামক সুপ্রসিদ্ধ পারসী গ্রন্থ রচনা করেন। সংস্কৃত "হিতোপদেশ" পারসীতে অনুবাদিত হইয়া, 'কলীলোয়া দমন' নাম ধারণ করে। একাদশ শতাব্দীতে আবুসালে বিন সিব্বিন্ জামা মহাভারতের অন্তর্গত রাজনীতি আরবীতে অনুবাদিত করেন। তাহা আবুল হাসনালী বিন্ মহম্মদ কর্ত্তৃক ১১২৬ খৃঃ পারসীতে গৃহীত হয়। সম্ভবতঃ মহাভারতের অপরাপর অংশ ও আরবীতে অনুবাদিত হইয়াছিল।

হিজিরা শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতীয় আয়ুর্ব্বেদের সবিশেষ অনুশীলন আরবগণের মধ্যে আরব্ধ হইয়া, মহাত্মা আব্বাসের বংশধর বোগদাদের মহানুভব খলিফা-সম্রাট্‌দিগের সময়ে (৭৪৯—১২৫৮ খ্রীঃ) তাহার সবিশেষ উন্নতি সাধিত হয় এবং তাঁহাদের যত্ন ও উৎসাহে বহুতর আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থ আরবী ভাষায় অনুবাদিত হয়। আরবী ও পারসী সাহিত্যের সমধিক উন্নতি এই সময়েই সংসাধিত হয়। ইহাঁদেরই উদ্যোগ ও প্রযত্নে ভারতের শিষ্য স্থানীয় আরব ইউরোপের বরণীয় অধ্যাপক পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া, ভারতীয় জ্যোতিষ, গণিত, আয়ুর্ব্বেদ, সঙ্গীত, শাকুনিক প্রভৃতি বহুবিধ শাস্ত্র বিষয়ে ইউরোপকে উপদেশ প্রদান করেন। খ্রীষ্টীয় দশম হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত আরব উপদেষ্টা পদে বৃত থাকিয়া, ইউরোপে জ্ঞানের বিমল জ্যোতি বিকীরণ করিতে থাকেন।

মহামতি আল্‌মনসুর ৭৬২ খ্রীঃ বাগ্‌দাদ নগর টাইগ্রিস্ নদী তীরে সংস্থাপন পূর্ব্বক; নানা দেশীয় পণ্ডিতবর্গ দ্বারা স্বীয় রাজসভা সমলঙ্কৃত করিতে আরম্ভ করেন। বাগ্‌দাদ

বিভক্ত। ছান্দোগ্য ব্রাহ্মণের শেষ আট (৩-১০) অধ্যায়ই ছান্দোগ্য উপনিষদ্

প্রবাসী ভারতীয় পণ্ডিতগণ সংস্কৃত জ্যোতিষ, গণিত, সঙ্গীত ও চিকিৎসা শাস্ত্র বিষয়ক বহুতর গ্রন্থ বিদ্যোৎসাহী সম্রাট্‌দিগের আদেশানুসারে আরবী ভাষায় অনুবাদিত করেন। রাজসভাসদ মুসলমান ও অন্যান্য জাতীয় পণ্ডিতবর্গের মধ্যেও কিয়ৎপরিমাণে সংস্কৃতের চর্চ্চা এই সময়ে আরব্ধ হইয়াছিল। খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে চরক, সুশ্রুত ও শালিহোত্রের অশ্বচিকিৎসা আরবীতে অনুবাদিত হয়। আলরসি, ইবন্ ছিনা ও ইবন সেরাবির কৃত চিকিৎসাগ্রন্থের ল্যাটিন অনুবাদে, চরকের নাম সুস্পষ্ট লক্ষিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ হারুণ অল্ রসীদের (৭৮৬—৮০৯ খ্রীঃ) সভা সালে ও মঙ্ক নামে দুই জন ভারতীয় চিকিৎসক সমলঙ্কৃত করিতেছিলেন। মঙ্ক বিষচিকিৎসা বিষয়ক একখানি গ্রন্থ আরবীতে অনুবাদ করেন। মিকা ও ইবন্ ডহন্ নামে দুই জন ভারতীয় চিকিৎসকের রচিত গ্রন্থের ও উল্লেখ আছে।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে আরবগণ ভারতীয় জ্যোতিষ ও গণিত শাস্ত্রের সবিশেষ আলোচনা করেন। ব্রহ্মগুপ্তের অহর্গণ (অর্কন্দ), আর্য্যভটের (অর্জবর) কৃত জ্যোতিষ, পঞ্চ সিদ্ধান্ত (সিন্ধেন্দ) প্রভৃতি গ্রন্থের অনুবাদ; ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিৎগণের তত্ত্বাবধানে বাগদাদে সম্পাদিত হয়। তৎকালে এই সকল গ্রন্থ অতি আদরের সহিত আরবগণের মধ্যে অধীত ও অনুশীলিত হইত। চন্দ্রকলা ও সংখ্যার পরিগণনা ভারত হইতেই আরবগণ কর্ত্তৃক ইউরোপে প্রচারিত হয়। নবম শতাব্দীতে আলকিন্দি ভারতীয় জ্যোতিষ ও পাটীগণিত অবলম্বনে নানা গ্রন্থ লিখিয়া; স্বদেশীয়গণের শিক্ষাবিধানার্থ প্রচার করেন। সম্রাট্ আল মামুনের সময়ে (৮১৩—৮৩৩ খ্রীঃ) মহম্মদ বিন্‌মুসা বীজগণিত বিষয়ক যে গ্রন্থ সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত করেন, ১৮৩১ খ্রীঃ ডাক্তার রোজেন্ তাহার ল্যাটিন অনুবাদ ইউরোপে প্রকাশ করেন।

বৈদিক সঙ্গীতে ব্যবহৃত সপ্ত স্বরগ্রাম ভারতীয়দিগের নিকট পারসীকেরা শিক্ষা করিয়া, আরবগণকে তাহা শিক্ষা দেন। একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আরব হইতে গিডো ডারেজো নামক ইতালিয়ান সঙ্গীতবিৎ কর্ত্তৃক উহা ইউরোপীয় স্বরগ্রামে প্রবিষ্ট হয়। সঙ্গীত শাস্ত্রীয় কতিপয় সংস্কৃত গ্রন্থ পারসী ও আরবী এই উভয় ভাষায়ই অনুবাদিত হয়।

আইন আক্‌বরীর নির্দ্দেশ অনুসারে ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র অধ্যয়নার্থ আলবু মাজার বারাণসী ধামে, তাহার বহুকাল পরে মহম্মদ বিন্ ইজ্‌রেইল্ এল্‌তনুখী ভারতবর্ষে আগমন করেন। গজনীরাজ সুবিখ্যাত সুলতান মামুদের সমভিব্যাহারে আবু রৈহান্ আল্‌বিরুণী (৯৭১—১০৩৯ খ্রীঃ) ভারতে আগমন পুরঃসর ৪০ বৎসরকাল হিন্দুদিগের মধ্যে বসতি করিয়া, সংস্কৃতে সবিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি বরাহমিহিরের লঘুজাতক আরবীতে অনুবাদ করেন।

নামে, ও জৈমিনীয় ব্রাহ্মণের শেষ (নবম) অধ্যায় কেনোপনিষদ্ নামে সুপ্র-

---

শালিহোত্র (শলাতুর) প্রণীত অশ্বচিকিৎসার যে অনুবাদ ১৩৮১ খ্রীঃ সুলতান ঘিয়াসুদ্দিন মহম্মদ সার আদেশে সম্পাদিত হয়, তাহা লক্ষ্ণৌ নগরে নবাবের পুস্তকাগারে বিদ্যমান ছিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে (১৬০৫—১৬২৭ খ্রীঃ) মেওয়ারের রাণা অমর সিংহের পুস্তকালয় হইতে অন্যান্য সংস্কৃত পুস্তকের সহিত শালিহোত্র প্রণীত যে অশ্বচিকিৎসা গৃহীত হয়, 'শালোতরী' নামে সম্রাট্ সাজাহানের সভাসদ সৈয়দ আবদুল্লা খাঁ বাহাদুর ফিরোজ জঙ্গ কর্তৃক পারসী ভাষায় তাহা অনুবাদিত হয়। এই সময়ে (১৬২৮—১৬৫৮) মুসলমানগণের মধ্যে যে সংস্কৃতের চর্চ্চা ছিল, তাহা এতদ্দ্বারা সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইতেছে। বস্তুতঃ মুসলমানগণের মধ্যে সংস্কৃতের অনুশীলন ইহার বহু পূর্ব্ব হইতেই আরব্ধ হয়।

খিলজীবংশোদ্ভব সম্রাট্ ফিরোজসাহ্ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে নাগরকোট অধিকার করিয়া, তথাকার সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকাগার হইতে দর্শন ও শাকুনিক শাস্ত্র বিষয়ক দুই খানি সংস্কৃত গ্রন্থ "দলাইলি ফিরোজসাহী" নামে অনুবাদিত করান। এই অনুবাদ কার্য্য সম্রাটের আদেশে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক মৌলানা ইজ্জুদ্দীন খালিদখানি সম্পন্ন করেন। ফিরোজ সাহের সময়ে সংস্কৃত হইতে অনুবাদিত একখানি জ্যোতিষ গ্রন্থ; লক্ষ্ণৌর নবাব জালালুদ্দৌলার পুস্তকাগারে বিদ্যমান ছিল।

সম্রাট্ আকবরের সভাসদ অনেকানেক সুবিজ্ঞ মুসলমান সংস্কৃত সাহিত্যে সবিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তন্মধ্যে সেক আবুল ফৈজি, আবদুল কাদির বাদায়ুনি, হাজি ইব্রাহিম সারহিন্দি, নকীব খাঁ, মুল্লা সা মহম্মদ, সুলতান হাজি থানেশ্বরী, এবং মুল্লা সাব্রী—সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। প্রজারঞ্জক মোগলকুলতিলক সম্রাট্ আকবরের সভা নানা ধর্ম্মাবলম্বী নানা জাতীয় পণ্ডিতবর্গের দ্বারা ভূষিত ছিল। তিনি জাতি ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে প্রকৃত জ্ঞানী, ধার্ম্মিক ও বিদ্বানগণের আশ্রয়স্থল ছিলেন। ফৈজি (১৫৪৭-৯৫ খ্রীঃ) পাণ্ডিত্য, কবিত্ব, বিদ্যাবত্তা ও সহৃদয়তার নিমিত্ত সবিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁহারই কনিষ্ঠ ভ্রাতা আবুল ফাজল আকবরের প্রধান মন্ত্রী ও প্রিয় সহচর ছিলেন। সম্রাটের আদেশে সুবিজ্ঞ ফৈজি মহাভারতীয় নলদময়ন্তীর উপাখ্যান (ফিরিস্তার মতে সমগ্র মহাভারত), ভাস্করাচার্য্যের কৃত বীজগণিত ও লীলাবতী সংস্কৃত হইতে পারসী ভাষায় অনুবাদিত করেন। স্বধর্ম্মানুরাগী আবদুল কাদির ফৈজির পিতা মোবারিকের অতি প্রিয় শিষ্য ছিলেন। তিনি রামায়ণ, রাজতরঙ্গিনী, সিংহাসন দ্বাত্রিংশতি, এবং মহাভারতীয় আদি ও সভা পর্ব্ব পারসী ভাষায় অনুবাদ করেন। ১৫৮০ খ্রীঃ সম্রাট্ আবদুল কাদির ও নকীব খাঁর প্রতি মহাভারত অনুবাদের গুরুতর ভার অর্পণ করেন। ফৈজীর প্রতি তাঁহাদের কৃত অনুবাদ সংশোধনের ভার অর্পিত হয়। প্রথম দুই পর্ব্ব অনুবাদের পর আবদুল কাদির তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে, নকীব খাঁ ও মুল্লা সাব্রী একত্রিত হইয়া কিয়দংশ, এবং তদনন্তর সুলতান হাজি থানেশ্বরী কিয়দংশের

সিদ্ধ *।—কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় তৈত্তিরীয় আরণ্যকের সপ্তম অধ্যায় শিক্ষাবল্লী (সংহিতোপনিষদ্), অষ্টম অধ্যায় আনন্দবল্লী, এবং নবম অধ্যায় ভৃগুবল্লী নামে প্রসিদ্ধ। আনন্দবল্লী ও ভৃগুবল্লী বারুণী নামেও আখ্যাত হইয়া থাকে। আরণ্যকের পূর্ব্বোক্ত তিন অধ্যায় তৈত্তিরীয় উপনিষদ্ নামে সুপ্রসিদ্ধ। আরণ্যকের শেষ (দশম) অধ্যায় যাজ্ঞিকী (নারায়ণীয়া) উপনিষদ্ নামে পরিচিত। আরুণিক ও কঠশ্রুতি উপনিষদ্, তৈত্তিরীয় আরণ্যকের পরিশিষ্ট বলিয়া পরিগণিত। মৈত্রী (মৈত্রায়ণী) উপনিষদ্ চতুষ্কাণ্ডাত্মক মৈত্রায়নী সংহিতার দ্বিতীয় কাণ্ড বলিয়া সংস্কৃতবিৎ বুলার সাহেব নির্দ্দেশ করিয়াছেন। পদ্যময় শ্বেতাশ্বতরোপনিষদে সাংখ্য ও যোগ দর্শনের সমন্বয়ের চেষ্টা হইয়াছে।

নিত্যোঽনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানাং, একো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্।
তৎকারণং সাংখ্যযোগাধিগম্যং, জ্ঞাত্বা দেবং মুচ্যতে সর্ব্বপাপৈঃ॥ (৬।১৩)

পেরোঁর ঔপনেখতে ছাগলী নামে যে উপনিষদ্ দৃষ্ট হয়, তাহা সম্ভবতঃ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদেরই অন্তর্গত। †

অনুবাদ করেন। সম্রাটের আদেশে আবদুল কাদির অথর্ব্ববেদের অনুবাদে প্রবৃত্ত হইয়া, ভাষা ও ভাবের কাঠিন্য প্রযুক্ত সম্রাটের আদেশ পালনে অসমর্থ হন। তৎপরে হাজি ইব্রাহিম সারহিন্দি উহার অনুবাদ সমাপ্ত করিয়া, সম্রাটের প্রীতিভাজন হন।

* মুক্তিকোপনিষদের গণনা অনুসারে—কেন, ছান্দোগ্য, মৈত্রেয়ী, মৈত্রায়নী, বজ্রসূচী, যোগচূড়ামনি, বাসুদেব, সন্ন্যাস, মহা, অব্যক্ত, কুণ্ডিকা, সাবিত্রী, রুদ্রাক্ষ, জাবাল, জাবাল-দর্শন—এই ষোড়শ খানি সামবেদীয় উপনিষদ্।

(শান্তিমন্ত্র)—ওঁ আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গানি, বাক প্রাণশ্চক্ষুঃ শ্রোত্রং অথোবলং ইন্দ্রিয়ানি চ সর্ব্বানি। সর্ব্বং ব্রহ্মোপনিষদং। মা অহং ব্রহ্ম নিরাকুর্য্যাং; মা মা ব্রহ্ম নিরাকরোৎ। অনি-রাকরণং অস্তু, অনিরাকরণং মে অস্তু। তদাত্মনি নিরতে য উপনিষৎসু ধর্ম্মাঃ, তে ময়ি সন্তু। ওঁ শান্তিঃ ৩।

† তৈত্তিরীয়, শ্বেতাশ্বতর, কঠবল্লী, কঠরুদ্র, ব্রহ্ম, কৈবল্য, গর্ভ, নারায়ণ, অমৃতনাদ, অমৃতবিন্দু, কালাগ্নিরুদ্র, ক্ষুরিকা, সর্ব্বসার, শুকরহস্য, তেজোবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, ব্রহ্মবিদ্যা, যোগতত্ত্ব, দক্ষিণামূর্ত্তি, স্কন্দ, শারীরক, যোগশিখা, একাক্ষরা, অক্ষি, অবধূত, হৃদয়, বরাহ, পঞ্চব্রহ্ম, যোগকুণ্ডলিনী, প্রাণাগ্নিহোত্র, কলিসন্তরণ, সরস্বতী রহস্য—এই ৩২ খানি উপনিষদ্ কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় বলিয়া মুক্তিকোপনিষদ্ নির্দ্দেশ করিয়াছে।

(শান্তিমন্ত্র)—ওঁ সহ নৌ অবতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহ বীর্য্যং করবাবহৈ। তেজস্বিনাবধীতমস্তু মা বিদ্বিষাবহৈ। ওঁ শান্তিঃ ৩।

শুক্ল যজুর্ব্বেদীয় বাজসনেয়ী সংহিতার ষোড়শ অধ্যায় শতরুদ্রীয়, একত্রিংশৎ অধ্যায় পুরুষসূক্ত, দ্বাত্রিংশৎ তদেব, চতুস্ত্রিংশতের প্রারম্ভ শিবসঙ্কল্প, ও চত্বারিংশৎ অধ্যায় ঈশ উপনিষদ্ নামে পরিচিত। শতপথ ব্রাহ্মণের চতুর্দ্দশ কাণ্ডের শেষ ছয় অধ্যায় সুপ্রসিদ্ধ বৃহদারণ্যকোপনিষদ্। জাবালোপনিষদ্ বৃহদারণ্যকের পরিশিষ্টরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। বাজসনেয়ী ভিন্ন অপর কোন সংহিতার অন্তর্গত কোনও উপনিষদ্ পাওয়া যায় নাই। *

সামবেদীয় কেন, এবং কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদীয় আনন্দবল্লী, ভৃগুবল্লী ও নারায়ণীয়া উপনিষৎ, অথর্ব্ববেদীয় অসংখ্য † উপনিষদের অন্তর্গত দৃষ্ট হয়। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে (৩।১১।৮।১-৬) সন্নিবিষ্ট নাচিকেতার উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া, অথর্ব্ববেদীয় কঠবল্লী উপনিষদ্ বিরচিত হইয়াছে।

বিষয়ভেদে উপনিষদ্ গুলিকে তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কোন কোন উপনিষদে জীবাত্মার মুক্তি, ও পরমাত্মার প্রকৃতি প্রভৃতি নিরূপিত হইয়াছে। ঐতরেয়, ছান্দোগ্য, কেন, তৈত্তিরীয়, ঈশ, বৃহদারণ্যক, কঠ, প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, ত্রিপুরী, আত্মা, সর্ব্বোপনিষৎসার, প্রাণাগ্নিহোত্র, হংসনাদ, অমৃতনাদ, নাদবিন্দু, ধ্যানবিন্দু, তেজোবিন্দু, অমৃতবিন্দু, ব্রহ্মবিন্দু, নিরালম্ব, ক্ষুরিকা, চূলিকা, পৈঙ্গল, অদ্বৈত, বৈতথ্য, সুবালা, নির্ব্বাণ, একাক্ষর, পুণ্ডরীক, সন্ধ্যা, তত্ত্ব, অলাতশান্তি, ও ব্রহ্ম—এই কয়খানি এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

---

* মুক্তিকোপনিষদের মতে ঈশ, বৃহদারণ্যক, জাবাল, হংস, পরম হংস, সুবালা, মন্ত্রিকা, নিরালম্ব, ত্রিশিখী, তারক, পৈঙ্গল, অধ্যাত্ম, ভিক্ষু, তারাসার, শাট্যায়নী, যাজ্ঞবল্ক্য, তুরীয়াতীত, ব্রাহ্মণ মণ্ডল ও মুক্তিকা—শুক্ল যজুর্ব্বেদের এই ১৯ খানি উপনিষদ্।

(শান্তিমন্ত্র)—ওঁ পূর্ণমদঃ পূর্ণমিদং পূর্ণাৎ পূর্ণমুদচ্যতে।
পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ॥ ওঁ শান্তিঃ৩।

† মুক্তিকোপনিষদের মতে প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডুক্য, অথর্ব্বশির, অথর্ব্বশিখা, বৃহজ্জাবাল, রামতাপনী, নৃসিংহতাপনী, গোপালতাপনী, ত্রিপুরাতাপনী, জাবাল, নারদ, শরভ, সীতা, রামরহস্য, দেবী, কৃষ্ণ, গণপতি, অন্নপূর্ণা, পাশুপত, সূর্য্যাত্ম, গারুড়, শাণ্ডিল্য, মহানারায়ণ, পরমহংস, পরিব্রাজক, ভস্ম, মহাবাক্য, ভাবনা, দত্তাত্রেয় ও হয়গ্রীব—এই ৩১ খানি অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ।

(শান্তিমন্ত্র)—ওঁ ভদ্রং কর্ণেভিঃ শৃণুয়ামো দেবা; ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভির্যজত্রাঃ।
স্থিরৈরঙ্গৈ স্তুষ্টুবাংস স্তনুর্ভির্ব্যশমদেব হিতং যদায়ুঃ ॥ ওঁ শান্তিঃ ৩।

প্রাগুক্ত ৬ খানি ভিন্ন, অবশিষ্ট সমস্তই অথর্ব্ববেদীয় উপনিষৎ বলিয়া পরিচিত।

বহুসংখ্যক অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার যোগবলে সম্মিলন সংসাধনের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ক্রমিক যোগ অভ্যাস দ্বারা পার্থিব সম্পর্ক জনিত বন্ধন পরিত্যাগ পূর্ব্বক ধ্যান বলে পরমাত্মাতে মগ্ন হইতে পারিলে, জীবাত্মার মোক্ষলাভ ঘটিয়া থাকে। দৈহিক ও পার্থিব সম্বন্ধ পরিত্যাগ পুরঃসর ওঁকারাত্মক পরব্রহ্মের * জপনা করিতে করিতে পরব্রহ্মে লীন হওয়ার পথ পরিষ্কৃত হইয়া আসে। ইহাই এই শ্রেণীস্থ উপনিষদ্ সমূহের প্রতিপাদ্য বিষয়। এই সকল অথর্ব্ববেদীয় উপনিষদের অনেকানেক গ্রন্থে উল্লিখিত আছে, যে যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ইহাদের প্রতিপাদ্য যোগবিষয়ক মত সর্ব্বপ্রথম প্রচার করেন। গর্ভ, বজ্রসূচী (আপ্ত), আর্ষিক, যোগতত্ত্ব, যোগশিক্ষা, তারক, শাকল্য, কঠশ্রুতি, জাবাল, আরুণিক, সন্ন্যাস, হংসনাদ, পরমহংস, সর্ব্বশ্রুতি, জীবন্মুক্ত, শ্রীমদ্দত্ত, ভাল্লবী, আশ্রম, পরিব্রাজক, ছুরিকা, অদ্ভুত, প্রণব, শৌনক, যাজ্ঞবল্ক্য, ব্রহ্মবিদ্যা, অথর্ব্বশিখা, অক্ষমালিকা, প্রকীর্ণ মন্ত্র, গায়ত্রী, গায়ত্রীহৃদয়—এই ত্রিংশৎখানি উপনিষদ্ এই শ্রেণীর অন্তর্গত।

তৃতীয় শ্রেণীস্থ সাম্প্রদায়িক উপনিষদে নারায়ণ, কৃষ্ণ, হরি, শিব, রাম, নৃসিংহ, গোপাল, দেবী প্রভৃতি পৌরাণিক দেবতাগণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বররূপে উপাসিত হইয়া, পরমাত্মার স্থান অধিকৃত করিয়াছেন।

নারায়ণের মাহাত্ম ও সর্ব্বেশ্বরত্ব কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় নারায়ণী উপনিষদের ন্যায় অথর্ব্ববেদীয় বৃহন্নারায়ণ, মহা ও আত্মপ্রবোধ উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে।

---

* মাণ্ডুক্যোপনিষদে ওঁকার (প্রণব) অবলম্বন পূর্ব্বক পরমাত্মার উপাসনা করা অভেদাত্মক তত্ত্বজ্ঞানের অভ্যাসে অসমর্থ দুর্ব্বলাধিকারী ব্রহ্মজিজ্ঞাসুর পক্ষে অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। জাগ্রৎ, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থার অধিষ্ঠাতা; এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ অদ্বিতীয় স্বরূপ পরমাত্মাই প্রণবের প্রতিপাদ্য। শর যেমন ধনুতে আরোপিত হইয়া লক্ষ্য ভেদ করে; সেইরূপ জীবাত্মা ওঁকারোপাসনা অবলম্বনে পরব্রহ্মে প্রবিষ্ট (লীন) হয়।

প্রণবো ধনুঃ শরো হ্যাত্মা, ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে।
অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ, তন্ময়ো ভবেৎ॥ (মুণ্ডকোপনিষৎ; ২।২।৪)

এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠং, এতদালম্বনং পরং।
এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা, ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ (কঠোপনিষৎ; ২।১৭)

ভক্তিপূর্ব্বক হরির নাম কীর্ত্তনেই মুক্তিলাভ হয়, চৈতন্যদেবের এই মত কলিসন্তরণ (হরিনাম) উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়া, ইহার একান্ত আধুনিকত্বের পরিচয় প্রদান করিতেছে। এই কলিসন্তরণ ভিন্ন বৈষ্ণব গ্রন্থকারগণের বিরচিত কৃষ্ণ, বৈখানসীয় ও গোপালতাপনী উপনিষদে শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠত্ব ও মাহাত্ম,—রাধিকা ও গোলকতাপনী উপনিষদে রাধাকৃষ্ণের সর্ব্বেশ্বরত্ব, —রাধাতাপনীতে রাধিকার মাহাত্ম ও তত্ত্বরহস্য এবং বাসুদেব ও গোপীচন্দন উপনিষদে বৈষ্ণবের তিলক ত্রিপুণ্ড্রাদি ধারণজনিত মাহাত্ম,—বর্ণিত হইয়াছে। রামতাপনী উপনিষদে রামায়ণের নায়ক ভগবান্ রামচন্দ্রের ঐশ্বরিক মাহাত্ম ও ব্রহ্মস্বরূপত্ব নিরূপিত হইয়াছে। নৃসিংহরূপধারী ভগবান্ নিত্য, বুদ্ধ, শুদ্ধ, সত্য ও মুক্ত পরমেশ্বর ভিন্ন আর কেহই নহেন, ইহাই নৃসিংহতাপনী উপনিষদে প্রতিপাদিত হইয়াছে। ইহার অধিকাংশই মাণ্ডুক্য ও অথর্ব্বশিখা উপনিষদ্ হইতে অবিকল গৃহীত হইয়াছে। শিবের মাহাত্ম ও সর্ব্বেশ্বরত্ব কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয় শ্বেতাশ্বতর, শুক্লযজুর্ব্বেদীয় শতরুদ্রীয়, এবং অথর্ব্ববেদীয় কৈবল্য, অথর্ব্বশির, ঈশ্বরগীতা, বৃহৎজাবাল, কালাগ্নিরুদ্র, ত্রিপুর, মৃত্যুলাঙ্গুল, মৃত্যুলঙ্ঘন, স্কন্দ, শিব, নীলরুদ্র ও অমৃতানন্দ উপনিষদে পরিলক্ষিত হয়। ভগবদ্গীতাতে যেমন শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বর্ণিত আছে, অথর্ব্বশির ও ঈশ্বরগীতা উপনিষদেও সেইরূপ রুদ্রের বিশ্বেশ্বরত্ব বিবৃত হইয়াছে। এই দুই গ্রন্থ ভগবদ্গীতার অনুকরণক্রমে লিখিত হওয়া অসম্ভব নহে। বৃহজ্জাবালোপনিষদের ন্যায় লঘু, ভস্ম, মহা, রুদ্র ও রুদ্রাক্ষ উপাধি বিশিষ্ট আরও কয়েকখানি জাবাল নামে উপনিষদ আছে। লণ্ডননগরীর 'ইণ্ডিয়া হাউস লাইব্রেরীর' পুস্তক মধ্যে রুদ্র ও আথর্ব্বণীয় রুদ্র নামে দুই খানি উপনিষদ্ আছে। দেবীমাহাত্মবিষয়ে দেবী, দুর্গা, কালী, কালিকা, কৌলিক, ত্রৈপুর, তারা, শ্যামা ও সুন্দরীতাপনী নামে ৯ খানি অথর্ব্ব বেদীয় উপনিষদ্ পাওয়া গিয়াছে। অন্নপূর্ণা ও গঙ্গা উপনিষদ্ও এই শ্রেণীরই অন্তর্গত। গঙ্গোপনিষদে গঙ্গার উৎপত্তি ও মাহাত্ম কীর্ত্তিত হইয়াছে। গণেশ ও গণপতিপূর্ব্বতাপনী উপনিষদে গণেশের ঈশ্বরত্ব সংস্থাপিত হইয়াছে। সূর্য্য, চাক্ষুষ ও মণ্ডল-ব্রাহ্মণ উপনিষদে সূর্য্যদেবের স্তুতি, মাহাত্ম ও উপাসনা সন্নিবিষ্ট রহিয়াছে। টেইলার সাহেবের নির্দ্দেশ অনুসারে মান্দ্রাজের ফোর্টসেইণ্ট জর্জ পুস্তকাগারে ' দর্শন ' নামে এক খানি উপনিষদ্ বিদ্যমান আছে। অথর্ব্বশীর্ষ উপনিষদে নারায়ণ, রুদ্র, দেবী, গণেশ ও

সূর্য্যের মাহাত্ম্য ও উপাসনা ভিন্ন ভিন্ন উপনিষদ্ হইতে একত্র সংগৃহীত হইয়াছে। গরুড় উপনিষদে পক্ষীরাজ গরুড়ের উপাসনা দ্বারা সর্পভয় নিবারণের উপায় নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। পিণ্ডোপনিষদে পিণ্ডের উৎপত্তি ও পিণ্ডদানে প্রেতাত্মাগণের তৃপ্তির বিবরণ কথিত আছে।

এই সকল উপনিষদের মধ্যে অষ্টোত্তর শত উপনিষদ্ শ্রবণ করিলে, সর্ব্ববিধ পাপ ক্ষয় হয়। যাঁহারা ভক্তিপূর্ব্বক ইহা সদাচার ও বিদ্বান্ গুরুর নিকট অধ্যয়ন করেন, তাঁহারা সর্ব্বপ্রকারের অভীষ্ট ফল লাভ পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করেন।

এবমষ্টোত্তরশতং ভাবনাত্রয়নাশনং।
জ্ঞানবৈরাগ্যদং পুংসাং বাসনাত্রয়নাশনং॥
পূর্ব্বোত্তরেষু বিহিত স্তত্তৎ-শান্তিপুরঃসরং।
বেদবিদ্যাব্রতস্নাতদেশিকস্য মুখাৎ স্বয়ং॥
গৃহীত্বাষ্টোত্তরশতং যে পঠন্তি দ্বিজোত্তমাঃ।
প্রারব্ধক্ষয়পর্য্যন্তং জীবন্মুক্তা ভবন্তি তে॥
সর্ব্বোপনিষদাং মধ্যে সারমষ্টোত্তরশতং।
সকৃৎশ্রবণমাত্রেণ সর্ব্বাঘৌঘনিকৃন্তনং॥
জ্ঞানতো ঽজ্ঞানতো বাপি পঠতাং বন্ধমোচকং।
রাজ্যং দেয়ং ধনং দেয়ং, যাচতঃ কামপূরণং॥ (মুক্তিকোপনিষৎ)

মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ সৎকুলোদ্ভব, শ্রদ্ধাবান, গুণবান, সরলহৃদয়, উদারমতি, সর্ব্বভূতহিতরত, দয়াশীল, শাস্ত্রানুরাগী, সদাচারপূত, জ্ঞানবান শ্রোত্রিয় গুরুর নিকট বিধিবৎ এই উপনিষৎ অধ্যয়ন করিলে,—কৈবল্যমুক্তি প্রাপ্ত হইবে।

মুমুক্ষবঃ পুরুষাঃ সাধনচতুষ্টয়সম্পন্নাঃ শ্রদ্ধাবন্তং সৎকুলভবং শ্রোত্রিয়ং শাস্ত্রবৎসলং গুণবন্তমকুটিলং সর্ব্বভূতহিতে রতং দয়াসমুদ্রং সদ্‌গুরুং বিধিবৎ সমুপগম্য, অষ্টোত্তরশতোপনিষদং বিধিবদধীত্য, শ্রবণমনন-নিদিধ্যাসনানি নৈরন্তর্য্যেণ কৃত্বা, প্রারব্ধক্ষয়াৎ দেহত্রয়ভঙ্গং প্রাপ্য, উপাধিবিনির্ম্মুক্তপরিপূর্ণতা নৈব কৈবল্যমুক্তিরাপ্নুয়ুরিতি *। (মুক্তিকোপনিষৎ)

---

* তদ্ হ এতদ্ ব্রহ্মা প্রজাপতয়ে উবাচ; প্রজাপতির্মনবে; মনুঃ প্রজাভ্যঃ। আচার্য্যকুলাৎ বেদমধীত্য; যথাবিধানং গুরোঃ কর্ম্মাতিশেষেণাভিসমাবৃত্য; কুটুম্বে শুচৌ দেশে স্বাধ্যায়মধী-

গুরু হইতে যথাবিহিত নিয়মে অধীত উপনিষৎ শাস্ত্র গুরুভক্ত, সুশীল, মেধাবী, কুলীন, শক্তিমান, ধার্ম্মিক ও নিষ্ঠাবান ব্রহ্মচারীকে যথোচিতরূপে শিক্ষা দিবে। কৃতঘ্ন, দুরাচার, ভক্তিহীন, গুরুদ্রোহী নাস্তিককে কদাচ শিক্ষা দিবে না।

ইদমষ্টোত্তরশতং ন দেয়ং যস্য কস্যচিৎ।
নাস্তিকায় কৃতঘ্নায় দুরাচাররতায় বৈ॥
মদ্ভক্তিবিহীনায়াপি শাস্ত্রগর্ত্তেষু মুহ্যতে।
গুরুভক্তিবিহীনায় দাতব্যং ন কদাচন॥
সেবাপরায় শিষ্যায় হিতপুত্রায় মারুতে!
মদ্ভক্তায় সুশীলায় কুলীনায় সুমেধসে॥
সম্যক্ পরীক্ষ্য দাতব্যং এবমষ্টোত্তরশতং।
যঃ পঠেৎ শৃণুয়াদ্ বাপি, স মামেতি ন শংসয়ঃ॥
বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম, গোপায় মা সেবধিষ্টে হ হমস্মি।
অসূয়কায়ানৃতবে শঠায়, মা মা ব্রূয়াৎ বীর্য্যবতী তথা স্যাং॥
যমেবৈষ বিদ্যা শুচমপ্রমত্তং, মেধাবিনং ব্রহ্মচর্য্যোপপন্নং।
অস্মা ইমামুপসন্নায় সম্যক্, পরীক্ষ্য দদ্যাৎ বৈষ্ণবীমাত্মনিষ্ঠাং॥ *

(মুক্তিকোপনিষৎ)

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদের স্থূল স্থূল সাধারণ বিবরণ সহ তদানুষঙ্গিক নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়া, আমরা এই খানেই প্রথম-ভাগের পরিসমাপ্তি করিলাম। বেদাঙ্গাদির স্থূল স্থূল বিবরণের সহিত বৈদিক

স্থানো; ধার্ম্মিকান্ বিদধৎ, আত্মনি সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি সংপ্রতিষ্ঠাপ্য; অহিংসন্ সর্ব্বভূতানি; অন্যত্র তীর্থেভ্যঃ। স খল্বেবং বর্ত্তয়ন্ যাবদায়ুষং ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে; ন চ পুনরাবর্ত্ততে। ন চ পুনরাবর্ত্ততে। (ছান্দোগ্যোপনিষদ্, ৮।১৫।১)

* বিদ্যা ব্রাহ্মণমেত্যাহ সেবধি ষ্টেহস্মি রক্ষ মাং।
অসূয়কায় মাং মাদা, স্তথা স্যাং বীর্য্যবত্তমা॥ ১১৪
যমেব তু শুচিং বিদ্যাৎ, নিয়তং ব্রহ্মচারিণং।
তস্মৈ মাং ব্রূহি বিপ্রায় নিধিপায়াপ্রমাদিনে॥ ১১৫
(মনুসংহিতা, দ্বিতীয় অধ্যায়)।

গ্রন্থাবলী ও গ্রন্থকারগণের সবিশেষ বিবরণ দ্বিতীয়ভাগে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। ভগবানের আশীর্ব্বাদ ও সুবিজ্ঞ পাঠকবর্গের অনুগ্রহ ও উৎসাহ লাভে সমর্থ হইলে, শীঘ্রই তাহা প্রকাশ করিতে বাসনা রহিল। নতুবা এই পর্য্যন্তই শেষ।

সম্পূর্ণ।
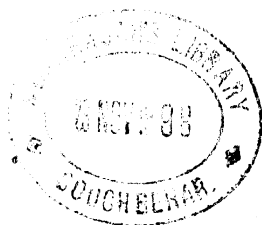
ভ্রমসংশোধনী।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	১২	ভাযার অদ্য	ভাষার আদ্য
৩	১১ (টীকা)	নাই	পাই
৩	১৪ ”	সংস্কৃত	সংস্কৃত
৩	১৫ ”	ষে	যে
৩	২০ ”	ষিনি	যিনি
৪	১১	অস্তিত্ববিষয়েই	অস্তিত্ব বিষয়েই
৪	১৭	ইউরোপায়	ইউরোপীয়
৫	৮	বিদেশায়	বিদেশীয়
৫	৯	দর্শণ	দর্শন
৭	২৫ (টীকা)	নগয়ে	নগরে
৭	২২ ”	ভায্য	ভাষ্য
৭	২৩ ”	ইগু	ইষ্ট
৮	৪ ”	পূব্বোক্ত	পূর্ব্বোক্ত
৯	২ ”	প্রণাত	প্রণীত
৯	২০ ”	পৃষ্ঠায	পৃষ্ঠায়
৯	২১ ”	বালিনে	বার্লিনে
৯	২৩ ”	সস্কৃতবিৎ	সংস্কৃতবিৎ
১১	১৯ ”	ণবং	এবং
১১	২১ ”	তট্টাকা	তট্টীকা
১২	১ ”	গ্রস্থ	গ্রন্থ
১২	২ ”	ওয়েযার	ওয়েবার
১২	৩ ”	পারস্কার	পারস্কর
,,	৬ ”	অথব্ব	অথর্ব্ব
১৩	৯	উজ্জয়িনী	উজ্জয়িনী
,,	৩ (টীকা)	১৭৫৯	১৮৫৯

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	৪ (টীকা)	বালিনে	বার্লিনে
১৪	৬	পতনোম্মুখ	পতনোন্মুখ
,,	১১	গহন ও	গহন কানন ও
,,	১২	হৃদয়চুল্লা	হৃদয়চুল্লী
,,	৩ (টীকা)	প্রণাত	প্রণীত
,,	৪ ,,	সম্প্রদায়	সম্প্রদায়
১৫	১০	স্বত্তেও	সত্ত্বেও
,,	২৭	অ র্গত	অন্তর্গত
১৬	১	ষথাসাধ্য	যথাসাধ্য
,,	১০	সন্নবিষ্ট	সন্নিবিষ্ট
,,	২ (টীকা)	বেসংহিতার	বেদসংহিতার
,,	৬ ,,	যযুর্ব্বেদের	যজুর্ব্বেদের
,,	১৫ ,,	যোগার্চ্চ	যোগাৎ চ
১৭	১ ,,	ষদেব ত্রয্যৈ	যদেব ত্রয্যৈ
,,	৮ ,,	ষজ্ঞানুষুক্ত	যজ্ঞানুপযুক্ত
১৮	৪	দেখা	দেখা
,,	১৮	করিরাছেন	করিয়াছেন
২০	৪	ঋ্বগ্	ঋগ্
২১	১	পরিবর্দ্ধিত	পরিবর্দ্ধিত
,,	৪	আরাধনাথ	আরাধনার্থ
,,	২ (টীকা)	ঋ গণ	ঋষিগণ
,,	৬ ,,	উ ত য়ে	উতয়ে
,,	১০ ,,	পূর্বে	পূর্ব্বে
,,	১৭ ,,	উকৃথম	উকৃথ
,,	২১ ,,	নিস্পন্ন	নিষ্পন্ন
২২	২ ,,	স্বয়ম্ভু	স্বয়ম্ভু
,,	,, ,,	ঋষয়োঽভবন্	ঋষয়োঽভবন্
,,	৯ ,,	আধ্যাত্মকাঃ	আধ্যাত্মিকাঃ

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২২	১৮ (টীকা)	রভিপ্রায়ৈ	রভিপ্রায়ৈঃ
”	২২ ”	আশীব্বাদ	আশীর্ব্বাদ
২৩	১১	সম্পাদন	সম্পাদন
”	১৫	বিস্তারিত	বিস্তারিত
”	১৬	সম্পাদনার্থ	সম্পাদনার্থ
”	১৭	যজ্ঞীদি	যজ্ঞাদি
”	১৯	সম্প্রদায়	সম্প্রদায়
২৩	৩	ভাষ্যকার উবট	ভাষ্যকার উবট
২৪	১	অধ্বর্য্যর	অধ্বর্য্যুর
”	১২	বৃদ্ধির	বৃদ্ধির
২৪	১৫	অথর্ব্ব এই ভাগ চতুষ্টয়েও,	ও অথর্ব্ব এই ভাগ চতুষ্টয়ে
২৬	৭	ছন্দার্চ্চিক	ছন্দার্চ্চিকা
”	১৬	৩ প্রপাঠক	৩৮ প্রপাঠক
২৮	১৭	হইয়া	হইয়া
২৯	৩	৩থ্য	তথ্য
৩০	৪	ব্যাপা	ব্যাপী
”	২৪	বিষযে	বিষয়ে
৩১	৮	অধ্বয্যু	অধ্বর্য্যু
৩২	২২	বহ্বচ	বহ্বৃচ
৩৫	৩	অধয়ন	অধ্যয়ন
”	১৪ (টীকা)	পুরানাদিতি	পুরাণাদিতি
৩৮	২০ ”	স্থিতো	স্থিতা
৩৯	৪	যর্থাবিধি	যথাবিধি
৪০	১৮	বেদাধ্যয়ন।	বেদাধ্যয়ন
৪২	১	* স্বাধ্যায়েয় জুহু।	স্বাধ্যায়ের জুহু *
৪৪	৮	থাকেন	থাকেন
”	১৩	গন্ধ দ্রধ্যে	গন্ধ দ্রব্যে

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪৪	৪ (টীকা)	দেবপদং	বেদপদং
৪৫	৬ ”	স্তপ্সন্	স্তপ্সন্
”	১৬ ”	স্ত্রীযু	স্ত্রীষু
৪৬	১৮ ”	সর্ব্বেঃ কামৈঃ সর্ব্বে	সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সর্ব্বৈ
”	১৯ ”	স্থাধ্যায়	স্বাধ্যায়
”	২৫ ”	হৈ	বৈ
৪৭	১	প্রসংসা	প্রশংসা
”	৬	ব্রাহ্মনাদি	ব্রাহ্মণাদি
”	৭ (টীকা)	যজূষ্যাপি	যজূংষ্যাপি
৪৮	৭ ”	বাকোবাক্য	বাকোবাক্যং
৫১	৯ ”	ভূতভব	ভূতভব্য
৫৮	৭	মার্কণ্ডেষ	মার্কণ্ডেয়
৬৩	৪	সববং	সর্ব্বং
৬৭	৫	কৃ ষ্ণযজুর্দেীয়	কৃষ্ণযজুর্ব্বেদীয়
”	৬	ভায্যকার	ভাষ্যকার
৬৯	১ (টীকা)	যজুর্ব্বেদের	যজুর্ব্বেদের
”	১১	সত্তমঃ	সত্তমাঃ
”	১৪	চোথাপরিষ্যামি	চোথাপয়িষ্যামি
৭২	৭	আবদ্ধ	আবদ্ধ
৭৩	১৯	অন্থার্য্য	অনার্য্য
৮১	১৪	মৌদ্গা	মৌদ্গ
৮২	৮ (টীকা)	শিষ্যোথাঙ্গিরসঃ	শিষ্যোঽথাঙ্গিরসঃ
৮৩	৩	সহিতার	সংহিতার
”	৪	সঘটিত	সংঘটিত
”	১৬	সহিতা	সংহিতা
৮৫	১৭	ম্ব	স্ব
৮৮	২	অবীত বিষয়ের	অতীত বিষয়ের
”	২৩ (টীকা)	সঃশয়	সংশয়